ত্রিদণ্ডিস্বামিনা শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তিনা সম্পাদিতা

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া-ঋগ্‌বেদীয়াচ

তৈত্তিরীয়ৈতরেয়োপনিষদৌ

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য-

শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-

মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যোপেতে

গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তসম্মত-সানুবাদান্বয়ানুবাদ-ভূমিকা-

সূচীপত্রাদি-সমেতে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-নবমাধস্তনাম্বয়বর-ব্রহ্ম-মাধ্ব-

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকপ্রবর-

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানাং

শ্রীপাদপদ্মানুকম্পিতেন শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানস্য

অন্যতম-প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি-আচার্য্যেণ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-ওঁ বিষ্ণুপাদ-

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-

মহারাজেন রচিতয়া শ্রীমদ্ভাগবতানুগয়া শ্রীচৈতন্য-মতানু-

মোদিতাচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারপরয়া 'তত্ত্বকণা'-নাম্ন্যা

চানুব্যাখ্যয়া সহ তেনৈব সম্পাদিতে।

অস্য প্রতিষ্ঠানস্য পণ্ডিতপ্রবর মহোপাধ্যায় স্বধামপ্রাপ্ত-

নৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ-বেদান্তরত্ন-ভক্তিভূষণ-কৃতয়া

'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-সমাখ্যয়া টীকয়া সমন্বিতে।

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানতঃ প্রকাশিতে।

উপনিষদ্‌-গ্রন্থমালার অন্তর্গত তৈত্তিরীয়-ঐতরেয়োপনিষদ্‌ গ্রন্থদ্বয়
শ্রুতিমন্ত্র, অন্বয়ানুবাদ, অনুবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমদ্‌
রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্য, শ্রুত্যর্থ-
বোধিনী-টীকা ও সম্পাদক কর্ত্তৃক রচিত
তত্ত্বকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যার সহিত
প্রকাশিত।

—প্রথম সংস্করণ—
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের-রথযাত্রা-বাসর,
গৌরাব্দ—৪৮৬, বাংলা—১৩৭৯ সাল, ইংরাজী—১৯৭২ সাল।
—প্রকাশক—
স্বধামপ্রাপ্ত সতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বিদ্যার্ণব', 'ভক্তিপ্রমোদ'।

—দ্বিতীয় সংস্করণ—
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথি,
গৌরাব্দ—৫০৫, বাংলা—১৩৯৮ সাল, ইংরাজী—১৯৯২ সাল।
—প্রকাশক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তি রঞ্জন সাগর মহারাজ,
বর্ত্তমান সভাপতি ও আচার্য্য
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন।
—মুদ্রাকর—
শ্রীনির্ম্মল মিত্র,
দি ইণ্ডিয়ান্‌ প্রেস্‌ প্রাইভেট লিমিটেড্‌,
১৩এ, লেলিন সরণী, কলিকাতা-১৩।
—প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন,
(১) ২৯বি, হাজরা রোড্‌, কলিকাতা-২৯।
(২) সাতাসন রোড্‌, স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।
(৩) রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

উৎসর্গপত্রম্

পরমারাধ্যতম-মদভীষ্ট-শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকপ্রবর-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় - নবমাধস্তনাশ্রয়বর - শ্রীস্বরূপ-শ্রীসনাতন-শ্রীরূপাভিন্নবিগ্রহ-শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভা-পাত্ররাজানাং শ্রীনবদ্বীপধামা-ন্তর্গত - শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থল - শ্রীধামমায়াপুরস্থ বিশ্ববিশ্রুতাকরমঠরাজ - শ্রীচৈতন্যমঠস্য তচ্ছাখা-শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহস্য চ প্রতিষ্ঠাতৄণাম্ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী - গোস্বামি - প্রভুপাদানাং মনোঽভীষ্টানুসারেণ তৎপ্রীত্যর্থং তদীয় শ্রীপাদপদ্মরেণু - সেবাকাঙ্ক্ষিণা দাসাধমেন সম্পাদিতোপনিষদ্-গ্রন্থমালান্তর্গতে তৈত্তিরীয়ৈতরেয়ো-পনিষদাবিমে তেষাং শ্রীকরকমলেষু সমর্প্যেতে—

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবস্য-
রথযাত্রা-বাসরে,
গৌরাব্দষষ্ঠাশীত্যুত্তরচতুঃশতকে
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়াসন-মিশন-
প্রতিষ্ঠানাৎ কলি-২৯ সংখ্যান্তর্গতে
২৯বি, সংখ্যকে হাজরা বর্ত্মনি।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-কিঙ্করাভাস-
শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তিনা।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুরূ ! ভবৎকরুণয়া প্রারব্ধমিষ্টা 'কণা-
তত্ত্বানাং' বিমলোপপত্তিমহিতা সম্পূর্য্যতাং বাং মুমঃ ।
ঈশাকেনকঠৈতরেয় বিলসচ্ছান্দোগ্যযুক্ তৈত্তিরী
যা শ্বেতাশ্বতরাপি মুণ্ডকমথো আরণ্যকং যদ্ বৃহৎ ॥

যা প্রশ্নোপনিষৎ সহৈব রমতে মাণ্ডূক্যনাম্ন্যাঽন্যয়া
তা একাদশবিশ্রুতোপনিষদঃ প্রারম্ভতঃ সংস্তুমঃ ।
ভেদাভেদমতান্যচিন্ত্যসরণৌ সিদ্ধান্তভূতানি চ
নিত্যং মে হৃদয়ে স্ফুরন্তু চ গুরুর্দীনে প্রসীদেন্ময়ি ॥

শ্রীশ্রৌতানি বচাংসি নৈব পুরুষৈরুক্তানি তানীশ্বরা-
ভেদ-শ্রৌতপথে চরন্তি চ নিজপ্রামাণ্যসিদ্ধানি হি ।
আচার্য্যাঃ পরিপূজয়ন্ত্যভিধয়া বৃত্ত্যাঽনুশীল্যাত্মনাং
তত্ত্বং তেন ময়াঽধমেন চ কৃতস্তদ্বোধনায় শ্রমঃ ॥

দীনাতিদীন-
গ্রন্থ-সম্পাদকেন

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সংবভূব। স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম্। শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্॥ (তৈত্তিরীয় ১।৪।১)

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচন॥ ইতি। (তৈঃ ২।৪।১)

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি॥ (তৈঃ ৩।৬)

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি॥ (ঐতরেয় ১।১)

কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে? কতরঃ স আত্মা—যেন বা রূপং পশ্যতি, যেন বা শব্দং শৃণোতি, যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি, যেন বাচং ব্যাকরোতি, যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি?॥

(ঐতরেয় ৩।১)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আহরণী

ওঁ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠমহাত্মনে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে॥

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং (সোঽয়ং) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি
স্বপদান্তিকম্॥

বন্দে শিক্ষাগুরুং শ্রীলং ভক্তিবিবেকভারতীম্।
সরস্বত্যপ্রিয়ং বিজ্ঞং সদা নামপরায়ণম্॥
বৈষ্ণবাচার্য্যপাদায় গুরুসেবৈকজীবিনে।
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়াসনস্থাপনকারিণে॥

সংসারমোহনাশায় প্রাপকায় গুরোঃ পদম্ ।
ভক্তিবস্তু দর্শকায় নমস্তস্মৈ কৃপাব্ধয়ে ॥

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্-বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে ।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে ! পাদাম্ভোজায় তে নমঃ ॥

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে ।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥

স্ফাতিরাবর্ত্তয়েন্মূকম্ পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ ।
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন ।
অনায়াসে হয় যেন বাঞ্ছিত- পূরণ॥

শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের স্মরণকরতঃ বন্দনাপূর্ব্বক তাঁহাদের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদে উপনিষদ্-গ্রন্থমালার অন্তর্গত **ঈশ, কেন, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্য এবং প্রশ্নোপনিষদ্** নামক **সপ্ত উপনিষদের** সম্পাদনা ও প্রকাশনা সমাপ্ত হওয়ার পর **শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের** অতুলনীয় করুণা ও প্রেরণার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের রাতুলচরণে নিত্যদাস্য-লাভের প্রার্থনা পূর্ব্বক মাদৃশ ক্ষুদ্রাধম এই **তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয়োপনিষদ্ দ্বয়ের** ভূমিকা লিখনে প্রবৃত্ত হইতেছে।

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্খানি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত ব্রাহ্মণোপনিষদ্। একই যজুর্ব্বেদ শুক্ল ও কৃষ্ণ-ভেদে দ্বিবিধ, একথা ঈশোপনিষদের ভূমিকা-মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় যজুর্ব্বেদ সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক—এই তিনভাগে বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে আরণ্যকাংশের পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রশ্নই উপনিষদ্রূপে পরিগণিত। এই উপনিষদে তিনটি বল্লী আছে, যথা—শিক্ষা, আনন্দ ও ভৃগু। তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত বলিয়া এই উপনিষদের নাম **তৈত্তিরীয়োপনিষৎ**।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় উপনিষৎসমূহের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ এই উপনিষৎখানিকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক মনে করেন। অনেকের ধারণা বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যের পরেই ইহার স্থান। যাহা হউক, এই উপনিবদ্খানি যে প্রামাণিক উপনিষদ্গণের অন্যতম, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। গ্রন্থের প্রারম্ভে পূর্ব্বাভাসে এই উপনিষদ্ সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য। বেদাঙ্গ ছয়টি, যথা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও বিবিধ ছন্দঃ। বেদাঙ্গজ্ঞান-ব্যতিরেকে কখনই বেদের তাৎপর্য্য অবগত হওয়া সম্ভব নহে। ঐ ষড়ঙ্গের মধ্যে **শিক্ষাই** প্রধান ও প্রথম

শিক্ষণীয়। শিক্ষাবল্লীতে প্রধানতঃ বর্ণাদির উচ্চারণ-প্রণালী, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত-ভেদে তিন প্রকার স্বরের চিন্তা, হ্রস্ব-দীর্ঘাদি মাত্রা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

তৎপরে বেদের বিশেষ পঞ্চকের দ্বারা উপনিষদের রহস্য বিবৃত হইয়াছে। অধিলোক, অধিজ্যোতিষ, অধিবিদ্য, অধিপ্রজ ও অধ্যাত্ম—এই পঞ্চ অধিকরণ। ইহারা **মহাসংহিতা**-নামে কথিত, যাহা লোক আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান, তাহা **অধিলোক**, পৃথিবী ইহার পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ সংহিতার পূর্ব্ববর্ণে পৃথিবী দৃষ্টি করিতে হইবে। স্বর্গ উত্তর-রূপ অর্থাৎ সংহিতার উত্তরবর্ণে স্বর্গ দৃষ্টি করণীয়া। আকাশ অর্থাৎ অন্তরীক্ষ—তদুভয়ের সন্ধি। বায়ু তাহার সন্ধান অর্থাৎ সন্ধির সাধন। এইরূপে অধিলোক ব্যাখ্যাত হইল।

তারপর **অধিজ্যোতিষ** ব্যাখ্যাত হইতেছে। অগ্নি পূর্ব্বরূপ। আদিত্য উত্তররূপ। অপ্ অর্থাৎ জল সন্ধি। বিদ্যুৎ সন্ধান।

অতঃপর **অধিবিদ্য** ব্যাখ্যাত হইতেছে। আচার্য্য—পূর্ব্বরূপ। শিষ্য—উত্তররূপ। বিদ্যা—সন্ধি। বেদাধ্যয়ন—সন্ধান।

অনন্তর **অধিপ্রজ** বর্ণিত হইতেছে। মাতা—পূর্ব্বরূপ। পিতা উত্তররূপ। প্রজা—সন্ধি। প্রজোৎপত্তি—সন্ধান।

ইহার পর **অধ্যাত্মবাদে** দেহ-সম্বন্ধীয় ধ্যান—নিম্ন হনু—পূর্ব্বরূপ। উপরস্থ হনু—উত্তররূপ। বাক্য—সন্ধি। জিহ্বা—সন্ধান। যিনি এইরূপ এই মহাসংহিতা বিদিত হন, তিনি সন্তান, পশু, ব্রহ্ম-তেজঃ, অন্নাদি ও স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন।

অতঃপর তৃতীয়ানুবাকে প্রার্থনা করা হইতেছে যে, যিনি বেদ-সকলের শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ, বেদসমূহ হইতে অধিকতর সুব্যক্ত সেই অনমোর্দ্ধ-ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দ্র অর্থাৎ শ্রীভগবান আমাকে

প্রজ্ঞা দানপূর্ব্বক বর্দ্ধিত করুন। হে দেব! আমি অমৃতের ধারয়িতা হইব। আমার শরীর বিশিষ্ট প্রজ্ঞাশালী হউক। আমার জিহ্বা যেন হরিনাম গ্রহণ করিয়া মধুরভাষিণী হয়। কর্ণদ্বয় যেন সর্ব্বদা হরিকথা শ্রবণপরায়ণ হয়। তুমি আমার শ্রবণাদি রক্ষা কর। শমদমাদি-সম্পন্ন ব্রহ্মচারিগণ বেদাধ্যয়নার্থ আমার নিকট আগমন করুক। তাঁহারা যথার্থজ্ঞান লাভ করুক। হে ভগবন্! আমি তোমাতে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধসম্পন্ন হইয়া তোমাতে প্রবেশ করিব। তুমিও আমাতে প্রবেশ কর অর্থাৎ অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান কর এবং আমার সহিত তোমার ধামে নিত্যলীলাপরায়ণ হও।

চতুর্থানুবাকের সারমর্ম্মে পাওয়া যায়,—

ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিনটি ব্রহ্মের ব্যাহরণ অর্থাৎ ব্রহ্মকে বিশেষরূপে আহরণ করে বলিয়া ব্যাহৃতি-শব্দবাচ্য। মাহাচমস্য ঋষি মহঃকে চতুর্থী ব্যাহৃতি বলিয়া জানেন। এই ব্যাহৃতিচতুষ্টয় ব্রহ্মের বাচক বলিয়া ব্রহ্ম। ব্যাপকত্ববশতঃ উহাকে আত্মা বলা হয়। অন্য দেবতাসকল উহার অঙ্গ। এই চারিটি ব্যাহৃতি চারি চারি প্রকার। উহা যিনি জানেন, তিনিই ব্রহ্ম বিদিত হন। সকল দেবতা তাদৃশ ব্রহ্মবিদের উদ্দেশে বলি অর্থাৎ পূজোপহার আহরণ করিয়া থাকেন।

পঞ্চমানুবাকের তাৎপর্য্যে পাই,—

উর্দ্ধনাল, অধোমুখ, পুণ্ডরীকাকার, অনেকনাড়ীচ্ছিদ্রবিশিষ্ট, প্রাণাশ্রয়, হৃদয়ের অভ্যন্তরবর্ত্তী আকাশে মনোময়, অমৃতস্বরূপ, হিরণ্ময় পুরুষ অবস্থান করেন। ঐ হৃদয় হইতে নির্গত এবং জিহ্বামূল, তালু ও নাসিকামধ্য ভিত্তি অবলম্বনে মস্তকের যে স্থানে কেশের মূলসকল থাকে, সেই মূর্দ্ধ প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া কপালদ্বয়ের সন্ধিস্থল বিদারণ

পূর্ব্বক মস্তকের উপরিভাগে দশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত উত্থিত ও রবিরশ্মির সহিত একীভূত যে সুষুম্নাখ্যা নাড়ী, উহাই উক্ত পুরুষের ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ।

সুষুম্নামার্গ দ্বারা দেহ হইতে উৎক্রান্ত পুরুষ পৃথিব্যাদি লোকের অধিষ্ঠাতা অগ্ন্যাদির স্বরূপে ভূরাদি লোক অতিক্রমের পর ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠিত মহরাদি লোকক্রমে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সহিত স্বারাজ্য লাভ করিয়া থাকেন। তিনি স্বারাজ্য লাভে মন, বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও বিজ্ঞানের অধিপতিত্ব লাভ করেন। পরিশেষে ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য-ভাব প্রাপ্ত হন।

ষষ্ঠানুবাকের সারমর্ম্মে পাওয়া যায়,—

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, দিক্ ও বিদিক্; অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্রমা; ও নক্ষত্রসমূহ; অপ্, ওষধি, বনস্পতি, আকাশ ও দেহ— এই সমুদয় অধিভূত।

আর অধ্যাত্ম বলিতে—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান; চক্ষুঃ, কর্ণ, মনঃ, বাক্ ও ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস, নাড়ী, অস্থি ও মজ্জা প্রভৃতি।

এই অধিভূত ও অধ্যাত্ম পরিকল্পনা করিয়া কোন ঋষি বলিয়াছেন, —এই সমস্ত জগৎ পঞ্চসংখ্যাযুক্ত।

সপ্তমানুবাকের সারকথা এই যে,—

ওঁকার ব্রহ্ম। ইহা সর্ব্বোপাসনার অঙ্গভূত। উদ্গাতা, প্রস্তোতা, প্রভৃতি সামগানকারিগণ 'ওঁ' উচ্চারণপূর্ব্বক সাম গান করিয়া থাকেন। হোতা, ঋত্বিক্, অধ্বর্য্য ও ব্রহ্মা 'ওঁ' উচ্চারণ করতঃ হোমকার্য্য করিয়া থাকেন। ওঁ উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাখ্য ঋত্বিক

অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন। ওঙ্কার উচ্চারণ পূর্ব্বক হোমের অনুজ্ঞা প্রদান করা হয়। ওঙ্কার উচ্চারণ করতঃ ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। ওঙ্কার উচ্চারণ পূর্ব্বক যিনি ব্রহ্মপ্রাপ্তির অভিলাষ করেন, তিনি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

অষ্টমানুবাকের তাৎপর্য্যে পাই,—

সত্যচিন্তা, সত্যবাক্য, তপঃ, বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ, অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ, বহ্নিস্থাপন, হোম, অতিথি-সৎকার, বন্ধু-সৎকার, পুত্রাদিপালন, সন্তানার্থ স্ত্রীগমন, বংশরক্ষার্থে পুত্রাদির বিবাহ, বেদাধ্যয়ন ও বেদাধ্যাপনা অবশ্য কর্ত্তব্য। রথীতরতনয় সত্যবচাঃ সত্যকেই শ্রেয়ঃ বলেন। পুরুশিষ্টতনয় তপোনিরত তপস্যাকেই শ্রেয়ঃ মনে করেন। মুদ্গলতনয় নাক-নামক ঋষি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকেই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া থাকেন। কারণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই পরম তপস্যা।

নবমানুবাকের সার-আলোচনায় পাই,—

ত্রিশঙ্কুনামক ঋষি আত্মতত্ত্ব লাভ করিয়া বামদেবের মত বলিয়াছিলেন—আমি সংসারবৃক্ষের ছেদনকর্ত্তা, আমার কীর্ত্তি গিরিশিখরের ন্যায় উত্থিত হইয়াছে, সবিতাতে অবস্থিত শুদ্ধাত্ম-তত্ত্বের ন্যায় আমি নিরতিশয় পবিত্র হইয়াছি। শোভনকান্তি-সমন্বিত ব্রহ্মই আমার ধন। আমি অমৃত দ্বারা ব্যাপ্ত অতএব সুমেধাঃ।

দশমানুবাকের সারমর্ম্মে পাওয়া যায়,—

সমাবর্ত্তনকারী শিষ্যের প্রতি—আচার্য্যের উপদেশ। সত্য বলিবে। ধর্ম্ম আচরণ করিবে। অধ্যয়নবিষয়ে অমনোযোগী হইবে না। আচার্য্যকে অভীষ্ট দক্ষিণা প্রদানকরতঃ দারপরিগ্রহের পর প্রজাবর্দ্ধনে যত্ন করিবে। সত্য হইতে বিচ্যুত হইবে না। মঙ্গলকর কর্ম্ম

হইতে বিচ্যুত হইবে না। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিবে না। দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য করিবে। দেবতাজ্ঞানে মাতা, পিতা, আচার্য্য ও অতিথির সেবা করিবে। নিন্দনীয় কর্ম্ম কখনও আচরণ করিবে না। আচার্য্যগণের আচরিত ও বিহিত কর্ম্মসমূহই অনুষ্ঠান করিবে। আচার্য্যগণের নিষিদ্ধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে না। যাঁহারা আমাদিগের হইতে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে আসনাদি প্রদান পূর্ব্বক বিশ্রাম করাইবে। শ্রদ্ধাসহকারে দান করিবে। প্রসন্নচিত্তে লজ্জাসহকারে ভয়প্রযুক্ত হইয়া বা বন্ধুকার্য্যে দান করিবে। যদি কখন তোমার কোন শাস্ত্রোক্ত বা লৌকিক কর্ম্মে সংশয় উপস্থিত হয়, তবে ঐ স্থানে বা ঐ সময়ে যে সকল কর্ম্ম-নিরত, বিচারক্ষম, অপর কর্ত্তৃক কর্ম্মে নিযোজিত অরুক্ষস্বভাব, ধর্ম্ম-মাত্রকাম ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহারা উক্ত কর্ম্মে যেরূপ আচরণ করেন, তুমিও তাঁহাদের আদর্শ-অনুসরণে সেইরূপই আচরণ করিবে; আর নিন্দিত কর্ম্মসকলেও তাঁহারা যেরূপ আচরণ করেন, তুমিও সেইরূপই আচরণ করিবে। এই আদেশ, এই উপদেশ, এই বেদোপনিষৎ, এই অনুশাসন। এইরূপই ব্রহ্মের উপাসনা করিবে।

দ্বাদশানুবাকের মর্ম্মে পাই,—

অধ্যয়নকারী ও অধ্যাপকের মিলিতভাবে প্রার্থনা—মিত্রদেবতা আমাদের সুখদায়িনী হউন। বরুণদেবতা আমাদিগের সুখদায়িনী হউন। অর্য্যমা আমাদিগের সুখদায়ী, ইন্দ্র আমাদিগের সুখদায়ী হউন। উরুক্রম বিষ্ণু আমাদিগের সুখদায়ী হউন। ব্রহ্মকে নমস্কার। হে বায়ো, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করিয়াছেন ও করুন। ব্রহ্ম বক্তা বা আচার্য্যকে রক্ষা করিয়াছেন ও করুন। তিনি গুরু ও শিষ্য উভয়কেই একত্রে রক্ষা করুন। উভয়কে একত্রে

ভোগ প্রদান করুন। আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার্থ যত্ন করিব। আমাদের অধীত-বিষয় সফল হউক। আমরা কাহারও সহিত বিদ্বেষ আচরণ করিব না। আমাদের তাপত্রয়ের শান্তি হউক। ইহা শিক্ষাবল্লীর সমাপ্তিতে শান্তিপাঠ।

এক্ষণে **আনন্দবল্লীতে** প্রথমেই বর্ণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ইহা ঋক্‌বেদে উক্ত হইয়াছে। যিনি দেশকালাদি-পরিচ্ছেদ-রহিত অনন্ত, সৎস্বরূপ ও চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মকে পরব্যোমে ও হৃদয়াকাশে অবস্থিত জানেন, তিনি ঐ সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্মের সহিত চিদ্ধামে সকল কামনা-সিদ্ধি লাভ করেন। অর্থাৎ লীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন।

এই বল্লীতে চরাচর বিশ্বের পরব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ বর্ণিত হইয়াছে। এই পরব্রহ্ম হইতেই আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি, তাহা হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জীব-শরীর উৎপত্তি লাভ করে। জীব-শরীরাভিমানী আত্মাই পুরুষ বা ব্যষ্টিপুরুষ। এই অন্নরসময় অন্নময় কোশই দেহরূপ পুরুষ বা জীবোপাধি। উপাধি ও উপহিতের একীভাবে দেহ ও আত্মা উভয়কেই পুরুষ বলা হয়। এই দেহরূপ পুরুষের এই শিরঃই শিরঃ, এই দক্ষিণ বাহুই দক্ষিণ পক্ষ, এই বাম বাহুই বাম পক্ষ। এই মধ্যম দেহভাগই আত্মা, এই নাভির অধোভাগই পুচ্ছ ও আশ্রয় অর্থাৎ এই পুরুষের ধারয়িতা ;—ইহাই প্রথমানুবাকে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ানুবাকে পাই,—অন্ন হইতেই পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রজা

উৎপন্ন হয়, অন্নের দ্বারাই জীবিত থাকে, আবার অন্তে অন্নেই লীন হয়। যিনি এই অন্নকে ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তিতে শক্তিযুক্ত মনে করিয়া উপাসনা করেন, তিনি অন্ন লাভ করেন।

এই অন্নরসময় পুরুষ হইতে ভিন্ন অন্তরস্থ আত্মা হৃদয়স্থ প্রাণবায়ু-প্রচুর প্রাণময় কোশ। ঐ প্রাণময় দ্বারা এই অন্নরসময় পুরুষ পূর্ণ আছে। প্রাণময়ও পুরুষাকারই। অন্নময় পুরুষের আকারের অনু-রূপই তদন্তর্ব্বর্ত্তী প্রাণময় পুরুষের আকার। ঐ প্রাণময় পুরুষের প্রাণই শিরঃ, ব্যান দক্ষিণ পক্ষ, অপান বামপক্ষ, আকাশ দেহমধ্য-ভাগ এবং পৃথিব্যভিমানিনী দেবতা পুচ্ছ ও আশ্রয়।

তৃতীয়ানুবাকে পাওয়া যায়,—

অগ্ন্যাদি দেবতা সকল প্রাণশক্তিশালী বায়ুর সহিত একত্রিত হইয়া ক্রিয়াবন্ত হন। মনুষ্য এবং পশ্বাদিও ঐ বায়ুর সহিত একীভূত হইয়া ক্রিয়াবন্ত থাকে। এই নিমিত্ত প্রাণকে সকলের আয়ু বলা হয়।

অন্নময় পুরুষের যিনি অন্তর—অন্তর্য্যামী আত্মা, তিনিই এই প্রাণময় পুরুষেরও অন্তর্য্যামী আত্মা। এই প্রাণময় পুরুষ হইতে ভিন্ন অন্তরস্থ আত্মা অন্তঃকরণবাচক মনঃপ্রচুর মনোময় কোশ। ঐ মনোময় কোশ দ্বারা এই প্রাণময় কোশ পূর্ণ আছে। মনোময়-কোশও পুরুষাকারই, ঐ মনোময় পুরুষের যজুর্নামক মন্ত্রবিশেষ শিরঃ, ঋক্ দক্ষিণ পক্ষ, সাম উত্তর পক্ষ, আদেশ দেহমধ্যভাগ এবং অথর্ব্ব অঙ্গিরস কর্ত্তৃক দৃষ্ট মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সকল পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা।

চতুর্থানুবাকে পাই,—

এই মনোময় পুরুষ হইতে ভিন্ন অন্তর—অন্তরস্থ আত্মা বিজ্ঞানপ্রচুর

অর্থাৎ চৈতন্যপ্রচুর বিজ্ঞানময় কোশ। ঐ বিজ্ঞানময় কোশ দ্বারা এই মনোময় পূর্ণ। বিজ্ঞানময়ও পুরুষাকারই। ঐ বিজ্ঞানময় পুরুষের শ্রদ্ধা শিরঃ, ঋত অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ-নিশ্চিতা বুদ্ধি দক্ষিণ পক্ষ, সত্য অর্থাৎ তদর্থানুভব-প্রযত্ন বামপক্ষ, যোগ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি-সমাধান-দেহ-মধ্যভাগ এবং মহঃ অর্থাৎ তত্তৎপ্রকাশহেতু শুদ্ধ জীব পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা।

পঞ্চমানুবাকে পাওয়া যায়,—

পূর্ব্ববর্ত্তী মনোময় পুরুষের যিনি অন্তর্য্যামী আত্মা, তিনিই এই বিজ্ঞানময় পুরুষেরও অর্থাৎ জীবাত্মারও অন্তর্য্যামী। এই বিজ্ঞানময় হইতে ভিন্ন অন্তরস্থ আত্মা আনন্দপ্রচুর আনন্দময় কোশ। ঐ আনন্দময় কোশ দ্বারা এই বিজ্ঞানময় পূর্ণ। ঐ আনন্দময় পুরুষের প্রিয় অর্থাৎ ইষ্টদর্শনজনিত আনন্দ শিরঃ, মোদ অর্থাৎ ইষ্টলাভ-জনিত আনন্দ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ অর্থাৎ ইষ্টভোগ জনিত আনন্দ বামপক্ষ, আনন্দ অর্থাৎ সাধারণ আনন্দ আত্মা অর্থাৎ দেহমধ্যভাগ, ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহত্তম আনন্দরূপ পরব্রহ্ম পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা।

ষষ্ঠানুবাক-আলোচনায় পাওয়া যায়,—

যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে 'অসৎ' অর্থাৎ অস্তিত্বহীন বলিয়া মনে করে, সেই ব্যক্তিই অসৎ অর্থাৎ অসাধু। আর যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে 'সৎ' অর্থাৎ নিত্য অস্তিত্ববান্ বলিয়া জানেন, তিনিই প্রকৃত সৎ অর্থাৎ সাধু। বরুণকৃত প্রশ্ন এই যে,—কোনও অবিদ্বান্ অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞান-শূন্য ব্যক্তি মৃত্যুর পর ব্রহ্মকে লাভ করেন কি না? কোন্ কোন্ বিদ্বান্ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি মৃত্যুর পর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? অথবা সকল ব্রহ্মজ্ঞানীই কি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন? শ্রীভগবানের মহিমাজ্ঞান হইতেই কি মুক্ত হওয়া যায়? এই সকল প্রশ্নের উত্তর-প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিতেছেন—পরমপুরুষ বহু হইবার ইচ্ছায়, সৃষ্টির বিষয় আলোচনারূপ তপস্যা করিয়া এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টির

পর তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন। সংসারে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক তিনিই 'সৎ' অর্থাৎ মূর্ত্ত এবং 'ত্যৎ' অর্থাৎ অমূর্ত্ত, উভয়রূপেই প্রকাশ পাইলেন। তিনিই স্বশক্তি দ্বারা নিরুক্ত, নিলয়ন, বিজ্ঞান ও সত্যস্বরূপ হইলেন এবং তিনিই অনিরুক্ত, অনিলয়ন, অবিজ্ঞান ও অমৃত-স্বরূপ হইলেন। সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক সমস্ত সৃষ্ট বলিয়া সত্যনামে অভিহিত।

সপ্তমানুবাকের মর্ম্মে পাই,—

সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অদ্বিতীয় অব্যক্ত ব্রহ্মস্বরূপে একীভূত ছিল। সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতেই এই ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মই স্বকৃত অর্থাৎ স্বয়ংকর্ত্তা, যেহেতু তিনি আপনাকেই বহুরূপে প্রকাশ করিলেন এবং তাহাতেই প্রবেশ করিলেন; তিনি '**রসস্বরূপ**'। এই রস বা আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইলে জীব আনন্দিত হন। সেই ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ না হইলে কেহই জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইত না। এই আনন্দময় ব্রহ্মই সকলকে আনন্দদান করিয়া থাকেন। ব্রহ্মে শরণাগত ব্যক্তির কোন ভয় থাকে না। অজ্ঞের নিকট ব্রহ্ম ভয়ের কারণ হন। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবেন, তিনিই ভয়ের দ্বারা আক্রান্ত হইবেন।

অষ্টমানুবাকে পাওয়া যায়,—

এই ব্রহ্মের ভয়ে বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্র সকলেই স্ব-স্ব কার্য্য করিয়া থাকেন। মৃত্যু ইহাঁরই আদেশ পালনে তৎপর। অতঃপর আনন্দের মীমাংসা প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিতেছেন;—একজন অধীতবেদ, কর্ম্মঠ, বলিষ্ঠ ও সাধু যুবা পৃথিবীর সমস্ত ভোগ লাভ করিলে যে আনন্দ পান, তাহাকে একটি মানুষ-আনন্দ বলিতে হইবে। মানবীয় আনন্দের শতগুণ মনুষ্য-

গন্ধর্ব্বের আনন্দ। বেদজ্ঞ পুরুষের আনন্দ তৎ-তুল্য। মনুষ্যগন্ধর্ব্বের শতগুণ আনন্দ দেবগন্ধর্ব্বের এক আনন্দ। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় পুরুষের ইহাই লভ্য। শতগুণ দেবগন্ধর্ব্বের আনন্দের তুল্য পিতৃলোকবাসীর আনন্দ, নিষ্কাম বেদজ্ঞের আনন্দও এতাদৃশ। তদপেক্ষা শতগুণ আনন্দ আজানজ দেবতার (স্মার্ত্তকর্ম্মদ্বারা দেবত্বপ্রাপ্ত নিষ্কাম ব্যক্তির), তদপেক্ষা শতগুণ কর্ম্মদেবতার, তদপেক্ষা শতগুণ আনন্দ বৈদিক দেবতাগণের, তদপেক্ষা শতগুণ আনন্দ দেবরাজ ইন্দ্রের। তদপেক্ষা শতগুণ আনন্দ বৃহস্পতির। তদপেক্ষা শতগুণ আনন্দ ব্রহ্মার। মুক্ত জীবের আনন্দ শতপ্রজাপতির আনন্দের তুল্য। তদপেক্ষা শতগুণ আনন্দ ব্রহ্মের।

যিনি পুরুষোপলক্ষিত মনুষ্য ও আদিত্যোপলক্ষিত দেবতাতে স্থিত পরমাত্মা, তিনি একই। যিনি সেই পরমাত্মাকে এক বলিয়া বিদিত হন, তিনি মৃত্যুর পর এই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশ অতিক্রম পূর্ব্বক আনন্দময় পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।

নবমানুবাকে পাওয়া যায়,—

যে-পুরুষকে না পাইয়া বাক্ও মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ বিদিত হইলে আর গর্ভবাসাদি দুঃখে ভীত হইতে হয় না। যিনি যথোক্ত পরমাত্মাকে এইরূপ জানেন, আমি কেন পুণ্য কর্ম্ম করি নাই বা কেন পাপকর্ম্ম করিয়াছি—এইপ্রকার অনুতাপ আর তাঁহাকে উদ্বেগ দান করে না। যিনি পরমাত্মাকে এইরূপে জানেন, তিনি পুণ্য-পাপ উভয়ই ত্যাগ করিয়া থাকেন।

অতঃপর ভৃগুবল্লীর প্রথমানুবাকে পাওয়া যায়,—

বরুণতনয় ভৃগু পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"ভগবন্! আমাকে ব্রহ্ম-উপদেশ করুন।" বরুণ তাহাকে

বলিলেন,—"অন্নময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ময়, শ্রোত্রময়, মনোময় ও বাঙ্ময় ব্রহ্ম। যাঁহা হইতে এই সকল প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে, যদ্দ্বারা জীবিত থাকে এবং কালক্রমে যাঁহাতে সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করে, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহাকে শ্রবণাদি সাধন দ্বারা বিশেষরূপে জানিতে চেষ্টা কর।"

দ্বিতীয়ানুবাকে পাই,—

ভৃগু তপানুষ্ঠান করিয়া অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইলেন। কারণ অন্ন হইতেই ভূতগণের উৎপত্তি, অন্নের দ্বারাই জীবন ধারণ ও অবশেষে অন্নেই লীন ও একীভূত হয়। কিন্তু ইহাতে ভৃগু তৃপ্ত না হইয়া পুনরায় পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক বলিলেন, "পিতঃ! আমাকে ব্রহ্ম-উপদেশ করুন।" বরুণ বলিলেন,—"তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর।"

তৃতীয়ানুবাকে পাওয়া যায়,—

ভৃগু পুনরায় তপস্যা করিয়া প্রাণকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হইলেন কিন্তু তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া পুনরায় বরুণের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে চাহিলে তিনি পুনশ্চ তপস্যানুষ্ঠান করিতে আজ্ঞা করিলেন।

চতুর্থ ও পঞ্চমানুবাক-পাঠে জানা যায়,—

ভৃগু মনকে ব্রহ্ম জানিয়া পিতৃসমীপে প্রার্থনা করিলে বরুণ পূর্ব্ববৎ তপস্যার আদেশই করিলেন। এবারে ভৃগু বিজ্ঞানকে অর্থাৎ জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইলেন কিন্তু তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া পিতৃসমীপে পুনর্ব্বার প্রার্থনা জানাইলে তিনি পুনরায় তপস্যা অনুষ্ঠান করিতেই আদেশ করিলেন।

ষষ্ঠানুবাকাধ্যয়নে পাওয়া যায়,—

ভৃগু এবারে তপানুষ্ঠান করিয়া আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত

হন অর্থাৎ আনন্দশব্দবাচ্য মায়াশক্তিবিশিষ্ট পরমাত্মাকে বিদিত হইয়া পরিশেষে স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট শ্রীভগবান্‌কে বিদিত হইলেন। এই আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতেই ভূতসকল উৎপন্ন হয় এবং ঐ আনন্দ দ্বারাই জীবন ধারণ করে ও প্রলয়ে আনন্দস্বরূপ এই পরমাত্মাতেই লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ এই আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মেই প্রবেশ করে। এই বিদ্যা বরুণ ভৃগুকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহা পরব্যোমে প্রতিষ্ঠিত। যিনি ইহা জানেন, তিনি প্রজা, পশু ও ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হইয়া মহান্ হন।

সপ্তমানুবাকে পাওয়া যায়,—

অন্নের নিন্দা করা উচিত নহে। যিনি শরীররূপ অন্নকে প্রাণে ও প্রাণরূপ অন্নকে শরীরে প্রতিষ্ঠিত জানেন, তিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি অন্নবান্ ও অন্নভোক্তা হন। তিনি প্রজা, পশু ও ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হইয়া মহতী কীর্ত্তি লাভ করেন।

অষ্টমানুবাকে পাই,—

অন্নকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে, জল অন্ন, তেজঃ অন্ন, জলে তেজঃ প্রতিষ্ঠিত, তেজে জল প্রতিষ্ঠিত। যিনি এই উভয় অন্নকে উভয় অন্নে প্রতিষ্ঠিত জানেন, তিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি অন্নবান্ ও অন্নভোক্তা হন। তিনি প্রজা, পশু ও ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হইয়া মহান্ হন।

নবমানুবাকে আছে,—

অন্নকে বহুমানন করিবে। পৃথিবী অন্ন, আকাশ অন্নাদ, পৃথিবীতে আকাশ প্রতিষ্ঠিত, আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত। যিনি উভয় অন্নকে উভয় অন্নে প্রতিষ্ঠিত জানেন, তিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি অন্ন, প্রজা, পশু ও ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হইয়া মহান্ হন।

দশমানুবাকে পাওয়া যায়,—

বাসার্থ অভ্যাগত অতিথিকে কেহ কখনও প্রত্যাখ্যান করিবে না। উপাসকের ইহা একটি ব্রত হওয়া কর্ত্তব্য। অতিথিকে অন্ন নাই,—একথা কখনও বলা উচিত নহে। যিনি মুখ্য, মধ্য ও অন্ত্য, যে ভাবে অন্ন দান করেন, তিনি সেইরূপই অন্ন লাভ করিয়া থাকেন।

ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধের পরিরক্ষণরূপ ব্রহ্ম বাকে প্রতিষ্ঠিত। 'যোগক্ষেম' অর্থাৎ অলব্ধের লাভ ও লব্ধের পরিরক্ষণরূপ ব্রহ্ম প্রাণ ও অপানে প্রতিষ্ঠিত। কর্ম্মরূপ ব্রহ্ম হস্তদ্বয়ে প্রতিষ্ঠিত। গতিরূপ ব্রহ্ম পাদদ্বয়ে প্রতিষ্ঠিত। বিসর্গরূপ ব্রহ্ম পায়ুতে প্রতিষ্ঠিত। এইগুলি মনুষ্যসম্বন্ধী উপাসনা।

অনন্তর দৈবী উপাসনা কথিত হইতেছে। তৃপ্তিরূপ ব্রহ্ম বৃষ্টিতে, বলরূপ ব্রহ্ম বিদ্যুতে, যশরূপ ব্রহ্ম পশুতে, জ্যোতিঃরূপ ব্রহ্ম নক্ষত্রে প্রতিষ্ঠিত। পুত্রোৎপত্তি, ঋণমুক্তি দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্তি ও আনন্দরূপ ব্রহ্ম উপস্থে প্রতিষ্ঠিত। ঐ সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্ম আকাশে প্রতিষ্ঠিত। ঐ আকাশ ব্রহ্মই; অতএব উহা সকলের প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মকে সকলের প্রতিষ্ঠা জানিয়া উপাসনা করা কর্ত্তব্য। যিনি এইরূপ উপাসনা করেন, তিনি প্রতিষ্ঠাশালী হন। যেহেতু সকলই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মেই অবস্থিত, সেইহেতু সকল ব্রহ্মময় অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক জানিয়া যিনি যেভাবে উপাসনা করেন, তিনি সেইভাব প্রাপ্ত হন। যিনি ভৃগুর তুল্য আত্মজ্ঞ হন, তিনি তাঁহার ন্যায় ফল লাভ করেন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি,
১২ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৮৬,
২৬শে জ্যৈষ্ঠ, (১৩৭৯)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণ-রেণু
সেবাপ্রার্থী—
শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী
(গ্রন্থ-সম্পাদক)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

এত অল্প সময়ের মধ্যে যে **তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ও ঐতরেয়োপনিষৎ** গ্রন্থদ্বয় একসঙ্গে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইবেন, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই; শুধু আমি কেন, অনেকেই হয়তো ভাবিতে পারেন নাই। যাহা হউক, ইহা যে একমাত্র পরমারাধ্যতম **শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের** একান্ত অনুগ্রহ, **শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর** ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং **শ্রীশ্রীল মহারাজের** অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টায় সুসম্পন্ন হইল, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

পূজ্যপাদ স্বামীজি মহারাজ তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার দিকে আদৌ দৃক্‌পাত না করিয়া কিভাবে **শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের মনোহভীষ্ট পূরণ** করিবেন, কিভাবে **গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের** এই মহান্ **সেবাব্রত পালন** করিবেন, তাহাই যেন তাঁহার একমাত্র সাধন ও জীবনের ধ্রুবতারা বলিয়া গণ্য হইয়া চলিয়াছে। আহার নাই, নিদ্রা নাই, সর্ব্বদাই যেন এই ভাবনা তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়াছে।

গ্রন্থের পরিচয়-সম্বন্ধে পূজ্যপাদ মহারাজ গ্রন্থের আদিতে যাহা লিখিয়াছেন, তৎপরে আমার আর গ্রন্থের পরিচিতি জানাইবার প্রয়োজন নাই। গ্রন্থের নামকরণ সম্বন্ধেও যে ঐতিহ্য পাওয়া যায়, তাহাও তথায় দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে অধিক আর কি লিখিব, এই উপনিষৎ গ্রন্থমালাটি যে একটি গৌড়ীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য নিধি বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। ইতঃপূর্ব্বেও বেদান্ত-

দশমানুবাকে পাওয়া যায়,—

বাসার্থ অভ্যাগত অতিথিকে কেহ কখনও প্রত্যাখ্যান করিবে না। উপাসকের ইহা একটি ব্রত হওয়া কর্ত্তব্য। অতিথিকে অন্ন নাই,— একথা কখনও বলা উচিত নহে। যিনি মুখ্য, মধ্য ও অন্ত্য, যে ভাবে অন্ন দান করেন, তিনি সেইরূপই অন্ন লাভ করিয়া থাকেন।

ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধের পরিরক্ষণরূপ ব্রহ্ম বাকে প্রতিষ্ঠিত। 'যোগক্ষেম' অর্থাৎ অলব্ধের লাভ ও লব্ধের পরিরক্ষণরূপ ব্রহ্ম প্রাণ ও অপানে প্রতিষ্ঠিত। কর্ম্মরূপ ব্রহ্ম হস্তদ্বয়ে প্রতিষ্ঠিত। গতিরূপ ব্রহ্ম পাদদ্বয়ে প্রতিষ্ঠিত। বিসর্গরূপ ব্রহ্ম পায়ুতে প্রতিষ্ঠিত। এইগুলি মনুষ্যসম্বন্ধী উপাসনা।

অনন্তর দৈবী উপাসনা কথিত হইতেছে। তৃপ্তিরূপ ব্রহ্ম বৃষ্টিতে, বলরূপ ব্রহ্ম বিদ্যুতে, যশোরূপ ব্রহ্ম পশুতে, জ্যোতিঃরূপ ব্রহ্ম নক্ষত্রে প্রতিষ্ঠিত। পুত্রোৎপত্তি, ঋণমুক্তি দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্তি ও আনন্দরূপ ব্রহ্ম উপস্থে প্রতিষ্ঠিত। ঐ সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্ম আকাশে প্রতিষ্ঠিত। ঐ আকাশ ব্রহ্মই; অতএব উহা সকলের প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মকে সকলের প্রতিষ্ঠা জানিয়া উপাসনা করা কর্ত্তব্য। যিনি এইরূপ উপাসনা করেন, তিনি প্রতিষ্ঠাশালী হন। যেহেতু সকলই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মেই অবস্থিত, সেইহেতু সকল ব্রহ্মময় অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক জানিয়া যিনি যেভাবে উপাসনা করেন, তিনি সেইভাব প্রাপ্ত হন। যিনি ভৃগুর তুল্য আত্মজ্ঞ হন, তিনি তাঁহার ন্যায় ফল লাভ করেন।

<table>
<tr>
<td>শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের
আবির্ভাব-তিথি,
১২ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৮৬,
২৬শে জ্যৈষ্ঠ, (১৩৭৯)</td>
<td>শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণ-রেণু
সেবাপ্রার্থী—
শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী
(গ্রন্থ-সম্পাদক)</td>
</tr>
</table>

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

এত অল্প সময়ের মধ্যে যে **তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ও ঐতরেয়োপনিষৎ** গ্রন্থদ্বয় একসঙ্গে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইবেন, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই; শুধু আমি কেন, অনেকেই হয়তো ভাবিতে পারেন নাই। যাহা হউক, ইহা যে একমাত্র পরমারাধ্যতম **শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের** একান্ত অনুগ্রহ, **শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর** ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং **শ্রীশ্রীল মহারাজের** অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টায় সুসম্পন্ন হইল, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

পূজ্যপাদ স্বামীজি মহারাজ তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার দিকে আদৌ দৃক্‌পাত না করিয়া কিভাবে **শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট পূরণ** করিবেন, কিভাবে **গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের** এই মহান্ **সেবাব্রত পালন** করিবেন, তাহাই যেন তাঁহার একমাত্র সাধন ও জীবনের ধ্রুবতারা বলিয়া গণ্য হইয়া চলিয়াছে। আহার নাই, নিদ্রা নাই, সর্ব্বদাই যেন এই ভাবনা তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়াছে।

গ্রন্থের পরিচয়-সম্বন্ধে পূজ্যপাদ মহারাজ গ্রন্থের আদিতে যাহা লিখিয়াছেন, তৎপরে আমার আর গ্রন্থের পরিচিতি জানাইবার প্রয়োজন নাই। গ্রন্থের নামকরণ সম্বন্ধেও যে ঐতিহ্য পাওয়া যায়, তাহাও তথায় দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে অধিক আর কি লিখিব, এই উপনিষৎ গ্রন্থমালাটি যে একটি গৌড়ীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য নিধি বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। ইতঃপূর্ব্বেও বেদান্ত-

সূত্রের সম্পাদনায় ইনি যে অসীম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিদ্বন্মণ্ডলী তথা ভক্তমণ্ডলী কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। এমন কি, পূজ্যপাদ মহারাজের লিখিত **বেদান্তসূত্রের** ভাষ্যরূপে **'সিদ্ধান্তকণা'**টি যে কি অপূর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তি-রসের নিদর্শনরূপে জাজ্জ্বল্যমান, তাহা বেদান্তসূত্রের পাঠকমাত্র অবগত হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পাদনায় কালেও **শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার-অবলম্বনে** যে **'অনুভূষণ'** নামক একটি অপূর্ব্ব ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহা সুধীমণ্ডলীর নিকট বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে,—**শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়-প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য রচনা** করিয়া স্বামিজী মহারাজ তাঁহার স্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় রাখিয়া দিলেন। ইহা পরমারাধ্যতম **শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের** অপার করুণার পরিচয়। আজ যদি অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব **শ্রীশ্রীল ভারতী মহারাজ**, প্রকট থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি যে কি আনন্দবোধ করিতেন, তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত।

যাহা হউক, পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও পরমপূজ্যপাদ শ্রীল গুরুদেব নিশ্চয়ই আমাদের অগোচরে থাকিয়া স্বামীজি মহারাজের প্রতি আশীর্ব্বাদ অজস্রধারে বর্ষণ করিতেছেন, ইহাতে কোন দ্বিধাবোধ নাই।

আশা করি, সজ্জন সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রই অভূতপূর্ব্ব ও অভিনবভাবে সম্পাদিত এই উপনিষদ্-গ্রন্থমালা সংগ্রহ করিবেন এবং ভক্তি ও জ্ঞান যুগপৎ আস্বাদনে তৃপ্ত হইবেন। ইতি—

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-পূর্ণিমা।
১২ই আষাঢ় (১৩৭৯)

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
(গ্রন্থ-প্রকাশক)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

বিষয়-সূচী

শিক্ষাবল্লী

আনন্দবল্লী

ভৃগুবল্লী

পত্রাঙ্ক

বিষয়

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মন্ত্র-সুচী

(বর্ণমালানুক্রমে)

মন্ত্র | বল্লী, অনুবাক প্রভৃতি-সংখ্যা | পত্রাঙ্ক

গ

পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-ভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ।

গ্রন্থ-সম্পাদক ও 'ঈশাদি'-উপনিষদের 'তত্ত্বকনা' নাম্নী অনুব্যাখ্যা লেখক।

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ।
গ্রন্থ-সম্পাদকের বর্ত্ম প্রদর্শক ও শিক্ষাগুরুদেব।
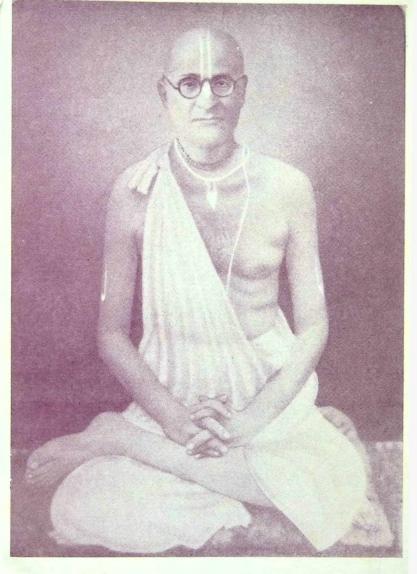
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ।
গ্রন্থ-সম্পাদকের শ্রীগুরুদেব।

কলিকাতাস্থিত শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনে নিত্য-সেবিত শ্রীবিগ্রহগণ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

শ্রীশ্রীউপনিষৎ-গ্রন্থমালা—৭

পূর্ব্বাভাসঃ

মহামতি ত্রিকালদর্শী শ্রীভগবদবতার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ননাম-ধেয় বেদব্যাস কালক্রমে অল্পায়ুঃ, অল্পমতি ও অল্পায়াসী লোক দেখিয়া তাহাদের হিত-কামনায় অখণ্ড বেদকে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব-নামে চারিভাগে বিভক্ত করেন। পরে তাঁহার শিষ্য বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ অধ্যাপনার্থ আদেশ করিলে তিনি সেই যজুর্ব্বেদ তরুকে সপ্তবিংশতি শাখায় বিভক্ত করিয়া শিষ্যগণকে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। পরে একসময় মহামেরুতে ঋষিদিগের এক বেদসভা হয়, তাহাতে সমস্ত বেদজ্ঞদিগের আমন্ত্রণ হইয়াছিল এবং এইরূপ শপথ-গ্রহণ ঘোষিত হইয়াছিল যে, 'ঋষির্যোঽদ্য মহামেরৌ সমাজে নাগমিষ্যতি। তস্য বৈ সপ্তরাত্রাত্তু ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতি'—'এই মহামেরুতে সমাহূত বেদজ্ঞসভায় যে ঋষি উপস্থিত হইবেন না, সপ্তরাত্রের পরই তাঁহার ব্রহ্মহত্যা সঙ্ঘটিত হইবে' কিন্তু ইহা শুনিয়াও মহামুনি বৈশম্পায়ন বিশেষ কার্য্যবশতঃ তথায় যোগ দিতে পারিলেন না, ফলে তাঁহার

বালক ভাগিনেয়ের অকালে মৃত্যু ঘটিল। তখন মুনি বুঝিলেন ঐ ব্রহ্মহত্যার নিমিত্ত—তিনিই, সুতরাং সেই পাপক্ষালনার্থ শিষ্যগণকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন "ওহে মুনিগণ! আমার প্রতিনিধি হইয়া আপনারা সকলে ভাগশঃ এই দীর্ঘকালসাধ্য ক্লেশময় দুষ্কর ব্রহ্মহত্যা-প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করুন, এ-বিষয়ে কোন দ্বিধা করিবেন না।" অতঃপর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গুরু বৈশম্পায়নকে বলিলেন, 'ভগবন্! এতগুলি ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিয়া কি হইবে? কারণ ইঁহারা সকলেই অল্পশক্তিসম্পন্ন, আমিই একাকী আপনার ব্রহ্মহত্যা-পাপনাশক ব্রত আচরণ করিব।' যাজ্ঞবল্ক্যের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ অহঙ্কারে ও অপরের প্রতি অবজ্ঞায় বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন, অরে ব্রাহ্মণাবজ্ঞা-কারিন্! তুই আমার কাছে অধীত সমস্ত বেদ এখনই পরিত্যাগ কর্। শিষ্য হইয়া তুই এইসব শ্রেষ্ঠ বিপ্রবর্গকে নিস্তেজ বলিতেছিস্? অতএব আমার আজ্ঞালঙ্ঘনকারী ত্বাদৃশ শিষ্যে আমার প্রয়োজন নাই। সে-কথা শুনিয়া তেজস্বী আত্মাভিমানী যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, 'ভগবন্! আমি আপনার উপরে ভক্তিবশতঃ একাকীই এই ব্রতানুষ্ঠান করিবার কথা বলিয়াছি, কিন্তু ইহা আপনার অনভিপ্রেত; বেশ, আপনার কাছে অধীত বিদ্যায় আমারও প্রয়োজন নাই, এই অধীত বিদ্যা গ্রহণ করুন' এই বলিয়া রক্তলিপ্ত মূর্ত্তিমান্ যজুর্ব্বেদগুলি বমন করিয়া ইচ্ছামত স্থানে চলিয়া গেলেন। মুনির আদেশে সেই ঋষিগণ তিত্তিরি-পক্ষী হইয়া সেই সব বান্ত যজুর্ব্বেদ ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সে-কারণে ঐ বেদগুলির নাম তৈত্তিরীয় হইয়াছে এবং তাঁহারা ব্রহ্মহত্যা-পাপনাশক ব্রত আচরণ করায় 'চরকাধ্বর্য্যু' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। তৈত্তিরীয় যজুর্ব্বেদ সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক তিন ভাগে বিভক্ত, তাহাদের মধ্যে আরণ্যকাংশের পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রশ্নই উপনিষদ্রূপে পরিগণিত,—ইহাই সিদ্ধান্ত। এই উপনিষদে তিনটি বল্লী আছে, যথা—

শিক্ষা, আনন্দ ও ভৃগু। তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত বলিয়া এই উপনিষদের নাম তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। শিক্ষাবল্লীর প্রথমে পাঠ্যতা সম্বন্ধে এইরূপ কারণ কল্পনা করা যায়, যথা—'শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাং গণঃ। ছন্দসাং বিচিতিশ্চৈব ষড়ঙ্গো বেদ উচ্যতে।' স্বরশিক্ষা, প্রয়োগবিধি, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (বেদের অভিধান) জ্যোতিশ্চক্র ও বিবিধ ছন্দের প্রপঞ্চ—এই ছয়টি বেদাঙ্গ, ইহাদের লইয়াই বেদের স্থিতি, অতএব বেদাঙ্গজ্ঞান-ব্যতিরেকে কথনই বেদের তাৎপর্য্যজ্ঞান সম্ভব নহে। ঐ ষড়ঙ্গের মধ্যে শিক্ষাই প্রধান ও প্রথম শিক্ষণীয়। স্বরশিক্ষা ব্যতীত বেদের পাঠ নির্দ্দোষ হয় না, দুষ্ট পাঠ অনিষ্টের কারণ হয় এবং তাহাতে অর্থ পরিস্ফুট হয় না। বেদে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত-ভেদে তিন প্রকার স্বর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেখানে যে স্বর বিহিত, যদি তথায় তাহার ব্যতিক্রম হয়, তবে বিপরীত ফল জন্মে। উদাহরণ স্বরূপ দেখাইতেছি,—"মন্ত্রো-হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্‌বজ্রো-যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥" মন্ত্র যদি নির্দ্দিষ্টস্বরে অনুচ্চারিত হয় অথবা কোনও বর্ণের ত্রুটি থাকে অর্থাৎ অনুচ্চারণ হয়, তবে সে মন্ত্র দুষ্ট, তাহা মন্ত্রের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিবে না, অধিকন্তু সেই দুষ্ট বাক্যরূপ বজ্র যজমানকে ধ্বংস করিবে, যেমন 'ইন্দ্রশত্রো বর্দ্ধস্ব' মন্ত্রের অন্তর্গত ইন্দ্রশত্রু পদটি অন্ত্যোদাত্তস্বরে পাঠ্য হইলেও ঋত্বিগ্‌গণের ত্রুটিতে আদি উদাত্তস্বরে পঠিত হইয়া বিপরীত ফলদান করিয়াছিল। কথাটি এই,—ইন্দ্রশত্রু শব্দে দুইপ্রকার সমাস হইতে পারে—এক,—ইন্দ্রস্য শত্রুঃ (ইন্দ্রের বিনাশক) ষষ্ঠীতৎপুরুষ, ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে অন্ত্যস্বর উদাত্তস্বরে উচ্চারিত হইবার কথা। ত্বষ্টা নামক প্রজাপতি তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের হত্যাকারী ইন্দ্রের বিনাশার্থ এক যজ্ঞ করেন, তাহাতে এই ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসনিষ্পন্ন সংবোধনান্ত ইন্দ্রশত্রু শব্দসমন্বিত 'ইন্দ্রশত্রো

বর্দ্ধস্ব' এই মন্ত্রে আহুতির ব্যবস্থা ছিল, যদি তৎপুরুষসমাস আশ্রয় করিয়া ঐ মন্ত্রে আহুতি প্রদত্ত হইত—তবে তাঁহার যজ্ঞফলে সঞ্জাত বৃত্রাসুর ইন্দ্রের নাশক হইত। কিন্তু যাজ্ঞিকদের উচ্চারণ-দোষে আদি উদাত্তস্বরে উহা পঠিত হইয়াছিল। অর্থাৎ ইন্দ্রঃ শত্রুর্যস্য—এই বাক্যে বহুব্রীহিসমাস-নিষ্পন্ন ইন্দ্রশত্রু শব্দের অর্থ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের হন্তা। এই আদি উদাত্তস্বরে উচ্চারিত ইন্দ্রশত্রু পদের অর্থ বিপরীত হওয়ায় বিপরীত ফলই ঘটিয়াছিল। অতএব শিক্ষাবল্লীর আবশ্যকতা আছে।

উপনিষৎ-শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ—

উপনিষৎ-শব্দের অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা। যেহেতু উপনিষৎ পাঠকদিগের গর্ভে স্থিতি, জন্ম, জরা, রোগাদি কষ্টের নিশাতন অর্থাৎ ধ্বংস করে, (নি-পূর্ব্বক সদ্‌ধাতুর অর্থ নিশাতন—তাহা করে) এই কর্তৃবাচ্যে সদ্-ধাতুর ক্বিপ্ নিষ্পন্ন উপনিষৎশব্দ। 'সদ্‌৯ বিশরণগত্যবসাদনেষু' সদ্ ধাতুর অর্থ নিঃশেষভাবে ধ্বংস, গতি ও অবসাদন। অথবা অন্যপ্রকার ব্যুৎপত্তিও হইতে পারে, যথা—'উপনিষণ্ণম্ অস্যাং শ্রেয়ঃ' যাহাতে মুক্তি নিবিষ্ট আছে, এই অর্থে উপনিষদ্ শব্দ। অথবা অবিদ্যার অবসাদ জন্মাইয়া যে ব্রহ্মের বোধক তাহা উপনিষদ্। সেই অবসাদ করে বলিয়া পরম্পরায় গ্রন্থও উপনিষৎ-শব্দবাচ্য।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ঃ

(প্রথমোঽধ্যায়ঃ)

প্রথমোঽনুবাকঃ

[তৈত্তিরীয়ারণ্যকে পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ]

শান্তিপাঠঃ—

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্য্যমা। শং ন-ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥১।১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে প্রথমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—মিত্রঃ (প্রাণবৃত্তির অভিমানিনী দেবতা ও দিবসাভিমানিনী দেবতা—সূর্য্য) নঃ (আমাদিগের) শং [ভবতু] কল্যাণদায়ক হউন) বরুণঃ (অপান ও রাত্রির অভিমানী দেব বরুণ) নঃ শং [ভবতু] (আমাদের মঙ্গলময় হউন) অর্য্যমা নঃ শম্ ভবতু

(চক্ষুরভিমানী অর্য্যমা আমাদের মঙ্গলময় হউন) ইন্দ্রঃ (বলের অধিদেবতা ইন্দ্র) বৃহস্পতিঃ নঃ শম্ (বুদ্ধি ও বাক্যের অধিষ্ঠাতা বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন) উরুক্রমঃ বিষ্ণুঃ (প্রবলপাদ-নিক্ষেপের শক্তিশালী পাদাভিমানী বিশ্বব্যাপক বিষ্ণু) নঃ শম্ (আমাদের মঙ্গলপ্রদ হউন)। [অভিপ্রায় এই—ব্রহ্মবিদ্যার যে সকল প্রতিবন্ধক আছে, তাহাদের নিবৃত্তি। ইহার সিদ্ধির জন্য ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তি বায়ুকে নমস্কার ও ব্রহ্মরূপে উক্তি করিতেছেন] নমো ব্রহ্মণে (উপরি-উক্ত সকল দেবতার অধীশ্বর পরব্রহ্মকে নমস্কার) বায়ো তে নমঃ (হে বায়ু! তুমি ব্রহ্মস্বরূপ যেহেতু বিশ্বব্যাপক, তোমাকে নমস্কার) [সমস্ত ক্রিয়া-সিদ্ধি বায়ুর অধীন ও সে জগতের জীবনাধায়ক, এজন্য বায়ুকে ব্রহ্মরূপে নমস্কার করা হইল। পরোক্ষভাবে ব্রহ্ম ও প্রত্যক্ষ-ভাবে বায়ু সন্নিহিত—এই উভয়ভাবেই প্রণামজ্ঞাপনার্থ 'নমো ব্রহ্মণে নমস্তে বায়ো' এইরূপে দুইবার নমস্ শব্দ প্রযুক্ত হইল। অথবা নমো ব্রহ্মণে (বেদকে নমস্কার)] [হে বায়ু!] ত্বম্ এব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম অসি (যেহেতু বায়ু চক্ষুঃ প্রভৃতিতে বর্ত্তমানতা হেতু বাহ্য, সন্নিহিত ও অব্যবহিত এজন্য তুমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম) ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি (তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব—মনে করিব) ঋতং বদিষ্যামি (ঋত অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে যাহা নির্দ্দোষভাবে প্রকাশ পায়, সেই সত্যবস্তুই উপাসনা করিব) সত্যং বদিষ্যামি (শুদ্ধ বুদ্ধিতে উদিত অপভ্রংশাদি দোষরহিত যথাবস্থিত শব্দার্থই বাক্ ও কায়দ্বারা সম্পাদিত হইলে তাহার নাম সত্য) [সেই সত্যকে বলিব], তৎ (সেই বায়ুরূপী ব্রহ্ম অথবা ঋত-সত্যস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর) মাম্ (অধ্যয়নকারী আমাকে) অবতু (রক্ষা করুন, আমাতে পরবিদ্যা যোজনা করুন) তদ্ (সেই পরব্রহ্ম) বক্তারম্ অবতু (আচার্য্যকে রক্ষা করুন, তাঁহাতে অধ্যাপনার সামর্থ্য যোজনা করুন) অবতু মাম্ অবতু বক্তারম্ (এই

পুনরুক্তি উক্ত বিষয়ে আগ্রহাতিশয়-সূচনার জন্য)। ওঁ শান্তিঃ (পরব্রহ্ম আধ্যাত্মিক দুঃখ-নিবর্ত্তক হউন) শান্তিঃ (আধিভৌতিক দুঃখ-নিবারক হউন) শান্তিঃ (আধিদৈবিক দুঃখ-নিবারক হউন) [এই ত্রিবিধ উপসর্গ বিদ্যা-প্রাপ্তির প্রত্যূহ, এজন্য তাহাদের উপশমনার্থ শান্তিত্রয় পাঠ জানিবে] ॥১।১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্লধ্যায়ে প্রথমানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—দিবসাভিমানী ও প্রাণবৃত্তির অভিমানী মিত্র দেবতা—সূর্য্য আমাদের মঙ্গলবিধায়ক হউন। অপান ও রাত্র্যভিমানী বরুণদেব আমাদের সুখপ্রদ হউন। চক্ষুরভিমানী অর্য্যমা দেবতা আমাদের সুখদান করুন। বলের অধিদেবতা ইন্দ্র এবং বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা বৃহস্পতি আমাদের সুখদায়ক হউন। পাদাভিমানী প্রবল পাদক্ষেপকারী নিজপদে যিনি আত্মভিমানী উরুক্রম বিষ্ণু আমাদের কল্যাণ বিধান করুন। ব্রহ্মকে অর্থাৎ বেদকে অথবা পরব্রহ্ম শ্রীহরিকে নমস্কার। হে বায়ো! তোমাকে নমস্কার, তুমি প্রত্যক্ষভাবে সকলের জীবনাধায়ক এবং সর্ব্বব্যাপী। সেইজন্যই তোমাকে ব্রহ্ম বলিব যেহেতু পরব্রহ্মের শক্তিতে তুমি সর্ব্বব্যাপী এবং প্রাণবায়ুরূপে সকলের জীবনাধায়ক। অতএব তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব, যথার্থ জ্ঞানবান্ বলিব, যথার্থ জ্ঞানপূর্ব্বক তোমাকেই ঋত ও সত্য বলিব। বায়ু প্রভৃতি সকল দেবতার অধীশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীহরি বিদ্যার্থী আমাকে রক্ষা করুন অর্থাৎ বিদ্যালাভের প্রতিবন্ধকতা দূর করতঃ বিদ্যা যোজনা করুন। আচার্য্য বা গুরুদেবকেও রক্ষা করুন অর্থাৎ তাঁহাকে বিদ্যাদানের সামর্থ্য প্রদান করুন। পরব্রহ্ম শ্রীহরি আমাকে রক্ষা করুন, আচার্য্যকে রক্ষা করুন।

দুইবার নমস্কার ভক্তি ও আগ্রহাতিশয় জ্ঞাপনার্থ। ভগবৎকৃপায় সকল বিঘ্ন দূরীভূত হউক, ত্রিবিধ তাপের উপশম হউক। 'ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ' ইহা বিদ্যাপ্রাপ্তির উপসর্গ-নিবারনার্থ তিনবার উচ্চারণ ॥১।১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে প্রথম অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—শ্রীশ্রীনিবাসপরব্রহ্মণে নমঃ।

[যেনোপনিষদাং ভাষ্যং রামানুজমতানুগম্। রস্তং কৃতং প্রপদ্যে তং রঙ্গরামানুজং মুনিম্ ॥]

শ্রীরঙ্গরামানুজমুনিবিরচিতং প্রকাশিকাভিধানং ভাষ্যম্।

অতসীগুচ্ছসচ্ছায়মঞ্চিতোরঃস্থলং শ্রিয়া।
অঞ্জনাচলশৃঙ্গারমঞ্জলির্মম গাহতাম্ ॥
ব্যাসং লক্ষণযোগীন্দ্রং প্রণম্যান্যান্ গুরূনপি।
তৈত্তিরীয়কবেদান্তবিবৃতিং করবাণ্যহম্ ॥

(উপক্রমশান্তিপাঠঃ)

পরবিদ্যামারভমাণো বিঘ্নশান্ত্যৈ দেবতাঃ প্রার্থয়তে—

শং নঃ ক্রমঃ। সূর্য্যঃ, বরুণঃ, অর্য্যমাখ্যাদিত্যবিশেষঃ, ইন্দ্রঃ, বৃহস্পতিঃ, মহতা বিক্রমাখ্যপদবিন্যাসবিশেষেণ যুক্তো বিষ্ণুশ্চ সুখপ্রদা ভবন্ত্বিত্যর্থঃ ॥

নমো ব্রহ্মণে। বেদায় নম ইত্যর্থঃ। বেদাক্ষরাভিব্যঞ্জকবায়ুং প্রার্থয়তে নমস্তে—বদিষ্যামি। জগজ্জীবনহেতুতয়া বৃহত্ত্বগুণশালিত্বে বায়ুব্রহ্মণোরবিশিষ্টত্বেঽপি বায়োঃ প্রত্যক্ষত্বং বিশেষ ইতি ভাবঃ। ঋতং বদি—বদিষ্যামি। ঋতত্বং অপভ্রংশরাহিত্যলক্ষণং শব্দসত্যত্বম্। সত্যঞ্চ

যথাবস্থিতার্থকথনরূপমর্থসত্যত্বমিতি ন পৌনরুক্ত্যম্। তন্মাম্—অবতু। অধীয়মানং ব্রহ্ম অধ্যেতারং মামবতু। অধ্যাপয়িতারং চ বিঘ্নেভ্যো-রক্ষত্বিত্যর্থঃ।

তমেবার্থং ভিন্নানুপূর্ব্বীকাভ্যাং তাভ্যামেব পদাভ্যামাদরাতিশয়াৎ প্রার্থয়তে—অবতু—বক্তারম্। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ বিঘ্নানামস্ত্বিতি শেষঃ ॥১।১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে প্রথমানুবাকস্য শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

তত্ত্বকণা—*ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।*
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্ ॥

শ্রীগুরু, বৈষ্ণব আর প্রভু-ভগবান্ ।
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন ॥
সেই আশাবন্ধে মুই করিনু স্মরণ ।
অনায়াসে হয় যেন বাঞ্ছিত-পূরণ ॥

শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের বন্দনামুখে তাঁহাদের **শ্রীপাদপদ্মের স্মরণ-মূলে** তাঁহাদের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা পূর্ব্বক **শ্রীউপনিষদ্ গ্রন্থমালার** অন্তর্গত **'শ্রীতৈত্তিরীয়োপনিষদের' 'তত্ত্বকণা'**-নাম্নী অনুব্যাখ্যা রচনা করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারা পরমাত্মার শক্তি দ্বারা শক্তিযুক্ত হইয়াই তৎশক্তিক্রমে জীবের ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালনা করিয়া থাকেন। তথাপি হরিভজনকারীর প্রতি অনুকূল হইলে হরিভজনের সহায়তা ও সফলতা হইয়া থাকে বলিয়াই ভগবৎশক্ত্যাহিত-শক্তিশালী দেবগণের প্রতি তদনুকূলতার প্রার্থনা দৃষ্ট হয়।

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় ঐকান্তিক ভক্তগণ অন্য কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়াই শ্রীভগবানের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতিবশে মঙ্গলাচরণ করিয়া শ্রীভগবান্ ও তদ্ভক্তগণের বন্দনা ও স্মরণাদি করিয়া গ্রন্থের আরম্ভ করেন ॥১।১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ের প্রথম অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়স্য প্রথমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—ওঁ শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ—বর্ণঃ স্বরঃ।
মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ ॥১।২॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে
দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—[শ্রুতি-মুখে ঋষি বলিতেছেন। ওঁ শীক্ষাং ব্যাখ্যা-স্যামঃ—প্রথমে আমি শিক্ষা অর্থাৎ বর্ণাদির উচ্চারণ অথবা বেদপাঠে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির বর্ণন করিব। শিক্ষার প্রয়োজন কি, তাহা না জানিলে বক্ষ্যমাণ বেদজ্ঞানই নিরর্থক ও অনিষ্টজনক হয়। বেদপাঠের উপযোগী সেই শিক্ষণীয় বিষয় কি কি দেখাইতেছেন—] বর্ণঃ, স্বরঃ, মাত্রা, বলম্, সাম, সন্তান ইতি (বর্ণ ত্রিষষ্টি মতান্তরে চতুঃষষ্টিপ্রকার, যথা স্বরবর্ণ একুশভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে অ, ই, উ, ঋ এই চারিটি বর্ণ হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতভেদে বিভিন্ন হইয়া ১২ প্রকার, ৯-কার একমাত্র হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত নাই, সেজন্য এক; এ ও ঐ ঔ ইহারা সন্ধ্যক্ষর, ইহাদের হ্রস্ব স্বর নাই, কেবল প্লুত ও দীর্ঘ ধরিয়া ৮ প্রকার, এইরূপে সঙ্কলনে ২১ প্রকার স্বরবর্ণ। (ক হইতে ম পর্য্যন্ত স্পর্শবর্ণ ইহারা ২৫টি, য হইতে হ পর্য্যন্ত ৮টি বর্ণ যথাক্রমে চারিটি অন্তঃস্থ ও উষ্ম বর্ণ, সঙ্কলনে ৫৪। যম নামক ৪টি বর্ণ মিলিয়া ৫৮, অনুস্বার, বিসর্গ ৺ক ৺প ও প্লুত ৯ এই সমুদয় যোগে ত্রিষষ্টি সংখ্যক বর্ণ) [মতান্তরে অনুস্বার হ্রস্বদীর্ঘভেদে দুই প্রকার, এইরূপে চতুঃষষ্টি সংখ্যায় বর্ণ পরিণত হয়]। স্বরঃ (উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতভেদে তিন প্রকার) মাত্রা (হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত, তন্মধ্যে হ্রস্ববর্ণের একমাত্রা,

দীর্ঘস্বরের দুই মাত্রা, প্লুতস্বরের তিনমাত্রা) বলং (অল্পপ্রাণত্ব ও মহাপ্রাণত্ব, যথা—বর্ণ সমুদায়ের মধ্যে অযুগ্মবর্ণ অর্থাৎ ক বর্গের ক গ ঙ, চ বর্গের চ জ ঞ, ট বর্গের ট ড ণ, ত বর্গের ত দ ন, প বর্গের প ব ম। এবং য র ল ব ইহারা অল্পবায়ু-বলে উচ্চারিত হয় ; এ-জন্য অল্প প্রাণ। এতদ্‌ভিন্ন বর্গের প্রথম তৃতীয় যমসংজ্ঞক বর্ণও অল্পপ্রাণ, তদ্‌ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত বর্ণ ই মহাপ্রাণ), সাম (সমতা, বর্ণের মধ্যমা বৃত্তিতে উচ্চারণ অর্থাৎ অদ্রুত, অবিলম্বিত, সুস্পষ্ট, গদ্‌গদহীন, অদীন, আনু-নাসিক্যবর্জ্জিত স্বরে পাঠ) সন্তানঃ (সংহিতা বা সন্ধি, অব্যবহিত-ভাবে সমীপবর্ত্তী দুইটি স্বরের সন্ধি) ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ (এই শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যে অধ্যায়ে আছে, তাহাকে শীক্ষাধ্যায় বলা হয়, তাহার বর্ণন সমাপ্ত হইল) ॥১।২॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে প্রথমানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দঃ—এই ছয়টি বেদাঙ্গ, ইহারা সকলেই বেদের উপকারক, তন্মধ্যে শিক্ষানামক বেদাঙ্গ বক্ষ্যমাণ উপাসনায় আবশ্যক হইবে, এজন্য প্রথমে শিক্ষাধ্যায় ব্যাখ্যাত হইতেছে ;—ইহাই শ্রুতিপুরুষ 'শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। অতঃপর তাহা কি প্রকার ? তাহা বিবৃত করিতেছেন। যথা বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল, সাম ও সন্তান। তন্মধ্যে লৌকিক বর্ণমালা হইতে বৈদিক বর্ণমালায় কিছু প্রভেদ আছে, যথা—স্বরবর্ণ একুশটি ও অবশিষ্ট বিয়াল্লিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ সর্ব্বসমেত তেষট্টিটি বর্ণ, মতান্তরে চৌষট্টি প্রকার। তাহাদের মধ্যে স্বরবর্ণের উচ্চারণ স্বর—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত, মাত্রা বলিতে উচ্চারণকাল যথা—হ্রস্বস্বরের উচ্চারণকাল একমাত্রা অর্থাৎ একনিমেষ, দীর্ঘস্বরের

দুইমাত্রা, প্লুতস্বরের তিনমাত্রা, ব্যঞ্জনের অর্দ্ধমাত্রা ; বল অর্থাৎ প্রযত্ন, এই প্রযত্ন বাহ্য ও আভ্যন্তর-ভেদে দুইপ্রকার, তন্মধ্যে বাহ্যপ্রযত্ন—বিবার, সংবার, শ্বাস, নাদ, ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই এগার প্রকার, আভ্যন্তর প্রযত্ন স্পৃষ্ট, ঈষৎস্পৃষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত-ভেদে চারি প্রকার। ইহাদের প্রয়োগ-বিধি পাণিনি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সাম-শব্দের অর্থ সমতা, উচ্চারণে অদ্রুতত্ব অবিলম্বিতত্ব প্রভৃতি মধ্যমা বৃত্তি। সন্তান—অর্থাৎ সন্ধি ইহাদের জ্ঞান। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে নির্দ্দিষ্টপদে ব্রহ্মচিন্তার কথায় দুর্ব্বোধতা পরিহারের জন্য ঋষি প্রথমেই শিক্ষাধ্যায় বর্ণন করিয়া বলিলেন। এই পর্য্যন্তই শিক্ষণীয় বিষয়—তাহা এই অধ্যায়ে বলা হইল ॥১।২॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে
দ্বিতীয়ানুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—(শিক্ষার্থসংগ্রহঃ) [শিক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। শি (শী) ক্ষাখ্যবেদাঙ্গস্য বেদোপকারপ্রকারো বর্ণ্যত ইত্যর্থঃ।] শীক্ষেতি দীর্ঘশ্ছান্দসঃ। বর্ণঃ—সন্তানঃ। "বর্ণাস্ত্রিষষ্টিশ্চতুঃষষ্টিঃ শম্ভুমতে মতাঃ" ইত্যুক্তরীত্যা অকারাদ্যাঃ বর্ণাঃ। স্বরাঃ উদাত্তাদয়ঃ। মাত্রাঃ "একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বঃ" ইত্যুক্তহ্রস্বদীর্ঘাদিভেদাঃ। বলম্ অল্পপ্রাণত্ব-মহাপ্রাণত্বাদিলক্ষণম্। সাম ক্রুষ্ট প্রথমাদিলক্ষণাঃ সপ্ত স্বরাঃ। সন্তানঃ বর্ণপদসংহিতাদিঃ। এতেষাং জ্ঞানং শিক্ষাখ্যবেদাঙ্গসাধ্যম্। ততশ্চ এতজ্‌জ্ঞানং ব্রহ্মবিদ্যোপযোগীত্যর্থঃ। ইদমুপলক্ষণং বেদাঙ্গান্তরাণামপি। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ। অধ্যায়ঃ গ্রন্থবিশেষঃ। শিক্ষাখ্যগ্রন্থবিশেষস্যো-পযোগো বর্ণিত ইত্যর্থঃ ॥১।২॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাকস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রবিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—শীক্ষাধ্যায়স্যাধ্যয়নপ্রয়োজনং প্রাঙ্‌ নিগদিত-প্রায়ম্‌। তত্র শিক্ষায়াবেদাঙ্গত্বাৎ 'সাঙ্গোবেদঃ সরহস্যোঽধ্যেয়োজ্ঞেয়শ্চ ব্রাহ্মণেন বিজানতে'তি বিধানাৎ শিক্ষাখ্যোঽধ্যায়ো মুনিনা বর্ণিতঃ। তত্র বেদপাঠে যে তাবদঙ্গভূতা বিষয়াস্তানাহ—বর্ণঃ স্বর ইত্যাদিনা। বর্ণাঃ স্বরব্যঞ্জন-ভেদেন দ্বিধা। স্বরাস্তু স্বর্য্যতে শব্দ্যতে ব্যঞ্জনমনেনেতি স্বৃ ধাতোঃ করণে অচ্‌ প্রত্যয়নিষ্পন্নাঃ একবিংশতিঃ বিবৃতমেতৎ প্রাক্‌। ব্যঞ্জনানি তু স্পর্শান্তঃস্থোষ্মভেদেন ভিন্নানি, কাদয়ো মাবসানাঃ স্পর্শাঃ, যবরলা যণঃ, শ ষ স হা উষ্মাণঃ ইতি সঙ্কলয্য ত্রয়স্ত্রিংশৎসংখ্যাকানি। স্বরস্তাবৎ উদাত্তোঽনুদাত্তঃ স্বরিতশ্চ। তত্র 'উচ্চৈরুদাত্তঃ' সভাগেষু তাল্বাদিষূচ্চারণস্থানেষু ঊর্দ্ধভাগে নিষ্পন্নঃ স্বরবর্ণ উদাত্তঃ, 'নীচৈরনুদাত্তঃ' নিম্নভাগে উচ্চার্য্যমাণোঽনুদাত্তঃ, সমাহারঃ স্বরিত উচ্চনীচস্বয়োর্ম্মধ্যে সাধারণঃ স্বরঃ স্বরিতঃ। অথ বর্ণানামুচ্চারণস্থানানি অপি উপলক্ষ্যন্তে যথা 'অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা। জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠৌচ তালুচ'। তত্র কণ্ঠ্যৌ অহৌ অত্রায়ং কবগঃ-হকারশ্চ কণ্ঠ্যাঃ এবং ইচুযশাস্তালব্যাঃ, উপূপধ্মানীয়াওষ্ঠ্যাঃ, ৯তুলসাদন্ত্যাঃ, ঋটুরষা মূর্দ্ধন্যাঃ, একারৈকারৌ কণ্ঠতালব্যৌ, ওকারৌকারৌ কণ্ঠ্যোষ্ঠ্যৌ। বর্গীয়বকারোদন্তোষ্ঠ্যঃ, অনুস্বারোনাসিক্যঃ। সাম সমতা বর্ণানাং মধ্যমবৃত্ত্যোচ্চারণম্‌। সমস্য ইদম্‌ ইতি সম শব্দাদণ্‌ প্রত্যয়নিষ্পন্নমিদম্‌। সন্তানঃ সংহিতা পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতোচ্যতে। বেদমন্ত্রপাঠে সংহিতা রক্ষিতব্যা। ইতি এবং রূপেণ শীক্ষাধ্যায়ঃ শিক্ষা শিক্ষিতব্যোঽর্থঃ যস্মিন্‌ সোঽধ্যায়ঃ শীক্ষাধ্যায় ইত্যুচ্যতে, দীর্ঘশ্ছান্দসঃ। উক্ত ইত্যুপসংহারার্থঃ ॥১।২॥

তত্ত্বকণা—এই শ্রুতিমন্ত্রে বেদের উচ্চারণের নিয়ম বর্ণনাভিপ্রায়ে উহার সঙ্কেত প্রদান করিতেছেন।

ইহাতে বুঝা যায় যে, তখন যে শিষ্য পরমাত্মার রহস্য-বিদ্যার জিজ্ঞাসু হইত, সে প্রথম হইতেই এই বিদ্যার পূর্ণতা লাভ করিত। সেইজন্য সাবধান করিবার নিমিত্ত সঙ্কেতমাত্র যথেষ্ট ছিল। এই সঙ্কেতের ভাব এই যে,—প্রত্যেক মনুষ্য প্রত্যেক শব্দের উচ্চারণে সাবধান ছিল, সেইজন্য কেবল শুদ্ধ ভাষায় উচ্চারণ অভ্যাস রক্ষা করা প্রয়োজন হইত। লৌকিক শব্দের ক্ষেত্রে যাহাই হউক, বেদমন্ত্রের উচ্চারণ অবশ্যই শিক্ষার নিয়মানুসারে হওয়া কর্ত্তব্য। ক, খ আদি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং অ, আ আদি স্বরবর্ণের স্পষ্ট-উচ্চারণ করা চাই। দন্ত্য 'স' স্থানে তালব্য 'শ' বা মূর্ধন্য ষ উচ্চারণ করা উচিত নহে। দুইটি 'ব' এর মধ্যেও উচ্চারণের পার্থক্য থাকা উচিত। এইপ্রকার অন্য বর্ণের উচ্চারণেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। সেইপ্রকার উচ্চারণকালে কোন্ বর্ণের কোন্ স্থানে কি ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত উচ্চ-স্বরে উচ্চারণ করা উচিত, কাহার মধ্য-স্বরে এবং কাহার নিম্ন-স্বরে উচ্চারণ করা উচিত, ইহা পূর্ণভাবে লক্ষ্য করিয়া যথোচিত স্বরে বলা কর্ত্তব্য। বেদমন্ত্রের উচ্চারণে উদাত্তাদি স্বরে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য এবং কোথায় কোন্ কোন্ স্বর হইবে, ইহার যথার্থ জ্ঞান থাকা বিশেষ দরকার। কারণ মন্ত্রে স্বরভেদ হইলে অর্থ পরিবর্ত্তন হয়, তথা অশুদ্ধ স্বরের উচ্চারণ-কারীর অনিষ্ট হয়। হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত—এইপ্রকার মাত্রাভেদ বিচারপূর্ব্বক যথাযোগ্য উচ্চারণ হওয়া চাই। কারণ হ্রস্ব স্থানে দীর্ঘ এবং দীর্ঘ স্থানে হ্রস্ব উচ্চারণ করিলে অর্থের বহু পার্থক্য হইয়া পড়ে।

বলের অর্থ প্রযত্ন। বর্ণের উচ্চারণে উহার ধ্বনিকে ব্যক্ত করিবার জন্য যে প্রয়াস করিতে হয়, উহাকেই প্রযত্ন বলা হয়। প্রযত্ন দুই-প্রকার আভ্যন্তর ও বাহ্য। আভ্যন্তরের পাঁচ এবং বাহ্যের এগার ভেদ। স্পৃষ্ট, ঈষৎ-স্পৃষ্ট, বিবৃত, ঈষৎ-বিবৃত, সংবৃত—এই সকল আভ্যন্তর

প্রযত্ন। আর বিবার, সংবার, শ্বাস, নাদ, ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—এইগুলি বাহ্য প্রযত্ন।

বর্ণের সমবৃত্তিতে উচ্চারণ, যাহা সামগানের রীতি, উহাই সাম। ইহার জ্ঞান ও তদনুসারে উচ্চারণ আবশ্যক। সন্তানের অর্থ সংহিতা অর্থাৎ সন্ধি। স্বর, ব্যঞ্জন, বিসর্গ অথবা অনুস্বার আদি প্রথম ও পরবর্ত্তী বর্ণের সংযোগ হইতে কোথায়ও কোথায়ও নূতন রূপ ধারণ করে, এইপ্রকার বর্ণের সংযোগজনিত বিকৃতি-ভাব, তাহাকে সন্ধি বলে। কোন বিশেষস্থানে যথায় সন্ধি বাধিত হয়, যাহাতে বর্ণে বিকার হয় না, উহাকে প্রকৃতিভাব বলা হয়। ইহা বলার তাৎপর্য্য এই যে, বর্ণের উচ্চারণে মূলে বর্ণিত ছয়প্রকার নিয়ম পালন আবশ্যক।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্" (ভাঃ ১১।২১।৩৬) শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা আলোচ্য। "যা সা মিত্রাবরুণসদনাদুচ্চরন্তী ত্রিষষ্টিং বর্ণানন্তঃ প্রকটকরণৈঃ প্রাণসংজ্ঞা প্রসূতে। তাং পশ্যন্তীং প্রথমমুদিতাং মধ্যমাং বুদ্ধিসংস্থাম্, বাচং চক্রে করণবিশদাং বৈখরীঞ্চ প্রপদ্যে"॥ শ্লোকার্থ বিচার্য্য।

পূর্ব্বে অন্বয়ানুবাদে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে, অধিক জানিতে হইলে পাণিনি-ব্যাকরণ দ্রষ্টব্য ॥১।২॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

ইতি—শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়স্য দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ॥

শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—সহ নৌ যশঃ। সহ নৌ ব্রহ্মবর্চ্চসম্। অথাতঃ সꣳহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চস্বধিকরণেষু। অধিলোকমধিজ্যৌতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্। তা-মহাসꣳহিতা ইত্যাচক্ষতে। অথাধিলোকম্। পৃথিবী পূর্ব্বরূপম্। দ্যৌরুত্তররূপম্। আকাশঃ সন্ধিঃ। বায়ুঃ সন্ধানম্। ইত্যধিলোকম্ ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর সংহিতোপনিষৎ কথিত হইতেছে। বিদ্যাফল গুরু-শিষ্য উভয়গত হউক, এজন্য গুরু-শিষ্য উভয়ই তাহাতে প্রার্থনা করিতেছেন, সহ নৌ যশঃ—] নৌ (আমাদের—গুরু-শিষ্য উভয়ের) যশঃ (সংহিতাদি-উপনিষৎপাঠজনিত যশ) সহ (মিলিতভাবে অর্থাৎ উভয়ের সমান) [অস্তু—হউক] সহ নৌ ব্রহ্মবর্চ্চসম্ (আমাদের উভয়ের ব্রহ্মতেজ তুল্য হউক)। [যদিও গুরুর যশ ও ব্রহ্মতেজঃ সিদ্ধই আছে, তাহা হইলেও তাঁহার প্রার্থনা শিষ্যের জন্য এবং শিষ্যের প্রার্থনা অবিভক্তভাবে গুরুগত ফললাভের উদ্দেশ্যে] অথ (গ্রন্থারম্ভে বেদাধ্যয়নের পর) অতঃ (এইজন্য—যেহেতু গ্রন্থপাঠদ্বারা তদ্ভাবভাবিতবুদ্ধিকে এক কথায়—অর্থজ্ঞান-বিষয়ে আনিতে পারা যায় না, সেইজন্য) সংহিতায়াঃ (বর্ণসন্ধির—বর্ণ-মিলনের) উপনিষদং (ব্রহ্মদর্শন অর্থাৎ পদ-সন্ধির মধ্যে যে ব্রহ্মদর্শন নিহিত আছে, তাহা) ব্যাখ্যাস্যামঃ (আমি বিবৃত করিব)। [কোথায়?] পঞ্চসু অধিকরণেষু (পাঁচটি বিষয়ে) [কি কি অধি-করণে?] অধিলোকম্ (লোক-বিষয়ে—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, আকাশ,

বায়ুতে) অধিজ্যোতিষম্ (জ্যোতিঃসমূহে যথা—অগ্নি, সূর্য্য, জল, বিদ্যুৎ-বিষয়ে), অধিবিদ্যম্ (বিদ্যা-বিষয়ে অর্থাৎ শিষ্যগত জ্ঞান-বিষয়ে যথা আচার্য্য, ছাত্র, জ্ঞান ও অধ্যাপনাতে) অধিপ্রজম্ (জনন-বিষয়ে যথা মাতা, পিতা, উভয়ের মিলন ও গর্ভোৎপাদন বিষয়ে) অধ্যাত্মম্ (শরীর-বিষয়ে যথা নিম্নহনু—চুয়াল, উর্দ্ধহনু,—বাক্, জিহ্বা) ইতি (এইরূপে) তাঃ (এই লোকাদি বিষয়ক পাঁচটি উপনিষদ্, লোকাদি মহাবস্তুবিষয়ক বলিয়া ও ব্রহ্ম-দর্শন বলিয়া) মহাসংহিতাঃ (মহাসংহিতা নামে) আচক্ষতে (ব্রহ্মবিদ্গণ বলিয়া থাকেন)—অথ (অতঃপর এই মহাসংহিতা নির্দ্দেশের পর) অধিলোকম্ (জগদ্ব্যাপারে ব্রহ্মদর্শন বর্ণিত হইতেছে) [যথা] পৃথিবী পূর্ব্বরূপম্ (ভূমি, অন্তরীক্ষ ও তন্মধ্যস্থিত আকাশ—এই তিনটির মধ্যে তিনটি ব্রহ্মদর্শনের বিষয়, তন্মধ্যে ইহাদের সংহিতাগত চারিটি অবয়ব দেখাইতেছেন) [যথা—'ও' এই বর্ণসংহিতায় 'অ' পূর্ব্ববর্ণ, 'উ' শেষবর্ণ, তাহাদের শ্লিষ্টভাবে উচ্চারণ সন্ধি, সেই সন্ধির অনুকূল যত্নের নাম সন্ধান, তন্মধ্যে 'পৃথিবী পূর্ব্বরূপম্' পূর্ব্ববর্ণে পৃথিবী চিন্তনীয়] দ্যৌরুত্তররূপম্ (দ্যুলোক পরবর্ণ) আকাশঃ সন্ধিঃ (আকাশ পরস্পরের মধ্যস্থিত সন্ধি) বায়ুঃ সন্ধানম্ (বায়ু পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের সন্ধির কারণ—সংযোজক) [এইরূপে জাগতিক ব্যাপারে ব্রহ্মদর্শন কর্ত্তব্য] —ইতি অধিলোকম্ (এইরূপে অধিলোকবিষয়ক দর্শন উপদিষ্ট হইল) ॥১॥

অনুবাদ—সকল-বিষয়ে ব্রহ্মসম্বন্ধদৃষ্টি হইলে মুক্তি হয়, এইজন্য মন্ত্র-বর্ণের মধ্যে যে বর্ণ, স্বর, সন্ধি, সন্ধান আছে, তাহাতে পৃথিবী প্রভৃতি চিন্তা করণীয়, সেই বিদ্যার ফল যশ ও ব্রহ্মতেজঃ, তাহা গুরু-শিষ্য উভয়-গত হউক বলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, আমাদের উভয়ের (বিদ্যাফল) যশঃ হউক, আমাদের উভয়ের ব্রহ্মতেজঃ মিলিতভাবে হউক। বেদ-পাঠের পর গ্রন্থ-ভাবিতবুদ্ধি যেহেতু সহসা অর্থজ্ঞান-বিষয়ে

যোজিত করা সম্ভব নহে, এজন্য সংহিতাবিষয়ক দর্শন পাঁচটি আশ্রয়ে ব্যাখ্যা করিব বলিয়া শ্রুতিপুরুষ প্রতিজ্ঞা করিলেন। কোন্ কোন্ অধিকরণে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—লোক (জগৎ)-বিষয়ে, জ্যোতির্বিষয়ে, বিদ্যাবিষয়ে, সন্তান (পুত্রকন্যা)-বিষয়ে, ও শরীর-বিষয়ে। এই পাঁচটি বিষয় লইয়া যে দৃষ্টিভেদ তাহা যেহেতু গুরুতরবিষয়ক এইহেতু ইহা মহাসংহিতা—ইহা ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে প্রথমে লোক-সম্বন্ধে দৃষ্টি দেখাইতেছেন—এক একটি সংযুক্ত পদের পূর্ব্ববর্ণ পৃথিবীস্বরূপ অর্থাৎ 'অ' 'উ' মিলিয়া যে 'ও' হয়, তাহার প্রথমবর্ণ অকারটীকে পৃথিবীরূপে ধ্যান করিবে, এইরূপ পরবর্ত্তী বর্ণ উকার দ্যুলোক, তাহাদের মধ্য বা সন্ধি আকাশ, বায়ু সন্ধান অর্থাৎ পৃথিবী ও দ্যুলোকের পরস্পর সম্বন্ধের কারণ ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—(গুরুশিষ্যসংকল্পঃ) বিদ্যাফলং গুরুশিষ্যোভয়-গতমস্ত্বিতি গুরুশিষ্যৌ প্রার্থয়েতে—সহ নৌ—বর্চ্চসম্। ব্রহ্মবর্চ্চসং যশশ্চ আবয়োঃ সহাস্ত্ব ইত্যর্থঃ।

(মহাসংহিতাব্যাখ্যানম্)

অথাতঃ—আচক্ষতে। লোকজ্যোতির্বিদ্যাপ্রজাশরীররূপেষু পঞ্চসু অধিকরণেষু সংহিতাশব্দিতসন্ধিবিষয়কর‌হস্যোপদেশান্ ব্যাকরিষ্যাম ইত্যর্থঃ। অধিলোকম্। "বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়" মিতি সপ্তম্যর্থে সমাসঃ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ব্রহ্মবিদাপ্নোতিব্রহ্মেতিশ্রুত্যা সর্ব্বত্র ব্রহ্মসম্বন্ধ-দর্শনং মুক্তেঃ কারণমভিহিতম্। তত্র পৃথিব্যাদিলোকানাং মন্ত্রবর্ণেষু দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যুচ্যতে। বিদ্যাফলং গুরুশিষ্যোভয়গতমস্তু ইতি গুরুশিষ্যৌ সম্ভূয় প্রার্থয়েতে সহ অবিভাগেন মিলিতভাবেন যশঃ উপনিষৎফলং নৌ—আবয়োঃ গুরুশিষ্যয়োঃ যশঃ অস্তু, সহ নৌ ব্রহ্মবর্চ্চসং বেদাধ্যয়নজনিতং ব্রহ্মতেজঃ সহৈবাস্তু ইতি প্রার্থনাং প্রদর্শ্য সংহিতাব্যাখ্যানে শ্রুতি-

পুরুষঃ প্রতিজানীতে অথ বেদ-পাঠানন্তরম্, অতঃ যস্মাৎ গ্রন্থ-ভাবিতা বুদ্ধিঃ সহসা অর্থজ্ঞানবিষয়ং নেতুং ন শক্যতে অতঃ অর্থ-প্রতিসন্ধানায় সংহিতায়াঃ সন্ধেঃ সর্ব্বেষু লোকাদিষু যো বর্ণাদিসন্ধি-রস্তি তস্য উপনিষদং ব্রহ্মদর্শনং ব্যাখ্যাস্যামঃ বিবরিষ্যাম ইতি। কুত্র? পঞ্চসু অধিকরণেষু আশ্রয়েষু বিষয়েষু ইতি যাবৎ, লোকাদিষু বক্ষ্যমাণেষু ব্রহ্মদর্শনং ব্যাখ্যাস্যামঃ। তান্যধিকরণান্যাহ—অধিলোকম্ ইত্যাদিনা। লোকে অধিলোকম্ ইত্যব্যয়ীভাবঃ, এবমুত্তরত্র। লোকে ভুবনে, অধিজ্যোতিষম্ জ্যোতিরেব জ্যোতিষম্ প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্, জ্যোতিষে অগ্ন্যাদৌ ব্রহ্মদর্শনম্। অধিবিদ্যম্—বিদ্যায়াং শিষ্যগতজ্ঞানে, অধি-প্রজম্ প্রজায়তে ইতি প্রজা সন্ততিঃ তত্র, অধ্যাত্মম্ আত্মনি শরীরে। তাঃ লোকাদিমহাবস্তুবিষয়াঃ সংহিতাঃ সন্ধয়ঃ মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে। ইতি এবং আচক্ষতে ব্রহ্মবিদঃ। অথ পাঠক্রমানুসারেণ অধিলোকম্ ভুবনবিষয়ে সংহিতা উচ্যতে পৃথিব্যাঃ অন্তরীক্ষস্য চ দ্বয়োঃ সংযোগস্য সন্ধানস্য চ স্বরূপাণ্যুচ্যন্তে তত্র পৃথিবী কস্যচিৎ সংহিত শব্দস্য পূর্ব্বোবর্ণঃ, দ্যৌঃ দ্যুলোক উত্তরোবর্ণঃ, আকাশঃ তয়োঃ সন্ধিঃ, মধ্যং সংহিতা অব্যবধানেন স্থিতিঃ, সন্ধানম্ দ্বয়োঃ সংযোজকো বায়ুরিতি বায়োরুভয়-লোকসঞ্চারিত্বাদিতি ভাবঃ ॥১॥

শ্রুতিঃ—অথাধিজ্যোতিষম্। অগ্নিঃ পূর্ব্বরূপম্। আদিত্য উত্তররূপম্। আপঃ সন্ধিঃ। বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্। ইত্যধিজ্যোতিষম্ ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—অথ (অতঃপর লোক-বিষয়ক ব্রহ্মদর্শনের পর) অধিজ্যোতিষম্ (জ্যোতিঃ-বিষয়ে তেজস্বীপদার্থবিষয়ে দর্শন বিবৃত হইতেছে)। অগ্নিঃ (পৃথিবীস্থ অগ্নি) পূর্ব্বরূপম্ (সংহিতান্তর্গত দুইটি বর্ণের মধ্যে প্রথমবর্ণ) আদিত্যঃ (সূর্য্য) উত্তররূপম্ (পরবর্ত্তীবর্ণ)

আপঃ (বৃষ্টি-জল) সন্ধিঃ (তাহাদের মধ্যে থাকায় সংহিতাপদবাচ্য) বৈদ্যুতঃ (বৈদ্যুতাগ্নি) সন্ধানম্ (অগ্নি ও সূর্য্যের সম্বন্ধ-ঘটক) ইতি (এইরূপ) অধিজ্যোতিষম্ (জ্যোতির্ব্বিষয়কদর্শন বিবৃত হইল) ॥২॥

অনুবাদ—অতঃপর জ্যোতির্ব্বিষয়ে দর্শন-প্রকার বলিতেছেন,—অগ্নি পূর্ব্ববর্ণ, সূর্য্য পরবর্ণ, কারণ অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সূর্য্যে উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয়—এই নিয়মে আহুতি-সম্বন্ধে অগ্নি ও আদিত্য পূর্ব্বোক্তরূপে বর্ণিত হইল। জল তাহাদের মধ্যে থাকিয়া পরস্পর সম্বন্ধ ঘটাইতেছে এবং বিদ্যুদগ্নি বৃষ্টি দ্বারা তাহাদের পরস্পর মিলন করিতেছে, এজন্য সন্ধানপদবাচ্য ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ লোকবিষয়কদর্শনবিবৃতেরনন্তরম্, অধিজ্যোতিষম্ জ্যোতিঃ দ্যুতিকারণমগ্ন্যাদি, তস্মিন্নিত্যব্যয়ীভাবঃ, ততঃ 'অব্যয়ীভাবে শরৎপ্রভৃতিভ্য' ইতি টচ্। জ্যোতিঃষ্বিত্যর্থঃ দর্শনং বিব্রিয়ত ইতি শেষঃ যথা অগ্নিঃ পার্থিবোঽনলঃ পূর্ব্বরূপম্ পূর্ব্ববর্ণঃ 'অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বি'তি নিয়মেন আহুতি-সম্বন্ধে অগ্নেঃ পূর্ব্বরূপত্বম্। এবং সতি আদিত্যস্য উত্তররূপত্বম্। আপঃ বৃষ্টিঃ জলম্ সন্ধিঃ সন্ধীয়তে তস্মিন্ অম্বিতা ভবতি। বৈদ্যুতঃ বিদ্যুদ্ভবঃ অগ্নিঃ সন্ধানম্ মেলক ইত্যর্থঃ তথাচোক্তং বৈশেষিকে 'অপাংসঙ্ঘাতো বিলয়নঞ্চ তেজঃসংযোগাদি'তি। বায়োর্ধারকত্বঞ্চ শ্রুতিসিদ্ধং তথাহি 'তস্মিন্নপোমাতরিশ্বা দধাতি' 'দ্যৌঃ সচন্দ্রার্কনক্ষত্রং খং দিশোভূর্বি'ত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধেন বাসুদেবেন বিধায়কবায়ুনা মধ্যেঽপি স্থিতেন পতনপ্রতিবন্ধেন তত্তল্লোকধারণাৎ মিথো বিমর্দ্দাভাবাদন্তরিক্ষমবতিষ্ঠতে এবং অগ্ন্যাদিত্যকৃততয়া তৎসম্বন্ধি বৈদ্যুততেজোবশাৎ অপাং সন্ধিত্বম্ উহ্যম্ ॥২॥

শ্রুতিঃ—অথাধিবিদ্যম্। আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপম্। অন্তেবাস্যুত্তর-রূপম্। বিদ্যা সন্ধিঃ। প্রবচনꣳ সন্ধানম্। ইত্যধিবিদ্যম্ ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—অথ (জ্যোতির্ব্বিষয়ক দর্শন বর্ণনার পর) অধিবিদ্যম্ (বিদ্যালাভ-বিষয়ে দর্শন বিবৃত হইতেছে) আচার্য্যঃ (অধ্যাপক) পূর্ব্বরূপম্ (পূর্ব্বাবস্থা) অন্তেবাসী (শিষ্য) উত্তররূপম্ (উত্তরস্থিত) বিদ্যা (জ্ঞান) সন্ধিঃ (উভয়ের মধ্যস্থিত) প্রবচনং (ব্যাখ্যা) সন্ধানম্ (তাহাদের মেলক)। ইতি (এইরূপ) অধিবিদ্যম্ (বিদ্যাবিষয়ে দর্শন জ্ঞাতব্য) ॥৩॥

অনুবাদ—অতঃপর বিদ্যা-বিষয়ে দর্শন কথিত হইতেছে,—বিদ্যালাভে আচার্য্য, শিষ্য, অধ্যাপনা ও ফল এই চারিটি বক্তব্য; তন্মধ্যে আচার্য্য পূর্ব্বরূপ, ছাত্র উত্তররূপ, বিদ্যা তাহাদের মধ্য-স্থিত, অধ্যাপনা সেই বিদ্যার জনক এইভাবে দর্শন করণীয় ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এবং বিদ্যাফলস্য গুরুশিষ্যয়োঃ সম্বন্ধি-প্রবচন-বলাৎসিদ্ধিরিতি প্রতিপাদয়তি—আচার্য্যঃ গুরুরধ্যাপকঃ, পূর্ব্বরূপম্ পূর্ব্বোবর্ণঃ, অন্তেবাসী শিষ্যঃ অন্তে গুরোঃ সমীপে বস্তুং শীলমস্যেতি বসতে-র্ণিনিঃ অলুক্ সমাসঃ। উত্তররূপম্ পরোবর্ণঃ, বিদ্যা জ্ঞানম্ অধ্যয়নফলং সন্ধিঃ তয়োর্মধ্যং প্রবচনম্ অধ্যাপনা, সন্ধানম্ তয়োর্ব্বিদ্যাদ্বারা সম্মেলকম্। অধ্যাপনা-মন্তরেণ বিদ্যায়া অভাবাৎ, বিদ্যায়া অভাবে গুরুশিষ্যয়োঃ সম্বন্ধাভাব ইতি তাৎপর্য্যম্ ॥৩॥

শ্রুতিঃ—অথাধিপ্রজম্। মাতা পূর্ব্বরূপম্। পিতোত্তররূপম্। প্রজা সন্ধিঃ। প্রজননꣳ সন্ধানম্। ইত্যধিপ্রজম্ ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—অথ (অধিবিদ্যদর্শন বর্ণনার পর) অধিপ্রজম্ (সন্তান-সম্বন্ধে দর্শন বিবৃত হইতেছে) মাতা (জননী) পূর্ব্বরূপম্ (প্রথম

স্বরূপ) পিতা (জনক) উত্তররূপম্ (পরস্বরূপ) প্রজা (পুত্র-কন্যা) সন্ধিঃ (মধ্যবর্ত্তীফল) প্রজননম্ (উৎপাদন-ব্যাপার) সন্ধানম্ (সেই ফলের উৎপাদক)। ইতি (এইভাবে) অধিপ্রজম্ (সন্তান-বিষয়ে দর্শন বিবৃত হইল) ॥৪॥

অনুবাদ—যেমন অরণিকাষ্ঠদ্বয়ের সঙ্ঘর্ষণ জন্য অগ্ন্যুৎপত্তি সেইরূপ সন্তান-বিষয়ে দর্শন এইরূপ কর্ত্তব্য, তন্মধ্যে মাতা পূর্ব্বরূপ, পিতা উত্তররূপ, সন্তান তাহাদের মধ্যে সন্ধিরূপে আছে, জননব্যাপার সেই ফলের কারণ। এইরূপে সন্তান-বিষয়ে দর্শন কর্ত্তব্য ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—সন্তানোৎপত্তাবপি মাতাপিতৃসন্ধিপ্রজাপ্রজনন-ব্যাপারা অপেক্ষ্যন্তে, তত্র কুত্র কীদৃশী দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা তত্রাহ—মাতা পূর্ব্বরূপম্ অধরারণিরূপম্ পিতা উত্তরারণিরূপম্, ফলম্ প্রজাঃ সন্ধানং তয়োঃ প্রজনন-ব্যাপারঃ। ইত্যধিপ্রজং রূপম্ প্রজাবিষয়ে দর্শন-মুক্তম্ ॥৪॥

শ্রুতিঃ—অথাধ্যাত্মম্। অধরা হনুঃ পূর্ব্বরূপম্। উত্তরা হনুরুত্তর-রূপম্। বাক্ সন্ধিঃ। জিহ্বা সন্ধানম্। ইত্যধ্যাত্মম্ ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—অথ (সন্তান-বিষয়ে দর্শন বর্ণনার পর) অধ্যাত্মং (শরীর-বিষয়ে অর্থাৎ বাক্-বিষয়ে দর্শন বিবৃত হইতেছে) অধরা (নিম্নবর্ত্তিনী) হনুঃ (চুয়াল, নীচের দন্তের সন্ধিস্থানের বহির্ভাগ—গণ্ডের অবয়ব) [ইয়ং] পূর্ব্বরূপম (পূর্ব্বাংশ) উত্তরা (উপরিস্থিত) হনুঃ (গণ্ডের অবয়ব) উত্তররূপম্ (উত্তরাংশ) বাক্ (শব্দ) সন্ধিঃ (মধ্য অর্থাৎ তাহাদের ফল), জিহ্বা (জিহ্বার চালনা) সন্ধানম্ (উচ্চার-ণের কারণ) ইতি (এইপ্রকারে) অধ্যাত্মম্ (শরীরের অংশবিশেষে দর্শন করণীয়) ॥৫॥

অনুবাদ—অতঃপর শরীরে বর্ণাদি দৃষ্টি এইভাবে করিতে হইবে। যথা গণ্ডের ভিতরে দন্তপঙ্‌ক্তির শেষাংশে যে অস্থিবিশেষ আছে, তাহার নাম হনু, লৌকিক কথায় যাহাকে চুয়াল বলে, সেই নিম্নস্থ হনু পূর্ব্বাকার, উর্দ্ধহনু উত্তরাকার, তাহার সন্ধি অর্থাৎ মধ্য বা ফল শব্দোচ্চারণ, সেই শব্দোচ্চারণের ব্যাপার জিহ্বাচালনা। এইভাবে শরীর-বিষয়ে বর্ণাদি দর্শন কর্ত্তব্য ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এবমধ্যাত্মদর্শনং করণীয়ম্ ইত্যুচ্যতে অথাধ্যাত্মম্ ইতি অথ অধিপ্রজদৃষ্টেরনন্তরম্, অধ্যাত্মম্—আত্মনি শরীরে, দর্শনং কার্য্যম্ তদ্‌যথা অধরা নিম্নস্থা হনুঃ কপোলাধোভাগঃ পূর্ব্বরূপম্—পূর্ব্ববর্ণঃ, উত্তরা উর্দ্ধবর্ত্তিনী হনুঃ উত্তররূপম্, তয়োঃ সন্ধিঃ মধ্যং ফলমিত্যর্থঃ বাক্ শব্দঃ, সন্ধানং ব্যাপারঃ জিহ্বা জিহ্বাচালনমিতি। ইতি এবং প্রকারমধ্যাত্মদর্শনং কর্ত্তব্যমিতি শেষঃ ॥৫॥

**শ্রুতিঃ—ইতীমা মহাসꣳহিতাঃ। য এবমেতা মহাসংহিতা-
ব্যাখ্যাতা বেদ। সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্ম-
বর্চ্চসেনান্নাদ্যেন সুবর্গ্যেণ লোকেন ॥৬॥**

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—ইতি (এইপ্রকার) ইমাঃ (লোকাদি-বিষয়ক উপনিষদ্—দর্শন) মহাসংহিতাঃ (মহাসংহিতারূপে প্রদর্শিত হইল)। যঃ (যে ব্যক্তি) এবম্ (উক্ত প্রকারে) এতাঃ (এই সকল) ব্যাখ্যাতাঃ (বর্ণিত) মহাসংহিতাঃ (পৃথিব্যাদিরূপে লোকাদির দর্শনগুলি) বেদ (জানে অর্থাৎ উপাসনা করে) [সঃ—সেই ব্যক্তি] প্রজয়া (পুত্রাদি সন্তান-

দ্বারা) পশুভিঃ (গো প্রভৃতি পশুদ্বারা) ব্রহ্মবর্চ্চসেন (ব্রহ্মতেজঃ দ্বারা) অন্নাদ্যেন (অন্ন প্রভৃতি দ্বারা) সুবর্গ্যেণ (স্বর্গীয়) লোকেন (লোক-দ্বারা) সন্ধীয়তে (সমন্বিত হয়) ॥৬॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে তৃতীয়ানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—এইভাবে এই সকল মহাসংহিতা বিবৃত হইল। যে সাধক এইভাবে ব্যাখ্যাত এই সকল মহাসংহিতাকে উপাসনা করে, সে যথাযথভাবে সন্তান-সন্ততি, গবাদি পশু, ব্রহ্মতেজঃ, অন্ন প্রভৃতি উপভোগ্যবস্তু ও স্বর্গলোক দ্বারা সংযুক্ত হয় ॥৬॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ের তৃতীয় অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবমুত্তরত্রাপি। অধিজ্যোতিষং অধ্যাত্মম্ ইত্যত্র 'অব্যয়ীভাবে শরৎপ্রভৃতিভ্যঃ', 'অনশ্চ' ইতি সমাসান্তঃ টচ্। লোকাদিষু পঞ্চস্বধিকরণেষু অধ্যস্যমানাঃ সংহিতাঃ মহাসংহিতাঃ। মহচ্ছব্দঃ পূজ্যবচনঃ। পূজ্যা ইত্যর্থঃ। অ+উ=ও ইতি বর্ণসংহিতায়াং পূর্ব্বাপরৌ বর্ণৌ পূর্ব্বাপররূপে, শ্লিষ্টোচ্চারণলক্ষণঃ 'পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা' ইত্যুক্তঃ সন্ধিঃ, তদনুকূলযত্নলক্ষণঃ সন্ধানঃ (লক্ষণং সন্ধানম্ ?) ইতি সংহিতাগতানাং চতুর্ণামবয়বানাং লোকাদিষু পঞ্চস্বধিকরণেষু দৃষ্টিক্রমং দর্শয়তি—অথাধিলোকম্। উচ্যত ইতি শেষঃ। অথশব্দো বাক্যোপক্রমে, পৃথিবী—সন্ধানম্। বায়োঃ পূর্ব্বোত্তরলোক-সঞ্চারিতয়া সংধানত্বমিতি ভাবঃ। ইত্যধিলোকম্। উক্তমিতি শেষঃ। [এবমুত্তরত্রাপি]। অথাধিজ্যোতিষম্—বৈদ্যুতঃ সংধানম্। "অগ্নৌ

প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে” ইত্যুক্তরীত্যা আহুতিসম্বন্ধে অগ্ন্যাদিত্যয়োঃ পূর্ব্বোত্তরত্বম্। অন্তরক্ষণসংধেঃ বৈদ্যুতাগ্ন্যধীনত্বাত্ বৈদ্যুতস্য সংধানত্বং দ্রষ্টব্যম্। ইত্যধিজ্যোতিষম্। বিদ্যা সংধিঃ। বিদ্যা শিষ্যগতজ্ঞানম্। প্রবচনং সংধানম্। প্রবচনং অধ্যাপনমিত্যর্থঃ। ইত্যধিবিদ্যম্। প্রজননং সংধানম্। প্রজননং গর্ভোৎপাদনম্ ইত্যধিপ্রজম্ রূপম্। কপোলাধঃপ্রদেশঃ অধরা হনুঃ। উর্ধ্বপ্রদেশঃ উত্তরা হনুঃ। বাক্ সংধিঃ। বাক্ শব্দ ইত্যর্থঃ। এতজ্জ্ঞানস্য ফলমাহ—এবম্—লোকেন। সংধীয়তে অন্বিতো ভবতীত্যর্থঃ। শিষ্টং স্পষ্টম্ ॥২-৬॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে তৃতীয়ানুবাকস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এতজ্জ্ঞানফলং ব্রবীতি—যঃ দর্শনকারী, এবম্ পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ ব্যাখ্যাতাঃ বিশদীকৃতাঃ এতাঃ অধিলোকাদি-বিষয়িকাঃ মহাসংহিতাঃ বেদ জানাতি, স প্রজয়া সন্তত্যা সন্ধীয়তে অন্বিতো ভবতি অধিপ্রজবিষয়কদর্শনফলমেতৎ, পশুভিঃ গবাদিভিঃ সন্ধীয়তে ইত্যন্বয়ঃ এতল্লোকবিষয়কদর্শনফলম্। ব্রহ্মবর্চ্চসেন ব্রহ্মতেজসা এতত্ বিদ্যাবিষয়কদর্শনফলম্। অন্নাদ্যেন ব্রীহ্যাদিশস্যেন, এতত্ অধিজ্যোতিষদর্শনফলম্। সুবর্গ্যেণ স্বর্গীয়েণ স্বর্গায় অয়মিতি স্বর্গ্যঃ ছান্দসঃ যকারেণ উকারস্য ব্যবধানম্। স্বর্গ্যেণ লোকেন ভোগেন ইতি যাবৎ এতত্ অধ্যাত্মদর্শনস্য ফলমুক্তমনুধাবনীয়ম্ ॥৬॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে তৃতীয়ানুবাকস্য ‘শ্রুত্যর্থবোধিনী’ নাম্নী-টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে আচার্য্য নিজের এবং শিষ্যের অভ্যুদয়ের ইচ্ছা প্রকট করিতে গিয়া সংহিতাবিষয়ক উপাসনাবিধি আরম্ভ করিতেছেন।

এই অনুবাকের প্রথমে সমদর্শী আচার্য্যের নিজের এবং শিষ্যের জন্য যশঃ ও ব্রহ্মতেজের বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শুভ আকাঙ্ক্ষা হইতেছে। আচার্য্যের অভিলাষ যে, আমার তথা আমার শ্রদ্ধালু বিনীত শিষ্যের জ্ঞান ও উপাসনা হইতে যশঃ ও ব্রহ্মতেজঃ প্রাপ্তি হউক। ইহার পর শ্রুতি আচার্য্যমুখে সংহিতাবিষয়ক উপনিষদের ব্যাখ্যা করিবার প্রতিজ্ঞা করিতে গিয়া উহার নিরূপণ করিতেছেন। দুই বর্ণে যে সন্ধি হয়, উহাকে 'সংহিতা' বলে। সেই সংহিতা-দৃষ্টি যখন ব্যাপকরূপ ধারণ পূর্ব্বক লোকাদির বিষয় প্রকাশ করে, তখন উহাকে 'মহাসংহিতা' বলে। সংহিতায় পাঁচ প্রকারের সন্ধি প্রসিদ্ধ। স্বর, ব্যঞ্জন, স্বাদি, বিসর্গ ও অনুস্বার। যাহা সন্ধির অধিষ্ঠান প্রস্তুত করিয়া পাঁচ-প্রকার সন্ধির নামে প্রসিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ এই সন্ধির পাঁচটি আশ্রয়। এই প্রকার পূর্ব্বোক্ত মহাসংহিতারও পাঁচটি আশ্রয়, যথা—লোক, জ্যোতিঃ, বিদ্যা, প্রজা ও শরীর। তাৎপর্য্য এই যে, যে-প্রকার বর্ণে সন্ধির দর্শন করা যায়, এই প্রকার এই লোকাদিতেও সংহিতা দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। তাহা কি প্রকার এবং কি বাক্য বুঝাইতেছে? প্রত্যেক সন্ধির আবার চার ভাগ আছে। পূর্ব্ববর্ণ, পরবর্ণ, দুই মিলিত হইয়া যে রূপ তথা দুইয়ের সংযোজক। এই প্রকারে যেখানে লোকাদিতে যে সংহিতা-দৃষ্টি, উহারও চার বিভাগ হয়। পূর্ব্বরূপ, উত্তররূপ, সন্ধি ও সন্ধান।

এই মন্ত্রে লোকবিষয়ক সংহিতা দৃষ্টির নিরূপণ হইতেছে। যাহা লোক আশ্রয়পূর্ব্বক বর্ত্তমান, তাহাই অধিলোক, লোকবিষয়ে পৃথিবী—পূর্ব্বরূপ, অর্থাৎ সংহিতার পূর্ব্ববর্ণে পৃথিবী দৃষ্টি করিতে হইবে। স্বর্গ—উত্তররূপ, অর্থাৎ সংহিতার উত্তরবর্ণে স্বর্গ দৃষ্টি করিতে হইবে। আকাশ অর্থাৎ অন্তরীক্ষ তদুভয়ের সন্ধি। বায়ু সন্ধান অর্থাৎ সন্ধির সাধন। এইরূপে অধিলোক ব্যাখ্যাত হইল।

এক্ষণে অধিজ্যোতিষ ব্যাখ্যাত হইতেছে। অগ্নি পূর্ব্বরূপ। আদিত্য উত্তররূপ। অপ্ (বৃষ্টিজল) সন্ধি। বিদ্যুৎ সন্ধান। তদনন্তর অধিবিদ্য—আচার্য্য—পূর্ব্বরূপ। শিষ্য—উত্তররূপ। বিদ্যা—সন্ধি। অধ্যাপনা—সন্ধান। ইহাতে অধিবিদ্য ব্যাখ্যাত হইল। এক্ষণে অধিপ্রজ-দর্শন। মাতা—পূর্ব্বরূপ। পিতা—উত্তররূপ। প্রজা—সন্ধি। প্রজোৎপত্তি—সন্ধান। ইহাই অধিপ্রজদর্শনের ব্যাখ্যা। অনন্তর অধ্যাত্ম। অধরা হনু—পূর্ব্বরূপ। উত্তরা হনু—উত্তররূপ। বাক্—সন্ধি। জিহ্বা—সন্ধান। ইহাতে অধ্যাত্ম ব্যাখ্যাত হইল। ইহা মহাসংহিতা। যিনি এইরূপ এই মহাসংহিতার ব্যাখ্যান বিদিত হন, তিনি প্রজা, পশু, ব্রহ্ম-তেজঃ, অন্নাদি ও স্বর্গাদিলোক লাভ করিয়া থাকেন ॥১-৬॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ের তৃতীয় অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—[প্রণব সমীপে প্রার্থনা]—যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সম্বভুব। স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেব ধারণো ভুয়াসম্। শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভুরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়া পিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায় ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—[মেধাকামী ও শ্রীকামীর মেধা ও শ্রী-প্রাপ্তির সাধন জপ ও হোম বিবৃত হইতেছে] যঃ (যে প্রণব) ছন্দসাং (সমস্ত বেদের) ঋষভঃ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) বিশ্বরূপঃ (বিশ্ব অর্থাৎ বিষ্ণু তৎস্বরূপ, কারণ প্রণবই বিষ্ণুর স্বরূপ এবং বিষ্ণুধ্যানের সাধন, অথবা সর্ব্বস্বরূপ) [এই শ্রুতিতে ওঙ্কারকে উপাসনা করিবার উপদেশ করিতেছেন—ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সম্বভূব] [এইরূপ প্রণব] অমৃতাৎ (অমৃতস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন) ছন্দোভ্যোঽধি (সকল বেদ হইতে অধিকরূপে—শ্রেষ্ঠরূপে) সম্বভূব (প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন) [কথিত আছে, লোক-পিতামহ লোক, দেব, বেদ ও ব্যাহৃতির মধ্যে সারতমবস্তু-গ্রহণে অভিলাষী হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন তখন তাঁহার হৃদয়ে সারতম-বস্তু ওঙ্কার প্রতিভাত হইলেন]। সঃ (সেই) ইন্দ্রঃ (পরমৈশ্বর্য্যশালী ওঙ্কার) মা (আমাকে) মেধয়া (প্রজ্ঞা দিয়া) স্পৃণোতু (প্রীত করুন, উজ্জীবিত করুন) [প্রজ্ঞালাভের ফল কি, বলিতেছেন] দেব! (হে দেব প্রণব!) [আমি] অমৃতস্য (অমৃতত্ব-লাভের হেতুভূত

পরমাত্মা শ্রীহরির) ধারণঃ (হৃদয়ে ধারক অর্থাৎ ধ্যানকারী) ভূয়াসম্ (হইব), মে (আমার) শরীরং (দেহ) বিচর্ষণং (বলা-রোগ্যাদিদ্বারা কান্তিপূর্ণ হউক), মে জিহ্বা (আমার জিহ্বা) মধুমত্তমা (সর্ব্বদা পরমেশ্বরের নামোচ্চারণহেতু অতিশয় মধুরভাষিণী হউক) কর্ণাভ্যাং (আমি দুই কর্ণ দিয়া) ভূরি (প্রচুরভাবে পরমেশ্বর-মাহাত্ম্য অথবা পরমেশ্বর-প্রতিপাদকশাস্ত্র) বিশ্রুবম্ (যেন শ্রবণ করি) [হে প্রণব ! তুমি] ব্রহ্মণঃ (পরমেশ্বরের) কোশঃ (বাচকত্ব-নিবন্ধন অসির কোশের মত নিধানস্থান অর্থাৎ তোমার মধ্যে পরমেশ্বর নিহিত আছেন, এজন্য গুপ্তস্থান) অসি (হইতেছ, তোমাতেই ঈশ্বরের অনুভূতি হয়) [তবে হইতেছে না কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] মেধয়া পিহিতঃ (তুমি মানবের লৌকিক বিষয়চিন্তাদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া আছ) [ইহার প্রকাশের উপায় কি ?] শ্রুতং (ঈশ্বর-বিষয়ক শ্রবণ অর্থাৎ ঈশ্বর-বিষয়ক শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহার বিজ্ঞান) মে (আমার) গোপায় (রক্ষা কর, অর্থাৎ তাঁহার প্রাপ্তি-বিষয়ে অবিস্মৃতি বজায় রাখ) ॥১॥

অনুবাদ—অতঃপর ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের জন্য প্রণবের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। যে প্রণব সমস্ত বেদের আদিভূত, যাহা ঈশ্বরের বাচক অতএব পরমেশ্বরের অভিন্নস্বরূপ, কারণ প্রণব ও পরমেশ্বর অভিন্ন, সকল বেদের প্রধানরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী প্রণব আমাকে ব্রহ্মবিষয়িণী প্রজ্ঞা দিয়া বলিষ্ঠ করুন। হে দেব, প্রকাশশক্তিমান্ প্রণব ! আমি সেই প্রজ্ঞাবলে হৃদয়-মধ্যে পরমেশ্বরের যেন ধারক হই। আমার শরীর বল-আরোগ্য প্রভৃতি দ্বারা কান্তিমান্ হইয়া উঠুক, যাহাতে আমি ঈশ্বর-সাধনে সমর্থ হইব। আমার জিহ্বা সর্ব্বদা ঈশ্বর-নামোচ্চারণে মধুমতী হইয়া উঠুক, আমি দুই কর্ণে যেন কেবল তাঁহার মাহাত্ম্য শুনিতে থাকি। হে

প্রণব! তুমি সেই পরব্রহ্মের নিধান—কোশ, কিন্তু মানবের লৌকিক প্রজ্ঞার দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া আছ, এজন্য তত্ত্বের প্রকাশ নাই। তুমি আমার শাস্ত্রজ্ঞান, ঈশ্বর-বিষয়ক শ্রবণ রক্ষা কর অর্থাৎ তাঁহার প্রাপ্তির কথা অবিস্মৃতভাবে বজায় রাখ ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—(প্রণবপ্রার্থনা) ব্রহ্মবিদ্যার্থং প্রণবং প্রার্থয়তে —যশ্ছন্দসাং—গোপায়। ছন্দসাং বেদানাং যঃ ঋষভঃ শ্রেষ্ঠঃ। বিশ্বরূপঃ 'বিশ্বং বিষ্ণুঃ' ইতি নামসহস্রপাঠাত্ বিশ্বং বিষ্ণুঃ, তৎ প্রতীকত্বাৎ তদ্ধ্যানসাধনত্বাচ্চ তদ্রূপত্বম্। সর্ব্বশব্দপ্রকৃতিত্বাদ্বা সর্ব্ব রূপত্বম্। এবংভূতঃ প্রণবঃ অমৃতাৎ পরমাত্মনঃ সর্ব্বেভ্যশ্ছন্দোভ্যো-হধিকতয়া সম্বভূব প্রাদুর্ভূতঃ। সঃ ইন্দ্রঃ পরমৈশ্বর্য্যশালী প্রণবঃ মা মাং মেধয়া জ্ঞানেন স্পৃণোতু উজ্জীবয়তু। 'স্পৃ—প্রীতিরক্ষণপ্রাণনেষু' ইতি হি ধাতুঃ। হে দেব ইতি দীব্যতঃ প্রণবস্য সংবোধনম্। অমৃতস্য পরমাত্মনঃ হৃদয়ে ধারকো ভূয়াসম্। সর্ব্বদা ব্রহ্মজ্ঞানমনুবর্ত্ত-তামিত্যর্থঃ। মদীয়ঞ্চ শরীরং বিচর্ষণং বলারোগ্যাদিনা কান্তিমদ্ ভবতু। মদীয়া চ জিহ্বা সর্ব্বদা ব্রহ্মবদনশীলতয়া ভোগ্যতমা ভবতু। কর্ণাভ্যাঞ্চ ভূরি ভূয়ঃ ব্রহ্মপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং শৃণবানি। বিশ্রুব-মিতি ছান্দসং রূপম্। ত্বং পরমাত্মনো বাচকতয়া কোশোহসি নিধানস্থানমসি। মেধাজনকতয়া তদ্ভরিততয়া বা মেধয়া চ্ছাদিতোহসি। তাদৃশত্বম্, শ্রুতার্থো যথা অপ্রমৃষ্টো ভবতি, তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থং প্রণবঃ প্রার্থ্যতে। তত্র প্রণবমাহাত্ম্যং বর্ণনীয়মিতি তদুচ্যতে—যশ্ছন্দসামিতি—যঃ প্রণবঃ, ছন্দসাং বেদানাম্ ঋষভঃ মাধ্যমিকী বাগ্ গোরূপা ইতি নিরুক্তম্ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ঋষভ ইব ঋষভঃ। কথং বিশ্বরূপঃ বিশ্বঃ বিষ্ণুঃ রূপং স্বরূপং বাচ্যতয়া যস্য—'তস্য বাচকঃ প্রণব' ইতি পাতঞ্জলে। সঃ

অথবা সর্ব্বস্বরূপঃ। যঃ প্রণবঃ ছন্দোভ্যো বেদেভ্যোঽধি অধিকতয়া অমৃতাৎ পরমাত্মনঃ সম্বভূব প্রাদুর্ভূতঃ, ইন্দ্রঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী—সঃ প্রণবঃ মা মাং মেধয়া প্রজ্ঞয়া স্পৃণোতু উজ্জীবয়তু 'স্পৃপ্রীতি-রক্ষণ-প্রাণনেষু' ইতি স্বাদিঃ। মেধাফলমাহ—দেব! হে দ্যোতনস্বভাব! অহং প্রজ্ঞা-বলেন অমৃতস্য পরমাত্মনঃ ধারণঃ হৃদয়ে ধারকঃ, ভূয়াসম্ ভবেয়ম্। প্রণবধ্যানেন হৃদি ঈশ্বরস্য স্ফুরণাদিতিভাবঃ। কিঞ্চ মে শরীরং দেহঃ বিচর্ষণং বলারোগ্যাদিনা কান্তিমৎ ব্রহ্মচিন্তনযোগ্যমিতিযাবৎ ভূয়াৎ। জিহ্বা মে মধুমত্তমা অতিশয়েন মধুমতী সর্ব্বদা শ্রীহরিনামকীর্ত্তনাৎ ভবতু। কর্ণাভ্যাং ভূরি ভূয়ঃ ব্রহ্ম-প্রতিপাদকং শাস্ত্রং বিশ্রুবং শৃণ-বানশৃণব্যমিতিস্থানে বিশ্রুবমিতিছান্দসম্। আত্মজ্ঞানযোগ্যঃ কার্য্য-কারণসঙ্ঘাতোঽস্ত্বিতি সমুদয়ার্থঃ। হে প্রণব! ত্বং পরমাত্মনোবাচক-তয়া কোশঃ নিধানস্থানমসি, ত্বয়ি শ্রীপরমেশ্বরো নিহিতোঽস্তি, যদ্যেবং কথং ন জ্ঞায়তে তত্রাহ মেধয়া লৌকিক্যা প্রজ্ঞয়া বিষয়চিন্তয়ে-ত্যর্থঃ পিহিতঃ আচ্ছাদিতোঽসি অতঃ প্রাকৃতপ্রজ্ঞৈরবিদিততত্ত্বোঽসীতি ভাবঃ। অতস্তদুদ্ঘাটনোপায়ঃ প্রার্থ্যতে শ্রুতং ঈশ্বরবিষয়কং শ্রবণং শ্রুতার্থোবা যথাপ্রজ্ঞায়তে তথা কুরু তৎশ্রুতং মে গোপায় রক্ষ তৎপ্রাপ্ত্যু-পায়াবিস্মরণাদিকমবিচ্ছিন্নং জনয়েতি প্রার্থনা ॥১॥

তত্ত্বকণা—এই চতুর্থ অনুবাকে "মে শ্রুতম্ গোপায়" এই বাক্য পর্য্যন্ত পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্তির নিমিত্ত আবশ্যক বুদ্ধি-বল ও শারীরিক বল-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে পরমেশ্বরের নিকট উঁহার নাম ওঁকার দ্বারা প্রার্থনা করিবার প্রকার বর্ণন করিতেছেন। ভাবার্থ এই যে, ওঁকার পরমেশ্বরের নাম, বেদে যত মন্ত্র আছে, প্রণব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বরূপ। কারণ প্রত্যেক মন্ত্রের আদিতে ওঁকারের উচ্চারণ করা হয় এবং ওঁকারের উচ্চারণের দ্বারা সম্পূর্ণ বেদোচ্চারণের ফল পাওয়া যায়। ওঁকার নাম ও পরমেশ্বর নামী

সুতরাং নাম ও নামী অভিন্ন। প্রণব পরমেশ্বরস্বরূপ হওয়ায় ইন্দ্র নামেও প্রসিদ্ধ। সেই জন্য প্রার্থনা করা হইতেছে, হে দেব! হে ইন্দ্র! আমাকে মেধা দ্বারা সম্পন্ন কর। 'ধীর্ধারণাবতী মেধা' ইহা কোষবাক্যে আছে। সুতরাং ধারণাশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধির নাম মেধা। তাৎপর্য্য এই—পরমাত্মা আমাকে পঠিত ও জ্ঞাত ভাবের ধারণ করিবার শক্তি দিউন। হে দেব! আপনার অহৈতুকী করুণায় আমি হৃদয়ে আপনার অমৃতময় স্বরূপের ধারণকারী হইব। আপনি আমার শরীর রোগরহিত করুন। যাহাতে আপনার উপাসনায় কোন প্রকার বিঘ্ন না আসে, আমার জিহ্বা অতিশয় মধুমতী করুন অর্থাৎ আপনার মধুর নাম ও গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে আপনার মধুর রসের আস্বাদন করিতে পারি। আমি যেন দুই কর্ণের দ্বারা কল্যাণময় শব্দ সর্ব্বদা শ্রবণ করিতে পারি। অর্থাৎ আমার কর্ণে আচার্য্য দ্বারা বর্ণিত-বিষয় রহস্যের সহিত শুনিবার শক্তি পাই এবং আমি যেন আপনার কল্যাণময় যশঃ শ্রবণ সৌভাগ্য লাভ করি। হে ওঁকার! আপনি পরমেশ্বরের নিধি অর্থাৎ নিধানস্থান নাম ও নামী অভিন্ন হওয়ায় নামেই সর্ব্বশক্তি অর্পিত আছে। তথাপি মনুষ্যের লৌকিক বুদ্ধি অনর্থ ঘটাইতেছে অর্থাৎ লৌকিক তর্কাদি দ্বারা অনুসন্ধান-কারীর বুদ্ধিতে আপনার প্রভাব ব্যক্ত হয় না। হে দেব! আপনার বিষয় যে সকল উপদেশ শুনিয়াছি, তাহা রক্ষা করুন। অর্থাৎ আমাকে এইরূপ কৃপা করুন, যাহাতে আপনার উপদেশ শুনিতে পারি, স্মরণ রাখিতে পারি এবং তদনুসারে জীবন গঠন করিতে পারি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

'প্রণব' যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ জগতের উৎপত্তি।" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৭৪)

" 'প্রণব' সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর-স্বরূপ প্রণব—সর্ব্ববিশ্বধাম ॥"(চৈঃ চঃ আদি ৭।১২৮)

ওঁ বা প্রণবই বেদের নিদানস্বরূপ মহাবাক্য। প্রতিবৈদিক মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণব নিহিত। 'প্রণব'—ঈশ্বরস্বরূপ।

আরও পাই,—

"অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈকনায়কঃ।
উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ ॥"

(ভক্তিসন্দর্ভ) শ্রুতৌ—"ওঁমিত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম যস্মাদুচ্চার্য্যমান এব সংসারভয়াত্তারয়তি তস্মাদুচ্যতে তার ইতি।"

(ভগবৎসন্দর্ভ)—"অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেণাবতারোঽয়মিতি তস্মাৎ নামনামিনোরভেদ এব।"

(মাণ্ডূক্য)—"ওঁকার এবেদং সর্ব্বং ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্।"
"সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি।"
"ওঁকারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ।"

আরও পাই,—

ওমিত্যেতদ্ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নামেতি শ্রুতেঃ।

(১) ওমিত্যেকং নাম।

(২) তত্ত্বমসীতি শ্রুতিঃ 'তদিতি' দ্বিতীয়ং নাম—ছাঃ ৬।৮।৭

(৩) সদেব সোম্যেতি 'সদিতি' তৃতীয়ং নাম—ছাঃ ৬।২।১

এতৎপ্রসঙ্গে গীতার 'ওঁ তৎ সদিতি' (গীঃ ১৭।২৩)
এবং 'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম' (গীঃ ৮।১৩) শ্লোকসমূহও আলোচ্য ॥১॥

শ্রুতিঃ—আবহন্তী বিতন্বানা কুর্ব্বাণাঽচীরমাত্মনঃ। বাসাᳪ‌সি মম গাবশ্চ। অন্নপানে চ সর্ব্বদা। ততো মে শ্রিয়মাবহ। লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা। আ মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বি মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্র মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। যশো জনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা। তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিন্ সহস্রশাখে। নি ভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা। যথাপঃ প্রবতা যন্তি। যথা মাসা অহর্জরম্। এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ। ধাতরায়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোঽসি প্র মা ভাহি (মাহি) প্র মা পদ্যস্ব ॥২-৩॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—[মেধাপ্রার্থী ও শ্রী-প্রার্থীর মেধা-শ্রী-প্রাপ্তিসাধন জপ ও হোম-মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, লক্ষ্মীপ্রার্থনা—] [হে প্রণব !] [যা শ্রীঃ—যে শ্রী] আত্মনঃ মম (আমার) অচীরং (অচিরে) বাসাᳪ‌সি (বস্ত্র সমুদয়, নানাবিধ বস্ত্র) গাবশ্চ (গো প্রভৃতি পশু) অন্নপানে চ (খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য) সর্ব্বদা (সব সময়, নিত্য) আবহন্তী (উৎপাদন করেন) বিতন্বানা (বর্দ্ধিত করেন) কুর্ব্বাণা (যোজনা করেন) ততঃ (মেধাজননের পর) [তাং—সেই] শ্রিয়ং (লক্ষ্মীকে) [কীদৃশী শ্রীকে ?] লোমশাং (যিনি লোমযুক্ত অজমেষ প্রভৃতি পশু-সমন্বিতা) [অন্যৈশ্চ] পশুভিঃ সহ (এবং অন্যান্য পশুর সহিত) [তাং—সেই শ্রীকে] মে (আমার) আবহ (উৎপাদন কর)

স্বাহা (হোমান্ত মন্ত্র)। [অতঃপর গুরুর প্রার্থনা—] ব্রহ্মচারিণঃ (ব্রহ্মচর্য্যব্রতপরায়ণ, যাহারা ব্রহ্মবিদ্যাযোগ্য তাদৃশ শিষ্যসমূহ) মা (আমার নিকট) আয়ন্তু স্বাহা (আগমন করুক)। ব্রহ্মচারিণঃ বিমায়ন্তু স্বাহা (বিজ্ঞানসম্পন্ন হউক, কপটতাশূন্য হউক)। ব্রহ্মচারিণঃ প্র মায়ন্তু স্বাহা (প্রজ্ঞালাভ করুক) ব্রহ্মচারিণঃ দমায়ন্তু স্বাহা (দম-সম্পন্ন চিত্তসংযমী হউক) ব্রহ্মচারিণঃ শমায়ন্তু স্বাহা (ইন্দ্রিয়দমনকারী হউক)। জনে (জনসমূহমধ্যে) যশঃ (আমি যশস্বী) অসানি স্বাহা (হইব) বস্যসঃ (যত বসুমান্ অর্থাৎ ধনবান্ আছে, তাহাদের মধ্যে) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ) অসানি স্বাহা (হইব) তং (ব্রহ্মের নিধান-ভূত) ত্বা (তোমাতে) ভগ ! (হে ভগবন্ পূজনীয় প্রণব !) প্রবিশানি স্বাহা (প্রবিষ্ট হইব অর্থাৎ তোমার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তোমার সহিত ভেদাভেদসম্পন্ন হইব) [হে] ভগ ! (ভগবান্ প্রণব) সঃ (সেই তুমি) মা (আমার মধ্যে) প্রবিশ স্বাহা (প্রবেশ কর— অর্থাৎ আমি তোমাকে আশ্রয় করিয়া তোমার উপাসনা করিব), সহস্রশাখে (ঐশ্বর্য্য-বীর্য্যাদি অনন্ত গুণযুক্ত) তস্মিন্ (সেই) ত্বয়ি (তোমাতে) [প্রবিষ্ট হইয়া আমি] অহং নিমৃজে স্বাহা (শুদ্ধ হইব) [দৃষ্টান্ত এই—] যথা (যেমন এই লোকে) আপঃ (জল) প্রবতা (নিম্নস্থান দিয়া) যন্তি (গমন করে) যথা (কিংবা যেমন) মাসাঃ (মাস গুলি) অহর্জরং (বৎসরে) [যন্তি—মিলিত হয়] এবম্ (এইরূপ) ব্রহ্মচারিণঃ (ব্রহ্মচারিগণ) ধাতঃ (হে সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা প্রণব !) মাং (আমার কাছে) সর্ব্বতঃ (সবদিক্ হইতে) আয়ন্তু স্বাহা (আসুক) [ত্বং] প্রতিবেশঃ অসি (তুমি সমস্ত শ্রমের অপনয়নের স্থান, তুমি গৃহ), মা (আমার নিকট) প্রভাহি (প্রকৃষ্টভাবে প্রতিভাত হও) [প্রমাহি পাঠে] প্রমাহি (প্রকৃষ্টভাবে রক্ষা কর), মা [—মাং] (আমাকে) প্রপদ্যস্ব (তোমায় প্রপন্ন কর)। [এই বিদ্যা-

প্রকরণে যে শ্রীকামের কথা বলিয়াছে. উহা ধনের জন্য, ধনের ফল যাগাদি কর্ম্ম, কর্ম্ম অর্জ্জিত-পাপক্ষয়ের কারণ, সেই পাপক্ষয় হইলে ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ পায়] ॥২-৩॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে চতুর্থানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের উপায়ীভূত হোমমন্ত্র বলিতেছেন। তন্মধ্যে 'আবহন্তী' ইত্যাদি মন্ত্র শ্রী'র প্রার্থনায় প্রযুক্ত। যে শ্রী ব্রহ্মবিদ্যা উৎপাদন করেন এবং তাহার বিস্তার জন্মাইয়া দেন, সেই শ্রী আমার নিজের বস্ত্র, গো এবং অন্ন-পানের চিরকাল ধরিয়া আমাতে যোজনা করিতেছেন, তাঁহাকে হে প্রণব ব্রহ্ম! মেধাজননের পর আমাতে যোজনা কর এবং সেই শ্রী'র সহিত লোমশ পশু এবং অন্যান্য পশুরও যোজনা কর। গুরু প্রার্থনা করিতেছেন, হে প্রণব! ব্রহ্মবিদ্যা-গ্রহণের উপযুক্ত ব্রহ্মচারী শিষ্যগণ আমার নিকট উপস্থিত হউক। শাস্ত্রার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, শম-দমপরায়ণ শিষ্যগণ আমার সমীপে আগমন করুক, মনুষ্যসমাজে আমি যেন যশস্বী হই, বসুমান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে আমি যেন শ্রেষ্ঠ হই। হে ভগবন্ প্রণব ব্রহ্ম! সেই তোমাতে আমি প্রবেশ করি, তুমিও আমার সহিত মিলিত হও অর্থাৎ তোমার সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদভাবে অবস্থিত থাকি। অনন্ত ঐশ্বর্য্যবান্, অনন্তবীর্য্য তুমি, তোমাতে আমি নিমগ্ন হইয়া শুদ্ধি লাভ করি, যেমন জল নিম্ন পথে গমন করে কিংবা যেমন দিন বৎসরে মিলিত হয় সেইপ্রকার হে বিধাতঃ! সকল দিক্ হইতে ব্রহ্মচারীরা আমাকে প্রাপ্ত হউক। হে পরমেশ্বর! তুমি আমার প্রতিবেশী, তুমি আমাকে অবিদ্যাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা কর,

আমাতে প্রতিভাত হও, আমাকে তোমার প্রপন্ন কর। এই এক একটি স্বাহান্ত হোম-মন্ত্র ॥২-৩॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ের চতুর্থ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—(লক্ষ্ম্যাদিপ্রার্থনা) বিদ্যোপযিকহোমসাধনমন্ত্রা উচ্যন্তে—আবহন্তী—সহ স্বাহা। লক্ষ্মীপ্রার্থনামন্ত্রোঽয়ম্। আবহন্তী উৎপাদয়ন্তী বিতন্বানা বর্ধয়ন্তী যতন্বম্, ততো মে চীরমিতরাণি বাসাংসি গাঃ অন্নপানে চ সর্ব্বদা কুর্ব্বাণা সতী, 'সাহি শ্রীরমৃতা সতাম্' ইতি ত্রয়ীলক্ষণাং শ্রিয়ম্, লোমশাং বহুলাং যজ্ঞাদ্যোপয়িকপশ্বাদিদ্রব্যৈঃসহ আবহ উৎপাদয়। হোমসাধনত্বান্মন্ত্রস্য স্বাহান্তত্বম্। আ মা যন্তু—স্বাহা। ব্রহ্মবিদ্যাযোগ্যাঃ ব্রহ্মচর্য্যব্রতসম্পন্নাঃ শিষ্যাঃ মামাগচ্ছন্তু ইত্যনুকূলশিষ্যপ্রার্থনামন্ত্রঃ। যশো—স্বাহা। জনমধ্যে যশস্বী ভবানীত্যর্থঃ। শ্রেয়ান্—স্বাহা। বস্যসঃ বসীয়সঃ বসুমত্তরাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠো ভূয়াসমিত্যর্থঃ তং ত্বা—স্বাহা। হে ভগেতি ঐশ্বর্য্যাদীনাং সংবোধনম্। তং ত্বাং প্রবিশানি প্রাপ্নুবানীত্যর্থঃ। স মা—স্বাহা। হে ভগ! স ত্বং মাং প্রাপ্নুহীত্যর্থঃ। তস্মিন্—স্বাহা। হে ভগ! সহস্রশাখে ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদ্যনন্তবিধাযুক্তে ত্বয়ি প্রবিষ্টোঽহং নিমৃজে শুদ্ধো ভবানীত্যর্থঃ। মৃজূষ্ শুদ্ধৌ ইতি হি ধাতুঃ। যথা—স্বাহা। হে ধাতঃ! পরমাত্মন্! যথা জলানি প্রবতাঃ প্রবণাঃ দিশো যন্তি। তানাদিকাৎ বনুতেঃ নিষ্ঠায়ামনুনাসিকলোপঃ। যথা মাসা অহর্জরম্। অহোভির্জরা যস্য স পুরুষঃ অহর্জরঃ। যস্য কালেন জরা ভবতি, ন ব্যাধ্যাদিনা, সোঽহর্জরঃ। বৃদ্ধ ইতি যাবৎ। তং যথা মাসাঃ প্রাপ্নবন্তি—যদ্বা অহানি জীর্যন্তি যত্রেতি অহর্জরঃ

সংবৎসরঃ, সূর্য্যো বা—এবং মাং যোগ্যাঃ শিষ্যাঃ আয়ান্তু ইত্যর্থঃ। প্রতিবেশোঽসি। হে ধাতঃ। ত্বং প্রতিবেশশব্দিতপ্রতিগৃহকল্পঃ সন্নিহিতোঽসীত্যর্থঃ। মা মাং প্রকর্ষেণ পাহি। প্রপদ্যস্ব। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থোঽয়ং পদিঃ। প্রপন্নং মাং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥২-৩॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে চতুর্থানুবাকস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—বিদ্যাসাধনীভূতা জপহোমমন্ত্রা উচ্যন্তে। আবহন্তী বিতন্বানেতি শিষ্যস্য লক্ষ্মীপ্রার্থনা—হে প্রণব! যা শ্রীঃ মম আত্মনঃ স্বস্য বাসাংসি বস্ত্রাণি, গাবশ্চ গাঃ ছান্দসোবিভক্তিব্যত্যয়ঃ, অন্নপানে চ খাদ্যং পানীয়ঞ্চ এবমাদীনি চ সর্ব্বদা কুর্ব্বাণা জনয়িত্রী অচীরং শীঘ্রং ছান্দসোদীর্ঘঃ। ততস্তস্মাৎকারণাৎ মে মহ্যং শ্রিয়ং তাদৃশীং ত্রয়ীলক্ষণাং লোমশাং লোমবহুলাং গবাশ্বাদি রূপাং পশুভিঃ অন্যৈশ্চ পশুভিঃ সহ আবহ উৎপাদয়। স্বাহা ইতি হবির্দানে অব্যয়ম্। হোমসাধনত্বান্মন্ত্রস্য স্বাহান্তত্বম্। ব্রহ্মচারিণঃ অষ্টাঙ্গমৈথুনরাহিত্যং ব্রহ্মচর্য্যং নিষ্ঠয়া তদ্বন্তঃ শিষ্যা ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণার্থং মা মাম্ আয়ন্তু আগচ্ছন্তু ইণ্ ধাতোর্ল'টি যন্ত্বিতি, আ ইত্যব্যয়স্য ব্যবহিতেন যন্তুপদেনান্বয়ঃ। ইতি অনুকূলশিষ্যপ্রার্থনামন্ত্রঃ। জনে জনসমূহমধ্যে যশঃ যশস্বী লাক্ষণিকং পদম্ যদ্বা ধর্ম্মধর্ম্মিণোরভেদবিবক্ষা অসানি ভবেয়ম্। বিমায়ন্তু প্রমায়ন্তু দমায়ন্তু শমায়ন্ত্বত্যধিকঃ কুত্রচিৎপাঠঃ। তদর্থশ্চ বিমা আয়ন্তু বিশিষ্টা শাস্ত্রোজ্জ্বলা মা মিতির্জ্ঞানং যেষাং তাদৃশাঃ শিষ্যা আয়ন্তু, প্রমা প্রজ্ঞাসম্পন্নাঃ শমাঃ শমঃ অস্তি এষামিতি অর্শ আদিত্বাৎ অচ্ প্রত্যয়ান্তম্। এবং দমাঃ মনসোদমনং দমঃ তৎসম্পন্না আয়ন্তু। বস্য

সঃ বসীয়সমঃ অতিশয়েন বসুমত্তরাণাং মধ্যে শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরোঽস্যানি। হে ভগ! ভগবন্ প্রণব! ভবদ্ ভগবদঘবতাং বনউস্ ইতি ভগোঃ উস্‌লোপে ভগ ইতি, অথবা অত্রাপি ধর্ম্মধর্ম্মিণোরভেদবিবক্ষা উপচারোবা আশ্রয়ণীয়ঃ। তং তাদৃশং ত্বা ত্বাং প্রবিশানি ভেদাভেদভাবেন ত্বৎ-তাদাত্ম্যং লভৈ। ত্বমপি ভগ! মা মাং প্রবিশ। তস্মিন্ সহস্রশাখে অনন্তৈশ্বর্য্যবীর্য্যযুক্তে পরমেশ্বরস্বরূপে প্রণবে ত্বয়ি প্রবিষ্টম্ আশ্রিত-মিত্যর্থঃ। হে ভগ! অহং নিমৃজে শুদ্ধো ভবামি। ব্রহ্মচারিণাং স্বসমীপে আগমনে দৃষ্টান্তঃ—যথা আপঃ প্রবতা প্রবণবতা নিম্নদেশেন যন্তি গচ্ছন্তি। যথা চ মাসাঃ দিনসঙ্ঘাতাঃ অহর্জরং বৎসরং অহানি জীর্য্যন্তি অন্তর্ভবন্তি অস্মিন্নিতি এবং মাং যোগ্যাঃ শিষ্যা আয়ন্তু। হে ধাতঃ! সৃষ্টিকর্ত্তঃ! সর্ব্বতঃ সর্ব্বাভ্যো দিগ্‌ভ্যঃ। হে ভগবন্ প্রণব! ত্বং প্রতিবেশঃ প্রতিগৃহকল্পঃ অসি সর্ব্বদা সন্নিহিতত্বাৎ 'দ্বা সুপর্ণা সযুজাসখায়া' ইত্যাদি শ্রুতেঃ, অতঃ মাং পাহি রক্ষ অবিদ্যাদি-সংশ্লেষাদিতিভাবঃ মাং প্রভাহি প্রতিভাতং কুরু, মাং প্রপদ্যস্ব ত্বং প্রপন্নং কুরু অন্তর্ভাবিতোণ্যর্থঃ ॥২-৩॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে চতুর্থানুবাকস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী' নাম্নী-টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে ঐশ্বর্য্যকামনাকারীর নিমিত্ত হোম করিবার মন্ত্র আরম্ভ করিতেছেন।

চতুর্থ অনুবাকের এই অংশে 'ততঃ' এই পদ হইতে আরম্ভ করিয়া "আবহ স্বাহা" পর্য্যন্ত ঐশ্বর্য্যকামনাকারী সকাম মনুষ্যের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা পূর্ব্বক আহুতি দিবার রীতি বর্ণন করিতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে, হে অগ্নির অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর! যে শ্রী চিরকাল জীবগণের সমস্ত ভোগ সম্পাদন ও পরিবর্দ্ধন করেন,

যিনি আমার বস্ত্র, গোধন, অন্ন ও পান সামগ্রী বিধান করিতেছেন, সেই শ্রীকে লোমবান্ পশুসমূহের সহিত আমার প্রতি প্রেরণ করুন। এই হবিঃ আপনাকে অর্পণ করিতেছি।

ব্রহ্মচারিগণ বেদপাঠের জন্য আমার নিকট আগমন করুক। তাহারা আমার সহিত বিশেষরূপে যুক্ত হউক। তাহারা যথার্থ জ্ঞান লাভ করুক এবং শমদমাদিসম্পন্ন হউক। এই হবিঃ আপনাকে অর্পণ করিতেছি।

আমি জনসমূহের মধ্যে যশস্বী হইব। আমি ধনবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইব। হে ভগবন্! আমি আপনার দিব্যস্বরূপে প্রবিষ্ট হইব অর্থাৎ আমি আপনার আশ্রয়ে নিত্যকাল থাকিব। হে ভগবন্! আপনিও আমাতে প্রবেশ করুন অর্থাৎ আমাকে তাদাত্ম্য-ভাবে নিত্য আশ্রয় প্রদান করুন। আপনাতে প্রবেশ অর্থাৎ আশ্রয় লাভপূর্ব্বক আমি বিশুদ্ধ হইব অর্থাৎ অপহতপাপ্মত্বাদি অষ্টগুণের আবির্ভাব আমাতে লাভ করিব।

জল যে প্রকার নিম্নদেশে গমন করে এবং মাসসমূহ যে প্রকার সংবৎসরে পর্য্যবসিত হয়, সেইপ্রকার ব্রহ্মচারিগণ সকল দিক্ হইতে আমার নিকট আগমন করুক। এই হবিঃ আপনাকে অর্পণ করিতেছি। হোমের সর্ব্বশেষ মন্ত্র স্বাহা, এইজন্য সর্ব্বত্র স্বাহা শব্দ উচ্চারণের দ্বারা হোমমন্ত্র প্রকাশ করিতেছেন। হে ভগবন্! আপনি সকলের বিশ্রাম স্থান। আপনি আমার নিমিত্ত আপনার দিব্যস্বরূপ প্রকাশিত করুন। আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন এবং আপনি আমাকে আশ্রয় দান করুন, আমি যেন সর্ব্বদা আপনাতে প্রপন্ন হইয়া আপনার আশ্রয়ে থাকিতে পারি।

মনুষ্য সকাম হইলেও তাহার শ্রীভগবানের উপাসনা করাই কর্ত্তব্য। ইহা শ্রুতিমন্ত্রেও পাইতেছি।

দেবাদির উদ্দেশে যাগ বিহিত হইলেও তদন্তর্য্যামীর উদ্দেশে তাহা প্রদত্ত হইলে অনিত্য ফলের পরিবর্ত্তে নিত্যফল পাওয়া যায়। ইহাই ভগবদুপাসনার বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥" (ভাঃ ২।৩।১০)

আরও পাই,—

"সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।"
(ভাঃ ৫।১৯।২৯)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তাঁরে দেন স্ব-চরণ॥
কৃষ্ণ কহে,—'আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ॥
আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব ?
স্বচরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩৭-৩৯) ॥২-৩॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ের চতুর্থ অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

ইতি—শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ॥

শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ

[অতঃপর ব্যাহৃতির উপাসনা]

শ্রুতিঃ—ভূর্ভুবঃ সুবরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসামু হ স্মৈতাং চতুর্থীম্। মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে। মহ ইতি। তদ্‌ব্রহ্ম। স আত্মা। অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ। ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ। ভুব ইত্যন্তরিক্ষম্। সুবরিত্যসৌ লোকঃ। মহ ইত্যাদিত্যঃ। আদিত্যেন বাব সর্ব্বে লোকা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা অগ্নিঃ। ভুব ইতি বায়ুঃ। সুবরিত্যাদিত্যঃ। মহ ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রমসা বাব সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা ঋচঃ। ভুব ইতি সামানি। সুবরিতি যজূংষি। মহ ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মণা বাব সর্ব্বে বেদা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বৈ প্রাণঃ। ভুব ইত্যপানঃ। সুবরিতি ব্যানঃ। মহ ইত্যন্নম্। অন্নেন বাব সর্ব্বে প্রাণা মহীয়ন্তে। তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্ধা। চতস্রশ্চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তা যো বেদ। স বেদ ব্রহ্ম। সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—[প্রথমে সংহিতা-বিষয়ক উপাসনা বিহিত হইল, তাহার পর মেধাকামী ও শ্রী-কামীর হোমমন্ত্র উদ্দিষ্ট হইয়াছে, সেগুলি পরোক্ষভাবে ব্রহ্মবিদ্যার উপযোগী হইয়া থাকে। এক্ষণে ব্যাহৃতি ব্রহ্মের অন্তরে উপাসনা ও তাহার ফল বর্ণিত হইতেছে—]

ভূঃ ভুবঃ সুবঃ ইতি এতাঃ বৈ তিস্রঃ ব্যাহৃতয়ঃ (ভূঃ ভুবঃ ও সুবঃ অর্থাৎ স্বঃ—এই তিনটি মহাব্যাহৃতি নামে স্মৃত হইয়া থাকে)। তাসাম্ (সেই ব্যাহৃতি তিনটির) চতুর্থী মহ ইতি (মহস্ চতুর্থী ব্যাহৃতি) এতাম্ (এইটি) মাহাচমস্যঃ (মহাচমসের পুত্র—ঋষি) উ হ (অতিরিক্তরূপে) প্রবেদয়তে স্ম—প্রবেক্ষ্যতে (প্রথম জানেন ও পরে বলিতেছেন), মহঃ ইতি (মাহাচমস্য 'মহঃ' নামে যে ব্যাহৃতি দর্শন করিয়াছেন) তদ্ ব্রহ্ম (তাহাই ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন মহৎ, বিভু, তৎপ্রকার মহঃ ব্যাহৃতি) সঃ (সেই মহঃ ব্যাহৃতি) [সে ব্রহ্ম কে ?] স আত্মা (তাহাই আত্মা অর্থাৎ শরীর) অন্যাঃ দেবতাঃ (অপর ব্যাহৃতিগুলি) অঙ্গানি (সেই শরীরের অঙ্গ—অবয়ব)। ভূরিতি (ভূঃ এই ব্যাহৃতি) বৈ অয়ং লোকঃ (এই প্রসিদ্ধ পৃথিবীলোক), ভুবঃ ইতি (ভুবঃ নামে ব্যাহৃতি) অন্তরিক্ষম্ (স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যবর্ত্তী স্থান) সুবরিতি (সুবঃ—স্বঃ নামে যে ব্যাহৃতি) অসৌ (উহা) লোকঃ (স্বর্গলোক) মহঃ ইতি (মহঃ নামে ব্যাহৃতি) আদিত্যঃ (সূর্য্যস্বরূপ অর্থাৎ যথাক্রমে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ এই চারিটি ব্যাহৃতিকে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ ও আদিত্যরূপে ধ্যান করিবে) [উহাদের মধ্যে মহঃ আদিত্য হইবার কারণ—] আদিত্যেন (আদিত্য দ্বারা) বাব (প্রসিদ্ধ) সর্ব্বে লোকাঃ (পৃথিবী প্রভৃতি তিনটি লোক) মহীয়ন্তে (পূজিত হয়, মহিমান্বিত হয়)। ভূরিতি বৈ অগ্নিঃ (ভূঃ এই ব্যাহৃতি অগ্নিস্বরূপ) ভুব ইতি বায়ুঃ (ভুবঃ ব্যাহৃতি বায়ুস্বরূপ) সুবরিতি আদিত্যঃ (স্বঃ এই ব্যাহৃতি সূর্য্যস্বরূপ) মহঃ ইতি চন্দ্রমাঃ (মহঃ ব্যাহৃতি চন্দ্রস্বরূপ) [তাহার কারণ—] চন্দ্রমসা বাব (যেহেতু চন্দ্রমা দ্বারা) সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি (অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ইহারা) মহীয়ন্তে (পুষ্ট হয়, যেহেতু শ্রুতিতে বলা আছে—'প্রথমাং পিবতে বহ্নি'রিত্যাদি অগ্নি চন্দ্রের প্রথম কলা পান করে, বায়ু দ্বিতীয়, সূর্য্য তৃতীয়—এইরূপে চন্দ্রকলাপাতৃত্ব-নিবন্ধন

তাহারা চন্দ্রদ্বারা পুষ্ট হয়, বলা হইল), [অতঃপর তিন বেদে চারিটি ব্যাহৃতির ধ্যান কথিত হইতেছে] ভূরিতি বা ঋচঃ (ভূঃ ব্যাহৃতি ঋক্ বেদের স্বরূপ যাহাতে ছন্দোবদ্ধ পাদব্যবস্থা তাহাই ঋক্), ভুবঃ ইতি সামানি (ভুবঃ এই ব্যাহৃতি সামবেদস্বরূপ) সুবরিতি সুবঃ (সুবঃ অর্থাৎ স্বঃ এই ব্যাহৃতি যজুর্ব্বেদস্বরূপ) মহ ইতি ব্রহ্ম (মহঃ ব্যাহৃতি ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রণবস্বরূপ) ব্রহ্মণা বাব সর্ব্বে বেদা মহীয়ন্তে (যেহেতু সমস্ত বেদ প্রণবদ্বারা মহিমাবান্ হয়) [অতঃপর প্রাণাদির উপর চারিটি ব্যাহৃতির দৃষ্টি কথিত হইতেছে] 'ভূরিতি বৈ প্রাণঃ' (ভূঃ ব্যাহৃতি হইল প্রাণবায়ু) ভুব ইত্যপানঃ (ভুবঃ ব্যাহৃতি অপানবায়ু) সুবরিতি ব্যানঃ (স্বঃ এই ব্যাহৃতি ব্যান—সর্ব্বশরীরগত বায়ু) মহ ইত্যন্নম্ (মহঃ ব্যাহৃতি অন্নস্বরূপ) [কারণ] অন্নেন বাব সর্ব্বে প্রাণা মহীয়ন্তে (যেহেতু অন্ন দ্বারা প্রাণ, অপান, ব্যান—ইহারা স্থিতিমান্ হয়) তা বা এতা-শ্চতস্রশ্চতুর্ধা (সেই এই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ—এই চারিটি ব্যাহৃতি লোক, চন্দ্রমা, ব্রহ্ম ও অন্ন—এই চারিপ্রকার উপাসনার দ্বার) চতস্রশ্চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ (ভূঃ, ভুবঃ সুবঃ মহঃ এই চারিটি ব্যাহৃতি প্রত্যেকটি আবার চারিভাগে বিভক্ত হইয়া ষোল প্রকার হইয়া থাকে)। [অতঃপর উক্ত প্রকারে ভূঃ প্রভৃতির জ্ঞানের ফল বলিতেছেন—] 'তা যো বেদ' (যে ব্যক্তি উক্ত প্রকারে ব্যাহৃতিগুলির উপাসনা করেন) স বেদ ব্রহ্ম (সেই ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন), সর্ব্বেঽস্মৈ দেবাঃ (সকল দেবতা সেই ব্রহ্মবিদ্‌কে) বলিমাবহন্তি (পূজা করিয়া থাকেন অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা-প্রভাবে স্বারাজ্য প্রাপ্তি হইলে পূর্ব্বোক্ত দেবতাগণ তাঁহার প্রার্থিতবস্তু আনিয়া দেন) ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে পঞ্চমানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—ব্যাহৃতি বলিতে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—এই তিনটিই প্রসিদ্ধ। তাহাদের চতুর্থী ব্যাহৃতি মহঃ, ইহা মহাচমস মুনিপুত্র অবগত হইয়া বলিতেছেন। মহঃ ব্যাহৃতি ব্রহ্ম, সেই মহঃই সকলের আত্মা অর্থাৎ শরীর, আর অন্য দেবতা বা ব্যাহৃতি তাহার অঙ্গ। এই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ বা আকাশ ও স্বর্গ—এই তিনটি লোক প্রসিদ্ধ—তাহাতে ব্যাহৃতি দৃষ্টি করিয়া উপাসনা কর্ত্তব্য; তন্মধ্যে পৃথিবীলোককে ভূঃ, অন্তরীক্ষকে ভুবঃ ও স্বর্গকে স্থবঃ, এবং মহঃ ব্যাহৃতি আদিত্য, কারণ আদিত্য দ্বারাই ভূরাদি লোক পূজিত হয়। এইরূপ ভূঃ ব্যাহৃতি অগ্নি-স্বরূপ, ভুবঃ ব্যাহৃতি বায়ুস্বরূপ, স্বঃ ব্যাহৃতি আদিত্যস্বরূপ, মহঃ ব্যাহৃতি চন্দ্রমাস্বরূপ, কারণ চন্দ্রমার দ্বারাই সমস্ত অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিঃ পুষ্ট হয়। এইরূপ ভূঃ ঋগ্‌বেদস্বরূপ, ভুবঃ সামবেদস্বরূপ, স্বঃ যজুর্ব্বেদস্বরূপ। মহঃ ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রণবস্বরূপ, যেহেতু প্রণব-দ্বারা সমস্ত বেদ পূজিত হয়। ভূঃ প্রাণবায়ুস্বরূপ, ভুবঃ অপানস্বরূপ, স্বঃ ব্যানস্বরূপ, তাহাদের অন্ন মহঃ, কারণ অন্নদ্বারাই প্রাণাদি স্থিতিমান্। সেই চারিটি ব্যাহৃতি চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে সুতরাং চারিটি চারি প্রকার হওয়ায় ষোল প্রকার হইতেছে, যে ব্যক্তি তাহাদের স্বরূপ জানেন তিনি ব্রহ্মবিদ্। তাঁহার নিকট সমস্ত দেবতা প্রার্থিতবস্তু উপহার দেন ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ের পঞ্চম অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—(ব্যাহৃত্যুপাসনম্) বক্ষ্যমাণপরা বিদ্যাঙ্গভূতব্যা-হৃত্যুপাসনমুপদিশ্যতে—ভূঃ—মহ ইতি। বৈশব্দঃ প্রসিদ্ধৌ। মহ ইতি ব্যাহৃতিং মাহাচমস্যনামা ঋষিঃ তিসৃণাং ব্যাহৃতীনাং চতুর্থীং বক্তী-

ত্যর্থঃ। তৎ—দেবতাঃ। যৎ মহশ্‌শব্দিতং, তদেব নিরতিশয়মহত্ত্বাৎ আত্মব্রহ্মশব্দিতম্। ইতরদেবতাস্তু তদঙ্গভূতাঃ—তস্যাত্মনঃ শরীরভূতাঃ। অতো নিরতিশয়মহত্ত্বাভাবাত্‌ ন মহশ্‌শব্দবাচ্যত্বমিত্যর্থঃ। এবং মহশ্‌শব্দস্য বাস্তবমর্থমুপবর্ণ্য, ভূর্ভুবস্সুবর্মহ ইতি ব্যাহৃতিচতুষ্টয়ে চতুর্ব্বিধোপাসনং দর্শয়তি—ভূরিতি—মহীয়ন্তে। ভূরাদিব্যাহৃতিচতুষ্টয়ে ভূলোকান্তরিক্ষস্বর্গলোকাদিত্যরূপার্থচতুষ্টয়দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। মহীয়ন্তে পূজাং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। মহীয়ন্তে—পূজ্যন্তে অনেনেতি মহ ইতি মহশ্‌শব্দব্যুৎপত্তিরিতি ভাবঃ। তাঃ—চতুর্ধা। চতস্রোঽপি ব্যাহৃতয় উক্তপ্রকারেণ চতুর্ব্বিধোপাসনযুক্তা ইত্যর্থঃ। চতস্রশ্চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। ভূরাদ্যাশ্চতস্রো ব্যাহৃতয়োঽপি উক্ত-প্রকারেণ প্রত্যেকং চতস্রঃ। অতঃ ষোড়শ ব্যাহৃতয়ঃ সংপদ্যন্তে ইত্যর্থঃ। তদ্বেদনস্য ফলমাহ—তা—বলিমাবহন্তি। তদ্বেদনাৎ ব্রহ্ম-বিদ্যা নিষ্পদ্যতে, সর্ব্বে চ দেবাঃ পূজাং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে পঞ্চমানুবাকস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ চতসৃষু ব্যাহৃতিষু চতুর্ভিঃ প্রকারৈরুপাসনা উচ্যতে—ভূর্ভুবঃ সুবরিতি ইত্যাদি ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইতি তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ পরন্তু মাহাচমস্যঃ মহ ইতি চতুর্থীং ব্যাহৃতিমুক্তা—চতসৃণাং ব্যাহৃতীনাং চতুর্ভিঃ প্রকারৈরুপাসনামাহ। ভূর্ভুবঃ সুবরিতিবা ইতি বৈ প্রসিদ্ধৌ। ব্যাহ্রিয়ন্তে ব্রহ্মবিদ্যার্থমুচ্চার্য্যন্ত ইতিব্যাহৃতয়ঃ, উ হ স্ম ইতি নিপাতত্রয়ং বিদিতার্থত্ববোধকম্, চতুর্থ্যা ব্যাহৃতেরুক্তৌ প্রযোজকং তস্য তদ্বিদিতার্থত্বম্। মহাচমসস্য মুনেরপত্যং মাহাচমস্যঃ, ঋষিগ্রহণ-মুপাসনাঙ্গত্বাৎ, মাহাচমস্যেন দৃষ্টা মহ ইতি ব্যাহৃতিঃ তদ্ব্রহ্ম, মহদ্ধি

ব্রহ্ম স আত্মা অন্যা দেবতা অঙ্গানি তাসাং নিরতিশয়মহত্ত্বাভাবাৎ ন মহঃশব্দবাচ্যত্বম্ ইতি তাৎপর্য্যম্। অথ ভূর্ভুবঃ স্বর্মহ ইতি ব্যাহৃতি-চতুষ্টয়ে চতুর্ব্বিধোপাসনং বর্ণয়তি—অয়ং লোকঃ পৃথিবীলোকইত্যর্থঃ, কথং মহ ইত্যস্যাদিত্যত্বং তদাহ—আদিত্যেন সূর্য্যেণ সর্ব্বে লোকাঃ পৃথিব্যাদয়স্ত্রয়োলোকা মহীয়ন্তে পূজ্যাং লভন্তে ইতি এবং ভূরগ্নিঃ ভুবো বায়ুঃ স্বুব আদিত্যঃ, মহস্তু চন্দ্রমাঃ, যতশ্চন্দ্রমসা তে পুষ্টিং লভন্তে, তথা ভূরিতি ঋচঃ, ভুবঃ সামানি, সুবরিতি যজূংষি, মহস্তেষামঙ্গীভূতং ব্রহ্ম। যতো ব্রহ্মণা বেদা উজ্জীবন্তি অতঃ মহশ্‌শব্দস্যব্রহ্মস্বরূপত্বম্, অপি চ চতুর্থ উপাসনাপ্রকার ইত্থম্—ভূরিতি প্রাণঃ, ভুব ইত্যপানঃ, সুবরিতি ব্যানঃ, মহস্তেষামন্নম্ যতোঽন্নেনৈব প্রাণাদয়ঃ পুষ্যন্তে। অত ইত্থং চতস্রঃ ব্যাহৃতয়ঃ চতুর্ভিঃ প্রকারৈঃ পুনশ্চতুষ্প্রকারা উপাসনোপ-যুক্তাঃ। য এতজ্জানাতি স ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ ফলং সর্ব্বে দেবাঃ তস্মৈ বলিমুপহরন্তি। অতোব্রহ্মবিদ্যালাভার্থং ব্যাহৃতীনামেবং ধ্যানং কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে পঞ্চমানুবাকস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী' নাম্নী-টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—এই পঞ্চম অনুবাকে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ও মহঃ—এই চারিটি ব্যাহৃতির উপাসনার রহস্য বর্ণন পূর্ব্বক ইহার উপাসনার ফল বর্ণন করিতেছেন।

প্রথমে বলা হইয়াছে যে, ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিনটি ব্যাহৃতি প্রসিদ্ধ। পরন্তু ইহার অতিরিক্ত যে চতুর্থ ব্যাহৃতি মহঃ, ইহার উপাসনার রহস্য সর্ব্বাগ্রে মহাচমসের পুত্র অবগত হইয়াছেন। ভাবার্থ এই যে, এই চারিটি ব্যাহৃতিকে চারিপ্রকারে প্রয়োগপূর্ব্বক

উপাসনার বিধি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তারপর ঐ চারিটি ব্যাহৃতিতে কি প্রকার ভাবনা পূর্ব্বক উপাসনা করিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন। এই চারিটি ব্যাহৃতির মধ্যে 'মহঃ' সর্ব্বপ্রধান। অতএব মহঃ ব্যাহৃতিকে ব্রহ্মের স্বরূপ বিচার করিতে হইবে। এইজন্য ইহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। কারণ ব্রহ্ম সকলের আত্মা, সর্ব্বরূপ এবং অন্য সব দেবতা উহার অঙ্গ।

ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিনটি ব্রহ্মের ব্যাহরণ অর্থাৎ বিশেষরূপে ব্রহ্মকে আহরণ করে বলিয়া ব্যাহৃতি শব্দবাচ্য। মাহাচমস্য ঋষি 'মহঃ' এইটিকে চতুর্থী ব্যাহৃতি বলিয়া সর্ব্বাগ্রে অবগত আছেন। ঐ ব্যাহৃতি-চতুষ্টয় ব্রহ্মের বাচক বলিয়া ব্রহ্ম। ব্যাপকতাবশতঃ উহাকে আত্মা বলা হয়। অন্য দেবতা সকল উহার অঙ্গ। ভূঃ—এই পৃথিবী লোক। ভুবঃ—অন্তরীক্ষ। স্বঃ—স্বর্গলোক। মহঃ—আদিত্য। আদিত্যদ্বারা সকল মহিমান্বিত হয়। ভূঃ—অগ্নি। ভুবঃ—বায়ু। স্বঃ—আদিত্য। মহঃ—চন্দ্রমাঃ। কারণ চন্দ্রমা দ্বারা সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডল মহিমাশালী হয়। ভূঃ—ঋক্। ভুবঃ—সাম। স্বঃ—যজুঃ। মহঃ—ব্রহ্ম। কারণ প্রণবরূপী ব্রহ্ম দ্বারাই সকল বেদ পূজিত হইয়া থাকে। ভূঃ—প্রাণ, ভুবঃ—অপান, স্বঃ—ব্যান, মহঃ—অন্ন। যেহেতু অন্ন দ্বারাই সকল প্রাণ পুষ্টি লাভ করে। আবার ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ও মহঃ এই চারিটি ব্যাহৃতি চারি চারি ভাগে বিভক্ত, অতএব ষোল প্রকার। যিনি ঐ চার প্রকার চারিটি ব্যাহৃতি জানেন, তিনিই ব্রহ্ম বিদিত হন। সকল দেবতা তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানীর উদ্দেশ্যে বলি (পূজোপহার) আহরণ করিয়া থাকেন ॥১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"এবং ব্যাহৃতয়শ্চাসন্ প্রণবোহ্যস্য দহ্রতঃ॥" (ভাঃ ৩।১২।৪৪) অর্থাৎ এই ব্রহ্মার হৃদয় হইতে প্রণব এবং ভূর্ভুবঃস্বর্—এই ব্যাহৃতি সকল উৎপন্ন হইল।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"ভূর্ভুবঃ-স্বরিতি ব্যস্তাস্তিস্রঃ সমস্তা চতুর্থীত্যেবং চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। যথাহাশ্বলায়নঃ—'এবং ব্যাহৃতয়ঃ প্রোক্তা ব্যস্তাঃ সমস্তা ইতি'; যদ্বা মহ ইতি চতুর্থী। তথাচ শ্রুতিঃ—ভূর্ভুবঃস্বরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়স্তাসামুহ স্মৈতাং চতুর্থীং মাহাচমস্য প্রবেদয়তে মহ ইতীতি। হৃৎস্বতঃ হৃদয়াকাশাৎ দহ্রত ইতি পাঠে স এবার্থঃ।"

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ের পঞ্চম অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

ইতি—শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ॥

শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ। তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ। অমৃতো হিরণ্ময়ঃ। অন্তরেণ তালুকে। য-এষ স্তন ইবাবলম্বতে। সেন্দ্রযোনিঃ। যত্রাসৌ কেশান্তো বিবর্ত্ততে। ব্যপোহ্য শীর্ষকপালে। ভূরি-ত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুব ইতি বায়ৌ। সুবরিত্যাদিত্যে। মহ ইতি ব্রহ্মণি। আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনসস্পতিম্। বাক্‌পতিশ্চক্ষুস্পতিঃ। শ্রোত্রপতি-র্বিজ্ঞানপতিঃ। এতৎ ততো ভবতি। আকাশশরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম প্রাণারামং মন আনন্দম্। শান্তিসমৃদ্ধ-মমৃতম্। ইতি প্রাচীন-যোগ্যোপাস্স্ব ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—[অঙ্গ উপদেশের পর পরবিদ্যার উপদেশ করিতেছেন। ঋষি প্রাচীনযোগ্য নামক শিষ্যকে সংবোধন করিয়া বলিতেছেন,—ওহে প্রাচীনযোগ্য!] যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে (এই যে জীবের হৃদয়-মধ্যে অর্থাৎ শ্বেতপদ্মাকার প্রাণের আয়তন, অনেক নাড়ীর ছিদ্রমধ্যে উর্দ্ধনাল অধোমুখ মাংসপিণ্ড আছে, তথায়) আকাশঃ (অবস্থিত ভূতাকাশবৎ অবকাশ আছে) তস্মিন্ (সেই আকাশে) সঃ অয়ং পুরুষঃ (এই শরীরপুরী-মধ্যে শয়নকারী অথবা যাঁহার দ্বারা সমস্ত ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সেই পরমাত্মা) [তিনি] মনোময়ঃ (অপ্রাকৃত মনোবিশিষ্ট বা জীবের অন্তর্যামী) হিরণ্ময়ঃ (জ্যোতির্ম্ময়

স্বপ্রকাশাত্মা) অমৃতঃ (নিত্যপুরুষ)। [এই পরমাত্মা যখন হৃদয়াকাশে সাক্ষাৎকৃত হন তখন সেই ব্রহ্মবিদের ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথ কথিত হইতেছে—] তালুকে (দুইটি তালু—টাগরা নামে প্রসিদ্ধ) অন্তরেণ (তাহাদের মধ্যে) যঃ এষঃ স্তন ইব (গো-স্তনের মত যে মাংসপিণ্ড) অবলম্বতে (ঝুলিতেছে) [এবং] যত্র (যেখানে) অসৌ (ওই) কেশান্তঃ (কেশমূল অর্থাৎ কেশের মূলস্থান ব্রহ্মরন্ধ্র) বিবর্ত্ততে (বিশেষরূপে অনুসন্ধানলভ্য—অবস্থিত) সা (তাহাই—সেই-স্থানই) ইন্দ্রযোনিঃ (পরমেশ্বরের প্রাপ্তির দ্বার) [অথবা যেখানে কেশাগ্রবৎ অতি সূক্ষ্মপরিমাণ জীবাত্মা অবস্থান করিতেছে, সেইস্থান ব্রহ্মবিদ্ জীবের নির্গমপথ] শীর্ষকপালে (জীব মৃত্যুর সময় দেহ হইতে নির্গমকালে মস্তক ও কপাল খণ্ড—এই দুইটি) ব্যপোহ্য (ভেদ করিয়া) ভূরিতি (ভূঃ বোধে উপাসিত ব্যাহৃতিরূপ) অগ্নৌ (অগ্নিলোকে) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত হন) [যদিও অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথে গমনকারী ব্রহ্মবিদ্ মাত্রই প্রথমে অগ্নি-লোক প্রাপ্ত হন তথাপি ভূঃ ব্যাহৃতির অগ্নিবোধে উপাসকের পক্ষে বিশেষত্ব এই—তিনি ব্যাহৃতি উপাসনার প্রভাবে তথায় কিছুকাল থাকেন] ভুবঃ ইতি (যিনি ভুবঃ ব্যাহৃতির বায়ুভাবে উপাসক, তিনি) বায়ৌ [প্রতিতিষ্ঠতি] (বায়ুতে অবস্থান করেন) সুবর্ ইতি (স্বঃ ব্যাহৃতির আদিত্যভাবে উপাসক ব্যক্তি) আদিত্যে [প্রতিতিষ্ঠতি] (আদিত্যলোকে অবস্থান করেন), মহ ইতি (মহঃ এই ব্যাহৃতিকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনাকারী) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত হন) [তথায়] স্বারাজ্যম্ (ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে স্বারাজ্য—স্বরাড্-ভাব) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) [যেহেতু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে মহঃ ব্যাহৃতির উপাসককে দেবগণ উপহার আনিয়া দেন] [তৎপরে] মনস-স্পতিম্ (সকল মনের যিনি পতি—পরিচালক সেই পরমাত্মাকে) আপ্নোতি (তিনি প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রপন্নতা লাভ করেন

অথবা সামীপ্য-সাযুজ্যাদি মুক্তিলাভ করেন) [সেই ব্রহ্মবিদ্] বাক্‌পতিঃ (সর্ব্ববিধ বাক্যের অধিপতি হন অর্থাৎ সকল জীবের বাক্‌শক্তি-সম্পন্ন হন) চক্ষুষ্পতিঃ (সমস্ত দৃষ্টিসম্পন্ন হন অর্থাৎ তাঁহার ব্যবহিত, দূরস্থ, বাহ্য-আভ্যন্তর, স্থূল-সূক্ষ্ম কোন বস্তুর দর্শন প্রতিহত হয় না) শ্রোত্রপতিঃ (সকল শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিপতি হন অর্থাৎ ব্যবহিত, দূরস্থিত, ভাবী, অতীত কোন শব্দই তাঁহার অজ্ঞাত থাকে না) বিজ্ঞানপতিঃ (বিজ্ঞান সমূহের অধিপতি হন অর্থাৎ নিজ সঙ্কল্পদ্বারাই জ্ঞান-সাধন সকল ইন্দ্রিয় নিষ্পাদন করিয়া সকলের অভ্যন্তরের কথা তিনি জানিতে পারেন), ততঃ (তাহার পর) এতদ্ ভবতি (ইহা হয়) [কি হয় ?] আকাশ শরীরং ব্রহ্ম (আ—সর্ব্বতোভাবে কাশ—প্রকাশমান দিব্য বিগ্রহযুক্ত ব্রহ্মরূপ আবির্ভাব হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হন) [সে রূপ কি প্রকার ?] সত্যাত্ম, প্রাণারামং (সতত একরূপ বলিয়া সত্য ও নিত্য ; মুক্ত আত্মাগুলির প্রাণের মত পরমপ্রেমাস্পদীভূত পরমেশ্বর তাহার আরামপ্রদ হন অর্থাৎ সর্ব্ববিধ সেবানন্দ দান করিয়া থাকেন) [এবং] মন-আনন্দং (মনদ্বারা সঙ্কল্পমাত্রে উদ্ভাবিত আনন্দ যাহার করতলগত) শান্তিসমৃদ্ধম্ (শান্তিদ্বারা পুষ্ট) অমৃতং (মরণধর্ম্মহীন ব্রহ্মস্বরূপের ভাব অর্থাৎ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হন) প্রাচীনযোগ্য ! (ওহে প্রাচীনযোগ্য !) ইতি (মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে ব্রহ্মকে চতুর্থী-ব্যাহৃতি ধ্যানে) উপাস্স্ব (উপাসনা কর) ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—এই যে জীবের হৃদয়-মধ্যে অবকাশ আছে, তাহাতে এই সেই পুরুষ যিনি জ্যোতির্ম্ময়, বিশুদ্ধ মনের দ্বারা জ্ঞেয়, অপ্রাকৃত

কমনীয়মূর্ত্তি আছেন, সেই পরমপুরুষ উপাসনীয়। এইরূপে পরা বিদ্যার উপদেশ করিয়া মৃত্যুর পর অর্চ্চিঃপ্রভৃতি পথে জীবের গতি দেখাইতেছেন। দুইটি তালুর মধ্যে গো-স্তনের মত যে মাংসপিণ্ড ঝুলিয়া আছে, যে স্থানে (পথে) কেশান্ত অর্থাৎ ক—ব্রহ্মা, ঈশ—রুদ্র তাঁহাদের অন্ত—অবধি অর্থাৎ কারণীভূত ও সংহর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণু বিশেষরূপে প্রাপ্য হইয়া বর্ত্তমান, অথবা উর্দ্ধ অধঃ তালুদ্বয়ের নিম্নে যে 'গোস্তনবৎ লম্বমান' অর্থাৎ দীর্ঘ—হৃদয়পদ্ম তাহাই পরমাত্মার প্রতিষ্ঠান, যেখানে কেশান্তের মত অতিসূক্ষ্মপরিমাণ জীবও বিশেষরূপে থাকে, সেই জীব 'ভূঃ' ব্যাহৃতি উপাসনা-বলে মৃত্যুর সময় মস্তকস্থ কপালদ্বয় (অস্থিখণ্ডদ্বয়) ভেদ করিয়া অগ্নিলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়, এইরূপ 'ভুবঃ' এই ব্যাহৃতির উপাসনাকারী বায়ুলোকে স্থিতিলাভ করে, 'সুবঃ' —স্বঃ এই ব্যাহৃতির উপাসক আদিত্যলোকে অবস্থান করে, কিন্তু 'মহঃ' এই চতুর্থী ব্যাহৃতির উপাসনা-প্রভাবে ব্রহ্মলোকে গতি হইয়া থাকে ব্রহ্ম-লোকে গিয়া তিনি স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন, সমস্ত মনের যিনি অধিপতি তাঁহাকে লাভ করেন, তাহার ফলে সেই মুক্তপুরুষ বাক্‌পতি অর্থাৎ সর্ব্ব-জীবের সর্ব্বপ্রকার বাক্যের অভিজ্ঞ হন, চক্ষুগ্রাহ্য অতীত, ভাবী, ব্যবহিত বিষয় তিনি দর্শন করেন, এইপ্রকার কর্ণ-গ্রাহ্য শব্দমাত্র তিনি গ্রহণ করেন এবং বিজ্ঞানপতি অর্থাৎ নিজসঙ্কল্পমাত্রে উপস্থিত সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিতে সমর্থ হন। তাহার পর ইহা তাঁহার হইয়া থাকে। তাহা কি? বলিতেছেন—আকাশ ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বতঃ প্রকাশমান দিব্য বিগ্রহধারী ব্রহ্মরূপ তাঁহাতে আবির্ভূত হন অর্থাৎ অপহতপাপ্মত্বাদি-বিশিষ্ট হইয়া তিনি ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যরূপে প্রকাশ পান। যে ব্রহ্মরূপ সতত একরূপে বর্ত্তমান, নিত্যমুক্ত আত্মার প্রাণের মত পরমপ্রেমাস্পদীভূত পরমেশ্বর তাঁহার সর্ব্ব প্রকারে আস্বাদনীয় হন এবং সঙ্কল্পমাত্রে সিদ্ধ আনন্দ যাঁহাতে বর্ত্তমান এবং যাহা আত্যন্তিক শান্তিযুক্ত তাদৃশ

সেই ব্রাহ্মী অবস্থা প্রাপ্ত হন। অতএব প্রাচীনযোগ্য! তুমি এই মহঃ ব্যাহৃতির উপাসনা কর ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—(পরবিদ্যা) অঙ্গান্যুপদিশ্য পরবিদ্যামাহ—স যঃ—হিরণ্ময়ঃ। হৃদয়ান্তর্গতাকাশে বিশুদ্ধমনোগ্রাহ্যঃ অমৃতঃ অসংসারী, কমনীয়বিগ্রহ আস্তে। স উপাসিতব্য ইত্যর্থঃ। ইদঞ্চ বাক্যং পরমাত্মপরতয়া 'সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ' ইত্যত্র ভগবতা ভাষ্যকৃতোদাহৃতম্, তথৈব ব্যাসার্য্যৈর্ব্যাখ্যাতঞ্চ। অতো জীববিষয়ত্বশঙ্কা ন কার্য্যা।

(অর্চিরাদিগতিপূর্ব্বকফলপ্রাপ্তিঃ)

এবং পরবিদ্যামুপদিশ্য অর্চিরাদি [না] গতিং দর্শয়তি—অন্তরেণ—যোনিঃ। তালুকে জিহ্বায়াং অন্তরেণ মধ্যে গোস্তন ইব যোঽবলম্বতে, সা ইন্দ্রস্য সন্নিহিতমুক্ত্যৈশ্বর্য্যস্য জীবস্য (ব্রহ্মবিদঃ) যোনিঃ নির্গমমার্গঃ। যত্র—বিবর্ত্ততে। যত্র যস্মিন্ মার্গে। কেশয়োঃ=কঃ ব্রহ্মা; ঈশঃ রুদ্রঃ। "ক" ইতি ব্রহ্মণো নাম "ঈশোঽহং সর্ব্বদেহিনাম্" ইতি কেশবশব্দনিরুক্তৌ তথাবর্ণনাৎ। তয়োরপি অন্তঃ অবধিভূতঃ। কারণমিতি যাবৎ। সংহর্ত্তা। স্থানভূত ইতি বা। তাদৃশো ভগবান্ যত্র মার্গে বিশেষেণ প্রাপ্যতয়া বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। যদ্বা তালুকে অন্তরেণ উর্ধ্বাধরতালুদ্বয়মধ্যে। তয়োরপ্যধস্তাদিত্যর্থঃ। যঃ স্তন ইব লম্বতে। "সংততং শিরাভিস্ত লম্বত্যাকোশসন্নিভম্" ইতি শ্রবণাৎ হৃদয়পুণ্ডরীকমুচ্যতে। সা ইন্দ্রস্য পরমাত্মনঃ যোনিঃ [প্রতিতিষ্ঠতি] স্থানম্। যত্রাঽসৌ কেশান্তবৎ সূক্ষ্মো জীবো বিশিষ্য বর্ত্ততে। 'হৃদি হ্যয়মাত্মা' ইতি শ্রুতেঃ। ব্যপোহ্য—প্রতিতিষ্ঠতি। প্রয়াণকালে শিরঃ-

কপালে ভিত্ত্বা ভূরিত্যুপাসিতয়া ব্যাহৃত্যা অগ্নৌ অগ্নিলোকে প্রতিষ্ঠিতো-ভবতি। ভূরিতি ব্যাহৃতিঃ অগ্নিলোকং প্রাপয়তীত্যর্থঃ। যদ্যপি সর্ব্বস্য অর্চ্চিরাদিমার্গগন্তুঃ অগ্নিলোকপ্রাপ্তিরস্তিঃ তথাপি ভূরাদিব্যাহৃত্যুপাস্তি-মহিম্না কঞ্চিৎ কালং তত্র তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। স্বারাজ্যম্ অকর্ম্মবশ্যত্বমিত্যর্থঃ। বিজ্ঞানপতিঃ স্বসঙ্কল্পনিষ্পাদ্যসর্ব্বেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ। করণনিরপেক্ষজ্ঞান-ইতি বা অর্থঃ। এতৎ ততো ভবতি। ততঃ তদনন্তরং এতদ্ভবতি। কিং তদিত্যত্রাহ—আকাশশরীরং ব্রহ্ম। আ সমস্তাৎ প্রকাশমান দিব্যবিগ্রহযুক্তং আবির্ভূত ব্রাহ্মরূপং ভবতীত্যর্থঃ। সত্যাত্ম—অমৃতম্। সতত্তৈকরূপতয়া সত্যানাং নিত্যমুক্তানাং আত্মনাং প্রাণবৎ পরম-প্রেমাস্পদভূতো যঃ পরমাত্মা, স এব আরামঃ সর্ব্ববিধভোগ্যভূতো-যস্য, তত্তথোক্তম্। মনসা সঙ্কল্পমাত্রেণ সিদ্ধঃ আনন্দো যস্য তৎ মন-আনন্দম্। "যং যং ......কাময়তে, সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি" ইতি শ্রুতেঃ। শান্ত্যা সমৃদ্ধং আত্যন্তিকশান্তিযুক্তম্। অমৃতম্ অসংসারি এতাদৃশম্। ব্রহ্ম ভবতীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। ইতি উপাস্স্ব। এবং প্রাচীনযোগ্যনামানং শিষ্যমনুশিষ্টবান্ ইতি শেষঃ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাকস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অঙ্গোপদেশানন্তরং পরবিদ্যামাহ—স য ইত্যাদিনা। য এষঃ অন্তর্হৃদয় আকাশঃ তস্মিন্ সোঽয়ংপুরুষোমনো-ময়ঃ বিশুদ্ধমনোগ্রাহ্যঃ অমৃতো হিরণ্ময় ইত্যন্বয়ঃ। অন্তর্হৃদয়ে হৃদয়মধ্যে হৃদয়ংহি পুণ্ডরীকাকারঃ প্রাণায়তনোমাংসপিণ্ডো যোহি অনেক-নাড়ী-সুষিরে ঊর্দ্ধনালোঽধোমুখো ভবতি। য এষঃ অনুভূয়মানঃ আকাশঃ ভূতাকাশবৎ অবকাশো যত্র বর্ত্ততে তস্মিন্ স্থানে সঃ প্রসিদ্ধঃ অয়ং পুরুষঃ

পরমাত্মা পুরি হৃদয়ে বসতীতি পুরুষঃ স মনোময়ঃ অপ্রাকৃতমনোবান্, অমৃতঃ অমরণধর্ম্মা উপলক্ষণমেতদ্ বিকারান্তরাণাম্, সহি হিরণ্ময়ঃ জ্যোতির্ম্ময়ঃ। জীবস্য ব্রহ্মরূপপ্রাপ্তের্মার্গস্তাবদুচ্যতে—অন্তরেণ তালুকে তালুদ্বয়মধ্যে য এষ স্তন ইব গোস্তন ইব অবলম্বতে লম্বতে, যত্র যস্মিন্ মার্গে কেশান্তঃ কশ্চ ব্রহ্মা ঈশোরুদ্রঃ তয়োরপি অন্তঃ অবধিভূতঃ অর্থাৎ কারণং সংহর্ত্তা বা পরমেশ্বরো বিবর্ত্ততে বিশেষণ প্রাপ্যতয়া বর্ত্ততে সা ইন্দ্র-যোনিঃ তন্মার্গঃ ইন্দ্রস্য পরমেশ্বরস্য যোনিঃ প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তিদ্বারং বা। এবং বিদ্বান্ জনঃ শিরঃ কপালে শিরঃস্থম্ ঊর্দ্ধাধঃকপালদ্বয়ম্ অস্থিখণ্ডদ্বয়-মিত্যর্থঃ ব্যপোহ্য বিভিদ্য নির্গতঃ ভূরিতি ব্যাহৃতিম্ অগ্নিরিতি উপাসীনঃ অগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি ভূরিতি উপাসিতয়া ব্যাহৃত্যা অগ্নিলোকেপ্রতিষ্ঠিতো ভবতি। যো হি ভুব ইতি ব্যাহৃতিমুপাসীনো দেহান্নির্গতঃ স মৃত্যোঃ পরং বায়ুলোকে প্রতিষ্ঠিতো ভবতি এবং স্বরিতি ব্যাহৃতেরুপাসক-আদিত্যলোকে বর্ত্ততে পরং মহ ইতি ব্যাহৃতিমুপাসীনো ব্রহ্মলোক-মুপগচ্ছতি তত্র গত্বা স্বারাজ্যং স্বস্মিন্ প্রতিষ্ঠাং দেবাধিপত্যংবেত্যর্থঃ আপ্নোতি লভতে 'স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি' ইত্যাদি শ্রুতিভিরৈকমত্যাৎ। সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি ইত্যুক্তত্বাচ্চ। আপ্নোতি মনসম্পতিম্—সর্ব্বেষাং হি মনসাং পতিরীশ্বরঃ তস্য সর্ব্বাত্মকত্বাৎ তম্ আপ্নোতি এবং বিদ্বান্। স ব্রহ্মবিৎ বাক্পতি-র্ভবতি সর্ব্বাসাং বাচাং পশু-তির্য্যগাদীনাং বাক্যার্থবিৎ জায়তে এবং চক্ষুষ্পতিঃ সর্ব্বাসাং দৃষ্টীনামধিপতিঃ বিপ্রকৃষ্ট-ব্যবহিতাতীত-ভাবিবস্তূনাং দ্রষ্টা ভবতি। এবং শ্রোত্রপতিঃ তথাবিধসকলশব্দবেত্তা ভবতি। বিজ্ঞান পতিঃ—বিজ্ঞানানাং বিশিষ্টানাং জ্ঞানানামধিপতিঃ ন তস্য কিমপ্যস্তি অজ্ঞেয়ং স্যাদিতি ভাবঃ ততঃ—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারানন্তরম্ এতৎ বক্ষ্যমাণং ফলং ভবতি, কিন্তৎ? আকাশ শরীরং ব্রহ্মেতি আ সমন্তাৎ প্রকাশ-মানদিব্যবিগ্রহযুক্তমাবির্ভূতব্রাহ্মরূপং ভবতি। যদ্ধি সত্যাত্মপ্রাণা-

রামং সত্যানাং সততমেকরূপতয়া সত্যস্বরূপাণাং নিত্যানামিত্যর্থঃ এবং বিধানামাত্মনাং প্রাণবৎ যঃ পরমপ্রেমাস্পদীভূতঃ পরমেশ্বরঃ স এব আরামস্তস্য আনন্দপ্রদঃ অথবা সর্ব্ববিধা আনন্দাস্পদীভূতঃ। যস্য তাদৃশম্, মন-আনন্দম্—মনসা সঙ্কল্পমাত্রেণ সিদ্ধঃ আনন্দো যস্য তাদৃশম্ উক্তঞ্চ 'যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমী'তি। অথবা যং কামং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতী'তি। পুনঃ কিম্ভূতং ? শান্তিসমৃদ্ধম্—শান্ত্যা সমৃদ্ধং পূর্ণম্ 'যং লব্ধ্বা নাপরং লাভং মন্যতে নাধিকস্ততঃ' ইতি স্মৃতেঃ কামনাবর্জ্জিতমিত্যর্থঃ, অমৃতং সংসারিজীববৎ ন মরণধর্ম্মবিশিষ্টম্। হে প্রাচীনযোগ্য ! ত্বম্ ইতি এবং ব্যাহৃতীঃ উপাস্স্ব ধ্যায় ইতি ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাকস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী' নাম্নী-টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্ব অনুবাকে মনের অধিষ্ঠাতৃদেবতা চন্দ্রমাকে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতাদিগের প্রকাশক বলা হইয়াছে এবং উহার ব্রহ্মরূপে উপাসনা করার যুক্তি দেখান হইয়াছে। সেই মনোময় পরব্রহ্ম সকলের অন্তর্য্যামী পুরুষ কোথায় আছেন ? এবং তাঁহার অনুভূতি কোথায় হয় ? তাহা এই অনুবাকের প্রথমাংশে বুঝান হইয়াছে। অভিপ্রায় এই—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হৃদয়ের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ যে আকাশ আছে, উহাতেই বিশুদ্ধ প্রকাশস্বরূপ অবিনাশী বিশুদ্ধ মনের গ্রাহ্য অন্তর্য্যামী পরমপুরুষ পরমেশ্বর বিরাজমান থাকেন। তাহাই উঁহার সাক্ষাৎকার-স্থান। উঁহাকে প্রাপ্তির জন্য অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হয় না।

উক্ত পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে হৃদয়ে দর্শনকারী মহাপুরুষ এই শরীর ত্যাগ পূর্ব্বক যখন অন্তর্ধান করেন তখন কি প্রকারে কোন্ মার্গে

বাহিরে নির্গত হইয়া কোন্ ক্রমে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ-স্বরূপ সমস্ত লোকে স্থিত হন, তাহাই এই অনুবাকের দ্বিতীয়াংশে বলা হইয়াছে। ভাব এই যে,—মনুষ্যের মস্তকে তালুদ্বয়ের মধ্যে স্তনের ন্যায় লম্বমান যে মাংসখণ্ড আছে, উহার অগ্রে কেশের মূলস্থান ব্রহ্মরন্ধ্র আছে। সেই মূর্দ্ধপ্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া কপালদ্বয়ের সন্ধিস্থল বিদারণ পূর্ব্বক মস্তকের উপরিভাগে দশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত উত্থিত ও রবিরশ্মির সহিত একীভূত যে সুষুম্নাখ্যা নাড়ী, উহাই উক্ত পুরুষের ব্রহ্ম-প্রাপ্তির পথ।

ভূর্লোক অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত। ভুবর্লোক বায়ুতে, স্বর্লোক আদিত্যে এবং মহর্লোক ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। সুষুম্নামার্গ দ্বারা উৎক্রান্ত পুরুষ পৃথিব্যাদি লোকের অধিষ্ঠাতা অগ্ন্যাদির স্বরূপে ভূরাদি লোক অতি-ক্রমের পর ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত মহরাদিলোকক্রমে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সহিত স্বারাজ্য লাভ করেন। তিনি তখন স্বারাজ্য লাভের ফলে মনঃ, বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও বিজ্ঞানের অধিপতিত্ব লাভ করেন। পরিশেষে তিনি ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ অপহতপাপ্মত্বাদি অষ্টগুণের আবির্ভাবে ব্রহ্মের সাধর্ম্ম্য বা তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হন। ঐ ব্রহ্মের শরীর আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম ও সর্ব্বব্যাপী। তিনি সত্য, আত্মা, প্রাণ অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন, আরাম ও আনন্দপূর্ণ মনোবিশিষ্ট। তিনি শান্তি দ্বারা সমৃদ্ধ। তিনি অমৃতস্বরূপ। অতএব হে প্রাচীনযোগ্য! তুমি সেই ব্রহ্মের উপাসনা কর। কঠোপনিষদে পাই,—'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽ-ন্তরাত্মা' (কঠ ২।৩।১৭)

বৃহদারণ্যকে পাই,—

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তীতি।" (বৃঃ ৩।৭।৩)

আরও পাই,—

"অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ"।

শ্বেতাশ্বতরেও পাই,—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।"
(শ্বেঃ ৬।১১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"সর্ব্বস্য চ হৃদ্যবস্থিতঃ।" (ভাঃ ৪।৯।৪)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" (গীঃ ১৮।৬১)

আরও পাই,—

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো" (গীঃ ১৫।১৫)

শ্রীভগবানের সাধর্ম্ম্য-প্রাপ্তির বিষয় শ্রীগীতাতেও পাই,—"ইদং জ্ঞানম্ পাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।" (গীঃ ১৪।২) এস্থলে 'সাধর্ম্ম্য' শব্দের অর্থে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"সারূপ্যলক্ষণা মুক্তিঃ"।

মুণ্ডকোপনিষদেও পাই,—

"নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।" (মুঃ ৩।১।৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তৎসাম্যমাপুঃ" (ভাঃ ১১।৫।৪৮)

আরও পাই,—

"তন্মহিমানমবাপ" (ভাঃ ৫।৪।৫)

এস্থলে 'মহিমা'-শব্দে শ্রীবীররাঘব বলেন,—ছান্দোগ্যোল্লিখিত মুক্ত-স্বরূপের অষ্টলক্ষণের আবির্ভাব। শ্রীধর বলেন,—'জীবন্মুক্তি'; শ্রীবিশ্বনাথ বলেন,—বৈকুণ্ঠ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"প্রত্যগাত্মন্যেবাত্মনস্তাদাত্ম্যমবিশেষেণ সমীয়ুঃ" (ভাঃ ৫।১।২৭) এস্থলে 'তাদাত্ম্য'-শব্দে শ্রীবীররাঘব বলেন,—'সাধর্ম্ম্য' অর্থাৎ সমান ধর্ম্ম; শ্রীবিজয়ধ্বজ বলেন,—'তদ্রূপসাম্য অর্থাৎ শ্রীভগবানের সমানরূপ; শ্রীজীব বলেন,—তৎসাম্য অর্থাৎ শ্রীভগবানের সমতা; শ্রীশুকদেব বলেন,—'বিভিন্নাংশ জীব ভগবান্ হইতে ভিন্ন হইলেও অংশী ভগবান্ হইতে তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই বলিয়া তিনি ভগবান্ হইতে অভিন্ন, ইহাই 'তাদাত্ম্য' শব্দের তাৎপর্য্য'। অতএব 'সাধর্ম্ম্য', 'সাম্য', 'তাদাত্ম্য' প্রভৃতি শব্দে শ্রীভগবানের সহিত জীবের একীভূত ভাব অর্থাৎ কেবলাভেদ বা লয়-প্রাপ্তি বুঝায় না।

বেদান্তসূত্রের 'অপি স্মর্য্যতে' (বেঃ সূঃ ১।৩।২৩) সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে শ্রীবলদেব গীতার "ইদং জ্ঞানম্" (গীঃ ১৪।২) এই শ্লোক উদ্ধার পূর্ব্বক লিখিয়াছেন,—"মুক্তানাং ভগবৎ-সাধর্ম্ম্য-লক্ষণঃ স স্মর্য্যতে। তস্মাৎ দহরঃ শ্রীহরিরেব ন জীবঃ।"

শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যও এই সূত্রের স্বীয় ভাষ্যে গীতার এই শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'॥

(চৈঃ চঃ মধ্য২০।১০৮)

এতৎপ্রসঙ্গে কঠোপনিষদের "যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি'। (কঠ ২।১।১৫) শ্রুতিমন্ত্রের গৌড়ীয়ভাষ্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী' ও 'তত্ত্বকণা' দ্রষ্টব্য ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ের ষষ্ঠ অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে সপ্তমোঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তরদিশঃ। অগ্নির্ব্বায়ু-
রাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি। আপ ওষধয়ো বনস্পতয়-
আকাশ আত্মা ইত্যধিভূতম্। অথাধ্যাত্মম্—প্রাণো-
ব্যানোঽপান উদানঃ সমানঃ। চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্-
ত্বক্। চর্ম্ম মাᳬ সᳬ স্নাবাস্থি মজ্জা। এতদধিবিধায়
ঋষিরবোচৎ। পাঙ্‌ক্তং বা ইদᳬ সর্ব্বম্। পাঙ্‌ক্তেনৈব
পাঙ্‌ক্তᳬ স্পৃণোতীতি ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে সপ্তমোঽনুবাকঃ
সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—[পাঁচ পাঁচটি পদার্থ লইয়া এক একটি পঙ্‌ক্ত হয়, ইহাকেই পাঙ্‌ক্ত বলে। এই পাঙ্‌ক্ত বা পঙ্‌ক্ত ভূতমধ্যে তিনটি, দেবতামধ্যে তিনটি, শরীরমধ্যেও সেইপ্রকার তিন তিন পাঙ্‌ক্ত; এই পাঙ্‌ক্তোপাসনা দ্বারা পাঙ্‌ক্ত জগতের অধিপতি হওয়া যায়, ইহাই এই অনুবাকের বক্তব্য বিষয়। অধিভূত পাঙ্‌ক্ত যথা—] পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তরদিশঃ (পৃথিবী, অন্তরীক্ষ (গ্রহলোক), স্বর্গ, দিক্ ও বিদিক্—চারিটি কোণ) [ইহা প্রথম লোকপাঙ্‌ক্ত] অগ্নির্ব্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি (অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রসমূহ) [এগুলি অধিজ্যোতিষ বা দেবতা পাঙ্‌ক্ত] আপ ওষধয়ো বনস্পতয়ঃ আকাশ আত্মা (জল, ওষধি—শস্যবৃক্ষ, বনস্পতি [সাধারণ বৃক্ষ],

আকাশ, আত্মা [বিরাট্ শরীর]) [ইহারা অধিভূত পাঙ্ক্ত] অথ (অতঃপর) অধ্যাত্মম্ (শরীরবর্ত্তী পাঙ্ক্তত্রয় বলা হইতেছে) প্রাণঃ (নিশ্বাস-প্রশ্বাস) ব্যানঃ (সর্ব্বশরীরগত রক্তাদিচালক) অপানঃ (ভক্ষিতবস্তুর অধোনয়নানুকূল-ব্যাপার) সমানঃ (সাম্যস্থাপক বায়ু-ব্যাপার) উদানঃ (উর্দ্ধনয়নানুকূল-ব্যাপার) [বায়ুগত পাঙ্ক্ত] চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্ ত্বক্ (দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, মনঃ—অন্তরিন্দ্রিয়, বাগিন্দ্রিয়, ত্বক্—স্পর্শেন্দ্রিয়) [এই ইন্দ্রিয়গুলি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উপলক্ষক] [ইহারা ইন্দ্রিয়-পাঙ্ক্ত] চর্ম্ম, মাংসং স্নাবাস্থি মজ্জা (চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা) [এগুলি ধাতু-পাঙ্ক্ত] এতৎ (এই ষট্‌সংখ্যক পাঙ্ক্ত) অধিবিধায় (পরিকল্পনা করিয়া) ঋষিঃ (বেদ অথবা এতদ্দর্শনসম্পন্ন কোন ঋষি) অবোচৎ (বলিয়াছেন) [যে] পাঙ্ক্তং বৈ ইদং সর্ব্বম্ (জগতে যাহা কিছু আছে, ইহা সমুদয়ই পাঙ্ক্ত) [যেহেতু] পাঙ্ক্তেনৈব (পঞ্চ সংখ্যাযুক্ত পাঙ্ক্ত ষট্‌ক দ্বারাই) পাঙ্ক্তং (পঞ্চভূতাদি যোগহেতু পাঙ্ক্ত জগৎকে) স্পৃণোতি (পালন করেন—অর্থাৎ পাঙ্ক্তোপাসক সাম্রাজ্য লাভ করেন) ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে সপ্তমানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ব্রহ্মবিদ্যার উপযোগী পাঙ্ক্তোপাসনা বর্ণিত হইতেছে। পাঁচটি পাঁচটি পদার্থ লইয়া এক একটি পঞ্চক গঠিত হয়, সেই পঞ্চককে পাঙ্ক্ত বলে, পাঙ্ক্ত ছয় প্রকার আধিভৌতিক তিন ও আধ্যাত্মিক তিন। তন্মধ্যে ভূমি, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, দিক্ ও বিদিক্—ইহারা আধিলৌকিক পঞ্চক, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্রমা ও নক্ষত্রপুঞ্জ—ইহারা আধিজ্যোতিষিক পাঙ্ক্ত। জল, ওষধি, বৃক্ষ,

আকাশ, আত্মা অর্থাৎ বিরাট্ শরীর—ইহারা আধিভৌতিক পাঙ্‌ক্ত। অতঃপর আধ্যাত্মিক পাঙ্‌ক্ত বর্ণিত হইতেছে—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ আভ্যন্তর বায়ু লইয়া একটি পাঙ্‌ক্ত। চক্ষুঃ, কর্ণ, মনঃ (অন্তরিন্দ্রিয়) বাগিন্দ্রিয় ও ত্বক্—এগুলি লইয়া ইন্দ্রিয়-পাঙ্‌ক্ত। চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা—এই পাঁচটি মিলিয়া ধাতু-পাঙ্‌ক্ত। এই ছয়টি পাঙ্‌ক্ত পরিকল্পনা করিয়া শ্রুতি বা কোনও ঋষি এই কথা বলিয়াছেন যে, জগতের সবই পাঙ্‌ক্ত। তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক পাঙ্‌ক্তের সহিত বাহ্য পাঙ্‌ক্ত অভিন্নরূপে উপলব্ধ হয়। অর্থাৎ পঙ্‌ক্তি ছন্দোদ্বারা যুক্ততাবোধে উপাসিত এই ছয়টি পঞ্চক দ্বারা সাম্রাজ্য লাভ হয়, ইহা কোনও ঋষি বলিয়াছেন ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ের সপ্তম অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—(পাঙ্‌ক্তম্) পৃথিব্যন্তরিক্ষং—স্পৃণোতীতি। ভূতেষু পৃথিব্যাদিপঞ্চকমেকম্; অগ্ন্যাদিপঞ্চকং দ্বিতীয়ম্; অবাদি-পঞ্চকং তৃতীয়ম্; এবং ত্রীণ্যধিভূতং পঞ্চকানি। অধ্যাত্মং প্রাণাদি-পঞ্চকমেকম্; চক্ষুরাদিপঞ্চকং দ্বিতীয়ম্; চর্ম্মাদিপঞ্চকং তৃতীয়ম্। এবং ষট্ পঞ্চকান্যপি, 'পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ' ইতি পঞ্চত্বসংখ্যাযুক্ততয়া পাঙ্‌ক্তানি। ততশ্চ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দোযুক্ততয়োপাসিতেন পঞ্চকেন পাঙ্‌ক্তং স্পৃণোতি পঞ্চভূতাদিযুক্ততয়া পাঙ্‌ক্তং জগৎ স্পৃণোতি পালয়তি, সাম্রাজ্যং লভত ইতি পঞ্চকষট্কমধিকৃত্য কশ্চিদৃষিরবোচ-দিত্যর্থঃ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে সপ্তমানুবাকস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পরিদৃশ্যমানং জগদিদং পাঙ্‌ক্তং, তত্র ব্রহ্ম-বুদ্ধ্যোপাসনে সাম্রাজ্যলাভো ভবতি। তত্র পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্ব্বস্তুমেকৈকং পাঙ্‌ক্তং পঞ্চকং তদপি ষট্‌কাত্মকম্ শ্রুতির্নির্দ্দিশতি। যথা পৃথিবী ভূমিঃ, অন্তরিক্ষমাকাশঃ, দ্যৌঃ স্বর্গঃ, দিশঃ প্রাচ্যাদয়ঃ অবান্তরদিশাঃ আগ্নেয্যাদয়ঃ বিদিশঃ দিশা ইত্যাবন্তং পদম্ 'আপঞ্চৈব হলন্তানাং যথা বাচা নিশা দিশা' ইতি স্মরণাৎ। ইতি ভূতেষু পৃথিব্যাদিপঞ্চকমেকং পাঙ্‌ক্তম্। অথাগ্ন্যাদিপঞ্চকং দ্বিতীয়ম্, অবাদিপঞ্চকং তৃতীয়ম্, এতান্যধিভূতানি। অথাধ্যাত্মম্—শরীরমধিকৃত্য পঞ্চকত্রয়ং যথা প্রাণাদিপঞ্চকম্, চক্ষুরাদী-ন্দ্রিয়পঞ্চকম্, চর্ম্মাদিধাতুপঞ্চকং তৃতীয়ম্। এতদ্ পঞ্চকষট্‌কং, অধিবিধায় অধিকৃত্য জ্ঞাপয়িত্বা, ঋষিঃ শ্রুতিঃ, এতদ্দর্শনসম্পন্নো বা কশ্চিৎ অবোচৎ উক্তবান্, কিমিতি? পাঙ্‌ক্তং বা ইদং সর্ব্বং যৎ-কিঞ্চিৎ বস্তু সর্ব্বং পাঙ্‌ক্তং পঞ্চঘটিতং ভবতি, পাঙ্‌ক্তেনৈব তাদৃশেন পঞ্চকেন আধ্যাত্মিকেন, পাঙ্‌ক্তং বাহ্যং স্পৃণোতি পূরয়তি। এবং পাঙ্‌ক্তমিদং সর্ব্বমিতি যো বেদ স প্রাজাপত্যাত্মৈব ভবতীতি তাৎ-পর্য্যম্ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে সপ্তমানুবাকস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী' নাম্নী-টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—এই অনুবাকটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে মুখ্য মুখ্য আধিভৌতিক পদার্থকে লোক, জ্যোতিঃ ও স্থূলপদার্থ—এই তিন পঙ্‌ক্তিতে বিভাগ পূর্ব্বক উহার বর্ণন এবং দ্বিতীয় ভাগে মুখ্য মুখ্য আধ্যাত্মিক (শরীরস্থিত) পদার্থকে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, ও ধাতু—এই তিন পঙ্‌ক্তিতে বিভাগকরতঃ উহার বর্ণন করিয়াছেন। অন্তে উহার উপ-যোগিত্বে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

ইহার ভাব এই যে,—পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, স্বর্গ, পূর্ব্ব-পশ্চিমাদি দিগ্ ও অগ্নি, নৈঋ‍র্তাদি অবান্তর দিক্‌সমূহ—ইহাকে লোক পঙ্‌ক্তি বলে। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র—এই পাঁচটি জ্যোতিঃকে আধিদৈবিক পঙ্‌ক্তি কহে। সেইরূপ জল, ওষধি, বনস্পতি, আকাশ ও বিরাট্ শরীর—ইহাকে আধিভৌতিক পঙ্‌ক্তি বলে। এইসকল মিলিয়া অধিভূত। অনন্তর অধ্যাত্ম ব্যাখ্যাত হইতেছে। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান,—ইহারা প্রাণপঞ্চক। চক্ষুঃ, কর্ণ, মনঃ, বাক্ ও ত্বক্—ইহারা ইন্দ্রিয়পঞ্চক। চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা—ইহারা ধাতুপঞ্চক।

এই অধিভূত ও অধ্যাত্ম পরিকল্পনা করিয়া কোন ঋষি বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত জগৎ পঞ্চসংখ্যাযুক্ত। আধ্যাত্মিক পাঙ্‌ক্ত দ্বারা আধিভৌতিক পাঙ্‌ক্তকে নিজ নিজ ব্যাপারে সমর্থ করে।

পঙ্‌ক্তি নামক বৈদিক ছন্দের প্রত্যেক চরণে পাঁচটি পাঁচটি অক্ষর থাকে। এই অনুবাকেও পাঁচ পাঁচ পদার্থ একত্র ধরিয়া লোকপঞ্চক, দেবপঞ্চক, ভূতপঞ্চক, প্রাণপঞ্চক, ইন্দ্রিয়পঞ্চক ও ধাতুপঞ্চক—এই ছয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার উপাসনায় সাম্রাজ্য লাভ হয় অর্থাৎ ইহার উপাসনায় সাংসারিক উন্নতি হয়। কারণ সমস্ত জগৎ এই পঞ্চসংখ্যক।

অধিভূতাদি সম্বন্ধে শ্রীগীতাতে কিন্তু পাই,—

"অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর" ॥ (গীঃ ৮।৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে বৎসরের পঞ্চভেদ-সম্বন্ধে পাওয়া যায়,—বৎসর পঞ্চক যথা—বৎসর, সংবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও পরিবৎসর।

"যঃ স্বজ্যশক্তিমুরুধোচ্ছ্বসয়ন্ স্বশক্ত্যা
পুংসোঽভ্রমায় দিবি ধাবতি ভূতভেদঃ।
কালাখ্যয়া গুণময়ং ক্রতুভির্বিতন্বং-
স্তস্মৈ বলিং হরত বৎসর পঞ্চকায়॥" (ভাঃ ৩।১১।১৫) ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ের সপ্তম
অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে সপ্তমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমোঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদঁ সর্ব্বম্। ওমিত্যেতদনু-
কৃতির্হ স্ম বা অপ্যো শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি। ওমিতি
সামানি গায়ন্তি। ওঁ শোমিতি শস্ত্রাণি শঁ সন্তি।
ওমিত্যধ্বর্য্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্মা
প্রসৌতি। ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি। ওমিতি
ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি।
ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমোঽনুবাকঃ
সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর প্রণবের উপাসনা বিধানের ইচ্ছায় কথিত হইতেছে—] ওম্ ইতি (ওঁকার সর্ব্বোপাসনার অঙ্গভূত) ব্রহ্ম (ওঁ—এই শব্দই ব্রহ্ম) ওমিতি ইদং সর্ব্বম্ (এই সমস্তই ওঁকার ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক) [ইহাই পরবর্ত্তী বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে] ওমিত্যেতদনুকৃতিঃ (মনের ভাব ব্যক্ত করে ওম্ এই শব্দ, যেমন কেহ 'যাইব' 'করিব' বলিলে তাহাকে অপরে জিজ্ঞাসা করে 'তুমি কী করিয়াছ?' তাহার উত্তরে সে বলে 'ওঁ' হাঁ আমি করিয়াছি। অতএব করিয়াছি এই কথার অনুকরণ 'ওঁ' শব্দ) হ স্ম বৈ (এই তিনটি নিপাত প্রসিদ্ধি-দ্যোতক। অর্থাৎ ওঙ্কার যে অনুকরণ, ইহা প্রসিদ্ধ) অপি (আরও দেখ) ওম্ শ্রাবয় (ওহে

শ্রবণ করাও, দেবতার উদ্দেশে হবিঃ প্রদানের অবসর শ্রবণ করাও) ইতি (এই বলিলে) আশ্রাবয়ন্তি (তখন আগ্নীধ্র পুরুষরা সেই অবসর বার্ত্তা ওঁ বলিয়া শোনায়) ওমিতি সামানি গায়ন্তি (ওম্ মন্ত্রে উপক্রম করিয়া উদ্‌গাতারা সামগান করিতে থাকেন), ওঁ শোম্ ইতি শস্ত্রাণি শংসন্তি (শস্ত্র নামক স্তোত্র পাঠক হোতৃগণ 'শোংসা বোম্' মন্ত্রে অধ্বর্য্যুর নিকট অনুজ্ঞা চাহিলে অনুজ্ঞাত হইয়া ওম্ শোম্ মন্ত্রারম্ভপূর্ব্বক শস্ত্র মন্ত্র পাঠ করে) [শোম্ এইশব্দেও ওম্ শব্দের অন্তর্ভাব আছে, ইহা দেখাইবার জন্য ওম্ ও শোম্ দুইটি আরম্ভ মন্ত্র বলা হইল। শস্ত্র বলিতে যাহা গীত হয় নাই এইরূপ মন্ত্রসাধ্য গুণীর গুণাভিধান যাহাতে আছে, তাদৃশ বাক্য] [হোতা শস্ত্রাখ্য স্তুতিবাক্য পাঠ করিতে থাকিলে অধ্বর্য্যু প্রত্যেক ঋকেই ওম্ মন্ত্র পাঠ করেন, ইহাই বলা হইতেছে] ওমিত্যধ্বর্য্যুঃ প্রতিগরং প্রতি-গৃণাতি (হোতার উৎসাহ বর্দ্ধনের নাম প্রতিগর, তাহার নির্দ্দেশক 'ওম্' সেই ওম্-শব্দ অধ্বর্য্যু উচ্চারণ করেন) ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি (ব্রহ্মা 'ওম্' মন্ত্রে অনুমতি প্রদান করেন) ওমিত্যগ্নিহোত্রমনু-জানাতি (সে কিরূপ ? তাহা বলিতেছেন, হোতা জিজ্ঞাসা করিলেন,— আমি কি হোম করিব ? ব্রহ্মা ওঁ মন্ত্রে হোমের অনুমতি দিলেন), ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ (ব্রাহ্মণ বেদ-অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বে ওঁ মন্ত্র বলে অর্থাৎ ওঁ বলিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে) [আমি] ব্রহ্ম (বেদ) উপাপ্নবানি (প্রাপ্ত হইব, বেদজ্ঞান লাভ করিব) ব্রহ্মৈব উপাপ্নোতি (তাহার ফলে সে বেদজ্ঞান লাভ করে) [অতএব দেখা যাইতেছে সকল ক্ষেত্রেই অভিপ্রায় জ্ঞাপক বা স্বীকৃতি-সূচক প্রণব] ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—প্রথমে ব্যাহৃতি ব্রহ্মের উপাসনা বলিয়া পাঙ্‌ক্ত স্বরূপে তাঁহার উপাসনা বিহিত হইয়াছে, এক্ষণে সকল বৈদিক বিধিনিষেধের অঙ্গভূত ওঙ্কারের উপাসনা বিহিত হইতেছে। পরব্রহ্ম ও অপর (কার্য্য) ব্রহ্মভেদে দুইপ্রকার ব্রহ্ম-দৃষ্টিতে ওঙ্কার উপাসিত হইলে উহা শব্দস্বরূপ হইয়াও পরাপর ব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধন হইয়া থাকে। যেমন শালগ্রামশিলাদি বিষ্ণুপ্রতিমা বিষ্ণুর আলম্বনস্বরূপ, সেই-প্রকার প্রণবও পরাপর ব্রহ্মের আলম্বন। ওম্ এই শব্দরূপ ব্রহ্মকে ধ্যান করিবে। যেহেতু সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক। অতএব চরাচর বিশ্বও প্রণব—ব্রহ্মস্বরূপ। ওম্ এই শব্দটি সকল কথার অনুকরণ, ইহা প্রসিদ্ধ। কিরূপে তাহা দেখাইতেছেন—দেখ—অধ্বর্য্যু বা তাহার লোক হোতাকে 'ওঁ শ্রাবয়' বলিয়া অনুজ্ঞা দিলে তিনি মন্ত্র পাঠ করেন। 'ওঁ উদ্‌গায়' বলিলে উদ্‌গাতা বেদগান করেন। শস্ত্র-নামক স্তুতি পাঠের অনুমতি পাইয়া হোতারাও ওঁ মন্ত্রে পড়িতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মা ওঁ মন্ত্রে অনুজ্ঞা দিয়া থাকেন। 'ওমুন্নয়' হাঁ কার্য্য আরম্ভ কর বলিয়া যজমান অনুজ্ঞা করে। বেদপাঠের সময় 'আমি বেদজ্ঞান প্রাপ্ত হইব' এই ধারণায় ওঁ বলিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই ওঙ্কার উচ্চারণপূর্ব্বক অধ্যয়নের ফলে ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদজ্ঞান প্রাপ্তও হয়। অতএব ওঙ্কার কার্য্যসিদ্ধির হেতু ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ের অষ্টম অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—(প্রণবপ্রশংসা) প্রণবং প্রশংসতি ওমিতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মপ্রতীকত্বাৎ তদ্‌ধ্যান-সাধনত্বাচ্চ প্রণবো ব্রহ্মৈব। ওমিতীদং সর্ব্বম্। ব্রহ্মাত্মকত্বাদেব সর্ব্বাত্মকশ্চেত্যর্থঃ। ওমিত্যেতদনুকৃতি হ

স্ম বা অপি। বিধিনিষেধাত্মকস্য সর্ব্বস্যাপি ওমিত্যেকাকার এবাস্য-
আলক্ষণোঽনুকারোঽপি। হ স্ম বৈ ইতি নিপাতত্রয়েণ প্রসিদ্ধির্দ্যো-
ত্যতে। ওঁ শ্রাবয়েতি—গায়ন্তি। ওমিত্যুপক্রম্যৈব উদ্গাতারঃ সামানি
গায়ন্তীত্যর্থঃ। ওংশোং—শংসন্তি। হোতারোঽপি ওমিত্যুপক্রম্যৈব
শংসন্তীত্যর্থঃ। ওমিত্যধ্বর্যুঃ—প্রতিগৃণাতি। হোতরি শংসতি অধ্বর্যুঃ
প্রত্যচং ওমিত্যনুমোদতে। ও থামোদেবে (ওথামোদইবে ?) তি
শংসতো হোতুঃ প্রোৎসাহনং প্রতিগরঃ। পাকং পচতীতিবৎ প্রতি-
গরং প্রতিগৃণাতীতি নির্দ্দেশঃ। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। অনুজ্ঞাং
প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ। ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি। ওমুন্নয়েত্যেবং যজ-
মানোঽনুজানাতীত্যর্থঃ। ওমিতি—উপাপ্নোতি। বেদং প্রাপ্নবানী-
ত্যনুসংধায় অধ্যয়নং করিষ্যন্ ওমিত্যাহ। তথৈব বেদং প্রাপ্নোতীতি
দৃষ্টমেবেত্যর্থঃ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমানুবাকস্য
শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং
সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ প্রণবোপাসনার্থং তস্য মহিমা কথ্যতে
ওমিতি ব্রহ্ম পরমেশ্বরঃ 'প্রণবস্তস্যৈব বাচকঃ প্রণবঃ' ইতি যোগশাস্ত্রে।
ব্রহ্মপ্রতীকত্বাৎ তদ্ধ্যানসাধনত্বাৎ নাম-নামিনোঽভিন্নত্বাচ্চ প্রণবো ব্রহ্ম।
ওমিতীদং সর্ব্বম্ অতএব ইদং সর্ব্বং বিশ্বং প্রণবস্বরূপং ব্রহ্মাত্মকত্বাৎ।
ওমিত্যেতদনুকৃতিঃ সর্ব্বস্য বিধিনিষেধাত্মকস্য অনুজ্ঞাপি ওমিতি, হ স্ম
বৈ ইতি নিপাতত্রয়ং তত্র প্রসিদ্ধিদ্যোতনার্থম্। কথমিতি ? যথা কশ্চিদ্
বক্তি করোমি যাস্যামি ইত্যুক্তে অন্যঃ পৃচ্ছতি কুতং ? স আহ—
ওমিতি এবং স্বীকারবাক্যস্যানুকরণম্ ওমিতি ভবতি। এবং বৈদিক

ব্যবহারেঽপি দৃশ্যতে ওঁ শ্রাবয় 'ও' ইতি সংবোধনে শ্রাবয় ইত্যেতদো-ঙ্কারবিশিষ্টং বাক্যমনুজ্ঞাপরম্। ততশ্চ শ্রাবকাঃ শ্রাব্যং শ্রাবয়ন্তি। অথবা শ্রাবয়েত্যস্য দেবান্ প্রতি হবিঃ প্রদানাবসরং শ্রাবয় ইত্যধ্বর্য্যুণা অনুজ্ঞাতা হোতারঃ শ্রাবয়ন্তি ইত্যর্থঃ। ওমিতি সামানি গায়ন্তি যজ্ঞে চত্বার ঋত্বিজোবর্ত্তন্তে যথা অধ্বর্য্যুঃ, হোতা, উদ্গাতা, ব্রহ্মা চেতি। তত্র অধ্বর্য্যুঃ অধ্বরং যুনক্তি ইতিকর্ত্তব্যতাং বিধত্তে। ব্রহ্মা ত্রয়ীবিদ্যাং বেদ, সহি যজ্ঞে মন্ত্রাণাং বা কর্ম্মণাং বা ত্রুটিনিশ্চয়ে জাতে প্রায়-শ্চিত্তং বদতি ইদং কুরু ইদং নেতি। হোতা ঋচোঽধীয়ান আস্তে। উদ্গাতা সামগানকর্ত্তা, সহি গায়ত্রীচ্ছন্দো গায়ন্নাস্তে। ওমিতি সামানি গায়ন্তি উদ্গাতারঃ ওমিত্যারভ্য সামানি গায়ন্তি। ওঁ শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি, হোতারঃ অপ্রগীতমন্ত্রসাধ্যগুণিনিষ্ঠগুণাভিধানাত্মক-মন্ত্রাণি ওঁ শোম্ ইত্যুচ্চার্য্য শংসন্তি পঠন্তি। ওমিত্যধ্বর্য্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি হোতরি শংসতি সতি অধ্বর্য্যুঃ প্রত্যচম্ ওমিত্যনুমোদতে প্রোৎসাহনং প্রতিগরঃ, পাকং পচতীতিবৎ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতীতি নির্দ্দেশঃ, প্রতিগৃণাতি উৎসাহয়তীত্যর্থঃ। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি প্রস্তৌতি যথা হোত্রা 'ব্রহ্মন্নপঃ প্রণেষ্যামী'ত্যুক্তো ব্রহ্মা ব্রূতে ওঁ প্রণয়েতি। ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি হোত্রা জুহোমীত্যুক্তে ওমিতি ব্রহ্মা ওঁ ইত্যনুজানাতি। অগ্নিহোত্রং নামাগ্নিদেবতাকোহোমবিশেষঃ যজ্ঞনামৈতৎ। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ—ব্রাহ্মণঃ বেদং প্রাপ্নবানীত্য-নুসন্ধায় প্রবক্ষ্যন্ অধ্যয়নং করিষ্যন্ ওমিত্যাহ। তথৈব ওমিত্যুক্ত্বা পাঠেন ব্রহ্মৈব বেদম্ আপ্নোত্যেব প্রাপ্নোত্যেব ইতি দৃষ্টমেব। "ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধস্ততঃ' ইতি ভগবদ্বাক্যমপি স্মর্ত্তব্যম্ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমানুবাকস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী' নাম্নী-টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—এই অনুবাকে 'ওঁ'—এই পরমেশ্বরের নামের প্রতি মনুষ্যের শ্রদ্ধা ও রুচি উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত ওঁকারের মহিমা বর্ণন করিতেছেন।

ভাবার্থ এই যে,—ওঁকার পরব্রহ্ম পরমাত্মার নাম বলিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। কারণ শ্রীভগবানের নাম সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্। নাম ও নামী অভিন্ন। পরিদৃশ্যমান সমগ্র জগৎ ব্রহ্মশক্তির কার্য্য বলিয়া ব্রহ্মাত্মক অতএব ইহাকেও ব্রহ্মের স্থূলরূপ বলা হয়। ওঁকার অনুকৃতি অর্থাৎ অনুমোদন-সূচক শব্দ। যখন কোন বাক্যের অনুমোদন করা হয়, তখন শ্রেষ্ঠব্যক্তি পরমেশ্বরের নামস্বরূপ এই ওঁকারের উচ্চারণকরতঃ সংকেতে অনুমোদন দিয়া থাকেন। ব্যর্থ শব্দ বলেন না, ইহা প্রসিদ্ধ। যখন কোন শিষ্য গুরুর নিকট, তথা কোন শ্রোতা ব্যাখ্যাকারীর নিকট উপদেশ প্রার্থনা করেন তখন গুরু বা বক্তা এই ওঁকার বর্ণনপূর্ব্বক উপদেশ শ্রবণ করাইতে আরম্ভ করেন।

উদ্গাতা, প্রস্তোতা প্রভৃতি সামগানকারীরা ওঁ উচ্চারণপূর্ব্বক সাম গান করিয়া থাকেন। হোতা—ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা ওঁ উচ্চারণপূর্ব্বক হোম করিয়া থাকেন। ওঁ উচ্চারণ দ্বারাই ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। ওঁ উচ্চারণের ফলেই বেদজ্ঞান বা ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

শ্রীগীতাতে পাই,—

"ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥"

(গীঃ ১৭।২৩-২৪)

শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

"গৃহাৎ প্রব্রজিতো ধীরঃ পুণ্যতীর্থজলাপ্লুতঃ।
শুচৌ বিবিক্ত আসীনো বিধিবৎ কল্পিতাসনে॥
অভ্যসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃদ্‌ব্রহ্মাক্ষরং পরম্।
মনো যচ্ছেজ্জিতশ্বাসো ব্রহ্মবীজমবিস্মরন্॥ (ভাঃ ২।১।১৬-১৭)

অর্থাৎ গৃহ হইতে সন্ন্যাস লইয়া ধীর অর্থাৎ দৃঢ়মতি ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যাদি যম (প্রথম), পুণ্যতীর্থে স্নানাদি নিয়ম (দ্বিতীয়) এবং পবিত্র নির্জ্জন স্থানে কুশ, মৃগচর্ম্ম ও ক্ষৌম বস্ত্র—এই ক্রমানুসারে আসন (তৃতীয়) রচনা করিয়া তাহাতে উপবেশন করিবেন। অনন্তর অকার, উকার, মকার এই তিন অক্ষরে গ্রথিত শুদ্ধ ব্রহ্মাক্ষর প্রণব মনে মনে আবৃত্তি করিবেন। তৎপর প্রণবকে বিস্মৃত না হইয়াই শ্বাসকে রোধকরতঃ (কুম্ভকদ্বারা) মনকে নিশ্চল করিবেন (প্রাণায়াম চতুর্থ)॥

প্রণবের মহিমায় শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

" 'প্রণব' যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি। প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ, জগতের উৎপত্তি॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৭৪); 'প্রণব' সে মহাবাক্য বেদের নিদান। ঈশ্বর-স্বরূপ—সর্ব্ববিশ্ব-ধাম॥" (চৈঃ চঃ আদি ৭।১২৮)

গোপালতাপনী শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—"তস্মাৎ কৃষ্ণএব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসয়েত্তং যজেত্তং ভজেদিতি ওঁ তৎ সদিতি॥"

প্রতি বৈদিক মন্ত্রের আদিতে প্রণব নিহিত। 'প্রণব'—ঈশ্বর-স্বরূপ। আরও পাই,—"অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈকনায়কঃ। উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই সেই পরা শ্রদ্ধার সহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার উপদেশ আছে। শাস্ত্রে 'ওঁ তৎ সৎ' এই তিনটি ব্রহ্ম-নির্দ্দেশক মন্ত্র পাঠের ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়; সেই ব্রহ্মনির্দ্দেশের সহিত ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞসমুদায়ও বিহিত হইয়াছে। শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে শ্রদ্ধা অবলম্বন করিবে, তাহা সগুণ, অব্রহ্মনির্দ্দেশক এবং কামফলদায়ক হইবে। অতএব শাস্ত্র-বিধানেই পরা শ্রদ্ধার ব্যবস্থা। তোমার শাস্ত্র ও শ্রদ্ধা-সম্বন্ধে যে সংশয়, তাহা—কেবল অবিবেকজনিত। এতন্নিবন্ধন ব্রহ্মবাদিগণ ব্রহ্মোদ্দেশক ওঁ শব্দ ব্যবহার পূর্ব্বক সমস্ত শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান, তপঃ ক্রিয়া অনুষ্ঠান করেন ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ের অষ্টম অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—ঋতঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ।
তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ।
শমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ।
অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ
স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। মানুষঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ।
প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে
চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্য-
বচা রাথীতরঃ। তপ ইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ।
স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্গল্যঃ।
তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ
সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—[ব্রহ্মবিদ্যালাভের প্রতি সাধন বৈধ কর্ম্ম, ইহা দেখাইতেছেন—] ঋতঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ (ঋত অর্থাৎ প্রিয় সত্যকথা বা সদাচার মতান্তরে ব্রহ্ম, এবং নিজ বেদাধ্যয়ন ও প্রবচন—ব্যাখ্যান অথবা মতান্তরে ব্রহ্মযজ্ঞ (অধ্যাপনা)—এগুলি মিলিতভাবে প্রত্যহ অনুষ্ঠেয়) সত্যঞ্চ (সত্য অর্থাৎ সুখদুঃখে সমদর্শন, ভাবাভাবে, জয়-পরাজয়ে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে তুল্যতাজ্ঞান অথবা সত্যভাষণ) স্বাধ্যায়প্রবচনে চ (তৎসহ বেদপাঠ ও বেদ-ব্যাখ্যা বা বেদার্থ-বোধ

করণীয়) তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ (কৃচ্ছ্রসাধন চান্দ্রায়ণাদি এবং তৎসহ বেদপাঠ ও বেদাধ্যাপনা—এগুলি নিত্য অনুষ্ঠেয়), দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ (বাহ্যেন্দ্রিয়জয় ও স্বাধ্যায়-প্রবচন করণীয়), শমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ (চিত্তের সংযম ও স্বাধ্যায়-প্রবচন অনুষ্ঠেয়), অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি—এই তিন প্রকার অগ্নির প্রতিষ্ঠা ও স্বাধায়-প্রবচন করণীয়) অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ (নিত্য অগ্নিহোত্র হোম ও অগ্নিসাধ্য অন্যান্য কর্ম্ম, তৎসহ বেদাধ্যয়ন, বেদ-ব্যাখ্যান অনুষ্ঠেয়) অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ (অতিথিসেবা এবং তৎসহ স্বাধ্যায়প্রবচন আচরণীয়), মানুষঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ (লোকের প্রতি সদ্ব্যবহার ও স্বাধ্যায়-প্রবচন অথবা মৃতব্যক্তির উদ্দেশে ক্রিয়মাণ শ্রাদ্ধাদি মানুষকর্ম্ম করণীয়), প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ (সন্তান উৎপাদন এবং স্বাধ্যায়প্রবচন অনুষ্ঠেয়), প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ (ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ-রূপ পুত্রোৎপাদক ব্যাপার ও স্বাধ্যায়প্রবচন অপরিত্যাজ্য) প্রজা-তিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ (পৌত্রোৎপত্তি—যাহার ফলে পুত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা কর্ত্তব্য ; স্বাধ্যায়প্রবচনও করণীয়); সত্য-বচাঃ (সত্যবাদী বা সত্যনিষ্ঠ) রাথীতরঃ (রাথীতর নামে ঋষি) সত্যমিতি (সত্যই অনুষ্ঠান করিবে—সত্যই প্রধান, স্বাধ্যায়-প্রবচন প্রধান নহে, ইহা বলেন), তপ ইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ (তপস্যায় নিরত পৌরুশিষ্টি—পুরুশিষ্টের পুত্র—আচার্য্য বলেন) তপ-ইতি (তপস্যাই প্রধান, স্বাধ্যায়প্রবচন নহে ; তাঁহার মতে ব্রত-নিয়মাদি তপস্যা দ্বারাই মুক্তিলাভ হইবে, অতএব স্বাধ্যায়প্রবচন অঙ্গ, প্রধান নহে) স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্গল্যঃ (মুদ্গলের পুত্র নাক নামে ঋষি বলেন,—স্বাধ্যায় ও প্রবচনই করণীয়) [কারণ] তদ্ধি (সেই স্বাধ্যায়-প্রবচনই তপস্যা, তাহাই অনুষ্ঠেয়) [দুইবার

'তদ্ধি তপঃ' বলিবার উদ্দেশ্য—ঋত তপঃস্বরূপ, সত্যও তপঃস্বরূপ ইত্যাদিরূপে সমস্তই যদি তপঃস্বরূপ হইল, তবে স্বাধ্যায়-প্রবচনও তপো মধ্যে নিঃসন্দেহে পড়িল ; কথাটি এই—কেবল শরীর-শোষক ব্যাপারই তপঃ নহে, কিন্তু জ্ঞানের সাধন। তন্মধ্যে ঋত-সত্যাদির অনুষ্ঠান পুণ্যোৎপাদন দ্বারা রজঃ ও তমঃ ধ্বংস করিয়া জ্ঞানের উপযোগী, আর স্বাধ্যায় ও প্রবচন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের উৎপাদক। এই কথা 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি, যজ্ঞেন ,দানেন তপসাঽনাশকেন' এই শ্রুতি দ্বারাই প্রতিপাদিত হইয়াছে]॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে নবমানুবাকস্য
অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের নির্দ্দেশ করিতেছেন। ঋত অর্থাৎ অপভ্রংশাদিরহিত শব্দস্বরূপ অথবা প্রিয় সত্যবাণী এবং বেদপাঠ ও বেদব্যাখ্যা করণীয়, সত্য অর্থাৎ যথার্থ কথন কিংবা সমদর্শন এবং তৎসহ বেদপাঠ, বেদব্যাখ্যা আচরণীয়। তপ্তকৃচ্ছ্রাদি তপঃক্রিয়া এবং স্বাধ্যায়-প্রবচন অনুষ্ঠেয়। দম—বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন ও স্বাধ্যায়-প্রবচন রক্ষণীয়। শম—অন্তরিন্দ্রিয়ের উপশম ও স্বাধ্যায়-প্রবচন পালনীয়। আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ—এই ত্রিবিধ অগ্নির প্রতিষ্ঠা ও স্বাধ্যায়-প্রবচন কর্ত্তব্য। নিত্য অগ্নিহোত্রহোম ও স্বাধ্যায়-প্রবচন আবশ্যক। অতিথিসেবা ও তৎসহ স্বাধ্যায়-প্রবচন অপরিহার্য্য। মনুষ্য-প্রীতিকারক সদ্ব্যবহারাদি কর্ম্ম অথবা মৃতোদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি তৎসহ স্বাধ্যায়-প্রবচন অনুষ্ঠাতব্য। সন্তান জননীয় ও তৎসহ স্বাধ্যায়-প্রবচন কর্ত্তব্য। জননানুকূল ঋতুকালে স্বস্ত্রীগমন-কার্য্য ও স্বাধ্যায়-প্রবচন ইহা পালনীয়। পুত্রকে

প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পৌত্রোৎপত্তি ও স্বাধ্যায়-প্রবচন আকাঙ্ক্ষণীয়। সত্যবাক্ রাথীতর (রথীতরের পুত্র) মুনি বলেন,—ইহাদের মধ্যে সত্য-নিষ্ঠাই প্রধান, স্বাধ্যায়-প্রবচন তাহার অঙ্গ। তপোনিষ্ঠ পুরুশিষ্টের পুত্র বলেন—তপস্যাই প্রধান, স্বাধ্যায়-প্রবচন গৌণ। মুদ্গল বংশসম্ভূত আচার্য্য নাক-নামা ঋষি বলেন,—কেবল স্বাধ্যায় ও প্রবচন দ্বারাই সকল সিদ্ধ হইবে। যেহেতু উহাই তপস্যা, উহাই আচরণীয়। এবিষয়ে মর্ম্ম এই—তপঃ শব্দের অর্থ জ্ঞানসাধন কর্ম্ম, ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তিদান করে, আর ঋত-সত্যাদি অদৃষ্ট জন্মাইয়া রজঃ ও তমোগুণের নাশদ্বারা জ্ঞানসাধন হয়, অতএব উহারা পরম্পরায় মুক্তির কারণ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ের নবম অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—(স্বাধ্যায়প্রবচনাদিবিদ্যাঙ্গকর্ম্ম) ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গমনু-ষ্ঠেয়ং কর্ম্মাহ—ঋতঞ্চ—তদ্ধি তপঃ। ঋতং সুনৃতা বাণী। স্বাধ্যায়ঃ বেদাধ্যয়নম্। প্রবচনমধ্যাপনম্। ঋত-স্বাধ্যায়-প্রবচনানি নিত্যা-নুষ্ঠেয়ানীতি বাক্যার্থঃ। সত্যং সমদর্শনম্। 'ঋতং তু সুনৃতা বাণী সত্যং তু সমদর্শন' মিত্যুক্তেঃ। তপঃ কায়শোষণম্। দমঃ বাহ্যে-ন্দ্রিয়জয়ঃ। শমঃ অন্তরিন্দ্রিয়জয়ঃ। অগ্নয়ঃ গার্হপত্যাদয়ঃ। অগ্নিহোত্র-মিতি নিত্যকর্ম্মণামগ্নিসাধ্যানামুপলক্ষণম্। মৃতমনুষ্যোদ্দেশেনানুষ্ঠীয়-মানং শ্রাদ্ধং মানুষম্; 'নৃণাময়ং পরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ। ত্রিংশল্লক্ষণবান্ সাক্ষাৎ সর্ব্বাত্মা যেন তুষ্যতি' ইত্যুক্তভগবদারাধনং বা। প্রজনঃ প্রজননম্, ঋতুকালাভিগমনম্। প্রজাতিঃ প্রকর্ষেণ পুত্র-পৌত্রাদিজননম। সত্যং বচো যস্য স সত্যবচাঃ। রথীতরস্যাপত্যং

রাথীতরনামা ঋষিঃ সত্যমিতি নির্দ্দিষ্টং সত্যং বচ এব প্রধানম্ স্বাধ্যায়-প্রবচনে ন প্রধানে ইতি মন্যতে। পৌরুশিষ্টিনামা তপসি নিত্যঃ নিরতঃ ঋষিস্তু, তপ এব প্রধানম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রয়োজনমিতি মন্যতে। স্বাধ্যায়প্রবচনে এব প্রধানম্, তদেব প্রথমং (পরমং) তপ-ইতি নাকো মৌদ্গল্যো মন্যত ইত্যর্থঃ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে নবমানুবাকস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—বিজ্ঞানাদেবাপ্নোতি স্বারাজ্যম্ ইত্যাদি শ্রুত্যা শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মণামানর্থক্যং প্রাপ্তং এতস্মা প্রাপৎ ইতি কর্ম্মণাং মোক্ষং প্রতি সাধনত্বপ্রদর্শনার্থময়মারম্ভঃ—ঋতমিতি সূনৃতা বাণী সত্যং সমদর্শনম্ তথাচ 'ঋতঞ্চ সূনৃতাবাণী সত্যঞ্চ সমদর্শনমি'তি। ঋতঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ ইতি চকারদ্বয়েন সমুচ্চয়ঃ প্রদর্শ্যতে, স্বাধ্যায়ো-ঽধ্যয়নম্, প্রবচনমধ্যাপনং ব্যাখ্যানং বা এতানি ঋত-স্বাধ্যায়-প্রবচনা-ন্যনুষ্ঠেয়ানি। এবমুত্তরত্র জ্ঞেয়ম্। তপঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যংচান্দ্রায়ণাদি। দমঃ-বাহ্যেন্দ্রিয়াণাং সংযমঃ, শমঃ অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ, উপলক্ষণমেতৎ তিতিক্ষোপরতির্মুমুক্ষানাম্ অন্যথা 'তস্মাচ্ছান্তোদান্তউপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেদি'তি শ্রুত্যুক্তোপায়ভেদো-ব্যাকু-প্যেত। অগ্নয়ঃ গার্হপত্যাহবনীয়দক্ষিণাগ্নিভেদদর্শনায় বহুবচনম্ এতেষা-মাধানং কার্য্যমিতি বিধিঃ। অগ্নিহোত্রং অগ্নিহূর্য়তেঽস্মিন্নিত্যগ্নিদেবতাকো-যাবজ্জীবসাধ্যো হোমবিশেষঃ উচ্চান্যেষাং নিত্যকর্ম্মণামুপলক্ষণম্। অতিথয়ঃ—অতিথিসপর্য্যা, মানুষং—মৃতমনুষ্যোদ্দেশেনানুষ্ঠীয়মানং শ্রাদ্ধাদি, প্রজা চ সন্ততিঃ, এতৈর্বচনৈর্ব্রহ্মযজ্ঞাদি পঞ্চমহাযজ্ঞা উপদিষ্টা জ্ঞাতব্যাঃ।

তথাহি 'পাঠোহোমশ্চাতিথীনাং সপর্য্যা তর্পণং বলিঃ। এতে পঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মযজ্ঞাদিনামকা' ইত্যমরঃ। তত্র স্বাধ্যায়-প্রবচনশব্দাভ্যাং ব্রহ্মযজ্ঞঃ, অগ্নিহোত্রশব্দেন হোমনামা দেবযজ্ঞঃ, প্রজাপদেন পিতৃযজ্ঞঃ, অতিথিপদেন মনুষ্যযজ্ঞঃ, মানুষপদেন মনুষ্যপ্রীতিকরং কর্ম্মোচ্যতে তেন ভূতযজ্ঞো ব্যাখ্যাতঃ। উক্তঞ্চ নারদীয়ে 'দৈবযজ্ঞো ভূতযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তথৈবচ। নৃযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞশ্চ পঞ্চযজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। বিবৃতয়শ্চ তত্রৈব, 'অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমোদৈবোবলির্ভৌ-তোনৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্'॥ ইতি।

'প্রজনশ্চ পুত্রোৎপাদনানুকূলব্যাপারঃ স চ স্ত্রীসঙ্গাদিঃ। প্রজাতিঃ প্রকর্ষেণ পৌত্রাদিজননম্। তথাহি 'পুত্রেণ লোকাঞ্জয়তি পৌত্রেণানন্ত্য-মশ্নুতে'। ইতি। সত্যবচাঃ সত্যং বচঃ যস্য, রথীতরস্যাপত্যং রাথীতরঃ স সত্যমেব প্রাধান্যেন সত্যমেবানুষ্ঠেয়মিত্যাহ ন স্বাধ্যায়-প্রবচনে। তপো-নিত্যঃ তপঃ নিত্যমপরিহার্য্যং যস্য তপোনিরত ইতি, পৌরুশিষ্টিঃ পুরুশি-ষ্টস্যাপত্যং পুমান্ তাদৃশ ঋষিঃ তপএব প্রধানং বিদ্যাসাধনং ব্রবীতি ন তু স্বাধ্যায়প্রবচনে। তপ আলোচনে ইতি ধাতোর্জ্ঞানসাধনং তপইত্যর্থঃ, তেন ঋতাদীনামপি তপস্ত্বং পরং তত্রাদৃষ্টদ্বারা রজস্তমো-নিবর্হণেন জ্ঞানসাধনত্বম্। স্বাধ্যায়প্রবচনে তু সাক্ষাদিতিভেদঃ। অতএব নাকো নাম মৌদ্‌গল্যঃ মুদ্‌গলস্যাপত্যং পুমান্ স্বাধ্যায়প্রবচনে প্রাধান্যেনাহ—তদ্ধি ইতি হি যস্মাৎ তৎ স্বাধ্যায়প্রবচনে তপঃ, তস্মাত্তে অনুষ্ঠেয়ে। তত্রাদরাতিশয়ার্থং দ্বির্বচনম্। দ্বিতীয়ং তদ্ধি তপ ইতি বাক্যং সত্য-তপঃ-স্বাধ্যায়-প্রবচনানাং বোধকম্ অত্রৈব শ্রুতেরাদর ইতি ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে নবমানুবাকস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী' নাম্নী-টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান অনুবাকের তাৎপর্য্যে পাই যে, বেদাধ্যয়ন ও বেদাধ্যাপনাকারীরও স্বয়ং শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদি অনুষ্ঠেয়। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার উপযোগিতা আছে। কারণ শাস্ত্র-অধ্যয়নের ফলে মনুষ্যের নিজের কর্ত্তব্যতা-বিষয়, উহার বিধি এবং উহার ফলের জ্ঞান লাভ হয়। অতএব শাস্ত্রজ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে সদাচার-পালন, সত্যভাষণ, স্বধর্ম্মপালনের নিমিত্ত কষ্টসহিষ্ণু হওয়া কর্ত্তব্য। তদুদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, মনো-দমন, অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান, অতিথি-সেবা, মনুষ্যোচিত সুন্দর লৌকিক ব্যবহার, শাস্ত্রবিধি-অনুসারে গর্ভাধান, ঋতুকালে শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে স্ত্রী-সহবাস, পুত্র-পৌত্র-পালনাদি যাবৎ শাস্ত্রোক্ত কার্য্য করা কর্ত্তব্য। অধ্যাপক ও উপদেশকের পক্ষে সমুদয় কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান একান্ত আবশ্যক। কারণ অধ্যাপক বা উপদেশকের আচরণে স্বধর্ম্মপালন নিষ্ঠা না থাকিলে অধ্যয়নকারী বা উপদেশ-গ্রহণকারীর আচরণে তাহা দৃষ্ট বা প্রতিফলিত হয় না।

সত্যবচা ঋষি অবশ্য সত্যকেই শ্রেয়ঃ বলেন। পুরুশিষ্টতনয় তপোনিষ্ঠ ঋষি তপস্যাকেই শ্রেয়ঃ বিচার করিয়াছেন। মুদ্গলতনয় নাক-নামক ঋষি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকেই শ্রেয়ঃ মনে করেন। কেননা, তাঁহার মতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই পরম তপঃ।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের—"যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা। মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্" (ভাঃ ১১।২২।৪) শ্লোকটি এবং ভাঃ ১১।১৪।৭-১০ শ্লোকসমূহও আলোচ্য।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—

"শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ॥
গাং দুগ্ধদোহামসতীঞ্চ ভার্য্যাং…হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখদুঃখী॥"
(ভাঃ ১১।১১।১৮-১৯)

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে,—

"এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥
যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্॥
কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াঽসকৃৎ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ॥" (ভাঃ ১।৫।৩৪-৩৬)

আরও পাই,—

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥
নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" (ভাঃ ১১।২০।৬-৯)

শ্রীগীতাতে পাই,—

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ॥
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥" (গীঃ ৩।৮-৯) ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষ বল্ল্যধ্যায়ের নবম অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

ইতি—শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ॥

শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে দশমোঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্ত্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্দ্ধ-
পবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণং সবর্চ্চসম্।
সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ। ইতি ত্রিশঙ্কোর্ব্বেদানু-
বচনম্ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে দশমোঽনুবাকঃ
সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর বেদাঙ্গ জপনীয়মন্ত্র বলিতেছেন,—যেহেতু 'অহং বৃক্ষস্য রেরিবা' ইত্যাদি মন্ত্র স্বাধ্যায়সিদ্ধি করে এবং স্বাধ্যায়সিদ্ধি হইলে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে] অহং (আমি—জীবাত্মা) বৃক্ষস্য (বৃক্ষবৎ অবশ্য ছেদনীয় সংসারের) রেরিবা (উচ্ছেদকারক)। গিরেঃ (পর্ব্বতের) পৃষ্ঠমিব (উপরিভাগের মত অর্থাৎ গিরিপৃষ্ঠ যেমন সমুন্নত সেইরূপ আমার) কীর্ত্তিঃ (যশঃ সমুন্নত অর্থাৎ আমি শ্লাঘনীয় গুণশালি-রূপে কীর্ত্তিমান্)। ঊর্দ্ধপবিত্রঃ (আমি সর্ব্বাধিক পবিত্র—অথবা আমার ঊর্দ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বকারন-কারণ পরমেশ্বর সমস্ত অবিদ্যাদি দোষ-নাশকরূপে আমাকে পবিত্র করিবেন) [কারণ] স্বমৃতম্ (আমি তাঁহার পরমভোগ্য অর্থাৎ তাঁহার প্রীতির পাত্র) [দৃষ্টান্ত এই] বাজিনি ইব অস্মি (যেমন বাজ অর্থাৎ অন্ন, তদ্বিশিষ্ট (বৃষ্টিদ্বারা) অন্নের উৎপাদক সবিতাতে বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব আছে, সেইরূপ আমিও বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব) দ্রবিণং (তিনি আমার ধন অর্থাৎ আনন্দ-প্রদাতা) [কিরূপ ?] সবর্চ্চসম্ (দীপ্তিমৎ আত্মতত্ত্বসহ দ্রবিণ যেমন সুখদাতা, সেইরূপ তিনি আমার মুক্তি-সুখদাতা ও বর্চ্চঃ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানদাতা) [আমি] সুমেধাঃ (উত্তম

মেধাসম্পন্ন), অমৃতঃ (মরণধর্ম্মরহিত) অক্ষিতঃ (ক্ষিত অর্থাৎ ক্ষয় তাহা রহিত) [অথবা অমৃতোক্ষিতঃ—অমৃত-ব্রহ্মের দ্বারা উক্ষিত বা সিক্ত অর্থাৎ তাঁহার আশ্রিত] ইতি (এই মন্ত্রটি) ত্রিশঙ্কোঃ (ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন ত্রিশঙ্কু ঋষির) বেদানুবচনম্ (বেদতত্ত্ব-কথন অর্থাৎ বামদেব ঋষির মত ত্রিশঙ্কু ঋষিরও আর্ষ বিজ্ঞানদ্বারা দৃষ্ট মন্ত্রাম্নায় ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশক)। [এই মন্ত্রের জপ বিদ্যোৎপত্তির কারণ, ইহা জানিবে] ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে দশমানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—বিদ্যোৎপত্তির হেতু স্বাধ্যায়, সেই স্বাধ্যায়ের জন্য এই মন্ত্রাম্নায় কথিত হইতেছে। বামদেব ঋষি যেমন ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন সেইরূপ ত্রিশঙ্কুঋষির ব্রহ্মবিদ্যা লাভের পর যে মন্ত্র দর্শন হইয়াছিল, তাহাই কথিত হইতেছে। তিনি বলিতেছেন,—আমি (জীবাত্মা) বৃক্ষের মত অবশ্য ছেদনীয় সংসারের উচ্ছেদকারী অথবা পরমাত্মা আমার মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে পরিচালক। মেরু প্রভৃতি পর্ব্বতের তলদেশের মত উন্নত আমার খ্যাতি। আমি ঊর্দ্ধপবিত্র। অর্থাৎ সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর আমার অবিদ্যা নাশ দ্বারা পবিত্রতা-সম্পাদক। জগৎ-প্রসবিতার অমৃতময় আত্মতত্ত্বের মত আমিও বিশুদ্ধাত্মা হইয়াছি। পরমেশ্বর, পরমাত্মা আমার পরমধন, তাঁহার কৃপায় আমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি। যে ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে আমি সুমেধা হইয়াছি, আমি মরণরহিত ও বিকারশূন্য। ইহাই ব্রহ্মবিদ্ ত্রিশঙ্কুঋষির আত্মজ্ঞানের পরিচয় ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ের দশম অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—[বিদ্যাঙ্গমন্ত্রঃ।] বিদ্যাঙ্গতয়া জপ্যমন্ত্রমাহ—অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। বৃক্ষবৎ ছেদ্যস্যাহঙ্কারাদেঃ ক্ষপয়িতা। রেরিবেতি রীঙ্ ক্ষয় ইত্যস্মাৎ যঙ্লুগন্তাৎ, 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে' ইতি ক্বনিপি রূপম্। নিরস্তসমস্তদেহাত্মাভিমান ইত্যর্থঃ। কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। মের্বাদিগিরিপৃষ্ঠবৎ শ্লাঘ্যাগুণশালিতয়া কীর্তিমানস্মীত্যর্থঃ। উর্ধ্বপবিত্রঃ সর্বোত্তরপবিত্রোঽহং বাজিনি বাজমন্নমস্যাস্তীতি বাজী ভোক্তা। সর্বশেষিণি পরমাত্মনি স্বমৃতমিবাস্মি অতিশয়েন ভোগ্যোঽস্মি। তৎ-প্রীতিবিষয়োঽস্মীত্যর্থঃ! দ্রবিণং স্ব (স ?) বর্চসম্। তস্য সমীচীন-দ্রবিণমস্মি। ভোগোপকরণমস্মীত্যর্থঃ। সুমেধা অমৃতোঽক্ষিতঃ। ভগবচ্ছেষত্বজ্ঞানদার্ঢ্যাৎ সুমেধাশ্চ। অমৃতঃ মরণশূন্যঃ অসংসারী। অক্ষিতঃ অক্ষয়ঃ—ষড়্ভাববিকারশূন্য ইত্যর্থঃ। ইতি ত্রিশঙ্কোর্বেদানু-বচনম্ ত্রিশঙ্কুদৃষ্টোঽয়ং মন্ত্র ইত্যর্থঃ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে দশমানুবাকস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—স্বাধ্যায়েন সত্ত্বশুদ্ধৌ বিদ্যোৎপত্তির্ভবতি স্বাধ্যায়া-র্থোঽয়ংমন্ত্রাম্নায়ঃ—অহমিত্যাদি অহং বিদ্যয়া জ্ঞাতাত্মতত্ত্বঃ অহং ত্রিশঙ্কুঃ বৃক্ষস্য ছেদ্যত্বাৎ বৃক্ষসদৃশস্য সংসারস্য রেরিবা ক্ষয়কর্তা-রীঙ্ ক্ষয়ে ইত্যস্মাৎ যঙ্লুগন্তাৎক্বনিপি রূপম্। গিরেঃ পৃষ্ঠমিব মের্বাদি-পর্বততলমিব শ্লাঘ্যাগুণশালিতয়া কীর্তিঃ কীর্তিমানস্মি, ধর্মধর্মিণোর-ভেদাৎ। উর্দ্ধপবিত্রঃ উর্দ্ধং জগৎকারণং পরমেশ্বরঃ পবিত্রম্ মম অবিদ্যা-দিনাশকত্বাৎ পাপনাশকঃ যস্য তাদৃশোঽহম্। বাজিনীব বাজোবৈ অন্নং তদস্য অস্তি দাতৃত্বেন 'আদিত্যাজ্জায়তেবৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজে'তি শ্রুতেঃ, তাদৃশে সবিতরি স্বমৃতম্ বিশুদ্ধমাত্মতত্ত্বমিব অহমপি শোভনমাত্মতত্ত্বমস্মি। স পরমাত্মা মম দ্রবিণং ধনম্ আনন্দ-সম্পাদকত্বাৎ, কীদৃশং দ্রবিণং ?

সবর্চ্চসম্ বর্চ্চসা ব্রহ্মজ্ঞানেন সহ বর্ত্তমানম্, এতেন মম মোক্ষস্যাপি দাতা স এবেতি গম্যতে। তৎকৃপয়া অহমিদানীং সুমেধাঃ সর্ব্বজ্ঞঃ অমৃতঃ মরণ-ধর্ম্মরহিতঃ উপলক্ষণমেতদন্যেষাং বিকারাণাম্। তদেবাহ—অক্ষিতঃ ক্ষয়রহিতঃ ক্ষিক্ষয়ে ভাবেক্তঃ, অবিদ্যমানং ক্ষিতং ক্ষয়ো যস্য সঃ, নির্ব্বিকার ইত্যর্থঃ অথবা অমৃতোক্ষিত ইত্যেকংপদম্—অমৃতেন পরমাত্মনা উক্ষিতঃ সিক্তঃ স্বায়ত্তীকৃত ইতি যাবৎ। ইতি এতৎ, ত্রিশঙ্কোঃ ব্রহ্মভূতস্য ত্রিশঙ্কোর্ঋষেঃ, বেদানুবচনং বেদোবেদনমাত্মতত্ত্বজ্ঞানং তস্য অনুবচনমুক্তিঃ, আর্ষেণ দর্শনেন দৃষ্টো মন্ত্রাম্নায় আত্মবিদ্যাপ্রকাশক ইত্যর্থঃ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে দশমানুবাকস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী' নাম্নী-টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—ত্রিশঙ্কু নামক ঋষি পরমাত্ম-দর্শন লাভের পর নিজেকে যেরূপ অনুভব করিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিশঙ্কুর বচনানুসারে নিজ অন্তঃকরণে ভাবনা করাও ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন। ইহা বর্ণনাভিপ্রায়ে এই অনুবাক আরম্ভ হইয়াছে। এই শ্রুতির ভাবার্থ এই যে, আমি অনাদিকাল হইতে সংসারে বিচরণ করিতেছি। কিন্তু জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-বৃক্ষের আমি উচ্ছেদকারী। ইহাই আমার অন্তিম জন্ম। আমার কীর্ত্তি পর্ব্বত শিখরের মত উন্নত এবং বিশাল। পরব্রহ্মই আমার মূলকারণ-স্বরূপ। অন্নোৎপাদক শক্তিদ্বারা যুক্ত সূর্য্যে যেরূপ উত্তম অমৃতের নিবাস, ঐপ্রকার আমিও বিশুদ্ধাত্মা। রাগ-দ্বেষাদি হইতে সর্ব্বথা মুক্ত, অমৃতস্বরূপ। শোভনকান্তিসম্পন্ন ব্রহ্মই আমার ধন। আমি পরমানন্দরূপ অমৃতে নিমগ্ন ও শ্রেষ্ঠ ধারণাসম্পন্ন বুদ্ধিযুক্ত। বামদেব ঋষির মত ইহাও ত্রিশঙ্কু ঋষির আত্মতত্ত্বের অনুভূতি ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ের দশম অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে দশমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে একাদশোঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—(ক) বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি—সত্যং বদ। ধর্ম্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুংমা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব॥

(খ) যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকঁ সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি। যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াঁসো ব্রাহ্মণাঃ, তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্ম্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সংমর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্ তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সংমর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্ত্তেরেন্ তথা তেষু বর্ত্তেথাঃ॥

(গ) এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমু চৈতদুপাস্যম্॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে একাদশোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ॥

[অন্তেবাস্যনুশাসনম্—]

অন্বয়ানুবাদ—অনুবাক ১১(ক) [বেদ অধ্যাপনা করিয়া আচার্য্য শিষ্যগণকে উপদেশ দিবেন।] বেদম্ (স্বাধ্যায়) অনূচ্য (অধ্যাপনা করিবার পর) আচার্য্যঃ (আচার্য্য) অন্তেবাসিনম্ (গুরুসমীপে বাসকারী ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থীকে) অনুশাস্তি (বেদপাঠ করাইয়া পরে বেদার্থ বুঝাইবেন) [অতএব বুঝা যাইতেছে—শিষ্য বেদ গ্রহণের পর ধর্ম্ম বিচার না করিয়া গুরুকুল হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিবে না। স্মৃতিবাক্য আছে, 'বুদ্ধ্বা কর্ম্মাণি চারভেৎ' কর্ত্তব্যকর্ম্মগুলি বুঝিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিবে। সেইজন্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ করিতেছেন।] সত্যং (যথাপ্রমাণ অবগত বক্তব্য বাক্য) বদ (বলিও) ধর্ম্মং (অনুষ্ঠেয় শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ধর্ম্মগুলি) চর (আচরণ কর), স্বাধ্যায়াৎ (বেদ পাঠে) মা প্রমদঃ (অবহেলা করিও না) আচার্য্যায় (গুরুদেবের জন্য) প্রিয়ং ধনম্ (তাঁহার অভীষ্ট বস্তু) আহৃত্য (আহরণ করিয়া, বিদ্যার প্রতিদানের জন্য দক্ষিণা দিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া অনুরূপ সৎকুলোৎপন্না, সুলক্ষণা কন্যা বিবাহ করিয়া) প্রজাতন্তুং (সন্তান ধারা) মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ (বিচ্ছিন্ন করিও না) [যদি দুর্ভাগ্য-বশতঃ পুত্রসন্তান না জন্মে তবে পুত্রকাম্যা প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা সন্তানোৎপত্তিতে যত্ন করিবে]। সত্যাৎ (সত্যে) ন প্রমদিতব্যম্ (অবহেলা করিবে না) [পূর্ব্বে সত্যংবদ বলিয়া সত্যবাক্য বলিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এক্ষণে যাহা সত্যবস্তু তাহাতে মিথ্যা-প্রসঙ্গ যাহাতে না আসে, সে-বিষয়ে যত্ন করিবে অর্থাৎ ভুলিয়াও মিথ্যা কথা বলিবে না বা মিথ্যা আচরণ করিবে না, ইহাই অভিপ্রায়] ধর্ম্মাৎ (ধর্ম্মে) ন প্রমদিতব্যম্ (অবহেলা করিবে না অর্থাৎ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান-রহিত হইবে না) কুশলাৎ ন প্রমদিতব্যম্ (এইরূপ নিজের কুশল ও আত্মরক্ষায় অমনোযোগী হইবে না, ইহাও উপদিষ্ট হইল)

[কুশল শব্দের অর্থ ঈশ্বরার্চ্চনাদি মঙ্গলাচরণ), ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্ (আত্মোন্নতিতে অবহেলা করিবে না, সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনাদি করিবে) স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ (অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় অমনোযোগী হইবে না), দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ (দৈবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য শ্রাদ্ধতর্পণাদিতে অবহেলা করিও না), মাতৃদেবো ভব (মাতাকে দেবতাজ্ঞান করিবে অর্থাৎ দেবতা-বোধে মাতাকে পূজা করিবে ; তাঁহার আদেশ পালন, প্রিয় কার্য্যাদি করিবে) [এইরূপ] পিতৃদেবো ভব (পিতাকে দেবতাবোধে মানিবে) আচার্য্যদেবো ভব (অধ্যাপককে দেবতার মত সম্মান দিবে), অতিথিদেবো ভব (অভ্যাগতের দেবোপাসনার মত সৎকার করিবে) [দেবতার মত মাতা, পিতা, আচার্য্য, অতিথি আরাধনীয়] ১১(ক) ॥

অন্বয়ানুবাদ—অনুবাক ১১ (খ) যানি অনবদ্যানি কর্ম্মাণি (যেগুলি শিষ্টাচারসম্মত অনিন্দনীয় কর্ম্ম) তানি সেবিতব্যানি (সেইগুলি আচরণ করিবে), নো ইতরাণি (তদ্ভিন্ন শিষ্টবিগর্হিত কার্য্য বৈধ হইলেও যেমন শ্যেন-যাগাদি আভিচারিক কর্ম্ম, এগুলি অনুষ্ঠান করিবে না) যানি অস্মাকং সুচরিতানি (যে সকল আমাদিগের অর্থাৎ আচার্য্যদিগের আচরিত যে কোন কর্ম্ম বেদবিরুদ্ধ নহে) তানি ত্বয়া উপাস্যানি (সেগুলিই তুমি আদর্শ করিবে) নো ইতরাণি (আচার্য্যদিগের আচরিত কর্ম্ম বেদোক্ত না হইলে অনুসরণীয় নহে)। যে কে চ (আর যে কেহ) অস্মচ্ছ্রেয়াংসঃ (আমাদিগ হইতে শ্রেষ্ঠতর) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণ—আচার্য্য আছেন) তেষাং ত্বয়া আসনে (তাঁহাদিগের আসনে তুমি) ন প্রশ্বসিতব্যম্ (উপবেশন করিবে না অর্থাৎ তাহাতে বসিয়া শ্রম দূর করিবে না। অথবা 'আসনেন প্রশ্বসিতব্যম্' ইহার অর্থ—তাঁহাদিগকে তুমি আসনে বসাইয়া বিশ্রাম করাইবে) শ্রদ্ধয়া দেয়ম্

(যাহা কিছু দান করিবে তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দিবে), অশ্রদ্ধয়া (অবজ্ঞা-পূর্ব্বক) অদেয়ম্ (দিবে না), শ্রিয়া দেয়ম্ (প্রসন্নমুখে ঐশ্বর্য্যানুরূপ দিবে), হ্রিয়া দেয়ম্ (এ আর কি দিলাম—এইরূপ সলজ্জভাবে দিবে) ভিয়া দেয়ম্ (প্রার্থীকে দান না করিলে প্রত্যবায় হইবে—এইরূপ ভয়ে দিবে) সংবিদা দেয়ম্ (সঙ্কল্পপূর্ব্বক দান করিবে, ইহা কাম্য দানাভিপ্রায়ে উক্ত। অথবা বিবেকপূর্ব্বক) [ভয়ে ভয়ে দান নিত্য দানপক্ষে]। অথ (আর) যদি তে (যদি তোমার) কর্ম্মবিচিকিৎসা বা (শ্রৌত বা স্মার্ত্ত কর্ম্মে সন্দেহ হয় অর্থাৎ ত্রুটি হইল কিনা, বিধি কি ? ইত্যাদি সন্দেহ জন্মে) বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ (কিংবা আচার-বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, কি করণীয় অথবা অকরণীয়—এ-বিষয় নিশ্চয় না থাকে, তবে) তত্র (সেক্ষেত্রে) যে (যে সকল) ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ (বিচারক্ষম জ্ঞানী-ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা) যুক্তাঃ (অভিযুক্ত অর্থাৎ বেদ বা স্মৃতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ) আযুক্তাঃ (অপরে যাঁহাদিগকে প্রমাণ-পুরুষ বলিয়া মানে তাদৃশ) অলূক্ষাঃ (অরুক্ষ অথবা অক্রূরমতি সরল চিত্ত) ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ (নির্লোভ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি আছেন) যথা তে (তাঁহারা যেরূপ) তত্র (সেই সেই কর্ম্মে) বর্ত্তেরন্ (প্রবৃত্ত থাকেন) তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ (তুমিও সেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিবে অর্থাৎ সংশয়িত-ক্ষেত্রে তাঁহাদের আদর্শ লইবে) অথ অভ্যাখ্যাতেষু (আর পাতকী ব্যক্তিগণে যদি তোমার সন্দেহ হয় অর্থাৎ ইহারা পাতকী কিনা ? অব্যবহার্য্য কি না ? এইরূপ সংশয় জন্মে) [তবে] যে তত্র (যাঁহারা সেই স্থানে) ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ (বিচারকুশল ব্রাহ্মণ) [তাঁহারা] যুক্তাঃ আযুক্তা অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ (পণ্ডিত, শ্রদ্ধেয়, সরল প্রকৃতি সমদর্শী, ধার্ম্মিক ও লোভ-ক্রোধহীন) স্যুঃ (থাকিবেন) যথা তে (তাঁহারা যেরূপ) তেষু (সেই পতিত, পাতকী, অনাচারীতে) বর্ত্তেরন্ (ব্যবহার করেন) তথা [ত্বং] (সেইরূপ তুমি) বর্ত্তেথাঃ

(ব্যবহার করিবে, এস্থলেও তুমি তাঁহাদের আদর্শ লইবে, স্বাধীনমত কার্য্য করিবে না) ॥১১(খ)॥

অন্বয়ানুবাদ—অনুবাক ১১(গ)—এষঃ (এই যে সব উপদেশ প্রদত্ত হইল, ইহা) আদেশঃ (বিধিবাক্য, রাজাজ্ঞাতুল্য অনুল্লঙ্ঘনীয়) এষ উপদেশঃ (পুত্রাদির প্রতি পিতা প্রভৃতি গুরুজনের হিতবাক্য) এষা (ইহা) বেদোপনিষৎ (ইহাই বেদের রহস্য, সারকথা) এতদ্ অনুশাসনম্ (ইহা ঈশ্বরের আজ্ঞা জানিবে, অথবা সকল প্রমাণের উপজীব্য, কিংবা আচার্য্যমাত্রের শিষ্যের প্রতি ইহাই বক্তব্য)। এবম্ (যেহেতু ইহা বিধিবাক্য, উপদেশ বচন, বেদের রহস্য, ঈশ্বরের আজ্ঞা এবং অনুশাসন—এইজন্য যথোক্ত কার্য্যগুলি) উপাসিতব্যম্ (পালনীয়), এবম্ উ চ [উ চ নিশ্চয়ই—এই প্রকারে] এতৎ (উক্ত কার্য্যগুলি) উপাস্যম্ (অনুষ্ঠেয়) দুইবার উক্তি দৃঢ়তার জন্য অর্থাৎ উহা উপাস্যই, অবহেলনীয় নহে, ইহা প্রতিপাদনার্থ) ॥১১(গ)॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে একাদশানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—অনুবাক ১১(ক)—বেদ অধ্যাপনা করিবার পর আচার্য্য শিষ্যকে উপদেশ দিবেন—সত্য বলিও, নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মাচরণ করিও। বেদাধ্যয়ন ও ব্যাখ্যান-কার্য্যে অবহেলা করিও না। আচার্য্যের জন্য প্রিয় ইষ্টধন আহরণ করিয়া বিদ্যাগ্রহণের ঋণ-পরিশোধনার্থ তাঁহাকে দক্ষিণাস্বরূপ দিবে, পরে তাঁহার অনুমতি হইলে কুলশীল-সমন্বিত দারপরিগ্রহ করিবে। ইহাতে বুঝাইতেছে—বেদাধ্যয়নের পর ধর্ম্ম-বিচার না করিয়া গুরুকুল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না এবং বিবাহকরাও বিধিবোধিতকার্য্য। পুত্রসন্ততির ধারা রক্ষা করিবে, প্রজাসন্ততি ছিন্ন করিবে না। সত্যে অবহেলা করিবে না অর্থাৎ

ভুলেও যাহাতে সত্যে মিথ্যার সম্পর্ক না ঘটে, সে-বিষয়ে যত্ন করিবে। নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মাচরণে যত্নবান্ হইবে। আত্মমঙ্গলের জন্য আত্মরক্ষার্থ অপ্রমত্ত থাকিবে। ঐশ্বর্য্যের জন্য অথবা ভূতির সোপান মঙ্গলময় কর্ম্মে অবধান রাখিবে। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবে। দেব-পিতৃকার্য্য—যত্নসহকারে আচরণ করিবে, তাহাতে অমনোযোগী হইও না। মাতাকে দেবতা মনে করিবে, পিতাকে দেবতাবোধে উপাসনা করিবে, আচার্য্যকে দেববৎ সেবা করিবে, অতিথিকে দেবসদৃশ মনে করিয়া সৎকার করিবে ॥১১(ক)॥

অনুবাদ—অনুবাক ১১(খ)—এতদ্‌ভিন্ন যে-সকল কর্ম্ম শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ নহে, শিষ্ট-পরিগৃহীত, সুচরিত কিন্তু শাস্ত্রে অনুল্লিখিত আছে, তাহাও তোমরা পালন করিবে, কিন্তু তাঁহাদের লোভাদিমূলক আচরণ অনুসরণ করিবে না। আচার্য্য আমাদের কার্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখিবে, আমাদের যে-সকল সুচরিত শাস্ত্র বা সমাজ-বিগর্হিত নহে, অদৃষ্টনির্ব্বাহক সেগুলি আদর্শ করিয়া কার্য্য করিবে। সুচরিত না হইলে উহা অনুসরণ করিবে না; আবার আমাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠতর ব্রাহ্মণ তাঁহাদের উপস্থিতিতে আসন দান—প্রভৃতি সম্মান দেখাইয়া তাঁহাদের শ্রমাপনোদন সম্পাদন করিবে অথবা গোষ্ঠীনিমিত্তক তাঁহাদের শয্যাসনাদি রচিত হইলে তাহাতে নিঃশ্বাস ত্যাগও করিবে না। আর এক কথা, যাহা কিছু দেয় বলিয়া মনে করিবে, সেই দান শ্রদ্ধাপূর্ব্বকই করিবে, অশ্রদ্ধায় কোন দ্রব্য দিবে না। তোমার দানের ক্ষমতা থাকিলে নিশ্চয় দান করিবে। অথবা শ্রী-লাভের জন্য দান করিবে, প্রসন্নমুখে দান করিবে। দানেতে শ্লাঘা ত্যাগ করিয়া দেয়দ্রব্য অতি সামান্য হইতেছে—এইরূপে লজ্জা-নতমুখে দান করিবে, ভয়ে ভয়ে দান করিবে, যদি সম্প্রদানের ব্যক্তি দানীয় দ্রব্য গ্রহণ না করেন এই ভয়ে অথবা গৌরবাদি হানির

জন্য প্রত্যবায়-শঙ্কা লইয়া দান করিবে। মিত্রাদির কার্য্যে সাহায্য হিসাবে দান করিবে অথবা মনের মধ্যে দানের সঙ্কল্প রাখিয়া দান করিবে। এইভাবে প্রবৃত্ত থাকিয়া যদি তোমার মনে শ্রৌত বা স্মার্ত্তকর্ম্মে বা ব্যবহারে, সদাচারে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে সেক্ষেত্রে সেকালে যে-সকল বিচারক্ষম, শাস্ত্রজ্ঞ, অকর্কশ, অক্রূরমতি, অর্থ-লোভশূন্য পণ্ডিত আছেন, যাঁহাদিগকে লোকে সকল কাজে প্রমাণ-রূপে গ্রহণ করে, তাঁহাদের আচার অনুসরণ করিবে, তাঁহারা সেই সব-কার্য্যে যেরূপভাবে প্রবৃত্ত হন, সেই আদর্শ লইয়া তুমিও প্রবৃত্ত হইবে। আর যদি কোন সন্দিগ্ধ-দোষে আক্রান্ত অথচ সমাজ বিগর্হিত হইয়া আছে, সেইসকল ব্যক্তিতে তোমার কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে ঐরূপ ব্রাহ্মণগণের তাহাদের প্রতি আচরণ তুমি লক্ষ্য করিয়া তুমিও সেইরূপ ব্যবহার করিবে ॥১১(খ)॥

অনুবাদ—অনুবাক ১১(গ)—গুরুদেব শিষ্যকে বলিবেন, বৎস! এই যে বাক্যগুলি তোমাকে বলিলাম, ইহা বিধিবাক্যের মত অলঙ্ঘনীয় জানিবে। ইহা অনুশাসনীয়গণের প্রতি পিত্রাদির উপদেশবাণী। ইহা বেদের নিগূঢ় কথা অথবা এগুলি ঈশ্বরবাক্য। এবং ইহা শিষ্যের প্রতি গুরুর শিক্ষা। যেমন বলিলাম, এইরূপেই ইহা পালনীয়। আর ইহা এইরূপেই গ্রহণীয়, বিকৃত করিয়া নহে, অন্যথা কল্পনা করিয়া নহে, পরিহার্য্য নহে। কথাটি এই—শাস্ত্রে তিন প্রকার কথা নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—প্রভুসম্মিত, সুহৃৎসম্মিত ও কান্তাসম্মিত। তন্মধ্যে 'এষ আদেশঃ' ইহা দ্বারা উক্ত বাক্যগুলিকে প্রভুসম্মিত বলা হইল, অর্থাৎ বেদবাক্যের মত উহারা অবিচারণীয় ও সর্ব্বথা পালনীয়। আবার ইহা বন্ধুর বাক্যের মত পুরাণাদি বাক্য যেমন বেদের মর্ম্মার্থ-প্রকাশক সেইরূপ, এজন্য ইহা বেদোপনিষৎ সুহৃৎসম্মিত। আবার কান্তাসম্মিতও বটে, যেহেতু কান্তাদি যেমন সদুপদেশ দেয় 'এইরূপ

করিবে, ইহা করিবে না' সেইরূপ, সেজন্য বলিলেন 'এষ উপদেশঃ'। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবনে ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনে লাগিবে অতএব সর্ব্বথা স্মরণীয় ॥১১(গ)॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ের একাদশ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—(অন্তেবাসিনমনুশাসনম্) বেদং—অনুশাস্তি। বেদমধ্যাপ্য আচার্য্যঃ শিষ্যমনুশিষ্যাদিত্যর্থঃ। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। স্বাধ্যায়াধ্যয়নে প্রমাদং মা কার্ষীঃ। তত্রাবহিতো ভবেত্যর্থঃ।

আচার্য্যায়—মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা পুত্রসংততত্যবিচ্ছেদায় ভার্য্যামুদ্বহেঃ। কুশলং দেবার্চ্চনাদিমঙ্গলাচরণম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। ঐশ্বর্য্যার্থং কর্ম্ম কুরু। ঐশ্বর্য্যস্য সর্ব্বশ্রেয়ঃসাধনত্বাদিতি ভাবঃ। মাতৃদেবো ভব। দেবমিব মাতরং পূজয়েত্যর্থঃ। এবমুত্তরত্রাপি।

যানি—ইতরাণি। শিষ্টাচারেষ্বপি শ্রুতিস্মৃতিবিরোধশূন্যতয়া যানি সুচরিতানি, তান্যেব হোলাকাদীনি গ্রাহ্যাণি ; ন লোভাদিমূলকচরিতানীত্যর্থঃ। যে—প্রশ্বসিতব্যম্। স্বাপেক্ষয়া শ্রেষ্ঠানাং ব্রাহ্মণানাং শয্যাসনেষু সমানতয়া ন বিশ্রমণীয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। শ্রীঃ মুখশোভা। অবিষণ্ণবদনেন দেয়মিত্যর্থঃ। ভিয়া দেয়ম্। সম্যগকরণে প্রত্যবায়ো ভবিষ্যতীতি ভিয়া দেয়মিত্যর্থঃ। সংবিদা দেয়ম্। সংবিৎ সংকল্পঃ। সংকল্পপূর্ব্বকং দেয়মিত্যর্থঃ। অথ যদি—স্যাৎ। কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদি। বৃত্তং শিষ্টাচারমাত্রপ্রমাণকং হোলাকাদি। তত্র যদি সন্দেহ ইত্যর্থঃ। সংমর্শিনঃ বিচারকুশলা ইত্যর্থঃ। যুক্তাঃ বেদশাস্ত্রেষ্বভিযুক্তাঃ। আযুক্তাঃ আ সমন্তাৎ যুক্তাঃ। লৌকিকেষ্বপি কুশলা ইত্যর্থঃ। অলূক্ষাঃ অরূক্ষাঃ—ক্রোধলোভাদিরহিতাঃ। শিষ্টং স্পষ্টম্। অভ্যাখ্যাতাঃ অভিশস্তা ইত্যর্থঃ।

আদেশঃ শাসনম্। রাজাজ্ঞাতুল্যমিতি ভাবঃ। উপদেশঃ পিত্রাদিহিতৈষিবচনম্। বেদোপনিষৎ বেদানাং রহস্যোপদেশঃ। এতদনুশাসনম্। শিষ্যং প্রতি আচার্য্যস্য কর্ত্তব্যমনুশাসনমেতৎ। এবমুপাসিতব্যম্। অনুশাসনপ্রকারেণানুষ্ঠেয়মিত্যর্থঃ। এবমু চৈতদুপাস্যম্। উশব্দোঽবধারণে। এবমেবোপাস্যমিত্যর্থঃ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে একাদশানুবাকস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কিঞ্চ যানি কর্ম্মাণি অনির্দিষ্টানি অন্যানি কর্ম্মাণি চ তানি যদি অনবদ্যানি অগর্হণীয়ানি স্যুঃ, তর্হি তানি শিষ্টাচারসম্মতানি সেবিতব্যানি পালনীয়ানি যথা হোলাকাদীনি। নো ইতরাণি অবদ্যানি তু ন করণীয়ানি শিষ্টকৃতান্যপি যথা আভিচারিককর্ম্মাণি মাতুলকন্যাবিবাহাদীনি বা নাচরণীয়ানি। উক্তঞ্চ মনুনা ধর্ম্মলক্ষণে 'শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচার আত্মন স্তুষ্টিরেব চ।···সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণমি'তি। অন্যচ্চ 'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে' ইতি স্মৃতের্যানি অস্মাকমাচার্য্যাণাং সুচরিতানি শোভনানি লোকনিন্দাবহির্ভূতানি কর্ম্মাণি তানি ত্বয়া উপাস্যানি অদৃষ্টার্থান্যনুষ্ঠেয়ানি, নো ইতরাণি এতদ্বিপরীতানি আচার্য্যকৃতান্যপি প্রমাণবুদ্ধ্যা নানুসরণীয়ানি। যে চ কেচিৎ আচার্য্যা অস্মচ্ছ্রেয়াংসঃ অস্মৎ—অস্মৎসকাশাৎ শ্রেয়াংসঃ প্রশস্যতরাঃ ব্রাহ্মণাঃ স্যুস্তেষামাসনেন তেভ্য আসনদানেন ত্বয়া প্রশ্বসিতব্যম্—বিশ্রামো জননীয়ঃ অথবা তেষামাসনে ইতিচ্ছেদঃ খট্বাদিষু ত্বয়া ন প্রশ্বসিতব্যম্ তেষাং গোষ্ঠী-

স্থিতিযাবৎ ন প্রশ্বাসোঽপি ত্যাজ্যঃ। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ শাস্ত্রার্থে বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা তয়া যুক্তেন ত্বয়া দেয়ম্ ধনাদিকম্ অর্থিভ্যো দেয়ম্ উক্তঞ্চ সম্প্রদান-লক্ষণে 'সম্প্রদানং তদেব স্যাৎ পূজানুগ্রহকাম্যয়া। দীয়মানেন সংযোগাৎ স্বামিত্বং লভতে যদী'তি। অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্ শ্রদ্ধাহীনং চেৎ ন দেয়ম্ তস্য তামসিকত্বাৎ 'অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তত্তামসমু-দাহৃতম্'। শ্রিয়া দেয়ম্ শ্রীর্মুখশোভা তদ্বিশিষ্টেন প্রসন্নবদনেন সতা দেয়ম্, অথবা শ্রীঃ সম্পদ্ তৎসত্ত্বে দেয়ম্ যাবল্লাভং তদনুসারেণ দেয়মিত্যর্থঃ। হ্রিয়া লজ্জয়া তদ্বিশিষ্টেন ইত্যর্থঃ, দানে স্বাত্মগৌরববুদ্ধিং হিত্বা যৎকিঞ্চি-দেতদ্দীয়তে ইতি লজ্জয়া দেয়ম্। ভিয়া প্রত্যবায়ভয়েন অথবা যদি সম্প্রদানো জনো ন গৃহ্নীয়াৎ ইতি ভয়বিশিষ্টেন গৌরবপূর্ব্বকং দেয়ম্। তত্তু নিত্যদানবিষয়কম্। সংবিদা সঙ্কল্পপূর্ব্বকং দেয়মিত্যর্থঃ এতৎ কাম্যদানবিষয়কম্। অথবা সংবিৎ মিত্রাদিকার্য্যম্ কন্যাবিবাহাদিকং তদর্থং দেয়ম্ ইত্যবশ্যকর্ত্তব্যতার্থম্। অথ এবং বর্ত্তমানস্য তে তব যদি কর্ম্মবিচিকিৎসা শ্রৌতে স্মার্ত্তে বা কর্ম্মণি বিচিকিৎসা সংশয়ঃ ইদং করণীয়ং ন বা, সম্যগনুষ্ঠিতং ন বা, ভদ্রমভদ্রং বেতি সন্দেহো জায়েত তর্হি শিষ্টাঃ প্রমাণং তদাহ—তত্র তস্মিন্ স্থানে কালে বিষয়ে বা যে ব্রাহ্মণাঃ ব্রহ্মবিদঃ শাস্ত্রজ্ঞা বা সংমর্শিনঃ বিচারক্ষমাঃ শাস্ত্রার্থমীমাংসকাঃ, তে কীদৃশাঃ? যুক্তাঃ অভিযুক্তাঃ বেদেষু, আযুক্তাঃ অপরপ্রযুক্তাঃ, অলূক্ষাঃ রলয়োরভেদাৎ অরূক্ষাঃ অকর্কশাঃ অক্রূরমতয়ঃ, ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ ধর্ম্মমেব কাময়ন্তে ন তু লোভিনঃ ক্রোধনা বা স্যুঃ তিষ্ঠেযুঃ—তে ব্রাহ্মণাযথা যেন প্রকারেণ তত্র কর্ম্মণি বর্ত্তেরন্ প্রবৃত্তাঃ স্যুঃ যদাচরেযুঃ তথা তত্র ত্বং বর্ত্তেথা আচরেত্যর্থঃ। অথ কিঞ্চ অভ্যাখ্যাতেষু প্রত্যাখ্যাতেষু সমাজবিগর্হিতেষু সন্দিহ্যমানেন কেনচিদ্দোষেণ সংযোজিতাঃ স্যুঃ তেষু যদি বিচিকিৎসা স্যাৎ তেষাং পাতকিত্ববিষয়ে সন্দেহে সতি যে শাস্ত্রজ্ঞাঃ, লোকৈঃ প্রমাণত্বেন নির্দ্ধারিতাঃ সম্মর্শিনঃ বিচার-

ক্ষমা অরূক্ষা ধর্ম্মকামা ব্রাহ্মণাস্তত্র সন্তি তেষামাচরণমনুসরণীয়ম্, তেষাং মতং গ্রাহ্যম্ অন্যথা সর্ব্বং বিসংষ্ঠুলং স্যাৎ।

ব্রহ্মবিজ্ঞানাৎ পূর্ব্বম্ উপদেষ্টব্যস্য শিষ্যস্যাবশ্যককর্ম্মাণ্যুপদিশতি। বেদমনূচ্য বেদমধ্যাপ্য,—আচার্য্যোঽন্তেবাসিনম্ শিষ্যম্ অনুশাস্তি অনুশিষ্যাৎ পুরুষসংস্কারার্থমিতিভাবঃ। সংস্কৃতস্য বিশুদ্ধসত্ত্বস্য হি জনস্যাত্মজ্ঞানমবাধেনৈব সমুদিয়াৎ ইতি। অনুশাস্তীত্যনুশাসন-শব্দাৎ অনুশাসনাতিক্রমে দোষোৎপত্তিরিতি ধ্যেয়ম্। 'কিমহং না-করবম্' ইত্যাদিনা কর্ম্মণোঽকিঞ্চনত্বমাশঙ্কিতম্। অতঃপূর্ব্বোপচিত-দুরিতক্ষয়দ্বারেণ বিদ্যোৎপত্ত্যঙ্গানি কর্ম্মাণ্যনুষ্ঠেয়ানি। তানি যথা 'সত্যংবদ' ইত্যাদ্যুপদেশবাক্যলব্ধানি। যদ্যপি ঋতঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ ইত্যাদিভির্বাক্যৈঃ ঋতাদীনামুপদেশ আসীৎ তথাপি তত্র স আনর্থক্য-পরিহারার্থঃ, ইহ তু জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থত্বাৎ কর্ত্তব্যনিয়মার্থ ইত্যপৌনরুক্ত্যম্। অনুশাস্তি অনু বেদগ্রহণাৎপরং শাস্তি তদর্থং গ্রাহয়তীত্যর্থঃ। সত্যং যথা-প্রমাণাবগতং বক্তব্যং বদ—নাবিজ্ঞাতং বক্তব্যং বাচ্যমিত্যর্থঃ। ধর্ম্মং চর 'যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্ম' ইত্যুক্তং শ্রৌতস্মার্ত্তাত্মকং নিত্য-নৈমিত্তিকরূপং কর্ম্ম চর অনুপালয়। সত্যকথনস্ত অনৃতবদনে নরকপ্রাপ্তি-রিতি তৎপরিহারার্থমেব বিহিতং ন ধর্ম্মত্বেনেতি পৃথগুক্তির্ন দোষায়। স্বাধ্যায়াৎ অধ্যয়নাৎ 'জুগুপ্সাবিরামপ্রমাদার্থানামুপসংখ্যানমি'ত্যপাদান-সংজ্ঞা, মা প্রমদঃ মাঙি লুঙ্। প্রমাদমনবধানং মা কার্ষীঃ। আচার্য্যায় বেদাধ্যাপকার্থং প্রিয়মিষ্টং ধনমাহৃত্য বিদ্যানিষ্ক্রয়ে তস্মৈ দক্ষিণা-রূপেণ দত্ত্বা তেনানুজ্ঞাতো দারান্ পরিগৃহ্য, প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ পুত্রসন্তত্যবিচ্ছেদায় যতেথাঃ। পূর্ব্বোক্তপ্রজাপ্রজননপ্রজাতিশব্দৈস্তদ-র্থোক্তাবপি অনুৎপদ্যমানেঽপি পুত্রে পুত্রকাম্যাদিকর্ম্মণা তদুৎপত্তৌ যত্নঃ কর্ত্তব্য ইতি বিধীয়তে অতো ন পৌনরুক্ত্যম্। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্ সত্যেচ অনৃতপ্রসঙ্গো নিবারণীয়ঃ। শাস্ত্রপ্রতিষেধং বিস্মৃত্যাপি অনৃতং ন বক্তব্যম্!

লোভেনাপি অনৃতং নাশ্রয়ণীয়ম্, মোহাদ্বাপি অনৃতসেবা ন কার্য্যা-ইত্যাশয়ঃ। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্, ধর্ম্মস্যানমুষ্ঠানং প্রমাদঃ স ন কর্ত্তব্যঃ। নিত্যনৈমিত্তিকধর্ম্মাণামমুষ্ঠানে প্রত্যবায়োৎপত্তিশ্রবণাৎ, প্রত্যবায়স্ত ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিবন্ধকত্বাদিয়ং সতর্কবাণী। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্ কুশলং নাম আত্মধর্ম্মরক্ষার্থং কর্ম্ম ঈশ্বরার্চ্চনাদি মঙ্গলকার্য্যং বা তত্র যত্ন-আস্থেয়ঃ। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্—ঐশ্বর্য্যার্থে অধ্যবসায়ে আলস্যং ন কার্য্যম্ ঐশ্বর্য্যস্য সর্ব্বশ্রেয়ঃসাধনত্বাদিতিভাবঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্—স্বাধ্যায়োঽধ্যয়নং প্রবচনঞ্চাধ্যাপনং—তে হি নিয়মেনানু-ষ্ঠেয়ে। দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ দৈবপিত্র্যে কর্ম্মণী যথাশক্তি আচরণীয়ে উক্তঞ্চ ভগবতা 'দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু ব' ইতি। 'কাম্যফলাভিসন্ধৌ প্রদানশক্তাঃ সকলে-প্সিতানাং বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু ইতি চ' স্মৃতিঃ। অনভিসং-হিতেষু ফলাভিসন্ধানরহিতেষ্বিত্যর্থঃ। মাতৃদেবো ভব মাতা দেবতা যস্য স ত্বং ভব স্যাঃ, মাতরং দেবতাবদুপাস্স্ব। গর্ভধারণপোষণাদিনা মাতুর্গরীয়স্ত্বাৎ পিতৃতঃ প্রথমোক্তিঃ। এবং পিতৃদেবো ভব আচার্য্যদেবো ভবেতি এতৌ দেবতাবদারাধ্যৌ। উক্তঞ্চ মনুনা আচার্য্যোপাসনায়াঃ-কর্ত্তব্যত্বে 'উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা'। আচার্য্যলক্ষণঞ্চ 'উপনীয়দদদ্বেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ। গুরুরাচার্য্যঃ তথাচ বার্ত্তিকম্ 'চরেরাড়িচাগুরৌ' ইতি অতিথেরপি গুরুত্বাভিধানাৎ, ন স অনাদরণীয় ইতি ভাবঃ 'সর্ব্বস্যাভ্যাগতো গুরু'রিতিচস্মৃতিঃ। অনুশিষ্টানামুক্তানাং দার্ঢ্যায় অপরিহার্য্যত্বং হেতুভিরুদ্দিশতি এষ আদেশ ইত্যাদিনা। এষঃ উক্তানি বাক্যানি আদেশঃ বিধিবাক্যমিব, শাসনং রাজাজ্ঞাতুল্যম্ অপরিহার্য্যমিতি ভাবঃ। এষ উপদেশঃ পিত্রাদিহিতৈষিবচনম্। এষা বেদোপনিষৎ সর্ব্বত্রবিধেয়প্রাধান্যাল্লিঙ্গভেদো ন দোষায়। বেদস্য উপনিষৎরহস্যং বেদার্থ ইতি যাবৎ। এতদনুশাসনম্ শিষ্যং প্রতি

আচার্য্যস্থ কর্ত্তব্যং শিক্ষণম্। অত এতৎ সর্ব্বম্ উপাসিতব্যম্ পালয়িতব্যম্। এবম্ উ চ এতদুপাস্যম্—উ অবধারণে চ সমুচ্চয়ে এতৎ পূর্ব্বোক্তং বাক্যং উপাস্যম্ বিচারণীয়ম্ আদরার্থা দ্বিরুক্তিঃ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে একাদশানুবাকস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—গৃহস্থের জীবন কিপ্রকারে গঠন করিতে হইবে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত এই অনুবাক আরম্ভ করিতেছেন।

আচার্য্য শিষ্যকে বেদাধ্যয়ন করাইবার পর সমাবর্ত্তনকালে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক গৃহস্থধর্ম্মের পালন কি প্রকারে করিতে হইবে, তাহাই শিক্ষা দিতেছেন। হে শিষ্য! তুমি সর্ব্বদা সত্যকথা বলিবে। আপদেও মিথ্যার আশ্রয় লইবে না। নিজ বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্ম শাস্ত্রসম্মতভাবে অনুষ্ঠান করিবে। বেদাভ্যাস, সন্ধ্যাবন্দনাদি ইষ্টমন্ত্রজপ ও ভগবন্নাম-গুণ-কীর্ত্তনাদি নিত্যকর্ম্মে কখনও অবহেলা করিবে না। গুরু-দক্ষিণাস্বরূপ গুরুর রুচির অনুরূপ ধন ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করিবে। তৎপরে গুরুর আজ্ঞা লইয়া গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করিয়া স্বধর্ম্মপালনকরতঃ সন্তান-পরম্পরা সুরক্ষিত করিবে। অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে বিবাহিত ধর্ম্মপত্নীর সহিত ঋতুকালে নিয়মিত সহবাসপূর্ব্বক অনাসক্তিসহকারে সন্তান-উৎপত্তির কার্য্য করিবে।

তুমি কখনও সত্য লঙ্ঘন করিবে না। কখনও মিথ্যার আশ্রয় লইবে না। এইপ্রকারে ধর্ম্মপালনে কখনও ভুল করিবে না। লৌকিক ও শাস্ত্রীয় কর্ত্তব্যরূপে যে সকল শুভ কর্ম্মের বিধান আছে, তাহা কখনও ত্যাগ বা উপেক্ষা করিবে না। পরন্তু উহার যথাযোগ্য

অনুষ্ঠান করিবে। সাংসারিক ধন-সম্পত্তির বৃদ্ধিতেও বর্ণাশ্রমানুকূল চেষ্টা করিবে। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকে কখনও অবহেলা বা ত্যাগ করিবে না। অগ্নিহোত্র ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানরূপ দৈবকার্য্য এবং শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্য সম্পাদনে কখনও আলস্য বা অবহেলা করিবে না।

দেবভাবে মাতা, পিতা, আচার্য্য ও অতিথির সেবা করিবে। ভক্তি-পূর্ব্বক ইহাদের আজ্ঞা পালন, প্রণাম ও বিনয়পূর্ব্বক ব্যবহারে ইঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবে। সর্ব্বদা অনিন্দনীয় ও শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাচরণ করিবে। অশাস্ত্রীয় ও নিন্দিত কর্ম্মের আচরণ করিবে না। আমাদের আচরিত ও বিহিত কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠান করিবে। নিষিদ্ধ কর্ম্মগুলি অনুষ্ঠান করিবে না। যাঁহারা আমাদিগের হইতে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বয়স্, বিদ্যা, তপঃ, আচরণাদিতে শ্রেষ্ঠ পূজ্যপুরুষ তাঁহারা গৃহে উপস্থিত হইলে, উহাঁদিগকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আসনাদি প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকারে সম্মান ও যথাযোগ্য সেবা করিবে। নিজ শক্তি-অনুরূপ দানবিষয়ে সর্ব্বদা তৎপর থাকিবে। যাহা কিছু দিবে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দিবে, অশ্রদ্ধায় প্রদত্ত হইলে সে দান অসৎ। (গীঃ ১৭।২৮)। প্রসন্নচিত্তে যৎকিঞ্চিদ্বোধে লজ্জাসহকারে ভয়যুক্তভাবে দান করিবে।

যদি কখনও তোমার কোন শাস্ত্রোক্ত বা লৌকিক কর্ম্মে সংশয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ স্থানে বা ঐ সময়ে সে সকল শাস্ত্রীয় কর্ম্ম-নিপুণ, বিচারক্ষম, উচিত পরামর্শদাতা, সৎকর্ম্ম ও সদাচারসম্পন্ন অরুক্ষ-স্বভাব, ধর্ম্মমাত্রকাম ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহারা উক্ত কর্ম্ম যেরূপ আচরণ করেন, তুমিও সেইরূপই আচরণ করিবে; আর নিন্দিতকর্ম্ম-বিষয়ে তাঁহারা যেরূপ আচরণ করেন, তুমিও সেইরূপই করিবে।

ইহাই শাস্ত্রের আজ্ঞা, যাহা গুরু এবং মাতা-পিতা নিজ শিষ্য ও সন্তানের প্রতি উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহাই সম্পূর্ণ বেদের রহস্য, ইহাই অনুশাসন। ঈশ্বরের আজ্ঞা ও পরম্পরাগত উপদেশের নাম

অনুশাসন। সুতরাং তোমার এইপ্রকার কর্ত্তব্য এবং সদাচারের পালন করা কর্ত্তব্য। এইরূপই উপাসনা করিবে, এইরূপই ব্রহ্মের উপাসনা কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মচারিকৃত্য-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসন্ দান্তো গুরোর্হিতম্।
আচরন্ দাসবন্নীচো গুরৌ সুদৃঢ়সৌহৃদঃ॥
সায়ং প্রাতরুপাসীত গুর্ব্বগ্ন্যর্কসুরোত্তমান্।
সন্ধ্যে উভে চ যতবাগ্ জপন্ ব্রহ্ম সনাতনম্॥
ছন্দাংস্যধীয়ীত গুরোরাহূতশ্চেৎ সুযন্ত্রিতঃ।
উপক্রমেঽবসানে চ চরণৌ শিরসা নমেৎ॥" (ভাঃ ৭।১২।১-৩)

… … …

"উষিত্বৈবং গুরুকুলে দ্বিজোঽধীত্যাববুধ্য চ।
ত্রয়ীং সাঙ্গোপনিষদং যাবদর্থং যথাবলম্॥
দত্ত্বা বরমনুজ্ঞাতো গুরোঃ কামং যদীশ্বরঃ।
গৃহং বনং বা প্রবিশেৎ প্রব্রজেৎ তত্র বা বসেৎ॥"
(ভাঃ ৭।১২।১৩-১৪)

গৃহস্থাশ্রম-সম্বন্ধেও পাই,—

"গৃহেষ্ববস্থিতো রাজন্ ক্রিয়াঃ কুর্ব্বন্ যথোচিতাঃ।
বাসুদেবার্পণং সাক্ষাদুপাসীত মহামুনীন্॥
দেবানৃষীন্ নৃভূতানি পিতৄনাত্মানমন্বহম্।
স্ববৃত্ত্যা গতবিত্তেন যজেত পুরুষং পৃথক্॥
যর্হ্যাত্মনোঽধিকারাদ্যাঃ সর্ব্বাঃ স্যুর্যজ্ঞসম্পদঃ।
বৈতানিকেন বিধিনা অগ্নিহোত্রাদিনা যজেৎ॥

পুরুষেষ্বপি রাজেন্দ্র সুপাত্রং ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা ধত্তে বেদং হরেস্তনুম্॥
নম্বস্ত ব্রাহ্মণা রাজন্ কৃষ্ণস্য জগদাত্মনঃ।
পুনন্তঃ পাদরজসা ত্রিলোকীং দৈবতং মহৎ॥"

(ভাঃ ৭।১৪।২।১৫-১৬।৪১-৪২) দ্রষ্টব্য।

ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ-কৃত-'সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা'-গ্রন্থেও সমাবর্ত্তন-সম্বন্ধে পাই,—

"অথ কৃতবেদাধ্যয়নমাচার্য্যানুমতং মাণবকং সমাবর্ত্তয়েৎ।" ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ের একাদশ অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

ইতি—শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে একাদশোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ॥

শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে দ্বাদশোঽনুবাকঃ

উপসংহার-শান্তিপাঠঃ—

শ্রুতিঃ—ওঁ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নো ভবত্বর্য্যমা। শন্ন ইন্দ্রো-
বৃহস্পতিঃ। শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে
বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং
ব্রহ্মাবাদিষম্। ঋতমবাদিষম্। সত্যমবাদিষম্।
তন্মামাবীৎ। তদ্বক্তারমাবীৎ। আবীন্মাম্। আবীদ্
বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে দ্বাদশোঽনুবাকঃ
সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ ও অনুবাদের নিমিত্ত প্রথম অনুবাক দ্রষ্টব্য।

উপনিষদন্তে মঙ্গলাচরণ বা শান্তিপাঠ কর্ত্তব্য। ইহা অতীত বিদ্যা-প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক উপসর্গ নিবৃত্তির জন্য কৃত হইয়া থাকে, সে-কারণ সর্ব্বত্র অতীতকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যেমন 'অবাদিষম্, আবীৎ'।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—(উপসংহারশান্তিপাঠঃ) অধীতানামুপনিষদামন্তে পঠিতব্যাং শান্তিমাহ—শং নো মিত্রঃ—শান্তিঃ। পূর্ব্বমেব ব্যাকৃতমেতৎ। লৃ‌ঙাদিস্থানে ভূতার্থত্বাৎ লুঙ্‌প্রয়োগ ইতি বিশেষঃ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে দ্বাদশানুবাকস্ত
শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং
সমাপ্তম্ ॥

তত্ত্বকণা—শিক্ষাবল্লীর এই অন্তিম অনুবাকে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির অধিষ্ঠাতা পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপে উঁহার স্তুতি-করতঃ প্রার্থনা পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। ভাবার্থ এই যে,—সমস্ত আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক শক্তিরূপে তথা উঁহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা মিত্র, বরুণাদিরূপে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের সকলের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা পরমেশ্বর। সেই পরমেশ্বর আমার কল্যাণ করুন। আমার কল্যাণের পথে কোন প্রকার বিঘ্ন না আসে। সকলের অন্তর্য্যামী সেই পরব্রহ্মকে নমস্কার। তিনি আমাদের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ তাপের বা বিঘ্নের উপশম করুন। শ্রীভগবান্ শান্তিময়, সেইজন্য উঁহার নাম-স্মরণে সর্ব্বপ্রকারে শান্তি লাভ হয়। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

বৈগুণ্য-প্রশমনমন্ত্রেও পাওয়া যায়,—

"ওঁ যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥"

ওঁ এতৎ কর্ম্মসু যৎ কিঞ্চিদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোঃ স্মরণমহং করিষ্যে ওঁ শ্রীহরিঃ ওঁ শ্রীহরিঃ ওঁ শ্রীহরিঃ ॥

শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতেও পাই,—"ওঁ তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো-দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসয়েত্তং যজেত্তং ভজেদিতি ওঁ তৎ সদিতি ॥"

শ্রীগীতার "ওঁ তৎ সদিতি" (গীঃ ১৭।২৩-২৪) শ্লোকদ্বয়ও দ্রষ্টব্য ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ের দ্বাদশ অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে দ্বাদশোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

আনন্দবল্ল্যধ্যায়ঃ (দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ)

প্রথমোঽনুবাকঃ

শান্তিসূক্তম্

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্য্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।
নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি।
ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং
বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্।
অবতু বক্তারম্।

[এই শান্তিসূক্তের অনুবাদ শিক্ষাবল্লীর প্রথমানুবাকে দ্রষ্টব্য। কোন কোন গ্রন্থে এই স্থানে শান্তিপাঠে এই অংশ নাই]।

হরিঃ ওম্। সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ
বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বি-
ষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥১॥

অনুবাদ—[অধীতমন্ত্র] নৌ (গুরু ও শিষ্য আমাদের দুইজনকে) সহ (মিলিতভাবে] অবতু (শ্রীহরি রক্ষা করুন যেহেতু অন্যতরের দোষ ঘটিলে অধ্যয়ন সিদ্ধ হইবে না, এইজন্য গুরু ও শিষ্য উভয়ের এই প্রার্থনা) নৌ সহ ভুনক্তু (পরমেশ্বর, আমাদের মিলিতভাবে দুইজনকে পালন করুন, ইহাতে অধ্যয়নে উপযোগী জীবনরক্ষা প্রার্থিত হইতেছে) সহ বীর্য্যং করবাবহৈ (বীর্য্যং—বিদ্যাদি লাভের নিমিত্তীভূত সামর্থ্য) করবাবহৈ (মিলিত ভাবে যেন আমরা অর্জ্জন করি) নৌ অধীতং (আমাদিগের উভয়ের অধ্যয়ন) তেজস্বি (বীর্য্যবান্) অস্তু (হউক), মা বিদ্বিষাবহৈ (আমরা পরস্পর যেন বিদ্বেষ না করি

অর্থাৎ পরস্পর অনুরক্ত থাকিয়া বিদ্যার আদান-প্রদানে নিরত থাকি, কারণ অন্যতরের বিদ্বেষ জন্মিলে অধীত-মন্ত্রের শক্তি হ্রাস হইবে)। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (অন্যান্য দোষেরও শান্তি হউক)। [এতাবৎ প্রবন্ধে নির্ব্বিঘ্নে বিদ্যাপ্রাপ্তির প্রার্থনা করা হইতেছে] ॥১॥

শ্রুতিঃ—ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যাওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। তস্যেদমেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা। ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥২॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে প্রথমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—ব্রহ্মবিদ্ (নিরতিশয় বৃহত্ত্বাশ্রয়-বস্তুর উপাসক, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি) পরম্ (সকল হইতে উৎকৃষ্ট পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে) আপ্নোতি (লাভ করেন) [এইটি দ্বারা সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহা এই বল্লীটির প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিপাদক সূত্রভূত। শাস্ত্রের আদিতে প্রতিপাদ্য, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের জ্ঞাপন কর্ত্তব্য, সেজন্য প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম, গ্রন্থের সহিত সেই পরব্রহ্মের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাব সম্বন্ধ, পরব্রহ্ম-প্রাপ্তি সেই ব্রহ্মজ্ঞানের ফল। যাহা প্রাপ্য হয়, তাঁহাই উপাস্য হয়, এই নিয়মে পরব্রহ্মই উপাস্য অবগত হওয়া যাইতেছে। এক্ষণে প্রশ্ন আসে—সেই উপাস্য পরব্রহ্ম কে? তাঁহার

উপাসনা কি প্রকার? প্রাপ্তি কি? এবং প্রাপ্যের স্বরূপ বা লক্ষণ কি? এই চারিটি প্রশ্নের উত্তর মন্ত্রমাধ্যমে বিবৃত করিবার জন্য বলিতেছেন—তদেষা অভ্যুক্তা] তৎ (সেই পরব্রহ্মকে) এষা (এই ঋক্ —মন্ত্র) অভি (লক্ষ্য করিয়া—প্রতিপাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া) উক্তা (অধ্যেতৃগণ বলিয়াছেন) [অর্থাৎ ব্রাহ্মণবাক্যে বর্ণিত-বিষয়ের বিশদতা এই মন্ত্র দ্বারা করা হইতেছে। কি সেই মন্ত্র?] ব্রহ্ম সত্যং (সেই ব্রহ্ম উপাধিশূন্য কেবলসৎস্বরূপ; এ-কথায় প্রাকৃতিক বিকারাস্পদ প্রপঞ্চ ও তৎসম্পর্কী চেতন জীবকে বাদ দেওয়া হইল) ব্রহ্ম জ্ঞানম্ (সত্য, জ্ঞান, অনন্ত এই তিনটির প্রত্যেকের সহিত ব্রহ্ম পদার্থের অন্বয়) [ব্রহ্মকে সত্যস্বরূপ বলিলেই তাঁহা যে বিকারবিশিষ্ট নহেন, তাহা বুঝাইল, অতএব ব্রহ্ম কারণ—ইহা সিদ্ধ হইতেছে, যদি বল, তাহা হইলে ব্রহ্ম—কারক হইয়া পড়িল, অনুমানও এইরূপ করা যায় 'কারণং কারকং বস্তুত্বাৎ মৃদ্বৎ' মৃত্তিকা দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের অচেতনত্ব আসিয়া পড়িল, পূর্ব্বপক্ষীর এই আশঙ্কা বারণার্থ বলিলেন, না ব্রহ্ম—অচেতন নহেন, তিনি জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ স্বপ্রকাশাত্মা। আপত্তি হইতেছে—জ্ঞান বলিলেই কোনও এক বিষয়কে বিষয় করিয়া থাকিবে, কিন্তু কেহ যদি বলেন যে, ব্রহ্মস্বরূপতো নির্ব্বিষয়ক কিরূপে জ্ঞানস্বরূপ হইবেন? অতএব ব্রহ্ম জ্ঞানগুণক বলিতে হয়, তাহা হইলে কিরূপে জ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপ হইবে? এজন্য স্বপ্রকাশত্বই জ্ঞানত্ব জানিবে, জ্ঞানকর্ত্তা জ্ঞানপদ-বাচ্য হইলে ব্রহ্মের সবিকারত্বাপত্তি, সবিকার হইলে সত্যও হইতে পারেন না, অনন্তও হইতে পারেন না, এইজন্য জ্ঞানস্বরূপ বলা হইল, তাহাতে ব্রহ্ম যে কর্ত্তৃকারক ও অচেতন নহেন, তাহাই প্রতিপন্ন হইল—'জ্ঞানম্' এই পদটির অন্ত্যস্বর উদাত্ত হওয়ায় জ্ঞানগুণক অর্থই সঙ্গত, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বজ্ঞ আবার জ্ঞানস্বরূপও; পুনশ্চ আপত্তি—যদি ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হন, তবে ব্রহ্ম অনন্ত হইবেন কিরূপে? যেহেতু জ্ঞান-

মাত্রই সান্ত, এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন—] [ব্রহ্ম] অনন্তম্ (ত্রিবিধ পরিচ্ছেদশূন্য, অর্থাৎ অপ্রাকৃত অনন্তগুণাশ্রয় নারায়ণ) [যদি বল, যদি অনন্ত-শব্দে অনন্তগুণাধার নারায়ণ অর্থ হয়, তবে ক্লীবলিঙ্গ হইল কেন? তাহাতে বলিব, উহা পুংলিঙ্গই; দ্বিতীয়ার একবচনে আছে, পরবর্ত্তী 'বেদ' ক্রিয়ার কর্ম্মপদ]; গুহায়াং (হৃদয়-মধ্যে) নিহিতম্ (নিগূঢ়ভাবে স্থিত, তাঁহাকে) যো বেদ (যিনি জানেন—উপাসনা করেন—এই উক্তি দ্বারা 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' এই শ্রুত্যন্তর্গত 'বিদ্' পদের অর্থ বলা হইল) পরমে ব্যোমন্—ব্যোম্নি (অপ্রাকৃত আকাশ-শব্দে-শব্দিত পরব্যোমে পরম পদের আশ্রয়ে থাকিয়া) সর্ব্বান্ কামান্ (সমস্ত কাম্যবস্তু—কল্যাণগুণ) সঃ (সেই পরমেশ্বরোপাসক) সহ ব্রহ্মণা (পরমেশ্বর শ্রীভগবানের সহিত) [কিরূপ] বিপশ্চিতা (সর্ব্বজ্ঞ) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন) [এখানে ইহা অনুধাবনীয়—'ব্রহ্মণা সহ' বলায় ব্রহ্মের অপ্রাধান্য হইয়া পড়িল, যেহেতু 'সহযুক্তে-ঽপ্রধানে' এই পাণিনীয় সূত্রে অপ্রধানেই তৃতীয়া হয়। ইহা বলিতে পার না; যেহেতু 'পুত্রেণ সহৌদনং ভুঙ্‌ক্তে' পুত্রের সহিত পিতা অন্ন খাইতেছেন—এ কথায় ভোক্তৃসহিতত্ব যেমন বুঝায়, সেইরূপ 'ব্রহ্মণা সহ ভুঙ্‌ক্তে'—এ-কথায় ব্রহ্মও ভোগ করিতেছেন, আবার উপাসকও ভোগ করিতেছেন—এই অর্থে ব্রহ্মের অপ্রাধান্যের আশঙ্কা হইতে পারে—অতএব যদি ভোক্তৃসাহিত্য না ধরিয়া যদি ভোগ্য-সাহিত্য ধরি অর্থাৎ 'পয়সা ওদনং ভুঙ্‌ক্তে' দুগ্ধের সাহায্যে অন্ন খাইতেছে বলা যায়, তবে ভোগ্যসাহিত্য-অর্থে কোন দোষই হয় না অর্থাৎ সেবা কল্যাণগুণ যেমন আস্বাদ করে, সেইপ্রকার পরমানন্দময় পরব্রহ্মের লীলারস সেবাদি দ্বারা আস্বাদ করে, এই অর্থই গ্রহণীয়; ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। মর্ম্ম এই—উপাসক ব্রহ্মকে ভোগ করেন না, তাঁহার লীলারস-আস্বাদন

উপাসকের পরম প্রিয় হয়। কিংবা 'ব্রহ্মণা' এই পদে সহযোগে তৃতীয়া না বলিয়া 'ইত্থম্ভূতলক্ষণে' তৃতীয়া বলিলে আর কোনও অসঙ্গতি থাকে না, ইহার পর্য্যবসিত অর্থ ব্রহ্মণা-ব্রহ্মভূত হইয়া, সহ—যুগপৎ এককালে উভয়ে সেব্য-সেবকভাবে পরস্পর সকল লীলারস আস্বাদ করেন, এই অর্থ কেহ কেহ করেন,—ইহাতে অভেদার্থ বুঝায় না। প্রথমে ব্রহ্মকে সত্য অর্থাৎ প্রাকৃত উপাধিশূন্য, অশেষকল্যাণ-গুণময় বলা হইয়াছে, এক্ষণে অনন্ত শব্দের তাৎপর্য্য সর্ব্বোপাদানত্ব ও সর্ব্বান্তরত্বরূপ অর্থ শ্রুতি বিবৃত করিতেছেন—'তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ' ইত্যাদি] তস্মাৎ (সেই 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতিপরম্' এই প্রথমোক্ত ব্রাহ্মণে বর্ণিত পরব্রহ্ম অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতে) এতস্মাৎ (অব্যবহিত 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ' ইত্যাদি মন্ত্রে বর্ণিত এই) আত্মনঃ (পরমেশ্বর হইতে) আকাশঃ সম্ভূতঃ (প্রাকৃত আকাশ উৎপন্ন হইল) আকাশাৎ বায়ুঃ (আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল) বায়োঃ (বায়ু হইতে) অগ্নিঃ (অগ্নি অর্থাৎ তেজঃ উদ্ভূত হইল) অগ্নেঃ আপঃ (অগ্নি হইতে জল জন্মিল) অদ্ভ্যঃ পৃথিবী (জল হইতে পৃথিবী উঠিল) পৃথিব্যা ওষধয়ঃ (পৃথিবী হইতে সর্ব্ববিধ শস্য—বৃক্ষ জন্মিল) ওষধীভ্যোঽন্নম্ (ওষধি—বৃক্ষ হইতে অন্ন অর্থাৎ জীবের খাদ্য সৃষ্ট হইল) অন্নাৎ পুরুষঃ (সেই অন্ন শুক্রশোণিতরূপে পরিণত হইলে তাহা হইতে জীব-শরীর উদ্ভূত হইল) [এখানে আকাশাদি পূর্ব্বকারণ-ভূত হইতে উদ্ভূত কার্য্যভূতে কারণের গুণও উদ্ভূত জ্ঞাতব্য অর্থাৎ আকাশের গুণ শব্দ বায়ুতে আসিল ও বায়ুর নিজগুণ স্পর্শও উদ্ভূত হইল সুতরাং বায়ু দুইটি গুণবিশিষ্ট হইল, এইরূপ তেজে বায়ুর শব্দ ও স্পর্শগুণ এবং তেজের নিজস্ব রূপ মিলিয়া তেজ ত্রিগুণ হইল, তেজ হইতে জাত জলে শব্দ-স্পর্শ ও রূপ আসিল ও নিজগুণ রস তাহাতে মিলিত হইল, জল হইতে উদ্ভূত পৃথিবীতে, শব্দ, স্পর্শ,

রূপ, রস এবং নিজগুণ গন্ধ সংযোগে পঞ্চগুণ পৃথিবী হইল জানিবে] স বৈ এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ (সেই এই অন্নরসের বিকারীভূত দেহ পুরুষাকৃতি হইল) [অতঃপর ইহাকে পক্ষিরূপে কল্পনা করিতেছেন—] তস্য (দেহরূপ পুরুষের) ইদমেব (এই প্রত্যক্ষতঃ দৃশ্যমানই) শিরঃ (মস্তক) অয়ং (এই যে দক্ষিণ হাত—ইহাই) দক্ষিণঃ পক্ষঃ (সেই পক্ষিরূপী পুরুষের দক্ষিণ পাখা) অয়ং (এই অর্থাৎ মানুষের বাম হাতের মত) উত্তরঃ পক্ষঃ (তাহার বাম পাখা) অয়ম্ (গ্রীবার নীচে এবং নাভির উর্দ্ধে যে মধ্যম ভাগ আছে, উহাই) আত্মা (অন্যান্য অঙ্গের আত্মা অর্থাৎ ধারক) ইদং (এই যে নাভির অধোভাগে স্থিত অঙ্গ, তাহা) পুচ্ছং (পক্ষীর পুচ্ছের মত, অধোলম্বমানত্ব সাদৃশ্য ধরিয়া চরণকে পুচ্ছ বলা হইল) প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়—অবলম্বন)। তৎ অপি (উক্ত বিষয়েও) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি (এইরূপ একটি শ্লোক আছে) [এইরূপ উক্তির তাৎপর্য্য—অরুন্ধতী দেখাইতে যেমন প্রথমে অন্যান্য নক্ষত্র দেখাইয়া পরে ক্রমশঃ অরুন্ধতী দর্শন হয়, সেইপ্রকার ব্রহ্মের সর্ব্বান্তরত্ব বুঝাইবার জন্য প্রথমে লোকপ্রসিদ্ধ শারীর আত্মাকে ধরিয়া বিবৃতি করা হইল] ॥২॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে প্রথমানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—অতঃপর পরতত্ত্ব ও পুরুষার্থ প্রতিপাদনার্থ আনন্দবল্লী নামক দ্বিতীয় অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে, ইহাতে পরব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বোত্তম তত্ত্ব লাভ করেন—এইটি প্রথমে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহাতে প্রয়োজন, সম্বন্ধ, স্বরূপ প্রভৃতির উদ্দেশ করা হইয়াছে। 'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' ইহার অন্তর্গত 'ব্রহ্ম' শব্দটি প্রতিপাদ্য, 'বিদ্' শব্দে অধিকারী 'আপ্নোতি' পদে প্রাপ্তি, 'পরম্' পদে প্রাপ্য বস্তুটি বুঝাইতেছেন, সুতরাং প্রথমেই

জিজ্ঞাসা আসে—'ব্রহ্ম' কি ? বিদ্ কে ? প্রাপ্তি কিরূপ ? ও পরতত্ত্ব কীদৃশ ? সেই প্রশ্নগুলির সমাধানার্থ শ্রুতি একে একে বলিতেছেন, 'তদেষাভ্যুক্তা' সেই পরব্রহ্মকে অধিকার করিয়া এই মন্ত্র অধ্যেতারা পাঠ করিয়াছেন। যথা ব্রহ্ম—সত্যস্বরূপ, জগতে যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান বস্তু, সে সমুদয়ই অসৎ, জ্ঞেয় ও পরিচ্ছিন্ন, যিনি সৎ অর্থাৎ শাশ্বত, নিরুপাধিক সত্তাবিশিষ্ট, তিনিই ব্রহ্ম। ইহা দ্বারা বিকারাশ্রয় অচেতন ও বিকারসংস্পৃষ্ট চেতনকে নিরাস করা হইল। যদিও মুক্ত পুরুষেরা সৎ, পরমাণু প্রভৃতি সৎ হইলেও তাহারা অচেতন, প্রকৃতি সতী হইলেও জড়া, মুক্ত পুরুষগণ সঙ্কুচিত জ্ঞানের (পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের) আশ্রয় কিন্তু পরব্রহ্ম সঙ্কুচিত জ্ঞানাশ্রয় নহেন, তিনি চেতন—তাহাই বলিতেছেন—'ব্রহ্ম জ্ঞানং' ব্রহ্ম—জ্ঞানস্বরূপ। যদি কেহ বলেন—জ্ঞানমাত্রই একটি বিষয়কে অবলম্বন করিয়া থাকে কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ কোন বিষয়াবগাহী নহেন অতএব জ্ঞানগুণবান্, এইটি জ্ঞান-শব্দের অর্থ বলিতে হয় অথচ সূত্রে 'জ্ঞানং' এইমাত্র বলিয়াছেন। যদি তাহার অর্থ স্ব-প্রকাশত্ব বলা হয় তবে 'তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপ-দেশঃ প্রাজ্ঞবৎ' এই বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে বলা হইয়াছে, বিষ্ণু সর্ব্বজ্ঞ—, সর্ব্ববিৎ হইলেও 'সত্যং জ্ঞানং' বলিয়া জ্ঞানরূপে ব্যপদেশ করা হইয়াছে, ইহার সহিত অসামঞ্জস্য হইল, এইজন্য জ্ঞানপদে জ্ঞান-গুণবান্ বলিতেই হইবে, যেমন প্রকাশস্বরূপ হইয়াও সূর্য্য প্রকাশক, সেইরূপ ব্রহ্ম জ্ঞাতা ও জ্ঞান উভয়স্বরূপ। তবে যে আপত্তি উঠিয়াছে —'জ্ঞানং' বলিলে জ্ঞাতাকে বুঝাইবে কেন ? তাহারও সমাধান— জ্ঞান আছে যাহার এই অর্থে অচ্ প্রত্যয়দ্বারা নিষ্পন্ন জ্ঞানশব্দ, আবার তাঁহাকে 'প্রজ্ঞানঘন' 'নিত্যবিজ্ঞান' ইত্যাদিরূপে জ্ঞানস্বরূপও বলা হইয়াছে, তাহাও ঈশ্বরের অচিন্তনীয় মহিমায় সমাধেয়। অতঃপর তাঁহাকে অনন্ত বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—তিনি দেশতঃ, কালতঃ

ও স্বরূপতঃ এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদশূন্য, তন্মধ্যে স্বরূপতঃ পরিচ্ছেদ-শূন্যতা বলিতে তাঁহার সম কেহ নাই; তাঁহা হইতে উত্তম কেহ নাই; এই উক্তির নিদান অসাধারণ নিরতিশয় গুণপ্রকর্ষ তাঁহাতেই আছে, স্মৃতিতেও পাওয়া যায় 'নান্তং গুণানাং গচ্ছন্তি তেনানন্তো-হয়মুচ্যতে' দেশ, কাল, স্বরূপ ইহারা তাঁহার গুণের পরিসীমা করিতে পারে না, এজন্য তিনি অনন্ত, রূঢ়িবশতঃ অনন্ত-শব্দ পর দেবতা-বিশেষ শ্রীনারায়ণের বাচক। ইহা পুংলিঙ্গ শব্দ দ্বিতীয়ার একবচনে 'অনন্তং' হইয়াছে, 'বেদ' ক্রিয়ার কর্ম্ম বলিয়া দ্বিতীয়া। অতএব 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইহা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ বিবৃত হইল। এক্ষণে 'বিদ্' শব্দের অর্থ বলা হইতেছে 'যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্' এই বাক্যদ্বারা যে তাঁহাকে জানে অর্থাৎ উপাসনা করে, ধ্যান করে। যদি বল, প্রাকৃত রূপহীন, প্রাকৃত গুণহীন তাঁহার ধ্যান কিরূপে সম্ভব? তাহার উত্তরে বলিতেছেন 'নিহিতং' তিনি নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত। কোথায়? 'গুহায়াং' হৃদয়ের অভ্যন্তরে, অর্থাৎ হৃদয়ের অভ্যন্তরে পুণ্ডরীক-মধ্যে থাকিয়া যিনি ইন্দ্রিয়-প্রাণ প্রভৃতি সমস্ত পরিচালনা করিতেছেন। এইভাবে তাঁহাকে যে ধ্যান করে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্। অতঃপর ব্রহ্মের প্রাপ্তি নিরূপিত হইতেছে—'পরমে ব্যোমন্' অর্থাৎ অপ্রাকৃত মহাকাশ-শব্দবাচ্য পরমব্যোমে পরমপদের আশ্রয়ে থাকিয়া সেই ব্রহ্মোপাসক সর্ব্ববিধ কল্যাণগুণযুক্ত নিরুপাধিক অনন্যাধীন দেশকালাদিদ্বারা অসঙ্কুচিত, সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানবান্ শ্রীহরির সহিত তদীয় লীলারস আস্বাদ করেন, ইহাতে ব্রহ্মের অপ্রাধান্য শঙ্কা হইতে পারে বটে কিন্তু তাহা নহে; এখানে ভোক্তৃসাহিত্য আপাততঃ বোধ হইলেও ভোগ্যসাহিত্যই বিবক্ষিত অর্থাৎ যেমন শ্রীহরি অশেষ কল্যাণগুণ ও অপহতপাপ্মত্বাদি অষ্টগুণবিশিষ্ট, সেইপ্রকার ঐ শ্রীহরির উপাসকও ঐসকল গুণ প্রাপ্ত হয়। আবার শ্রীহরির সহিত মিলিত হইয়া

সেব্য-সেবকভাবে উভয়ে লীলারস আস্বাদ করেন—ইহাই তাৎপর্য্য। এইরূপে মূল সূত্রের ব্যাখ্যা করিবার পর তাঁহার আনন্ত্যকে সবিস্তারে দেখাইতেছেন—সর্ব্বোপাদনত্ব ও সর্ব্বান্তরত্ব—এই দুইটি ধর্ম্মদ্বারা—তস্মাদিত্যাদি সেই এই সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে তাঁহার সঙ্কল্পাধীন মায়াশক্তি দ্বারা মহদাদি সৃষ্টিক্রমে পঞ্চতন্মাত্র ও তাহা হইতে স্থূল ভূতসমূহ উৎপন্ন হইল, তন্মধ্যে শব্দ তন্মাত্র হইতে শব্দগুণবান্ আকাশ উৎপন্ন হইল, আকাশ হইতে বায়ু তন্মাত্র ও তাহা হইতে শব্দস্পর্শগুণক বায়ু উদ্ভূত হইল, ক্রমে বায়ু হইতে রূপ তন্মাত্র ও তাহা হইতে শব্দ-স্পর্শ-রূপগুণবিশিষ্ট তেজঃ উৎপন্ন হইল। সেই তেজঃ হইতে রস তন্মাত্র ও তাহা হইতে জল শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসগুণ লইয়া অভিব্যক্ত হইল। পরে সেই জল হইতে গন্ধ তন্মাত্র ও তাহা হইতে পৃথিবী শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধসহকারে জাত হইল। এই ভূমি হইতে ধান্য যবাদি ওষধিবৃক্ষের উৎপত্তি এবং তাহা হইতে মনুষ্যের খাদ্যের জন্ম হইল। সেই অন্ন ভুক্ত হইয়া বীর্য্যরূপে পরিণামের পর তাহা হইতে পুরুষ শব্দবাচ্য দেহ উৎপন্ন হইল। এই দেহই সেই অন্নরসের পরিণাম। সেই দেহরূপ পুরুষের এই মস্তকই তাহার মস্তক। তাহার দুইটি হাত পক্ষীর দুইটি পক্ষের মত, তন্মধ্যে দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ পক্ষ, বামহস্ত বামপক্ষ। দেহের মধ্যভাগ সমস্ত অঙ্গের আত্মা অর্থাৎ ধারক। নাভির অধোভাগে পরিদৃশ্যমান দুইটি চরণ সেই পক্ষিরূপীর পুচ্ছ অর্থাৎ পুচ্ছের মত উহা অবলম্বন। সেই ব্রাহ্মণ-বাক্যের উপপাদক এই মন্ত্রাত্মক শ্লোকও কথিত আছে ॥২॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের আনন্দবল্ল্যধ্যায়ের প্রথম অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—(গুরুশিষ্যসংকল্পঃ) সহ নাববতু। অধীতো- মন্ত্রঃ নৌ গুরুশিষ্যৌ সহ রক্ষতু। অন্যতরস্যাপি দোষো মা ভূদিত্যর্থঃ। পুনরপি তদেব প্রার্থয়তে—সহ নৌ ভুনক্তু। ভুনক্তু পালয়তু। 'ভুজ পালনাভ্যবহারয়ো' রিতি হি ধাতুঃ। অবনার্থত্বাৎ, 'ভুজোঽনবনে' ইত্যাত্মনেপদাভাবঃ। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। অধীতৈর্মন্ত্রৈঃ তত্তৎ- ফলনিষ্পাদনলক্ষণং বীর্য্যং সহ করবাবেত্যর্থঃ। তেজস্বি নাবধীত- মস্তু। নৌ আবয়োঃ অধীতং তেজস্বি অস্তু বীর্য্যবত্তরমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ। পরস্পরানুরক্তৌ স্যাবেত্যর্থঃ। অন্যতরদ্বেষে অধীত- মন্ত্রস্য বীর্য্যহানির্ভবতীতি ভাবঃ। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ দোষান্তরাণা- মস্ত্বিতি শেষঃ।

(আনন্দময়বিদ্যা)

পরমতত্ত্বহিতপুরুষার্থপ্রতিপাদিকা আনন্দবল্লী প্রস্তূয়তে—ব্রহ্ম- বিদাপ্নোতি পরম্ নিরতিশয়বৃহত্ত্বাশ্রয়বস্তূপাসকঃ সর্ব্বেভ্য উৎকৃষ্টং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' ইত্যধিকরণোক্তন্যায়েন বেদনোপাসনাদিশব্দানামেকার্থত্বাৎ ব্রহ্মবিদিত্যত্র বিচ্ছব্দঃ (সোঽপি) উপাসনপরঃ। তৎক্রতুন্যায়েন প্রাপ্যস্যৈবোপাস্যত্বাৎ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিতি পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রাপ্যত্বকথনাৎ তস্যৈবোপাস্যত্বমিতি দ্রষ্টব্যম্। অত্র—ব্রহ্ম, তদ্বেদনম্, প্রাপ্তিঃ, প্রাপ্যঞ্চেতি চতুষ্টয়মুক্তম্। কিং তদ্ ব্রহ্ম? কীদৃশং তদ্বেদনম্? কীদৃশী প্রাপ্তিঃ? কীদৃশঞ্চ প্রাপ্যমিত্যা- কাঙ্ক্ষায়াং মন্ত্রমুখেন বিবরীতুং মন্ত্রমবতারয়তি—তদেষাঽভ্যুক্তা। তৎ ব্রহ্ম অভিমুখীকৃত্য প্রতিপাদ্যতয়া পরিগৃহ্য এষা ঋক্ অধ্যেতৃভিরুক্তা। ব্রাহ্মণোক্তস্যার্থস্য বৈশদ্যমনেন মন্ত্রেণ ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। এবমেব হি মান্ত্রবর্ণিকসূত্রে ভাষিতম্। সত্যং—বিপশ্চিতেতি। অত্র জন্মাদি- সূত্রে, "যতো বা ইমানীত্যাদিকারণবাক্যেন প্রতিপন্নস্য জগজ্জন্মাদি- কারণস্য ব্রহ্মণঃ সকলেতরব্যাবৃত্তং স্বরূপমভিধীয়তে সত্যং জ্ঞানমনন্তং

ব্রহ্মেতি। তত্র সত্যপদং নিরুপাধিকসত্তাযোগি ব্রহ্মাহ। তেন বিকারাস্পদমচেতনং তৎসংসৃষ্টশ্চেতনশ্চ ব্যাবৃত্তঃ। নামান্তরভজনাযোহা-বস্থান্তরযোগেন তয়োর্নিরুপাধিকসত্তাযোগরহিতত্বাৎ। জ্ঞানপদং নিত্যা-সংকুচিতজ্ঞানৈকাকারমাহ। তেন কদাচিৎ সংকুচিতজ্ঞানত্বেন মুক্তাঃ ব্যাবৃত্তাঃ। অনন্তপদং দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদরহিতং স্বরূপমাহ। সগুণত্বাৎ স্বরূপস্থ স্বরূপেণ গুণৈশ্চানন্ত্যম্। তেন পূর্ব্বপদদ্বয়ব্যাবৃত্ত-কোটিদ্বয়বিলক্ষণাঃ সাতিশয়স্বরূপস্বগুণা নিত্যা ব্যাবৃত্তাঃ। বিশেষ-ণানাং ব্যাবর্ত্তকত্বাৎ" ইতি ভাবিতম্।

(জ্ঞানপদস্থ ধর্ম্মধর্ম্মিপরত্ববিচারঃ)

নম্বত্র জ্ঞানপদস্থ বিষয়াবগাহিজ্ঞানত্বং প্রবৃত্তিনিমিত্তং চেৎ, স্বরূপ-স্থাতাদৃক্ত্বাৎ জ্ঞানমিত্যস্থ জ্ঞানগুণকমিত্যর্থঃ পর্য্যবস্তেৎ, ন তু স্বরূপস্থ জ্ঞানত্বম্। স্বপ্রকাশতারূপং জ্ঞানত্বং প্রবৃত্তিনিমিত্তং চেৎ, স্বরূপস্থ জ্ঞানত্বমাত্রং সিদ্ধ্যেত্; ন তু জ্ঞানগুণকত্বম্। ন চেষ্টা-পত্তিঃ। "তদ্গুণাসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ" ইতি সূত্রে, যথা সত্যং জ্ঞানমিতি ব্রহ্মণো জ্ঞানগুণসারত্বাৎ জ্ঞানমিতি ব্যপদেশঃ" ইতি ভাষ্যং বিরুধ্যেত ইতি চেৎ—উচ্যতে। স্বপ্রকাশত্বমেব প্রবৃত্তিনি-মিত্তম্। তত্র জ্ঞানত্বাশ্রয়ত্বমসংকোচাৎ স্বরূপতো গুণতশ্চ সিদ্ধ্যতি। ব্রহ্মশব্দাৎ প্রতীয়মানং বৃহত্ত্বং যথা স্বরূপতো গুণতশ্চ সিদ্ধ্যতি, তদ্বৎ ইতি ব্যাসার্য্যৈরুক্তম্। বস্তুতস্তু সত্যং জ্ঞানমিতি অস্থাস্তোদাত্তত্বাৎ অর্শআদ্যজন্তত্বেন জ্ঞানগুণকত্বমেবার্থঃ। "প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ঃ" "নিত্যং বিজ্ঞানম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপত্বমপ্যস্তীতি দ্রষ্টব্যম্।

(অনন্তশব্দার্থঃ)

'ইহেদম্, নান্যত্রেতি পরিচ্ছেত্তুমশক্যত্বং দেশাপরিচ্ছেদঃ। ইদমি-দানীম্, নান্যদেতি পরিচ্ছেদাযোগ্যত্বং কালাপরিচ্ছেদঃ। ইদম্ ইদং

নেতি পরিচ্ছেদানর্হত্বলক্ষণং সর্ববস্তুসামানাধিকরণ্যাহর্ত্বং বস্তুপরিচ্ছেদঃ। যথা বস্তুস্বভাবতঃ পরিচ্ছেদো বস্তুপরিচ্ছেদঃ। তথা তুল্যাকালত্বেঽপি, তুল্যপরিমাণত্বেঽপি হুশবর্ণসুবর্ণাপেক্ষয়া কলধৌতাদেরপকর্ষঃ। তদ্রাহিত্যং বস্তুপরিচ্ছেদঃ। সমাভ্যধিকরাহিত্যনিদানভূতো গুণৈর্নিরতিশয়প্রকর্ষো বস্তুপরিচ্ছেদ ইত্যুক্তং ভবতি' ইতি ব্যাসার্যৈর্ব্যাখ্যাতম্।

"নান্তং গুণানাং গচ্ছন্তি তেনানন্তোঽয়মুচ্যতে" ইতি স্মরণাৎ গুণানন্ত্যমনন্তশব্দার্থঃ। অত্র রূঢ়িবশাদ্দেবতাবিশেষনির্ণয়ঃ। নচানন্তপদস্য নারায়ণবাচিনঃ পুংলিঙ্গত্বং স্যাদিতি বাচ্যম্—ইষ্টাপত্তেঃ। তস্য দ্বিতীয়ান্তত্বেন পুংলিঙ্গত্বস্যেষ্টত্বাৎ। দ্বিতীয়ান্তত্বাভাবে চ, যো বেদ নিহিতং গুহায়ামিত্যত্র ভচ্ছব্দাধ্যাহারপ্রসঙ্গাৎ। অনধ্যাহারেণোপপত্তৌ অধ্যাহারস্যান্যায্যত্বাৎ। যদি চ অনন্তপদযৌগিকার্থস্য ত্রিবিধপরিচ্ছেদরাহিত্যস্য নারায়ণাদন্যত্রাপ্রসক্ত্যা শ্রীপত্যাদিশব্দেষ্বিব ন রূঢ়িঃ কল্পনীয়েত্যুচ্যেত—তদাঽপি ন নঃ ক্ষতিঃ।

(মন্ত্রস্য ব্রাহ্মণবিবরণরূপত্বম্)

অত্র সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যনেন ব্রহ্মশব্দার্থো বিবৃতঃ। হৃদয়গুহানিহিতত্বপ্রকারক জ্ঞানপ্রতিপাদকেন (কত্বেন) যো বেদ নিহিতং গুহায়ামিত্যনেন বিচ্ছব্দার্থ উক্তঃ। পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুত ইত্যংশেন আপ্নোতিশব্দার্থ উক্তঃ। পরমে ব্যোমন্ অপ্রাকৃতাকাশশব্দিতে পরমপদে ইত্যর্থঃ। সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেত্যনেন প্রাপ্যমুক্তম্। কাম্যন্ত ইতি কামাঃ কল্যাণগুণাঃ। মুক্তস্য সর্ব্ববিষয়বিরক্তস্য তদ্ব্যতিরিক্তকাম্যান্তরাসংভবাৎ। "অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্তি, এতাংশ্চ সত্যান্ কামান্" ইত্যাদৌ কামশব্দস্য কল্যাণগুণেষ্বেব প্রয়োগাৎ। বিবিধং পশ্যন্তী চিৎ যস্যেতি বহুব্রীহিঃ। নিরুপাধিকানন্যাধীনাসংকুচিত-সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানবত্ত্বং বিপশ্চিত্ত্বম্। অয়ং চ গুণো নিত্যমুক্তাদিব্যাবর্ত্তকঃ।

(ভোগ্যসাহিত্যম্)

ব্রহ্মাপেক্ষয়াঽপি তদ্‌গুণানাং ফলদশায়াং প্রাধান্যং প্রতিপাদয়িতুং ব্রহ্মণা সহেতি নির্দ্দেশঃ। 'সহযুক্তেঽপ্রধানে' ইতি হি পাণিনিস্মৃতিঃ। ন চ ভোগ্যতায়াং গুণাপেক্ষয়া ব্রহ্মণোঽপ্রাধান্যং দোষায়েতি শঙ্ক্যম্, "শ্রিয়ং ত্বত্তোঽপ্যুচ্চৈর্ব্বয়মিহ ভণামঃ শৃণুতরাম্।" ইতিবৎ পরমাত্মাপেক্ষয়াঽপি তৎকল্যাণগুণানাং ভোগ্যতাতিশয়প্রতিপাদনস্য পরমাত্মাতিশয়পর্য্যবসায়িত্বেন এতাদৃশাপ্রাধান্যস্য গুণত্বেন দোষত্বাভাবাৎ। অত এব হি, পুত্রেণ সহৌদনং ভুঙ্‌ক্তে ইতিবৎ ভোক্তৃসাহিত্যপরত্বে ব্রহ্মণোঽপ্রাধান্যপ্রসঙ্গাৎ তৎ পরিত্যজ্য, 'পয়সা সহৌদনং ভুঙ্‌ক্তে ইতিবৎ ভোগ্যসাহিত্যপরত্বমেব। নাত্র চ পক্ষে ব্রহ্মণোঽপ্রাধান্যং দোষায়' ইতি ভোগ্যসাহিত্যপক্ষ এব ভগবতা ভাষ্যকৃতা সমাশ্রিতঃ।

(সহশব্দান্বয়ক্রমঃ)

নম্বু, "তেষামৃক্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা" ইতি জৈমিনিনা অর্থবশাধীন পাদব্যবস্থাবত্বস্য ঋগ্লক্ষণতয়োক্তত্বাৎ সহ ইত্যস্য পাদান্তরস্থস্য ব্রহ্মণেতি পাদান্তরস্থেনান্বয়ো ন সংভবতি। ততশ্চ ব্রহ্মণেতি ন সহযোগে তৃতীয়া। অপিতু ইত্থংভূতলক্ষণে তৃতীয়া। সহেত্যস্য চ যুগপদিত্যর্থঃ। সর্ব্বান্ কামান্ যুগপদনুভবতি ব্রহ্মণা ব্রহ্মভূত ইতি যাবৎ। অত এব স্কান্দে, "সোঽশ্নুতে সকলান্ কামান্ অক্রমেণ সুরর্ষভাঃ। বিদিতব্রহ্মরূপেণ জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ" ইত্যুপবৃংহিতমিতি চেৎ—ন। 'তেষামৃক্ যত্রার্থবশেন' ইত্যস্যোপলক্ষণমাত্রত্বাৎ। উপলক্ষণত্বমভ্যুপগম্যৈব তদ্ব্যাখ্যাতৃভিরপি, "অর্থবশেন বা বৃত্তবশেন বা পাদব্যবস্থা" ইতি ব্যাখ্যাতত্বাৎ। অভিযুক্তানাং মন্ত্রপ্রসিদ্ধিবিষয়ত্বং মন্ত্রত্বমিতিবৎ অভিযুক্তানাং ঋক্‌পদপ্রসিদ্ধিবিষয়ত্বমেব ঋক্ত্বম্। ততশ্চ পাদান্তরস্থেনাপি পাদান্তরস্থপদান্বয়ো যুক্তঃ। ব্রহ্মণেত্যস্য ইত্থম্ভূত-

লক্ষণত্বাশ্রয়ণে ব্রহ্মভূত ইত্যর্থোঽপি ন সংভবতি। শ্বেতচ্ছত্রেণ রাজেত্যাদৌ তথাঽভেদাদর্শনাত্। ঋত্বিক্তস্কান্দবচনস্য পূর্বৈঃ সংপ্রতিপন্নৈরনুদাহৃতত্বাচ্চ ভাষ্যকৃদুক্ত এবার্থঃ। ইতিশব্দো মন্ত্রসমাপ্তিদ্যোতনার্থঃ।

(ব্রহ্মকার্য্যজন্মক্রমঃ)

সত্যং জ্ঞানমিত্যুক্তং বস্তুপরিচ্ছেদলক্ষণমানন্ত্যং সর্বোপাদানত্বসর্বান্তরত্বমুখেন প্রপঞ্চয়তি—তস্মাদ্বৈ—সংভূতঃ। তস্মাদিত্যনেন ব্রহ্মবিদাপ্নোতিপরমিতি ব্যবহিতব্রাহ্মণোক্তং পরামৃশ্যতে। এতস্মাদিতি সত্যং জ্ঞানমিত্যব্যবহিতমন্ত্রোক্তং পরামৃশ্যতে। ততশ্চ মন্ত্রব্রাহ্মণোক্তাদেতস্মাদাত্মন আকাশ উৎপন্ন ইত্যর্থঃ। আকাশাৎ—পৃথিবী। অত্র "তত্তেজ ঐক্ষত," "তা আপ ঐক্ষন্ত" ইতি তেজঃ প্রভৃতিষ্বীক্ষণাদিশ্রবণাৎ আকাশবায়ুতেজআদিশব্দাঃ তত্তচ্ছরীরকপরমাত্মপরা ইতি "তেজোঽতস্তথা হ্যাহ" ইত্যধিকরণে স্থিতম্। পুরুষঃ শরীরমিত্যর্থঃ শিষ্টং স্পষ্টম্।

(অন্নময়পর্য্যায়ঃ)

স বৈ এষ পুরুষঃ অয়ং দেহঃ অন্নরসস্য পরিণামঃ। "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে। তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুঃ। তৎ পুরীষং ভবতি। যো মধ্যমঃ, তন্মাংসম্" ইত্যাদ্যুক্তরীত্যা জাঠরাগ্নিপচ্যমানান্নরসাংশনির্বর্ত্যমাংসাদিময়ত্বাচ্ছরীরস্য ইতি ভাবঃ। তস্য—প্রতিষ্ঠা। তস্য দেহরূপস্য পুরুষস্য ইদং প্রত্যক্ষতো দৃশ্যমানমেব শিরঃ। পাণিদ্বয়ং পক্ষৌ। অধস্তাদ্ গ্রীবায়াঃ, নাভেরূর্ধ্বং পরিদৃশ্যমানঃ অয়ং মধ্যমো দেহভাগঃ অঙ্গানামাত্মা। 'মধ্যং হ্যেষামঙ্গানামাত্মা' ইতি শ্রুতের্ধারকত্বেন প্রধানভূত ইত্যর্থঃ। ইদং নাভেরধস্তাৎ পরিদৃশ্যমানং চরণদ্বয়ং পুচ্ছবৎ আধারত্বাৎ পুচ্ছমিত্যর্থঃ। অত্র পুরুষশব্দিতমনুষ্যপাণ্যাদেঃ পক্ষাদিত্বরূপণং

প্রতিপাত্তসৌকর্য্যার্থমিতি দ্রষ্টব্যম্। তদপি—ভবতি। তস্মিন্নেবার্থে ব্রাহ্মণোক্তে অয়ং মন্ত্ররূপঃ শ্লোকোঽপি ভবতীত্যর্থঃ ॥২॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে প্রথমানুবাকস্থ শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ পরমতত্ত্ব-হিত-পুরুষার্থ-প্রতিপাদিকা আনন্দবল্লী প্রস্তূয়তে। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিত্যেতৎ সূত্রভূতং সর্ব্বস্থ বল্লীপ্রতিপাগ্যস্থ বিষয়স্থ। অত্র বেদ্যং বেত্তা বেদনম্ তৎফলঞ্চ সঙ্ক্ষেপেণ নির্দ্দিষ্টম্, তথাহি ব্রহ্মবিদস্যান্তর্গতং পরব্রহ্ম "বেদ্যং, বেত্তা—বিদিত্যনেন উপাসকো লভ্যতে, আপ্নোতি"পরমিত্যনেন পরব্রহ্ম-প্রাপ্তিঃ ফলম্, তদ্বেদনঞ্চ প্রাপ্ত্যুপায় ইত্যবগন্তব্যম্। তত্রাপি প্রাপ্যম্ সর্ব্বোত্তমং বস্তু ব্রহ্ম কিংস্বরূপম্? কীদৃশঞ্চ তদ্বেদনম্, কীদৃশী প্রাপ্তিঃ, ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তৎসর্ব্বং মন্ত্রমুখেন বিবরীতুং মন্ত্রমবতারয়তি —তদেষা অভ্যুক্তেতি তদ্ ব্রহ্ম অভি- অভিমুখীকৃত্য আশ্রিত্যোতি যাবৎ এষা বক্ষ্যমাণা ঋক্, উক্তা অধ্যেতৃভিরিতিশেষঃ। এবমেব মান্ত্রবর্ণিকসূত্রে ভাষিতম্। তত্র 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি কারণবাক্যেন নির্ণীতং জগজ্জন্মাদিকারণস্থ ব্রহ্মণঃ সকলেতরব্যাবৃত্তং স্বরূপং সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি। তদর্থশ্চ ব্রহ্ম সত্যং, ব্রহ্ম জ্ঞানং, ব্রহ্ম অনন্তমিতি। সত্যং নিরুপাধিকসত্তাযোগি ইত্যর্থঃ, এতেন ব্রহ্ম বিকারান্নিবর্ত্তয়তি, তথাচ ব্রহ্মণঃ কারণত্বং প্রাপ্তম্। কারণত্বে চ কারকত্বমায়াতং বস্তুত্বাদ্ মৃদ্বৎ, অচিদ্রূপতা চ প্রাপ্তা তন্নিবৃত্ত্যর্থমুক্তং ব্রহ্ম, জ্ঞানং জ্ঞানস্বরূপং ন তু জ্ঞাতৃরূপম্, তথা সতি ব্রহ্মণো জ্ঞানকর্ত্তৃত্বে বিকারঃ প্রসজ্যেত তদ্ধি বিক্রিয়মাণং কথং সত্যং কথং বা অনন্তং

স্যাৎ, যদি অনন্তং তৎ কুতোঽপি ন প্রবিভজ্যেতে, জ্ঞানকর্তৃত্বে তু জ্ঞেয়-জ্ঞানাভ্যাং প্রবিভক্তং স্যাৎ তথাচ শ্রুত্যন্তরম্ 'যত্র নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা, অথ যত্রান্যদ্বিজানাতি তদল্পম্', এবং সতি ব্রহ্মণো জ্ঞানকর্তৃত্বে ভূমত্বং হীয়েত, কস্য তর্হি জ্ঞানকর্তৃত্বং ব্রহ্মণো বক্তব্যম্ আত্মন ইতি চেৎ জ্ঞাত্রভাবপ্রসঙ্গঃ জ্ঞেয়ত্বেনৈব বিনিযুক্তত্বাৎ। নাপি জ্ঞেয়ত্বেন জ্ঞাতৃত্বেন চোভয়থা একএবাত্মা ভবতীতি বাচ্যং তস্য অনংশত্বাৎ অতঃ সত্যানন্ত-শব্দাভ্যাং সহবিশেষণত্বেন অন্বয়সিদ্ধ্যর্থং জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্মেতি বক্তব্যম্। নন্থ ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপত্বেঽন্তবত্তাপত্তিঃ, জ্ঞানস্য উৎপদ্য-মানত্বাৎ, অতস্তদাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং অনন্তমিতি বিশেষণম্ ইয়ং হি ভগবতো বিচিত্ররূপতা যত্তস্য জ্ঞানরূপত্বেঽপি অনন্ততেতি। অনন্তপদং দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদরহিতং স্বরূপমাহ। স্বরূপস্য অপ্রাকৃতসগুণত্বাৎ স্বরূপৈর্গুণৈশ্চ তস্যানন্ত্যমিতিযাবৎ। যথা ব্রহ্মশব্দাৎ প্রতীয়মানং বৃহত্ত্বং স্বরূপতোগুণতশ্চ সিদ্ধ্যতি তদ্বৎ। পরমেশ্বরস্য জ্ঞানরূপত্বং জ্ঞান-গুণকত্বঞ্চাস্তীতি ঈশ্বরমাহাত্ম্যাদবিরুদ্ধমিতিধ্যেয়ম্। অথ বিচ্ছন্দেন বোধ্যমর্থমাহ যো বেদ নিহিতং গুহায়ামিতি হৃদয়গুহানিহিতত্বপ্রকা-রকজ্ঞানবান্ স পরমে ব্যোমন্—পরমে অপ্রাকৃতাকাশশব্দিতে পরব্যোম্নি ব্যোমন্ ব্যোম্নি পরমপদে স্থিতঃসন্, সুপাংসুলুগিতি সপ্তমী বিভক্তি-লোপঃ সর্বান্ কামান্ সঙ্কল্পমাত্রেণ উপস্থিতানি ভোগ্যবস্তূনি কল্যাণ-গুণানেব ইতিবক্তব্যম্, বিপশ্চিতা ব্রহ্মণা সহ বিবিধং পশ্যন্তী চিদ্— জ্ঞানশক্তির্যস্য স বিপশ্চিৎ নিরুপাধিকানন্যাধীনাসঙ্কুচিতসর্ববিষয়ক জ্ঞানবানিত্যর্থঃ তেন ব্রহ্মণা সহ, এতেন ব্রহ্মাপেক্ষয়াঽপি তদ্গুণানাং তদীয়লীলারসানাং ফলদশায়াং প্রাধান্যং সূচিতং 'সহযুক্তেঽপ্রধানে' ইতি পাণিনীয় স্মরণাৎ। অথ তস্যানন্ত্যং সর্বোপাদানত্ব-সর্বান্তরত্ব-মুখেন প্রপঞ্চয়তি যথা তস্মাদ্বা ইত্যাদি তস্মাৎ 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমি'ত্যা-নেন সূত্রিতাৎ ব্রহ্মণঃ এতস্মাৎ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি লক্ষণ-

লক্ষিতাৎ আত্মনঃ পরমেশ্বরাৎ আকাশঃ ভূতাকাশঃ ঈক্ষণবশাৎ তস্য মায়াশক্তিদ্বারেণ সম্ভূতঃ সঞ্জাতঃ, আকাশাৎ শব্দগুণকাৎ বায়ুঃ শব্দ-স্পর্শোভয়গুণকঃ বায়ুঃ সঞ্জাতঃ কারণগুণপূর্ব্বকত্বাৎ কার্য্যগুণস্যেতি ন্যায়াৎ এবং বায়োস্তাদৃশাৎ অগ্নিঃ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-ত্রিতয়গুণকং তেজঃ-অগ্নেস্তাদৃশাৎ আপঃ জলম্ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গুণচতুষ্টয়বৎ উদ্ভূতম্, অদ্ভ্যঃ জলাৎ তাদৃশাৎ পৃথিবী ভূমিঃ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধগুণপঞ্চকবতী জাতা তথা চাত্র বৈয়াসক সূত্রাণি—'জন্মাদ্যস্য যতঃ' 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' 'তত্তেজোঽতস্তথাহ্যাহ' 'আপঃ' ইত্যাদীনি অনুসন্ধেয়ানি। পৃথিব্যাঃ সকাশাৎ ওষধয়ঃ ব্রীহিযবাদয়ঃ বৃক্ষা উদ্ভূতাঃ ওষধীভ্যোঽন্নমিতি তাভ্যাঽন্নং জীবখাদ্যং শস্যং জাতং অন্নাৎ জীবভুক্তাৎ পরিপাকেণ পরিণতাৎ শুক্রাদিতি যাবৎ, পুরুষঃ অন্নরসস্য পরিণামো দেহঃ পুরুষাকৃতিরিতি পুরুষশব্দেনোচ্যতে। স বৈ—বৈ প্রসিদ্ধৌ নিশ্চয়েবা, সঃ দেহঃ, অন্নরসময়ঃ অন্নরসস্য বিকারঃ, তথাহি অন্নমশিতংত্রেধা বিধীয়তে তত্র যঃ স্থূলতমোঽংশঃ স পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমস্তন্মাংসম্, ইত্যাদ্যুক্তরীত্যা জাঠরাগ্নি-পচ্যমানান্নরসনির্ব্বর্ত্ত্য-মাংসাদিময়ত্বাৎ শরীরস্যান্নরসময়ত্বমিতি। অন্নরসময়োনাম অন্নরসবিকারঃ, তেন ত্বগাদিরূপঃ সর্ব্বোঽপি তদ্বিকারো লভ্যতে। তং পক্ষিরূপকেণানুবর্ণয়তি—তস্যেদমেব শিরঃ ইতি ইদং প্রসিদ্ধং শির এব শিরঃ, অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ বাহুঃ, অয়মুত্তরো বামঃ পক্ষঃ, অয়ং মধ্যমো দেহভাগঃ আত্মা ধারকত্বেন প্রধানভূতঃ 'মধ্যং হ্যেষামঙ্গানামাত্মা' ইতি শ্রুতেঃ। ইদং নাভেরধস্তাৎ পরিদৃশ্যমানং চরণদ্বয়ং তস্য পুরুষবিধস্য পুচ্ছং পক্ষিণঃ পুচ্ছবৎ প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ। পক্ষিরূপণং প্রতিপত্তিসৌকর্য্যার্থমিতি ধ্যেয়ম্ ॥২॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে প্রথমানুবাকস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—এই মন্ত্রে পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপবোধক লক্ষণ বর্ণন-পূর্ব্বক তাঁহার প্রাপ্তির স্থানের বর্ণন করতঃ উঁহার প্রাপ্তির ফল বর্ণন করিয়াছেন।

ভাবার্থ এই যে,—পরব্রহ্ম পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ। 'সত্য' শব্দে যাহা নিত্যসত্তাবিশিষ্ট, অর্থাৎ ইনি নিত্য 'সৎ', কোন কালে তাঁহার সত্তার অভাব হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—"সত্যব্রতং সত্য-পরম্ ইত্যাদৌ" "সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্না" আরও পাই "সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্।" "সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দঃ, তস্মাৎ সত্যোহি নামতঃ" ইতি উদ্যম পর্ব্বণি। সেইপ্রকার তিনি—জ্ঞান-স্বরূপ, উঁহাতে অজ্ঞানতার লেশ নাই। এবং তিনি—অনন্ত অর্থাৎ দেশ, কালাদির সীমার অতীত। এই পরব্রহ্ম পরমবিশুদ্ধ আকাশে অর্থাৎ পরব্যোমে অবস্থিত থাকিয়াও সকলের হৃদয়-গুহায় গুপ্তভাবে অবস্থিত থাকেন। যিনি এই পরব্রহ্মের তত্ত্ব জানেন এবং তদ্ভাবে উপাসনা করেন, তিনি এই পরব্রহ্মের সহিত তাঁহার নিত্যধামে নিত্যলীলায় নিত্যপার্ষদ হইয়া নিত্যানন্দ আস্বাদন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবে পাই,—

> "স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্
> ভজতি সরূপতাং তদনু মৃত্যুমপেতভগঃ।
> ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো-
> মহসি মহীয়সেঽষ্টগুণিতেঽপরিমেয়ভগঃ।।" (ভাঃ ১০।৮৭।৩৮)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—জীবের নিত্যস্বরূপ অপ্রাকৃত। অবিদ্যাবন্ধনে তাহার একটি লিঙ্গ-শরীর ও তদুপরি একটি স্থূল শরীর হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রীতি উদয় হইলেও যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে লিঙ্গশরীর ভঙ্গ না হয়, সে পর্য্যন্ত

স্বরূপসিদ্ধিমাত্র লাভ করেন। লিঙ্গভঙ্গে বস্তুসিদ্ধি হয়। জীব অবিদ্যা-মোহিত হইয়া মায়ার সহিত অনুশয়ন করেন, তখন মায়াগুণ সকল ভোগ করিতে করিতে মায়িক স্বরূপতা প্রাপ্ত হন এবং স্বকীয় চিদ্‌গুণ-রহিত হইয়া দুর্ভাগার ন্যায় মায়ার অনুগত থাকেন এবং জন্ম-মৃত্যু স্বীকার করেন। কিন্তু হে ভগবন্! তুমি চিৎসূর্য্যস্বরূপ। অজা (মায়া) তোমার বহিরঙ্গা শক্তি। তাহার দ্বারা যখন যে কার্য্য কর, সেই কর্ম্ম করিয়া সর্প যেরূপ কঞ্চুক ত্যাগ করে তদ্রূপ অজাকে দূরে ফেলিয়া দাও। অতএব তুমি স্বয়ং সর্ব্বদা অষ্টগুণিত ধর্ম্মের সহিত স্বমহিমায় অপরিমেয় ভগস্বরূপ। তাৎপর্য্য এই যে,—জীব যখন বহির্ম্মুখ তখন তাহার মায়িক স্বরূপতা। জীব যখন তোমার একান্ত আশ্রিত, তখন তোমার কৃপায় আটটি ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় মহিমায় বিরাজমান হয়। জীব বস্তুসিদ্ধি লাভ করিলে আটটি ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন। যথা,—"আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎ-সোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ।" এই শ্রুতি বাক্যের অর্থ, যথা—১। তিনি—অপহতপাপ ২। বিজর ৩। বিমৃত্যু ৪। বিশোক ৫। বিজিঘৎস ৬। অপিপাস ৭। সত্যকাম ৮। সত্যসঙ্কল্প।"

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ।
অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যপনিষদ্দৃশাম্॥
　　…　　…　　…
সপদ্যেবাভিতঃ পশ্যন্দিশোঽপশ্যৎ পুরঃস্থিতম্।
বৃন্দাবনং জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ম্॥
যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃ-মৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্‌তর্ষকাদিকম্॥"

(ভাঃ ১০।১৩।৫৪-৬০)

অনন্ত সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপশক্তির সহিত তদীয় নিত্যধামে নিত্যলীলারত থাকেন। তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা যোগমায়া দ্বারা উক্ত লীলার পোষণ, পরিবর্দ্ধন সাধিত করিয়া থাকেন। পরব্রহ্ম পরমেশ্বর যোগমায়াবলম্বনে স্বাংশে প্রথম পুরুষাবতার কারণাব্ধিশায়িরূপে প্রকটিত হন। প্রলয়কালে অবসন্না মায়াশক্তি ও জীবশক্তি এই প্রথম পুরুষেই লীন থাকেন। সেই প্রথম পুরুষ সিসৃক্ষু হইলে ঐ মায়াশক্তি ও জীবশক্তি পুনরায় প্রবুদ্ধ হন। জীব প্রবুদ্ধ হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মবাসনাবশতঃ বহির্ম্মুখ থাকেন। সুতরাং স্বাশ্রয়ভূত সেই প্রথম পুরুষের প্রতি বা তদংশী পরব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য করিতে পারেন না। এই বহির্ম্মুখতারূপ ছিদ্র পথেই মায়ার অধিকার। তখন মায়াশক্তি পরমেশ্বরের প্রেরণায় ক্রিয়াবতী হইয়া জীবকে আবরণ পূর্ব্বক স্বাংশভূতা গুণমায়াকে উৎপীড়ন করিয়া থাকেন এবং জীবগণকে সংসার ভোগ করাইয়া মোক্ষবিধানার্থ ঐ গুণমায়াতে ঈক্ষণ পূর্ব্বক জীবভোগ্য বিচিত্র জগৎ রচনার সঙ্কল্প প্রথম পুরুষের ঈক্ষণেই হইয়া থাকে। সেই পুরুষবীক্ষিতা গুণমায়ার গুণসমূহ ক্ষুভিত হইয়া অংশতঃ মহত্তত্ত্বাকারে পরিণত হয়। এই মহত্তত্ত্বের অপর নামই বুদ্ধিতত্ত্ব। এইরূপে বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হইলে মায়াবদ্ধ জীব ঐ বুদ্ধিতত্ত্বের সহিত ঐক্য স্থাপন করে। এদিকে বুদ্ধিতত্ত্ব ক্রম পরিণামে অংশতঃ দেবতাকারে অংশতঃ ইন্দ্রিয়াকারে এবং অংশতঃ ভূতাকারে আকারিত হইয়া জীবভোগ্য বিচিত্র জগৎ উৎপাদন করিতে থাকে। জীবও উহার সঙ্গে সঙ্গে কারণ হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূল শরীরে বদ্ধ হইয়া মায়াবরণবশতঃ উক্ত শরীরের সহিত ঐক্য লাভ করে।

প্রথম পুরুষের সৃষ্টি সঙ্কল্পময়ী। সঙ্কল্পময়ী সৃষ্টিই কারণসৃষ্টি বা তত্ত্বসৃষ্টি। এই সৃষ্টি হইতেই জীবের কারণশরীর দ্বারা বন্ধন হয়।

পরে ঐ প্রথম পুরুষ অংশতঃ তত্ত্বসমূহে দ্বিতীয় পুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়া যে সূক্ষ্ম সমষ্টিবিরাটের সৃষ্টি করেন, তদ্দ্বারাই জীবের সূক্ষ্ম শরীরে বন্ধন হয়। পরিশেষে ব্রহ্মার কৃত স্থূল সৃষ্টিতে জীবের স্থূল শরীরে বন্ধন নিষ্পন্ন হয়। তামস ভূতাদি হইতে ক্ষিত্যাদি পঞ্চ-ভূতের উৎপত্তিই স্থূলসৃষ্টি। কারণতত্ত্বসমূহ সূক্ষ্মতত্ত্বে এবং সূক্ষ্মতত্ত্ব-সমূহ স্থূলতত্ত্বে ওতপ্রোতভাবে প্রবিষ্ট থাকিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্বগুলি পর পরের আশ্রয় হয়। কালশক্তি মায়াশক্তিতে প্রবেশ পূর্ব্বক উহার আশ্রয়। জীবমায়া গুণমায়াতে প্রবিষ্ট ও উহার আশ্রয়, মহত্তত্ত্ব ত্রিবিধ অহঙ্কারে প্রবিষ্ট ও উহার আশ্রয়। অহঙ্কারতত্ত্বোৎপন্ন মনও দেবতাসমূহে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহে ও রূপাদি তন্মাত্রে বা ভূতাদিতে প্রবিষ্ট ও উহাদের আশ্রয়। শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ ও স্পর্শতন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে বায়ু ও রূপতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র হইতে তেজ ও রস-তন্মাত্র, রসতন্মাত্র হইতে জল ও গন্ধতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। পৃথিবী হইতে আজান দেবগণের ক্রিয়া দ্বারা ওষধিসমূহ, ওষধিসমূহ হইতে মানবভোগ্য ব্রীহি-যবাদি শস্যরূপ অন্ন ও ঐ অন্ন হইতে জীব-শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীরাভিমানী জীবাত্মাই পুরুষ বা ব্যষ্টিপুরুষ। এই অন্নরসময় অন্নময় কোষই দেহরূপ পুরুষ বা জীবোপাধি। উপাধি ও উপহিতের একীভাবে দেহ ও আত্মা উভয়কেই পুরুষ বলা হইয়া থাকে। এই দেহরূপ (পক্ষি) পুরুষের এই শিরই শির, এই দক্ষিণ বাহুই দক্ষিণপক্ষ, বাম বাহুই বামপক্ষ, মধ্যম দেহভাগই আত্মা এবং নাভির অধোভাগই পুচ্ছ বা আশ্রয় অর্থাৎ পুরুষের ধারয়িতা। দেহরূপ পুরুষের অন্নময়ত্বে এই মন্ত্র উক্ত আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ" (ভাঃ ১।১।১)

শ্রীগীতায় পাই,—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।" (গীঃ ১০।৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

"ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাঽসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥" (ভাঃ ৩।২৬।১৯)

শ্রীভগবদ্বাক্যে আরও পাই,—

"মহাভূতানি পঞ্চৈব ভূরাপোঽগ্নির্ম্মরুন্নভঃ।
তন্মাত্রাণি চ তাবন্তি গন্ধাদীনি মতানি মে॥
ইন্দ্রিয়াণি দশ শ্রোত্রং ত্বগ্‌দৃগ্রসননাসিকাঃ।
বাক্‌করৌ চরণৌ মেঢ্রং পায়ুর্দ্দশম উচ্যতে॥"
(ভাঃ ৩।২৬।১২-১৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার।
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয়-ভূতের প্রচার॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৭৬) ॥২॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের আনন্দবল্ল্যধ্যায়ের প্রথম অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

ইতি—আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে প্রথমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ॥

আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীꣳ শ্রিতাঃ। অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ। অন্নꣳ হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে। সর্ব্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি। যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে। অন্নꣳ হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে। অন্নাদ্ ভূতানি জায়ন্তে। জাতান্যন্নেন বর্দ্ধন্তে। অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যত ইতি।

তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি [তদ্] (সেই ব্রাহ্মণোক্ত বিষয়ে) এষঃ (এই মন্ত্ররূপ) শ্লোকঃ [অপি] (স্তুতিবাক্যও) ভবতি (আছে) [যথা] অন্নাদ্ (খাদ্য হইতে) প্রজাঃ (পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী) প্রজায়ন্তে (জন্ম লাভ করে) বৈ (ইহা প্রসিদ্ধ), যাঃ কাশ্চ

(যে কেহ) পৃথিবীং শ্রিতাঃ (পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া আছে)। অথো (উৎপত্তির পর) [তাঃ প্রজাঃ—সেই প্রাণিগণ] অন্নেনৈব (খাদ্য খাইয়াই) জীবন্তি (বাঁচিয়া থাকে), অথ (তারপর) অন্ততঃ (পরিণামে—অন্তকালে) এনৎ (এই অন্নকে) অপিযন্তি (প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অন্নেতেই লয় প্রাপ্ত হয়) হি (যেহেতু) অন্নং (খাদ্য) ভূতানাং (প্রাণীদিগের) জ্যেষ্ঠং (প্রধান, কারণ অন্নময় প্রভৃতি অন্য সমস্ত প্রাণীর কারণ অন্ন) তস্মাৎ (সেজন্য) সর্ব্বৌষধম্ (সর্ব্ববিধ অশনায়া প্রভৃতি রোগের ঔষধ অন্ন) [ব্রহ্মও যেহেতু সকল সংসার-রোগের নিবর্ত্তক—এই কারণে সাম্য থাকায় অন্নই ব্রহ্ম, তাহাই সর্ব্বৌষধ, ইহা] উচ্যতে (কথিত হয়)। [সেই অন্নকে যাহারা ব্রহ্মবোধে উপাসনা করে তাহাদের ফল বলিতেছেন] যে (যাহারা) অন্নং (অন্নকে) ব্রহ্ম (ব্রহ্মবোধে) উপাসতে (উপাসনা করে) তে (তাহারা) সর্ব্বম্ অন্নম্ (সর্ব্ববিধ খাদ্য) আপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হয়) বৈ (ইহা সুনিশ্চিত) [কেন অন্ন ব্রহ্মের উপাসকগণ অভীষ্ট সমস্ত খাদ্য লাভ করে ? তদুত্তরে বলিতেছেন] অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্ (যেহেতু অন্ন সকল প্রাণীর উৎপত্তির পূর্ব্বে জাত এজন্য প্রধান) তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে (এইজন্য সকল রোগহর ঔষধ বলিয়া কথিত হয়) [কথাটি এই—ওষধি হইতে যেহেতু অন্নের উৎপত্তি এবং সেই অন্নের পরিণাম জীবদেহ সুতরাং কারণগুণের কার্য্যে সংক্রামকতা নিবন্ধন অন্নও ওষধি-স্বরূপ। বিশেষতঃ ব্রহ্ম যেমন সকল দুঃখের নিবর্ত্তক, এজন্য তিনি সংসার-রোগের মহৌষধ, সেইরূপ অন্নও ক্ষুধাদিকষ্টনিবর্ত্তক, এজন্য ব্রহ্মস্বরূপ। আর এক কথা, ব্রহ্ম হইতে সমস্ত প্রাণীর যেমন উদ্ভব হয়, সেইপ্রকার অন্ন হইতে সকল জীবের শরীরের উৎপত্তি, তাহাই বলিতেছেন] অন্নাদ্ ভূতানি (অন্ন হইতে সমস্ত প্রাণী) জায়ন্তে (জন্মায়) [এবং যেহেতু] জাতানি (অন্ন হইতে জাত

প্রাণিগণ) অন্নেন (খাদ্যদ্বারাই) বর্দ্ধন্তে (পুষ্টিলাভ করে ; অন্ন খাইয়াই জীবিত থাকে) [এবং অন্ন-শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারাও দেখা যায়— অন্ন প্রলয়হেতু, যথা—] অদ্যতে (যেহেতু যাহা ভক্ষিত হয়, জীবিতাবস্থায় যাহা জীব কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় আবার) অত্তি চ ভূতানি (নাশকালে অথবা লব্ধ না হইলে যে অন্ন জীবকে ভক্ষণ করে অর্থাৎ মৃত্যুর কবলে পাতিত করে অতএব অন্ন লয়কর্ত্তা) [ভাবার্থ এই 'অদ্যতে' এই কর্ম্মবাচ্যে এবং 'অত্তি' এই কর্ত্তৃবাচ্যেও অদ্‌ধাতুর ক্ত প্রত্যয় হইতে অন্ন শব্দটি নিষ্পন্ন, সুতরাং দেখা যাইতেছে ব্রহ্মের লক্ষণে 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিবিশন্তি তদ্‌ব্রহ্ম তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব।' যাহা হইতে উৎপত্তি, যাহা দ্বারা স্থিতি ও যাহাতে লয়, তিনিই ব্রহ্ম, এইরূপ কথিত হওয়ায় এবং অন্নেরও তাদৃশ লক্ষণ থাকায় অন্নই ব্রহ্ম, ইহাই বলিতেছেন] তস্মাৎ (সেইজন্য) অন্নং (খাদ্য) তৎ (ব্রহ্মস্বরূপ) উচ্যতে (কথিত হয়) [এইরূপে আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল শরীর পর্য্যন্ত প্রপঞ্চের আত্মা এবং উপাদান ব্রহ্ম, তাহা বলিয়া তাহার পর তাহাতে যে প্রশ্ন উঠে সেই আত্মা কে ? তাহার সমাধানার্থ একে একে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই আন্তরক্রমে আন্তরতম ব্রহ্ম—ইহা বুঝাইবার জন্য অরুন্ধতীন্যায়-অনুসারে অন্নময়ের পর স্থূল দেহান্তর্ব্বর্ত্তী প্রাণময়কে আত্মরূপে দেখাইতেছেন। তস্মাদ্বা ইত্যাদি বাক্য দ্বারা] তস্মাদ্‌ বা এতস্মাৎ (এই সেই পূর্ব্ববর্ণিত) অন্নরসময়াৎ (অন্নরসের বিকার— স্থূল দেহ হইতে) অন্যঃ (দেহ ভিন্ন অপর) অন্তরঃ আত্মা (অভ্যন্তরবর্ত্তী প্রাণময় আত্মা অর্থাৎ কোশ আরও প্রধান, যেহেতু প্রাণবায়ু চলিয়া গেলে অন্নরসময় শরীরেরও নাশ হয়) প্রাণময়ঃ (প্রাণদ্বারা পূর্ণ, যেমন চর্ম্মভস্ত্রা বায়ুদ্বারা পূর্ণ হইয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের মত বায়ু উদ্গিরণ করে, সেইরূপ অন্নময় স্থূল শরীর এই আভ্যন্তর প্রাণবায়ু দ্বারা প্রচুরভাবে পূর্ণ)

[তাহাই বলিতেছেন] তেনৈষ পূর্ণঃ (সেই প্রাণময় আত্মা দ্বারা এই অন্ন-রসময় আত্মা (দেহ) পূর্ণ অর্থাৎ ব্যাপ্ত, যেহেতু সমস্ত দেহটাই বায়ুদ্বারা ব্যাপ্ত) স বৈ এষ পুরুষবিধ এব (সেই এই প্রাণময় আত্মাও পুরুষাকৃতি অর্থাৎ মনুষ্যের আকৃতির মত আকৃতিসম্পন্ন) [কেহ যদি বলেন—তাহার কোন আকার না থাকিতেও তাহাকে পুরুষবিধ বলা হইল কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন] তস্য (সেই অন্নময় আত্মার) পুরুষবিধতাম্ অনু (পুরুষাকৃতি-অনুসারে অর্থাৎ সেইরূপ মস্তক-পাণি প্রভৃতি বিশিষ্ট বলিয়া) অয়ং (এই প্রাণময় আত্মা) পুরুষবিধঃ (পুরুষাকৃতিসম্পন্ন); [কিরূপে তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন] তস্য (সেই প্রাণময় অর্থাৎ বায়ুবিকার আত্মার) প্রাণ এব (প্রাণবায়ুই অর্থাৎ তাহার কার্য্য—শ্বাসপ্রশ্বাসাদি) শিরঃ (মস্তকরূপে পরিকল্পিত হয়), ব্যানঃ (ব্যান বায়ু) দক্ষিণঃ পক্ষঃ (পক্ষীর পক্ষের মত তাহার দক্ষিণবাহু) অপানঃ (অপানবায়ু) উত্তরঃ পক্ষঃ (বামপক্ষ অর্থাৎ পক্ষীর বামপক্ষের মত বামহস্ত) আকাশঃ (যে আকাশস্থ বৃত্তিবিশেষ [সমানঃ] সমান নামে আত্মা) [যেহেতু আত্মার মত, এজন্য সে আত্মা, ইহার কারণ—আত্মা যেমন শরীর-মধ্যভাগে অবস্থিত ও সমস্ত অঙ্গের অধিনায়ক, এই সমানবায়ুও তদ্রূপ অন্যান্য বৃত্তিগুলির সাম্য ব্যবস্থা করে, এজন্য আত্মস্বরূপ), পৃথিবী (পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আধ্যাত্মিক প্রাণের ধারয়িত্রী) পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (যেহেতু চরণের মত পৃথিবী সেই প্রাণময় আত্মাকে ধরিয়া রাখিয়াছে অর্থাৎ উদানবায়ুর কার্য্য উর্দ্ধগমন বা শরীরের গুরুত্বনিবন্ধন পতন-রোধ করিতেছে অতএব ধারকত্ব-নিবন্ধন পৃথিবী দেবতা, সেই প্রাণময় শরীরের পুচ্ছ ও আশ্রয়) ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—সেই ব্রাহ্মণোক্ত-বিষয়ে এই মন্ত্ররূপ শ্লোক একটি আছে, যথা,—অন্ন হইতেই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়, ইহা প্রসিদ্ধ। যে কেহ পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহারা উৎপত্তির পর অন্ন দ্বারাই জীবন ধারণ করে। পরিণামে আবার সেই অন্নেই লীন হয়। অন্নই প্রাণীদিগের জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন। আর সেই অন্নই প্রাণীদিগের ক্ষুধারোগের ঔষধ। যিনি অন্ন-ব্রহ্মের উপাসনা করেন অর্থাৎ অন্নকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে উপাসনা করেন, তিনি অভীষ্ট সমস্ত অন্ন লাভ করিয়া থাকেন। অন্ন সকল প্রাণীর উৎপত্তির পূর্ব্বে জাত বলিয়া অন্নই প্রাণীদিগের জ্যেষ্ঠ। অতএব অন্নকে সর্ব্বৌষধ বলা হয়। অন্ন হইতে ভূতসমূহ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ অন্ন হইতে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চারি প্রকার প্রাণীই জন্ম লাভ করে, জন্মের পর অন্নের দ্বারাই বর্দ্ধিত হয়। অন্ন-পদের নিরুক্তিতে পাই, প্রাণিগণ অন্ন ভক্ষণ করে এবং অন্নও প্রাণিগণকে ভক্ষণ করে। এই নিমিত্ত ভক্ষ্য দ্রব্যকে 'অন্ন' বলা হইয়া থাকে। আনন্দময় পুরুষ যে সর্ব্বাধিক আন্তর—ইহা বুঝাইতে হইলে অরুন্ধতী-দর্শনের মত স্থূল আত্মার দর্শন প্রথমে করাইতে হয়, সেজন্য লোকপ্রসিদ্ধ অন্নরসময় দেহকে আত্মরূপে কল্পনা করিয়া তাহার ধারক তাহা হইতে সূক্ষ্ম দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী প্রাণময় আত্মার দর্শন করাইতেছেন—সেই এই অন্ন-রসময় দেহাত্মা হইতে অন্য আর একটি প্রাণময় (বায়ুদ্বারা ব্যাপ্ত) আত্মা আছে, যাহা এই বাহ্য দেহের অভ্যন্তরবর্ত্তী। সেই প্রাণময় আত্মা দ্বারা এই অন্নরসময় দেহাত্মা পূর্ণ অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে, যেমন বায়ুদ্বারা চর্ম্মপেটিকা পূর্ণ থাকে। তাহা না থাকিলে এই অন্নরসময় আত্মার অস্তিত্ব থাকিত না। অন্নরসময় আত্মার মত এই প্রাণময় আত্মাও পুরুষাকৃতিসম্পন্ন। কিরূপে ? ইহা বলিতেছেন,—সেই অন্ন-রসময় আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ তাহার দৃষ্টান্তে পক্ষিরূপণদ্বারা

কল্পিত মস্তক, বাহু প্রভৃতি থাকায় তাহাকে পুরুষাকৃতিমান্ দেখাইতে-ছেন—সেই প্রাণময় আত্মার মস্তক হইতেছে জীবদেহের হৃদয়স্থিত প্রাণবায়ুই। যেহেতু উহাতেই প্রথমে ধারণা করণীয়, এইজন্য উহা শ্রেষ্ঠ-অঙ্গ মস্তক। ব্যানবায়ু তাহার দক্ষিণ পক্ষ, অপানবায়ু সেই প্রাণময় আত্ম-পক্ষীর বামপক্ষ, শরীরাভ্যন্তরস্থ আকাশ বা অবকাশবর্ত্তী সমানাখ্য বায়ু তাহার আত্মা—জীবনাধায়ক বা অধ্যক্ষ। ইহাই সেই প্রাণময় আত্মার শরীর আত্মা। পৃথিবী তাহার পুচ্ছ, চরণস্থানীয় অর্থাৎ ইহার উপর নির্ভর করিয়া সেই আত্মা অবস্থিত ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের আনন্দবল্ল্যধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অন্নাদ্বৈ—অন্ততঃ। পৃথিব্যাং বর্ত্তমানাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অন্নাদেবোত্‌পদ্যন্তে। উৎপন্নাশ্চ অন্নেনৈব জীবন্তি। অন্তকালে [চ] তত্রৈব লয়ং যান্তীত্যর্থঃ। অন্নং হি—উচ্যতে। সর্ব্বভূতো-পকারকত্বাদন্নমেব জ্যেষ্ঠম্। অত এব অশনায়াদিব্যাধিনিবর্ত্তকত্বাৎ তদেব সর্ব্বৌষধমুচ্যতে ইত্যর্থঃ। 'ওষধীভ্যোঽন্নম্' ইতি ওষধীপরি-ণামত্বং নিমিত্তীকৃত্য অন্নে প্রযুক্তমৌষধশব্দং ভেষজত্বনিমিত্তকতয়া শ্রুতির্ব্যপদিশতীতি দ্রষ্টব্যম্।

সর্ব্বং—উপাসতে। অন্নে ব্রহ্মদৃষ্টিং কুর্ব্বন্তো যাবদপেক্ষিতমন্নং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। ব্রহ্মদৃষ্টিহেতুভূতং ব্রহ্মসাম্যমাহ—অন্নং হি—উচ্যতে। ব্রহ্মণোঽপি সকলরোগনিবর্ত্তকতয়া সর্ব্বভেষজত্বস্য সত্ত্বাদিতি ভাবঃ। অন্নাৎ—বর্ধন্তে। জননবৃদ্ধিহেতুত্বমন্নব্রহ্মণোঃ সমমিত্যর্থঃ। অন্নস্য নির্ব্বচনমাহ—অদ্যতেঽত্তি চ—ইতি। জীবনদশায়াং স্বয়মদ্যতে। নাশ-

দশায়ামলভ্যমানতয়া বা (লয়াধারতয়া বা) বিপরীতপরিণামহেতুতয়া বা, 'অন্নং মৃত্যুং তমু জীবাতুমাহুঃ' ইতি শ্রুত্যুক্তরীত্যা অত্তৃত্বলক্ষণং সংহর্তৃত্বং দ্রষ্টব্যম্। এবমাকাশাদেরন্নরসময় স্থূলশরীরপর্য্যন্তস্য মন্ত্র-ব্রাহ্মণোক্তব্রহ্মোপাদানকত্বম্, 'আত্মন আকাশ' ইত্যাত্মশব্দশ্রবণাৎ তদন্তর্য্যামিকত্বঞ্চোক্তং ভবতি।

[প্রাণময়পর্য্যায়ঃ]

এবমাকাশাদেরন্নময়শব্দিতস্থূলশরীরপর্য্যন্তস্য ব্রহ্মৈব আত্মা, উপাদা-নঞ্চেত্যুক্ত্বা, 'স আত্মা কঃ' ইত্যপেক্ষায়াম্, আনন্দময় এব স আত্মেতি দর্শয়িতুং স্থূলারুন্ধতীন্যায়েন স্থূলদেহান্তর্ব্বর্তিনং প্রাণময়মাত্মত্বেন দর্শয়তি। সূক্ষ্মামরুন্ধতীং দর্শয়িতুং প্রবৃত্তঃ পুরুষঃ প্রথমত এব সূক্ষ্মায়া অরুন্ধত্যাঃ প্রদর্শনাসংভবং পর্য্যালোচ্য তৎসমীপবর্ত্তিনীং স্থূলতারকাম্, 'ইয়মেবা-রুন্ধতী' ইতি প্রদর্শয়তি। তস্যাং স্থূলতারকায়াং শ্রোতুররুন্ধতীত্ব-বুদ্ধৌ দৃঢ়ায়াং তৎসমীপবর্ত্তিনীং বস্তুতোঽরুন্ধতীং সূক্ষ্মাম্, 'ইয়মেবা-রুন্ধতী' ইতি প্রদর্শয়তি। সোঽয়ং স্থূলারুন্ধতীন্যায় ইত্য [স্যা ?] র্থঃ। তস্মাৎ—প্রাণময়ঃ। দেহান্তর্ব্বর্ত্তী দেহাদন্যো যঃ প্রাণময়ঃ, স এব, 'আত্মন আকাশঃ সংভূতঃ' ইতি আকাশাদিসর্ব্বোপাদানত্বেন তদন্তর্য্যামিত্বেন চ নির্দ্দিষ্ট আত্মেত্যর্থঃ। ভগবতা ভাষ্যকৃতা, "অন্বয়া-দিতি চেত্ স্যাদবধারণাৎ" ইতি সূত্রে, 'অন্নময়াদন্তরে প্রাণময়ে প্রথমং পরমাত্মবুদ্ধিরবতীর্ণা, তদনন্তরঞ্চ প্রাণময়াদন্তরে মনোময়ে, ততো বিজ্ঞানময়ে, তত আনন্দময়ে' ইতি ভাষিতম্। অত্র পঞ্চবৃত্তেঃ প্রাণস্য প্রাণনবৃত্তিপ্রচুরত্বাৎ প্রাণময়ত্বম্। তেনৈষ পূর্ণঃ। তেন প্রাণময়েনাত্মনা অন্নরসময় আত্মা পূর্ণ ইত্যর্থঃ। ব্যাপ্ত ইতি যাবৎ। সর্ব্বস্যাপি দেহস্য প্রাণব্যাপ্তত্বাদিতি ভাবঃ। স—এব। প্রাণময়োঽপি পুরুষাকৃতিরেবেত্যর্থঃ হস্তপাদাদিময়ত্বেন পুরুষবিধত্বভ্রান্তিং ব্যুদস্যতি—

তস্য—বিধঃ। তস্য অন্নময়স্য পুরুষবিধত্বমনুকৃত্য প্রাণময়োঽপি পুরুষবিধ ইত্যর্থঃ। ততশ্চ তদ্বদেব শিরঃপক্ষপুচ্ছাদিমত্তয়া পঞ্চবিধ-ইত্যর্থঃ। তস্য—উত্তরঃ পক্ষঃ। স্পষ্টোঽর্থঃ। আকাশ আত্মা। "যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্" ইতি স্মৃত্যুক্তরীত্যা বায়ুবিকারভূতপ্রাণাপানাদিধারকত্বাদাকাশস্যাত্মত্বম্। পৃথিবী—প্রতিষ্ঠা। পৃথিব্যামাকাশস্য প্রতিষ্ঠিতত্বাৎ তস্যাঃ পুচ্ছত্বম্।

তদপি—পশবশ্চ যে। দেবমনুষ্যপশবঃ প্রাণমনু প্রাণন্তি প্রাণাধীন-জীবনা ইত্যর্থঃ। প্রাণোহি—উচ্যতে। যস্মাৎ সর্ব্বেষাং ভূতানাং যাবৎ শরীরে প্রাণো বসতি, তাবদায়ুরিতি প্রাণস্য উচ্ছ্বসননিঃশ্বসনা-দিলক্ষণসর্ব্বভূতায়ুর্হেতুত্বম্, অত এব প্রাণ এব সর্ব্বেষামায়ুরিত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ। সর্ব্বমেব—উপাসতে এবংলক্ষণে প্রাণে ব্রহ্মবুদ্ধিং (দৃষ্টিং) কুর্ব্বন্তঃ সর্ব্বমায়ুঃ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাকস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তদেবমরুন্ধতীদর্শনন্যায়েনান্তরতমত্বজ্ঞাপনার্থং-লোকপ্রসিদ্ধমাত্মানং (দেহাত্মানম্) অনূদ্য তস্যান্তরতমমাত্মানং শাস্ত্র-প্রসিদ্ধসাধনাদিক্রমেণ প্রদর্শয়ন্ প্রাণময়াদীনপ্যাহ—তস্মাদ্বেত্যাদি। তত্র মনসোধারণার্থং তদাধারঃ প্রাণো ধার্য্য ইতি প্রথমং প্রাণময়-মাহ। তস্মাদ্বেত্যাদি, তস্মাৎ অন্নরসময়াদাত্মনঃ প্রাণময় আত্মা অন্তরঃ শ্রেষ্ঠস্তদপগমে অন্নরসময়স্য নাশাৎ। এষোঽন্নরসময়ঃ, তেন প্রাণময়েন পূর্ণঃ ব্যাপ্তঃ বায়ুনেব দৃতিঃ। স চ প্রাণময়ঃ পুরুষবিধঃ পুরুষাকারঃ,

কথম্? তস্য পূর্ব্বস্যান্নরসময়স্য পুরুষবিধতাম্ অনু লক্ষ্যীকৃত্য বিশেষং বোধয়িতুম্ 'অয়ং প্রাণময়োঽপি রূপককল্পিতৈঃ শিরঃপক্ষাদ্যৈঃ পুরুষাকার এব নিরূপ্যতে। তদেব রূপকং দর্শয়তি—তস্য প্রাণময়স্যাত্মনঃ হৃদিস্থিতঃ প্রাণবায়ুরেব প্রথমমুপাস্যত্বেন শিরঃকল্প্যতে। এবং সাধন-ক্রমেণ দক্ষিণপক্ষাদিক্রমো বোধ্যঃ। উদানানির্দ্দেশঃ প্রাণেনাভে-দোপাসনাৎ। আকাশস্তৎস্থোবায়ুবৃত্তিবিশেষঃ সমানাখ্যো বায়ুর্জ্ঞেয়ঃ প্রাণাদিবৃত্ত্যধিকারাৎ। স চ মধ্যস্থত্বাৎ ইতরবৃত্তীরপেক্ষ্য—অধ্যক্ষঃ। তস্য প্রাণময়স্যৈষ আত্মা 'তস্মাদ্বা এতস্মাদি'ত্যুক্রমোক্ত এব আত্মা শারীর-আত্মা তদ্রূপঃ শরীরান্তর্য্যামী, কীদৃশঃ। যঃ পূর্ব্বস্যান্নরসময়স্যাপি শারীর-আত্মা। এবং পরত্রাপি যোজ্যম্ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাকস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—এই শ্রুতিমন্ত্রে অন্নের মহিমা বর্ণন করিতেছেন। তাৎপর্য্য এই যে, পৃথিবীতে যে সকল প্রাণী বাস করে, তাহাদের শরীর এই অন্ন হইতেই উৎপন্ন হয়। অন্নের অর্থাৎ খাদ্যের পরিণাম শোণিত ও শুক্র হইতে প্রাণি-শরীর গঠিত হয়। শুধু তাহা নহে, উৎপত্তির পর শরীরের পালন-পোষণ এই অন্নের দ্বারাই হইয়া থাকে অর্থাৎ জীবনধারণ হয়। আবার অন্তে এই অন্ন যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই পৃথিবীতেই এই শরীর বিলীন হয়। ইহার ভাবার্থ এই যে, প্রাণিগণের জন্ম জীবন ও মরণ স্থূলশরীরসম্বন্ধেই হইয়া থাকে। পরন্তু শরীরে অবস্থান কারী শরীরী অর্থাৎ জীবাত্মার সম্বন্ধে এই কথা প্রযোজ্য নহে। এমন কি, মৃত্যুকালেও প্রাপ্ত-শরীর ত্যাগ পূর্ব্বক অন্য শরীরে গমন করিয়া

থাকে। শাস্ত্র—অপূর্ব্ব দেহ-প্রাপ্তিকেই জন্ম এবং প্রাপ্তদেহ-ত্যাগকেই মৃত্যু বলিয়াছেন।

অন্ন যেহেতু সমস্ত প্রাণিগণের উৎপত্তি আদির কারণ, সেইহেতু ইহার উপর সব কিছু নির্ভর করে বলিয়া ইহাকে শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বৌষধস্বরূপ বলা হয়। প্রাণিগণের ক্ষুধাজনিত সন্তাপ দূর করিবার পক্ষে অন্নই একমাত্র ঔষধ ও শ্রেষ্ঠ উপায়।

যে ব্যক্তি এই অন্নকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে উপাসনা করেন অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন অন্ন হইতে জীবন ধারণ ও রক্ষা হয় বলিয়া তাহা ব্রহ্মশক্তি জ্ঞান করেন, যেহেতু ব্রহ্মশক্তিতেই অন্ন উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মশক্তিতেই অন্নের জীবদেহ-পালনের শক্তি লাভ হয় অতএব অন্ন ব্রহ্মাভিন্ন মনে করেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার অন্ন প্রাপ্ত হন, সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-শক্তি একমাত্র ব্রহ্মেরই শক্তি। উহা যাহাতে দৃষ্ট হয়, তাহাকে ব্রহ্মশক্তিজ্ঞান করা কর্ত্তব্য।

এই অন্নের দ্বারা পরিপুষ্ট শরীরকে অন্নরসময় বলা হয়। ইহার অভ্যন্তরে প্রাণবায়ু-প্রচুর প্রাণময় কোষ। ঐ প্রাণময় কোষ দ্বারা অন্ন-রসময় শরীর পূর্ণ আছে। অন্নময় স্থূলশরীরাপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া প্রাণ-ময় শরীর স্থূল শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ব্যাপ্ত থাকে। এতদুভয়কেই পুরুষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। অন্নময় পুরুষের আকারের অনু-রূপই তদন্তর্ব্বর্ত্তী প্রাণময় পুরুষের আকার। ঐ প্রাণময় পুরুষের প্রাণই শিরঃ, ব্যান দক্ষিণপক্ষ, অপান বামপক্ষ, আকাশস্থিত সমান বায়ু দেহমধ্যভাগ তাহার আত্মা এবং পৃথিব্যভিমানিনী দেবতা পুচ্ছ ও আশ্রয় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক প্রাণের ধারয়িত্রী। পুরুষের প্রাণময়ত্ব-বিষয়ে এই পরবর্ত্তী মন্ত্র উক্ত আছে।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বেদান্তসূত্রের (১।১।২) স্ব-রচিত অবতরণিকা গোবিন্দভাষ্যের সূক্ষ্মা টীকায় এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"তদেবমরুন্ধতীদর্শনন্যায়েনান্তরতমত্বজ্ঞানার্থং লোকপ্রসিদ্ধমাত্মানমনূত্য তস্যান্তরতমং আত্মানং শাস্ত্রপ্রসিদ্ধসাধনাদিক্রমেণ প্রবেশয়ন্ প্রাণময়াদীনপ্যাহ।" অর্থাৎ এইরূপে অরুন্ধতীদর্শন-ন্যায়ের দ্বারা পরমাত্মাকে সর্ব্বাধিক অন্তরতম জানাইবার জন্য লোক-ব্যবহারে প্রসিদ্ধ দেহাভিমানী আত্মাকে উল্লেখ করতঃ তাহারও অন্তরতম আত্মাকে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ সাধনক্রমানুসারে বাহ্য হইতে অভ্যন্তরে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করাইতে করাইতে প্রাণময়াদি আত্মার বর্ণন করিলেন। অরুন্ধতীন্যায়টি এইপ্রকার—যেমন, কেহ অরুন্ধতী দেখিতে চাহিলে অভিজ্ঞ প্রদর্শক তাহাকে প্রথমতঃ স্থূল নক্ষত্র দেখায়, পরে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতমকে দেখাইতে থাকে, সেইরূপ বাহ্য লোকপ্রসিদ্ধ আত্মা (দেহ) অন্নরসময়, তাহা হইতে আন্তর সূক্ষ্ম প্রাণময়, সূক্ষ্মতর মনোময়, সূক্ষ্মতম বিজ্ঞানময়, তাহা হইতে আরও আন্তর আনন্দময় ব্রহ্ম, পরমাত্মা পরমেশ্বরকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীমদ্বলদেব প্রভু বেদান্তসূত্রের "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (১।১।১২) সূত্রের মূল গোবিন্দভাষ্যেও লিখিয়াছেন—"অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে" ইত্যাদীনাং পুচ্ছান্তপঠিতানাং চতুর্ণাং শ্লোকানামন্নময়াদিপুচ্ছি পুরুষচতুষ্টয়পরত্বেনাস্যাপি শ্লোকস্য তথাভূতস্যাপ্যানন্দময়স্যোত্তরোত্তরোদয়ভেদেন তত্তন্নামভেদাৎ। বিশেষতস্তু তৃতীয়ে বক্ষ্যতে "প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তেরি"ত্যাদিনা। যত্ত্বাহুরন্নময়াদ্যস্মুখপ্রবাহনিপাতান্নানন্দময়স্য মুখ্যত্বমিতি। নৈষ দোষঃ। তস্য সর্ব্বান্তরত্বাৎ। অজ্ঞানাং জপ্তি সৌলভ্যায় তথোপদেশপ্রবৃত্তেঃ। পরমোপকর্ত্তা হি বেদঃ পরমেবাত্মানং বিজিজ্ঞাপয়িষুররুন্ধতীদর্শনন্যায়েনাপরোপদেশেঽপি প্রবর্ত্ততে।"

এতৎপ্রসঙ্গে অন্যান্য বিষয় প্রশ্নোপনিষদের তৃতীয় প্রশ্নের ৫ম ও ৮ম মন্ত্রে দ্রষ্টব্য।

শ্রীগীতাতে পাই,—

"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥" (গীঃ ৩।১৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অন্নং রেত ইতি ক্ষ্মেশ পিতৃযানং পুনর্ভবঃ।
একৈকশ্যেনানুপূর্ব্ব্যা ভূত্বা ভূত্বেহ জায়তে॥"
(ভাঃ ৭।১৫।৫১) ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের আনন্দবল্ল্যধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

ইতি—শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ॥

আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—প্রাণং দেবা অনু প্রাণন্তি। মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যতে।
সর্ব্বমেব ত আয়ুর্যন্তি। যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যত ইতি।
তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাৎ
প্রাণময়াদন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ।
স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষ-
বিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্‌দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামো-
ত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা। অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং
প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ
সমাপ্তঃ॥

অন্বয়ানুবাদ—দেবাঃ মনুষ্যাঃ পশবঃ (দেবতা, মনুষ্যজাতি ও পশু) চ (এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গাদি জীব) প্রাণম্ অনু (প্রাণকে অবলম্বন করিয়া) প্রাণন্তি (বাঁচিয়া থাকে অর্থাৎ প্রাণাধীন জীবন) হি (যেহেতু) প্রাণঃ (প্রাণবায়ু) ভূতানাং (প্রাণীদিগের) আয়ুঃ (জীবনকাল অর্থাৎ যাবৎ পর্য্যন্ত প্রাণ থাকে তাবৎ পর্য্যন্ত আয়ুঃ) তস্মাৎ (সে কারণ) [প্রাণঃ—প্রাণবায়ু] সর্ব্বায়ুষম্ উচ্যতে (উচ্ছ্বাস, নিঃশ্বাস প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বায়ু কার্য্যের হেতুভূত হওয়ায় সকলের আয়ু—স্থিতিকাল

বলে) যে (যাঁহারা) প্রাণং ব্রহ্ম (প্রাণকে ব্রহ্মবোধে) উপাসতে (উপাসনা করেন) তে (তাঁহারা অর্থাৎ প্রাণ-ব্রহ্মোপাসকগণ) সর্ব্বম্ আয়ুঃ (সমস্ত আয়ুঃ) যন্তি (প্রাপ্ত হন) [ইহার কারণ] প্রাণো হি ভূতানাম্ আয়ুঃ (প্রাণ যে সমস্ত প্রাণীর আয়ুষ্কাল) তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষ-মুচ্যতে (এইজন্য সকলের আয়ু বলিয়া কথিত হয়)। যঃ (যে) পূর্ব্বস্য (অন্নরসময় আত্মার) এষ এব (এই আত্মাই) শারীরঃ (দেহধারী—তদ্রূপ শরীরের অন্তর্য্যামী অর্থাৎ অন্নরসময়ের যে আত্মা তাহাই প্রাণময়ের আত্মা দ্বিতীয় নহে)। তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ (সেই এই প্রাণময় আত্মা হইতে) অন্যঃ (ভিন্ন) অন্তরঃ (অভ্যন্তরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ) মনোময়ঃ (মনঃকার্য্যবহুল) আত্মা (আত্মা আছে), তেন (সেই মনোময় আত্মা দ্বারা) এষঃ (এই প্রাণময় আত্মা) পূর্ণঃ (ব্যাপ্ত), স বৈ (সেও—সেই মনোময় আত্মাও) পুরুষবিধ এব (পুরুষের মত আকৃতিসম্পন্নই) [যেহেতু] তস্য (প্রাণময় আত্মার) পুরুষবিধতাম্ (পুরুষের আকৃতিকে) অনু (লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ তদনুসারে) অয়ং (এই মনোময় আত্মা) পুরুষবিধঃ (পুরুষাকৃতিসম্পন্ন), [তাহাই পক্ষিরূপক দ্বারা দেখাইতেছেন, যেপ্রকার পক্ষীর মস্তক, পক্ষ, আত্মা, পুচ্ছ থাকে, সেপ্রকার এই মনোময় আত্মারও আছে, যেমন—] যজুঃ এব (সমগ্র যজুর্ব্বেদই) শিরঃ (মস্তকস্থানীয়), ঋক্, (ঋগ্‌বেদ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ (তাহার দক্ষিণ পক্ষ বা হস্ত) সাম (সামবেদ) উত্তরঃ পক্ষঃ (বাম হস্ত) আদেশঃ (বিধিনিষেধাত্মক অনুশাসন বাক্য) আত্মা (তাহার আত্মা, যেহেতু মনোব্যাপার হইতে বেদরহস্য অবগত হওয়া যায়, এজন্য আত্মা) অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ (অথর্ব্বা নামক অঙ্গিরো গোত্রসম্ভূত ঋষি দ্বারা দৃষ্ট মন্ত্রগুলি) পুচ্ছং (পুচ্ছস্থানীয়) প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়ীভূত অর্থাৎ ঐ মন্ত্রগুলিকে আশ্রয় করিয়া মনোময় শরীরের স্থিতি)। তদপি (সেই মনোময়

আত্ম-বিষয়েই) এষঃ শ্লোকো ভবতি (এই শ্লোক পঠিত হইয়া থাকে) ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে তৃতীয়ানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—এই প্রাণময় পুরুষ হইতে ভিন্ন আরও একটি আত্মা আছে মনোময় নামে, ইহা মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তাত্মক, কিন্তু অন্তঃকরণ-বৃত্তিগুলির মধ্যে মনোবৃত্তির প্রাচুর্য্য থাকায় মনোময়-নামে অভিহিত। যে প্রাণময় কোষ হইতে আরও অন্তরে থাকিয়া সেই প্রাণময়কে ধরিয়া রাখিয়াছে। অতএব এই প্রাণময় আত্মা মনোময় আত্মা দ্বারা ব্যাপ্ত অর্থাৎ মনোময়ের অধীন । সেই মনোময় আত্মার (শরীর) প্রাণময়ের মত পুরুষাকার অর্থাৎ পুরুষের যেরূপ মস্তক, বাহু, পাদ ও আত্মা আছে, সেইরূপ মনোময় আত্মারও শিরঃ প্রভৃতি আছে। যথা—যজুর্ব্বেদই তাহার মস্তক যেহেতু যজুর্মন্ত্রেঃ দ্বারাই হবিঃ প্রদত্ত হইয়া থাকে, এই প্রধানত্বহেতু তাহাকে মস্তক বলা হইয়াছে। ঋগ্‌বেদ তাহার দক্ষিণপক্ষ, সামবেদ বাম পক্ষ, যেহেতু দুইটি পক্ষ-সাহায্যে পক্ষী শূন্যপথে বিচরণ করে, সেইহেতু ঋক্ ও সাম দ্বারা এই যজ্ঞ নির্ব্বাহ হয়, এজন্য ইহাদিগকে পক্ষ বলা হইল। আদেশবাক্য অর্থাৎ 'এই কর' 'ইহা করিও না'—এইরূপ বিধিনিষেধ-বোধকবাক্য দ্বারা যজ্ঞ রক্ষিত হইয়া থাকে ; অতএব সেই আদেশবাক্য ঐ মনোময় পুরুষের আত্মা। অথর্ব্বাঙ্গিরা ঋষি দ্বারা যে সকল মন্ত্র দৃষ্ট-হইয়াছিল, সেইগুলি এই যজ্ঞপক্ষীর পুচ্ছ অর্থাৎ চরণ, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই ইহা স্থিতিলাভ করিতেছে। সেই মনোময় আত্মা-বিষয়ে এইরূপ প্রশংসাবাদ শুনা যায় ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের আনন্দবল্ল্যধ্যায়ের তৃতীয় অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

[মনোময়পর্য্যায়ঃ]

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং প্রাণময়ে আকাশাত্মন্নময়ান্তস্যান্তরাত্মত্ববুদ্ধিমবতার্য্য তাং বুদ্ধিং নিবর্ত্তয়তি—তস্যৈষ—পূর্ব্বস্য। পূর্ব্বস্য অন্নময়স্য য আত্মা, এষ এব তস্য প্রাণময়স্যাপ্যাত্মেত্যর্থঃ। শারীরঃ শরীরপ্রতিসংবন্ধী আত্মেত্যর্থঃ। অনেন আত্মশব্দস্য স্বরূপার্থত্বভ্রান্তির্ব্যুদস্তা ভবতি। ততশ্চান্নময়প্রাণময়াবেকাত্মকৌ; ন তু অন্নময়স্য প্রাণময় আত্মেত্যর্থঃ। তর্হি অন্নময়প্রাণময়য়োঃ ক আত্মেত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—তস্মাৎ—মনোময়ঃ। অত্র মনোময় ইত্যত্র প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্। মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাখ্যান্তঃকরণবৃত্তিষু মনোবৃত্তেঃ প্রচুরত্বাৎ। তেনৈষ—বিধঃ। পূর্ব্ববদর্থঃ। তস্য—শিরঃ। তস্য অন্তঃকরণস্য যজুর্ব্বেদবিষয় (যজুর্ব্বেদজন্য ?) জ্ঞানজনকমনোব্যাপারঃ শির ইত্যর্থঃ। মুখ্যার্থস্য যজুর্ব্বেদস্য মনসসংবন্ধাভাবেন মনস্‌শিরস্বরূপণাসংভবাদিতি দ্রষ্টব্যম্। এবমুত্তরত্রাপি। আদেশ আত্মা। ইদং কুরু, ইদং মা কার্ষীরিতি বিধিনিষেধরূপং রহস্যানুশাসনমাদেশইত্যর্থঃ। অত্র তজ্জন্যজ্ঞানহেতুভূতান্তঃকরণবৃত্তিরাদেশশব্দেনোচ্যতে। অথর্ব্ব—প্রতিষ্ঠা। অথর্ব্বাঙ্গিরোভিঃ দৃষ্টা মন্ত্রাঃ প্রতিষ্ঠাহেতুভূতং পুচ্ছমিত্যর্থঃ। অত্রাপি অথর্ব্বাঙ্গিরস্‌শব্দঃ তজ্জন্যজ্ঞানহেতুভূতমনোব্যাপারপরঃ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে তৃতীয়ানুবাকস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ প্রাণময়াদাত্মনোঽন্তরং মনোময়ং বর্ণয়তি—পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ। প্রাণধারণয়া মনো বশীকৃত্য তচ্চ মনো নিষ্কামকর্ম্মাত্মকতয়া ধার্য্যমিতি। মনঃ সঙ্কল্পাত্মাত্মকমন্তঃকরণং, তস্মাৎ এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ আত্মনঃ সকাশাৎ অন্যোঽন্তরঃ মনোময়ঃ আত্মা, অস্য জ্ঞানময়ত্বেন

জড়াৎ প্রাণময়াৎ শ্রৈষ্ঠ্যং বোধ্যম্, কিঞ্চ অন্নময়প্রাণময়য়োঃ আত্মা মনোময় ইতি। মনোময় ইত্যত্র প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাখ্যান্তঃকরণবৃত্তিষু মনোবৃত্তেঃ প্রচুরত্বাৎ তেনৈষপূর্ণ ইতি তেন মনোময়েনাত্মনা, এষঃ প্রাণময় আত্মা পূর্ণঃ ব্যাপ্তঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব স এষঃ প্রাণময়াদাত্মনোঽন্তরঃ মনোময়ঃ, বৈ সমুচ্চয়ে, সোঽপি পুরুষবিধঃ পুরুষাকারঃ, তস্য প্রাণময়স্য, পুরুষবিধতাম্ মনুষ্যাকারত্বম্, অনু লক্ষ্যীকৃত্য অয়ং মনোময়ঃ শারীরআত্মা পুরুষবিধঃ পুরুষাকারঃ। তদেব রূপকং দর্শয়তি—তস্য যজুরেব শিরঃ, মনোময়স্য যজুরূপকমিত্থম্ যজুঃ অনিয়তাক্ষরপাদকো মন্ত্রবিশেষঃ, তজ্জাতিবাচী যজুঃশব্দঃ। তস্য যজ্ঞে শিরস্ত্বং প্রাথম্যাদ্, যজুষা হি হবির্দীয়ত ইতি যদ্বা তস্যান্তঃকরণস্য যজুর্বেদবিষয়কজ্ঞানজনকমনোব্যাপারত্বাৎ শিরস্ত্বমিতি। মুখ্যার্থস্য যজুর্বেদস্য মনঃসম্বন্ধাভাবেন মনঃ শিরস্ত্বরূপণাসম্ভবাদিতি বোধ্যম্। এবমুত্তরত্র। ঋক্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা সা ঋক্ মন্ত্র ইত্যর্থঃ তস্য মনোময়স্য শারীরাত্মনঃ, দক্ষিণঃ পক্ষঃ, যজ্ঞে ঋক্সাময়োর্ম্মধ্যে ঋচঃ প্রধানত্বাৎ দক্ষিণপক্ষত্বম্। সামোত্তরঃ পক্ষঃ, ঋগ্বৎ সাম্নোঽপি যজ্ঞনির্ব্বাহকত্বাৎ শ্রৈষ্ঠ্যং, পক্ষাভ্যামেব হি পক্ষিণ উৎপতনসামর্থ্যমনুভূয়তে। অতস্তয়োঃ পক্ষরূপণম্। আদেশ আত্মা আদেশোঽত্র ব্রাহ্মণবাক্যম্। 'ইদং কুরু' 'ইদং মা কার্ষীঃ' ইত্যাদি বিধিনিষেধরূপং রহস্যানুশাসনমিত্যর্থঃ। স আত্মা আত্মবৎ ধারকঃ। অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ অথর্ব্বাঙ্গিরোভির্দৃষ্টা মন্ত্রাঃ, পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা স্থিতিহেতুভূতং পুচ্ছমিত্যর্থঃ। মন্ত্রাঃ ব্রাহ্মণঞ্চ শান্ত্যাদিপ্রতিষ্ঠাহেতুভূতকর্ম্মপ্রধানত্বাৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠোচ্যতে। মনোময়াঙ্গত্বং চৈষাং মনোবৃত্তাবাবির্ভাবিত্বেন তৎপ্রাচুর্য্যাৎ। তদপি তত্রাপি, এষঃ বক্ষ্যমাণঃ, শ্লোকঃ স্তুতিবাক্যং পঠ্যতে বুধৈঃ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে তৃতীয়ানুবাকস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—এই তৃতীয় অনুবাকের প্রথমাংশে প্রাণের মহিমা বর্ণনযুক্ত শ্রুতির উল্লেখ করতঃ পরে এই প্রাণময় শরীরের অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করাইতেছেন। ভাবার্থ এই যে, যত দেবতা, মনুষ্য, পশ্বাদি-শরীরধারী প্রাণী আছে, সকলই প্রাণের সহায়তায় বাঁচিয়া আছে। প্রাণ-ব্যতীত কাহারও শরীর থাকে না। কারণ প্রাণই সকল প্রাণিগণের আয়ুঃ অর্থাৎ জীবন। এইজন্য প্রাণকে 'সর্ব্বায়ুষ' বলা হয়। পরব্রহ্ম পরমাত্মা যেরূপ সকলের জীবনদাতা, জীবনস্বরূপ, সেইরূপ পরমাত্মার সৃষ্ট এই প্রাণেও তিনি তাঁহার প্রাণনশক্তি অর্পণ করিয়া থাকেন। তিনিই মুখ্যপ্রাণস্বরূপ। তাঁহার শক্তিতে শক্তিযুক্ত হইয়াই প্রাণবায়ু সকলকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন, ইহা অবগত হইয়া যিনি এই প্রাণকে ব্রহ্মবোধে অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তিজ্ঞানে উপাসনা করেন, তিনি ভগবৎকৃপায় পূর্ণ আয়ুঃ লাভ করেন।

প্রশ্নোপনিষদেও বলা হইয়াছে, যিনি প্রাণের তত্ত্ব আলোচনাপূর্ব্বক মুখ্যপ্রাণ পরমেশ্বরের আরাধনা করেন, তিনি অমরত্ব লাভ করেন। উঁহার সন্তানও অমর হন।

সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর অন্নরসে গঠিত স্থূলশরীরধারী পুরুষের অন্তরাত্মা। তিনিই প্রাণময় পুরুষেরও শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী অন্তর্য্যামী পরমাত্মা।

এক্ষণে এই অনুবাকের দ্বিতীয়াংশে মনোময় পুরুষের বর্ণন করিয়াছেন। ইনি প্রাণময় পুরুষ হইতে ভিন্ন, প্রাণময় পুরুষ হইতেও সূক্ষ্ম হইয়া তাহার ভিতর অবস্থিত দ্বিতীয় পুরুষ। ইহার নাম মনোময়। এই মনোময় দ্বারা প্রাণময় শরীর পূর্ণ থাকে অর্থাৎ প্রাণময় শরীরে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকে। মনোময় শরীরও পুরুষের আকার। প্রাণময় পুরুষের আকারের অনুরূপই তদন্তর্ব্বর্ত্তী মনোময় পুরুষের আকার। ইহাকেও একটি পক্ষীর আকারে কল্পনা করা

হইয়াছে। এই মনোময় পুরুষের যজুর্নামক মন্ত্রবিশেষ শিরঃ, ঋক্ দক্ষিণপক্ষ, সাম উত্তরপক্ষ, আদেশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বাক্য যাহাতে বিধি-নিষেধের জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে, উহা দেহমধ্যভাগ এবং অথর্ব্ব-অঙ্গিরস কর্ত্তৃক দৃষ্টমন্ত্র অর্থাৎ অথর্ব্ববেদের বাক্যসমূহ পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা, যজুরাদি বিষয়িণী মনোবৃত্তি-সকলই মনোময় পুরুষের শিরঃ প্রভৃতি অবয়বসমূহ।

যজ্ঞাদি কর্ম্মে যজুর্ব্বেদের মন্ত্রের প্রধানতা আছে, যাহাতে অক্ষরে কোন নিয়ত সংখ্যা নাই, তথা যাহাতে পাদপূরক কোন নিয়ত নিয়ম নাই, এইরূপ মন্ত্রকে 'যজুঃ' ছন্দের অন্তর্গত বিচার করা হয়। এই নিয়মানুসারে যে বৈদিকবাক্য যাহা মন্ত্রের অন্তে 'স্বাহা' শব্দে করযোড়ে অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হয়। এই বাক্য বা মন্ত্রকে 'যজুঃ' বলা হয়। এইপ্রকারে যজুর্মন্ত্রদ্বারা অগ্নিতে হবিঃ অর্পণ করা হয়, এই কারণে যজুঃ প্রধান। অঙ্গের মধ্যে শিরঃ প্রধান, অতএব যজুর্ব্বেদকে শিরঃ বলা কর্ত্তব্য।

বেদ-মন্ত্রের বর্ণ, পদ ও বাক্য আদির উচ্চারণের নিমিত্ত প্রথমে মনে সংকল্প উঠে, তারপর সংকল্পাত্মক বৃত্তি দ্বারা মনোময় আত্মার সহিত বেদমন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এইজন্য ইহাতে মনোময় পুরুষকে অঙ্গী ও অঙ্গরূপে স্থান দেওয়া হইয়াছে। শরীরে যে-স্থান দুই হস্ত হয়, সেই দুই স্থান মনোময় পুরুষের অঙ্গ—ঋগ্বেদ ও সামবেদ। যজ্ঞ-যাগাদিতে এই মন্ত্র দ্বারা স্তব ও গান করা হইয়া থাকে। অতএব যজুর্মন্ত্রাপেক্ষা সাম অপ্রধান। কিন্তু হস্ত যজ্ঞে বিশেষ সহায়ক। সেই জন্য ইহাকে হস্তের রূপ দেওয়া হইয়াছে। আদেশ অর্থাৎ বিধিনিষেধ-বাক্য বেদের ভিতর থাকে। সুতরাং উহাকে মনোময় পুরুষের মধ্যভাগ বলা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে শান্তিক ও পৌষ্টিক আদি

কর্ম্মের সাধক মন্ত্র আছে। যাহা প্রতিষ্ঠার হেতু। অতএব উহাকে পুচ্ছ এবং প্রতিষ্ঠা বলা সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত। সংকল্পাত্মক বৃত্তির দ্বারা মনোময় পুরুষের এই সকলের সহিত নিত্য সম্বন্ধ আছে, সেই কারণে বেদমন্ত্রকে উহার অঙ্গ বলা হইয়াছে।

এই মনোময় পুরুষের মহিমা-বিষয়ে পরবর্ত্তী ৪র্থ অনুবাকে মন্ত্র দৃষ্ট হয় ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের আনন্দবল্ল্যধ্যায়ের তৃতীয় অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচনেতি।
তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এত-
স্মান্ মনোময়াদন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ
পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতা-
মন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং
দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃপক্ষঃ। যোগ আত্মা।
মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ
সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—বাচঃ (প্রাকৃত বাক্যসকল—ভাষা) যতঃ (যে আত্মা হইতে) নিবর্ত্তন্তে (বিমুখ হইতেছে অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ বুঝাইতে অক্ষম হইতেছে) [শুধু বাক্য নহে, প্রাকৃত মনও যেখানে বিমুখ] অপ্রাপ্য মনসা সহ (মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে জানিতে না পারিয়া অর্থাৎ তাঁহার ইয়ত্তা না পাইয়া তথা হইতে নিবৃত্ত হয়) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) আনন্দং (তাদৃশ আনন্দময় স্বরূপকে) বিদ্বান্ (বিশুদ্ধ মনের দ্বারা জানিলে অর্থাৎ অনুভব করিলে) কদাচন (কোনকালেই গর্ভবাস, জন্ম, মৃত্যু হইতে) ন বিভেতি ইতি (ভয় পায় না অর্থাৎ দুঃখভোগ করে না, মুক্ত হয়) তস্য (সেই মনোময় পুরুষের) এষ এব (প্রাণময় পুরুষের যে আত্মা—তাহাই) শারীর আত্মা (শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী আত্মা) [সে কে?] যঃ পূর্ব্বস্য (যে আত্মা প্রাণময়ের অর্থাৎ অন্নময়, প্রাণময়,

মনোময় পুরুষের একই আত্মা) [তাহাই বিশদ করিয়া বর্ণন করিতেছেন—] তস্মাদ্ বৈ এতস্মাৎ মনোময়াৎ (সেই এই মনোময় পুরুষ হইতে) অন্যঃ (পৃথক্) বিজ্ঞানময়ঃ আত্মা (বিজ্ঞান প্রধান অর্থাৎ জীবাত্মা) [যাহা] অন্তরঃ (আরও অভ্যন্তর—প্রধান), তেন (সেই বিজ্ঞানময় আত্মা দ্বারা) এষঃ (এই মনোময় আত্মা) পূর্ণঃ (ব্যাপ্ত অর্থাৎ ইহার অধীন), স বৈ এষঃ (সেই বিজ্ঞানময় আত্মাও) পুরুষ-বিধ এব (মনুষ্য শরীরের মত শরীরধারীই) [যেহেতু] অয়ং (এই বিজ্ঞানময় আত্মা) তস্য (মনোময় আত্মার) পুরুষবিধতাম্ অনু (পুরুষের আকার অনুসারে) পুরুষবিধঃ (পুরুষাকার সম্পন্ন) [যেমন] তস্য (বিজ্ঞানময় আত্মার) শিরঃ (মস্তক হইতেছে) শ্রদ্ধৈব (শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয়, কারণ শ্রদ্ধাই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের আদিভূত, এজন্য তাহাকে মস্তক বলা হইল) ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ (যথাশাস্ত্র যথাকর্ত্তব্য বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চিত অর্থ ই সেই বিজ্ঞানময় পুরুষের দক্ষিণ পক্ষ), সত্যম্ উত্তরঃ পক্ষঃ (সেই বুদ্ধিনিশ্চিত অর্থকে বাক্য ও শরীর দ্বারা যে সম্পন্ন করা হয়, তাহা বিজ্ঞানময় আত্মার বামপক্ষ), যোগঃ আত্মা (যোগ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি-নিরোধ অর্থাৎ সমাধি—ইহাই তাহার আত্মা, যেহেতু যোগ না থাকিলে শ্রদ্ধাদি ফলপ্রদ হয় না, যেমন আত্মার অভাবে হস্তপদাদির কোন চেষ্টা থাকে না সুতরাং যোগই আত্মা), মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (যোগের প্রতিবন্ধক যতগুলি আছে, তাহাদের নিরাস অর্থাৎ প্রতিক্ষেপের সামর্থ্যরূপ মহঃ, ইহাই এই বিজ্ঞানময় আত্মার পুচ্ছ অর্থাৎ পুচ্ছের মত নির্ভরযোগ্য, তাহাই প্রতিষ্ঠা—আশ্রয় অর্থাৎ অবলম্বন) তদপি এষঃ শ্লোকো ভবতি (সেই বিজ্ঞানময় পুরুষ-সম্বন্ধে এইরূপ প্রশংসা-বাক্য আছে) ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে চতুর্থানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—সেই এই মনোময় পুরুষ হইতে অন্য এক শরীরাভ্যন্তরবর্ত্তী বিজ্ঞানময় পুরুষ আছেন, তাঁহার দ্বারাই এই মনোময় পুরুষ ব্যাপ্ত অর্থাৎ তাহার অধীন। সেই বিজ্ঞানময় পুরুষও মানুষের মত আকৃতি-সম্পন্ন, যেহেতু মনোময় আত্মার পুরুষাকৃতি-অনুসারে এই বিজ্ঞানময় জীবাত্মাও পুরুষাকারসম্পন্ন। কর্ত্তব্যকর্ম্মে শ্রদ্ধা বা দৃঢ় বিশ্বাস সেই বিজ্ঞানময় আত্মার শিরঃস্থানীয়, কারণ বিজ্ঞানময় আত্মা—জীবাত্মা, তাহাই কর্ত্তা আর মনোময় আত্মা করণ, করণ কর্ত্তার অধীন এজন্য বিজ্ঞানময় আত্মার অধীন মনোময় আত্মা। বেদার্থ-নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বিজ্ঞান-শব্দের বাচ্য যজ্ঞাদিকার্য্য প্রমাণনিশ্চয়পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলে সম্পন্ন হয়, এজন্য শ্রদ্ধাকে তাহার মস্তক বলা হইয়াছে। ঋত অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে নিশ্চিত বিষয় তাহার দক্ষিণপক্ষ, এবং সত্য অর্থাৎ সেই নিশ্চিত বিষয় বাক্ ও মনদ্বারা সম্পাদিত হইলে সেই সত্য বিষয়টি হইল তাহার বামপক্ষ। সেই বিজ্ঞানময় পুরুষের আত্মা—মধ্যকায় যোগ অর্থাৎ সমাধি, কারণ যোগযুক্তপুরুষের শ্রদ্ধাদি যথার্থতাবোধ করাইতে সমর্থ হয়, যেমন শরীরাভ্যন্তর্ব্বর্ত্তী আত্মার সত্তায় হস্ত-পদাদি অঙ্গ কার্য্যক্ষম হয়। মহঃ তাহার পুচ্ছ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকাশক, এজন্য উত্তমতর শুদ্ধজীবস্বরূপ, তাহা পুচ্ছ, কারণ—পুচ্ছের মত উহা সমস্ত শ্রদ্ধাদির চরম অবধি, সেই মহঃই প্রতিষ্ঠা—সকলের আশ্রয়। সেই বিজ্ঞানময় পুরুষ-সম্বন্ধে এইরূপ স্তুতিবাদ শ্রুত হয়॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে চতুর্থ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যতো—কদাচনেতি। যস্মাদ্ ব্রহ্মানন্দাৎ বাঙ্মনসে ইয়ত্তালক্ষণং পারমপ্রাপ্য নিবর্ত্তেতে, তাদৃশং ব্রহ্মানন্দং, 'দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া

বুধ্ত্বা,' 'মনসা তু বিশুদ্ধেন' ইত্যুক্তরীত্যা শুদ্ধেন মনসা জ্ঞাত্বা কদাপি ন বিভেতীত্যর্থঃ। অত্র ব্রহ্মানন্দস্য শুদ্ধমনোগোচরত্বপ্রতিপাদকত্বাদস্য মনোবিষয়ত্বমস্তীতি দ্রষ্টব্যম্।

(বিজ্ঞানময়পর্য্যায়ঃ)

তস্য—পূর্ব্বস্য। পূর্ব্বস্য প্রাণময়স্য য আত্মা স এব মনোময়স্যাপ্যাত্মেত্যর্থঃ। এবঞ্চ অন্নময়প্রাণময়মনোময়ানামেক আত্মেত্যুক্তং ভবতি। স ক ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তস্মাদ্—বিজ্ঞানময়ঃ। অত্র বিজ্ঞানময়ো জীবঃ; ন বুদ্ধিমাত্রম্। ময়ট্প্রত্যয়েন ব্যতিরেকপ্রতীতেঃ। তেনৈব—বিধঃ। পূর্ব্ববদর্থঃ। তস্য—পক্ষঃ। অত্র শ্রদ্ধা—ঋত—সত্যশব্দাঃ জ্ঞানবিশেষপরাঃ। 'ব্রহ্মণে ত্বা মহস ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত' ইতি বিহিতজ্ঞানবিশেষো যোগশব্দেনোচ্যতে। মহঃ পুচ্ছম্। যোগবিরোধিনিরসনসামর্থ্যলক্ষণং মহঃ পুচ্ছমিত্যর্থঃ। এতেষাং শ্রদ্ধাদীনামাত্মগুণত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ তত্তদবচ্ছিন্নমাত্মস্বরূপং শিরঃ-পক্ষ-পুচ্ছাদিমত্তয়া প্রতিপাদ্যত ইতি দ্রষ্টব্যম্। অতঃ "যস্মাদনতিরিক্তৈঃ স্বাবয়বৈঃ শিরঃপক্ষপুচ্ছাদিরূপণপরত্বাৎ প্রকরণস্য" ইতি ভাষ্যস্য ন বিরোধঃ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে চতুর্থানুবাকস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ বিজ্ঞানময়স্য জীবাত্মনঃ স্বরূপং বিবৃণোতি—তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাদি—বিজ্ঞানময়স্য জীবস্য কর্ত্তৃত্বাৎ মনোময়স্য করণত্বাৎ তদপেক্ষয়া শ্রৈষ্ঠ্যম্। তদাহ—তস্মাদ্ বৈ এতস্মাৎ মনোময়াদাত্মনঃ, অন্যঃ বিলক্ষণঃ অন্তরঃ অভ্যন্তরবর্ত্তী প্রধানভূত ইত্যর্থঃ মনো-

ময়াত্মনঃ প্রেরকত্বাৎ বিজ্ঞানময়স্য তথাহি বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্যার্থং মনসা সম্পাদয়তীতি। অতস্তেন বিজ্ঞানময়েন আত্মনা এষঃ মনোময় আত্মা পূর্ণঃ ব্যাপ্তঃ তদধীনবৃত্তিত্বাদিতি ভাবঃ, স বা এষ পুরুষবিধএব স বৈ এষঃ সোঽপি বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ পুরুষবিধ এব পুরুষাকৃতিরেব, কথং? যতঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষোঽপি, তস্য মনোময়স্যাত্মনঃ পুরুষবিধতাম্ পুরুষাকৃতিম্ অনু অনুসৃত্য লক্ষ্যীকৃত্য পুরুষবিধঃ পুরুষস্যাকৃতিবদাকৃতিং ধত্তে। তদেব রূপকেণ দর্শয়তি—তস্য বিজ্ঞানময়স্য পুরুষস্য বেদার্থনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির্হিবিজ্ঞানং তন্ময়ঃ প্রমাণস্বরূপৈর্নিশ্চয়বিজ্ঞানৈর্নির্ব্বর্ত্তিতঃ তাদৃশস্য আত্মপুরুষস্য প্রমাণবিজ্ঞানপূর্ব্বকোহি যজ্ঞাদিস্তায়তে, নিশ্চয়বিজ্ঞানবতো হি প্রথমং কর্ত্তব্যেষর্থেষু শ্রদ্ধা সমুদেতি, তেন প্রাথম্যাৎ শ্রদ্ধায়াঃ শিরস্ত্বমুচ্যতে তস্য শ্রদ্ধা বৈ শিরঃ শির ইব ধারণকারণম্। ঋতং—যথাশাস্ত্রং যথাকর্ত্তব্যং বুদ্ধৌ বিনিশ্চিতোঽর্থঃ, তস্য দক্ষিণঃ পক্ষঃ পক্ষবৎ প্রবৃত্তিজনকত্বাৎ, সত্যং—বাচা কায়েন চ সম্পাদ্যমানঃ সোঽর্থঃ, উত্তরঃ পক্ষঃ বামঃ পক্ষঃ, ঋতসত্যাভ্যাং যোগমার্গেপ্রবৃত্তিসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপঃ সমাধিঃ তস্য বিজ্ঞানময়পুরুষস্য আত্মা মধ্যকায়ঃ আত্মবতো হি যুক্তস্য অঙ্গানীব শ্রদ্ধাদীনি যথার্থপ্রতিপত্তিক্ষমাণি ইতি। মহঃ যোগপ্রতিপক্ষনিরোধসামর্থ্যং তস্য পুচ্ছং পুচ্ছবৎ স্থিতিহেতুঃ—প্রতিষ্ঠা প্রতিতিষ্ঠতি অস্মিন্নিতি তেষাং সর্ব্বেষাম্ আশ্রয়ঃ যোগবিরোধিপ্রতিক্ষেপং বিনা তস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বাদিতি। তত্র শ্রদ্ধাদীনামেতৎ সাক্ষাৎকারাঙ্গত্বাৎ মহস্তত্ত্বৎ সর্ব্বপ্রকাশকত্বেনোত্তমতরং শুদ্ধজীবস্বরূপং তৎ কিল পুচ্ছং তত্তদবধিভূতত্বাদিতি চ তাৎপর্য্যম্ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে চতুর্থানুবাকস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান শ্রুতিমন্ত্রে ব্রহ্মের আনন্দময় স্বরূপের অনুভবকারী জীবাত্মার মহিমা বর্ণন করিতেছেন। ভাবার্থ এই যে, পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপভূত যে আনন্দ, তাহা প্রাকৃত মনঃ, বাক্ আদি সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপ মনোময় শরীরের অনুভূতির বিষয় হয় না অর্থাৎ পরব্রহ্মকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়। কারণ যিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তাঁহার কোন ভয় থাকে না। অভয় ও অমৃতস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া তিনিও অভয় অর্থাৎ জন্ম, জরা ও মৃত্যুরহিত হন এবং অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন। জীবাত্মাই এই লাভের অধিকারী। আর বিশুদ্ধ মন, বুদ্ধি প্রভৃতি জীবাত্মার আনুগত্যে কার্য্য করিলে ভগবৎ প্রাপ্তির সহায়ক হইতে পারে।

মনে রাখিতে হইবে যে, মনোময় শরীরেরও অন্তর্য্যামী আত্মা—পরমাত্মাই। যিনি পূর্ব্বোক্ত অন্নরসময় শরীর ও প্রাণময় শরীরেরও আত্মা।

চতুর্থ অনুবাকের দ্বিতীয়াংশে বিজ্ঞানময় পুরুষের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত মনোময় শরীর হইতেও সূক্ষ্ম বলিয়া উহার অভ্যন্তরবর্ত্তী এই বিজ্ঞানময় জীবাত্মা, তাহা মনোময় হইতে অন্য অর্থাৎ পৃথক্। সুতরাং অন্নরসময়, প্রাণময় ও মনোময় হইতে পৃথক্ ও শ্রেষ্ঠ এই বিজ্ঞানময় জীবাত্মা। কিন্তু পরমাত্মা পরব্রহ্ম সকলেরই অন্তর্য্যামী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জীবাত্মার দ্বারাই মনোময় শরীর পূর্ণ, কারণ মনোময় শরীরে ইনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকেন। আর মনোময়ের দ্বারা অন্নময় ও প্রাণময় ব্যাপ্ত থাকে। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব বিজ্ঞানময় জীবাত্মা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত থাকেন। শ্রীগীতাতেও অনুরূপ শ্লোক পাওয়া যায়।

এই বিজ্ঞানময় আত্মাও পুরুষাকার। তাহার অঙ্গকে পক্ষিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। শ্রদ্ধা অর্থাৎ বুদ্ধির নিশ্চিত বিশ্বাসরূপ বৃত্তি, যাহা বিজ্ঞানময় জীবাত্মার শরীরের প্রধান অঙ্গ সুতরাং উহাকে শিরঃ বলা হইয়াছে। কারণ শাস্ত্রার্থে দৃঢ় বিশ্বাসই উন্নতির মূল। ভগবৎ প্রাপ্তির পথে সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে এই শ্রদ্ধার আবশ্যকতা। শাস্ত্রার্থে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে সদাচারের নিশ্চয়তা ইহার দক্ষিণপক্ষ। সত্যাশ্রয় অর্থাৎ সত্যভাষণাদি ইহার বামপক্ষ। ধ্যানের দ্বারা পরমাত্মার সহিত সর্ব্বদা সংযুক্ত থাকা অর্থাৎ সমাধিযোগ মধ্যভাগ। আর 'মহঃ' নামে প্রসিদ্ধ সর্ব্বপ্রকাশক পরমাত্মাই পুচ্ছ বা আধার, কারণ পরমাত্মা জীবাত্মার পরমাশ্রয়। এই বিজ্ঞানময় পুরুষের মহিমা-বিষয়ে অগ্রে পঞ্চম অনুবাকে মন্ত্র আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যতোঽপ্রাপ্য ন্যবর্ত্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ।
অহঞ্চান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ।" (ভাঃ ৩।৬।৪০)

অর্থাৎ যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, আমি যে ব্রহ্মা এবং এই সমস্ত দেবও তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। সেই ভগবান্‌কে নমস্কার বৈ আর কি করিব?

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—

"অতো দুর্জ্ঞেয়ত্বমেব স্থাপয়ন্ নমস্করোতি অপ্রাপ্য অন্তমলব্ধ্বা যতঃ সকাশান্নিবর্ত্তন্তে বাচঃ সমষ্টি-ব্যষ্টীনাং সর্ব্বেষামপি বাগিন্দ্রিয়াণি মনসা সহেতি মনাংসি চ যথা ব্রহ্মণো মুখান্নির্গতাঃ সর্ব্বে বেদা এব বাচঃ, তৈশ্চৈব মনসা সহ অহং অহঙ্কারাধিষ্ঠাতা রুদ্রঃ, ইমে দেবা বৃহস্পত্যা-দয়শ্চ যতো নিবর্ত্তন্তে, কুতঃ? অপ্রাপ্য যন্নামরূপচরিত্রাদীনাং সম্য-

আধুর্য্যগ্রহণাসামর্থ্যাৎ অপারাণাং তেষামন্তপ্রাপ্ত্যসামর্থ্যাচ্চেত্যর্থঃ। শ্রুতিরপ্যাচষ্টে—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহে'তি। অত্রাপাদাননির্দ্দেশ এব বাঙ্মনঃ-সংশ্লেষপ্রত্যায়কো নিবৃত্তিস্ত্বনন্তত্বেন প্রমাতুমশক্যত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বথৈব বাগাদ্যগম্যত্বং ত্বাত্মনো ন ব্যাখ্যেয়ম্। 'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্য'ইতি 'মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদমেয়ং ধ্রুবম্'; 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়' ইত্যাদি শ্রুতি-বিরোধাপত্তেঃ॥" ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের আনন্দবল্ল্যধ্যায়ের চতুর্থ অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

ইতি— আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ॥

আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে। কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ।
বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্ব্বে। ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে।
বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্ বেদ। তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি।
শরীরে পাপ্মনো হিত্বা সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুত ইতি॥
তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা
এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়স্তেনৈষ
পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধএব। তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং
পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ
পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা।
ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ
সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—বিজ্ঞানং (বিজ্ঞানময় জীবাত্মা) যজ্ঞং (শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রাদি) তনুতে (সম্পাদন করে) কর্ম্মাণি চ (স্মার্ত্ত বা শ্রৌত বিহিতাবিহিত কর্ম্মসমুদয়ও) তনুতেঽপি (অনুষ্ঠান করে) [বিজ্ঞান পূর্ব্বকই সমস্ত অনুষ্ঠিত হয় এইজন্য] সর্ব্বে দেবাঃ (ইন্দ্রাদি দেবগণ অথবা ইন্দ্রিয়বর্গ) বিজ্ঞানং জ্যেষ্ঠং ব্রহ্ম (বিজ্ঞানময় সর্ব্বাধিপ ব্রহ্মকে) উপাসতে (উপাসনা করে, বিজ্ঞানবান্ জীব ব্রহ্মকেই শ্রেষ্টবোধে ধ্যান করেন) চেদ্ (যদি) বিজ্ঞানং ব্রহ্ম বেদ (বিজ্ঞানবান্ জীব ব্রহ্মকে জানিতে পারেন অর্থাৎ যদি ব্রহ্মেরই সকল কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব অবগত হন) [শুধু ইহাই নহে] চেৎ তস্মাৎ (যদি সেই বিজ্ঞানময় জীব

ব্রহ্মবিষয়ে) ন প্রমাদ্যতি (প্রমাদগ্রস্ত না হন অর্থাৎ বাহ্য অন্নময়াদিতে আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মের আমি এইভাব পোষণ করে) [তবে তাহার ফলে] শরীরে পাপ্মনঃ (শরীরে আত্মাভিমান-জনিত সকল দোষ মোহাদি) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সেইসকল দোষ হইতে মুক্ত হইয়া) সর্বান্ কামান্ (সমস্ত কাম্যবস্তু) সমশ্নুতে (প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সেই পরমাত্মার সাহায্যে বিজ্ঞানময় স্বরূপাপন্ন হয়)। যঃ (যাহা) পূর্বস্য (মনোময় পুরুষের) আত্মা এষ এব শারীর আত্মা (এই পরমাত্মাই মনোময়ের শরীরান্তর্বর্ত্তী আত্মা) তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ (সেই এই মনোময় পুরুষের আত্মভূত বিজ্ঞানময় জীবাত্মা হইতে) অন্যঃ (পৃথক্) অন্তরঃ (অন্তরস্থিত অন্তর্যামী) এষঃ আত্মা আনন্দময়ঃ (এই আনন্দ-প্রচুর আত্মা) তেন (সেই আনন্দময় আত্মা দ্বারা) এষঃ (এই বিজ্ঞানময় জীব) পূর্ণঃ (ব্যাপ্ত অর্থাৎ স্থিতিমান্) স বৈ এষঃ (সেই এই আনন্দময় পুরুষও) পুরুষবিধঃ এব (পুরুষাকারবিশিষ্টই) তস্য (সেই বিজ্ঞানময় জীবাত্মার) পুরুষবিধতাং (পুরুষাকৃতিকে) অনু (অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ তাহার মতই) অয়ং (এই আনন্দময় ব্রহ্ম) পুরুষবিধঃ (পুরুষাকৃতিসম্পন্ন) [যেহেতু] প্রিয়মেব (যত প্রিয়বস্তু আছে, সেই সমুদয়-প্রিয়মাত্রই) তস্য (সেই আনন্দময় পুরুষের) শিরঃ (মস্তকস্থানীয়) [কথাটি এই—আনন্দময় পুরুষ সর্বান্তরবর্ত্তী, সেই আনন্দপদার্থ পরমানন্দস্বরূপ শ্রীহরি, তাঁহারই উত্তরোত্তর উদয় ধরিয়া তাহাদের প্রিয়াদি সংজ্ঞায় উল্লেখ হইয়াছে। এজন্য এক পরমাত্মা ব্যূহী ও ব্যূহভেদে দ্বিবিধ। যথা পুরুষোত্তম ব্যূহী, নারায়ণ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এই পঞ্চব্যূহ মতান্তরে চতুর্ব্যূহ। তন্মধ্যে প্রিয়রূপ নারায়ণ মস্তক, মোদঃ (প্রিয়বস্তু লাভ জনিত হর্ষ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ (দক্ষিণপক্ষ ইহাই প্রদ্যুম্ন) প্রমোদঃ (প্রকৃষ্ট বিষয়ানন্দ) উত্তরঃ

পক্ষঃ (বামপক্ষ ইহা অনিরুদ্ধ) আনন্দঃ (আনন্দরূপী বাসুদেব) আত্মা (মধ্যকায়) ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপী সঙ্কর্ষণ) পুচ্ছং (আধার) সঙ্কর্ষণের ব্রহ্মত্ব কথনে হেতু আধেয় অপেক্ষা আধার বৃহৎ পরিমাণ হইয়া থাকে এজন্য আধেয় পুরুষোত্তমের বিগ্রহাপেক্ষা আধার সঙ্কর্ষণের বৃহদ্রূপতা-হেতু এবং বাসুদেবের ধারকস্বরূপ বৃহদ্গুণযোগবশতঃ তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা বলা হইয়াছে এবং পুচ্ছং (তিনি পুচ্ছ, যেহেতু সকলের শেষে তাঁহার উদয় এই পুচ্ছ সাদৃশ্য ধরিয়া পুচ্ছ বলা হইল) তদপি (সেই আনন্দময় ব্রহ্ম-সম্বন্ধে) এষঃ শ্লোকো ভবতি (এইরূপ মন্ত্র আছে) ।১।

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে পঞ্চমানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—সেই বিজ্ঞানময় পুরুষের যিনি অন্তর অন্তর্য্যামী-আত্মা, এই আনন্দময় পুরুষ তিনিই। আনন্দময় আত্মা সেই এই বিজ্ঞানময় জীবাত্মার আরও অন্তর—অভ্যন্তরবর্ত্তী পরিচালক, এই বিজ্ঞানময় জীব হইতে বিভিন্ন, কারণ এই আনন্দময় দ্বারাই এই বিজ্ঞানময় পূর্ণ অর্থাৎ ব্যাপ্ত। ইনি আনন্দে পূর্ণ, ইনিও পুরুষাকৃতিসম্পন্ন। বিজ্ঞানময়ের পুরুষা-কৃতির অনুসরণ করিয়া তাঁহার মত ইনিও পুরুষাকৃতি। যেহেতু সুখ মাত্রই তাঁহার মস্তক, মোদ অর্থাৎ ইষ্টলাভজনিত আনন্দ তাঁহার দক্ষিণ পক্ষ, প্রাপ্ত প্রিয় বস্তুর ভোগজনিত আনন্দ তাঁহার বাম পক্ষ। আনন্দই দেহের মধ্যভাগ, ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহত্তম পরব্রহ্মই তাঁহার পুচ্ছ অর্থাৎ ধারক ও প্রতিষ্ঠা। তাৎপর্য্য—এই আনন্দময় পুরুষ সকল কোষের অভ্যন্তরতম। এই সন্দর্ভে রূপকদ্বারা শাস্ত্রীয় পরমার্থ প্রক্রিয়াই পাওয়া গিয়াছে, অতএব প্রিয়াদি শব্দদ্বারা লৌকিক আনন্দ বোদ্ধব্য নহে, কিন্তু একই পরমানন্দস্বরূপ শ্রীহরির উত্তরোত্তর প্রকাশ হইতে তাঁহাকে প্রিয়, মোদ, প্রমোদ, আনন্দ ও ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা সংজ্ঞিত করা হইয়াছে,

অর্থাৎ অন্নময় পুরুষ সেই আনন্দময় শ্রীহরির প্রিয়রূপে প্রকাশ, প্রাণময় পুরুষ তাঁহার মোদস্বরূপ, মনোময় তাঁহার প্রমোদ, বিজ্ঞানময় তাঁহার জীবানন্দ, আর সর্ব্বোত্তর আনন্দময় তাঁহার বৃহত্তম আনন্দ। কথাটি এই, পরমাত্মাও ব্যূহী ও ব্যূহভেদে প্রথমতঃ দুই প্রকার, তন্মধ্যে ব্যূহ নারায়ণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ, ভেদে পঞ্চাত্মক। সুখরূপ নারায়ণ তাঁহার মস্তক, তাঁহার মোদরূপ প্রদ্যুম্ন দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদরূপ অনিরুদ্ধ বাম পক্ষ, আনন্দরূপ বাসুদেব আত্মা বা মধ্যকায়, ব্রহ্মরূপ সঙ্কর্ষণ পুচ্ছ। এবিষয়ে স্মৃতি বাক্য ও গোবিন্দভাষ্য দ্রষ্টব্য। যদিও আপাততঃ মনে হয় উত্তরোত্তর উদয়দ্বারা তাঁহার স্বরূপ ভেদ আছে কিন্তু তাহা নহে শ্রুতিই তাহার সমাধান করিয়াছেন, 'একোঽপিসন্ বহুধা যোঽবভাতি' তিনি স্বরূপতঃ এক হইয়াও বৈদূর্য্যমণিবৎ বহুরূপে প্রকাশ পান, তদভিন্ন পুরুষোত্তমের অঙ্গাঙ্গি-ভাবে ক্রীড়া বা লীলা বিলাস মানিলে আর কোনও অনুপপত্তি নাই। [সিদ্ধান্ত এই—নারায়ণাদি-শিরঃ প্রভৃতি অবয়ব ও অবয়বী আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। অঙ্গাঙ্গিভেদও পঞ্চবিধ প্রেমরসের আশ্রয়ত্ব নিবন্ধন উপপন্ন, একথা 'মল্লানামশনিঃ' ইত্যাদি ভাগবতের উক্তি হইতেই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ পরমব্রহ্মকেই অবগত হওয়া যায়। এই সন্দর্ভের 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' বলিয়া পরব্রহ্মের উপক্রম হইয়াছে, সেই পরব্রহ্মেরই আত্মস্বরূপত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাকাশঃ সম্ভূত' ইত্যাদি দ্বারা, তত্ত্বের পর্য্যবসান হইয়াছে আনন্দময় পুরুষে। ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে 'প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হিভেদে' ব্রহ্ম-সূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ত্রয়োদশ সূত্রে। ইহার ভাষ্য ও সূক্ষ্মা টীকা দ্রষ্টব্য। তদ্বিষয়েও এই বর্ণনা আছে] ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের আনন্দবল্ল্যধ্যায়ের পঞ্চম অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তদপি—অপি চ। অত্র বিজ্ঞানময়শব্দনির্দ্দিষ্টো-জীবো বিজ্ঞানশব্দেনোচ্যতে। আত্মস্বরূপস্য স্বপ্রকাশতয়া, জ্ঞানৈক-নিরূপণীয়ত্বেন চ বিজ্ঞানশব্দেনাভিধানসম্ভবাৎ। 'কৃত্যল্যুটো বহুলম্' ইতি বা জানাতীত্যর্থে ল্যুট্ আশ্রীয়তে। নন্দ্যাদিত্বং বা আশ্রিত্য, 'নন্দিগ্রহি—ইত্যাদিনা কর্ত্তরি ল্যুঃ আশ্রীয়তে। কেবলবিজ্ঞানমাত্র-পরামর্শে, 'যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ' ইতি প্রতিপাদিতবৈদিক-লৌকিককর্ম্মকর্ত্তৃত্বাসংভবাৎ। অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে, 'য আত্মনি তিষ্ঠন্' ইতি মাধ্যন্দিনপাঠগতাত্মশব্দস্থানে, 'যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্' ইতি কাণ্বপাঠে দর্শনাৎ বিজ্ঞানশব্দো জীবাত্মপরঃ। বিজ্ঞানং—উপাসতে। সর্ব্বে দেবা বিজ্ঞানং জীবস্বরূপমেব প্রধানশব্দাভিলপ্যাদচেতনাৎ ব্রহ্মণোঽপি জ্যেষ্ঠং প্রজাপতিবিদ্যোক্তরীত্যা উপাসত ইত্যর্থঃ। বিজ্ঞানং—সমশ্নুত ইতি। যস্তু জীবরূপং ব্রহ্ম বেদ, তস্মাচ্চ জীবা-ন্তিমপ্রত্যয়পর্য্যন্তং ন প্রমাদ্যতি চেৎ, শরীরে পাপ্মনো হিত্বা দেহে বর্ত্তমান এব বিনষ্টাশ্লিষ্টপূর্ব্বোত্তরাঘঃ সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে।

(আনন্দময়পর্য্যায়ঃ)

ইষ্টবস্তুদর্শনজন্যং সুখং প্রিয়ম্। তল্লাভজন্যং সুখং মোদঃ। তদ্বস্তূপযোগজন্যং সুখং প্রমোদঃ। সুখাতিশয় আনন্দঃ। ন চ মধ্যকায়ত্বেন রূপিতস্যানন্দস্য পুচ্ছত্বেন রূপিতস্য ব্রহ্মণশ্চ ভেদাভাবেন তস্যৈবাত্মত্বেন পুচ্ছত্বেন চ রূপণং কথমিতি বাচ্যম্। একস্যৈব ব্রহ্মণো-ব্রহ্মত্ববেষেণ পুচ্ছত্বম্, আনন্দত্ববেষেণ আত্মশব্দিতমধ্যকায়ত্বমিত্যু-পপত্তেঃ। ন চ আনন্দরূপব্রহ্মস্বরূপস্য কথমানন্দপ্রচুরত্বলক্ষণমানন্দময়ত্বম্, আনন্দস্যানন্দপ্রচুরত্বাভাবাদিতি বাচ্যম্—আনন্দস্বরূপস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রিয়মোদপ্রমোদশব্দবাচ্যশিরঃ পক্ষাদিরূপিতধর্ম্মভূতানন্দপ্রচুরত্বেন আনন্দ-ময়ত্বস্যাপ্যুপপত্তেঃ। অত্র চ পূর্ব্বেষন্নময়াদিষু চতুর্ষু পর্য্যায়েষ্বনিরূপিতস্য ব্রহ্মণোঽবয়বত্বস্যাস্মিন্ আনন্দময়ে নিরূপণম্, ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিত্যুপ-

ক্রান্তস্য ব্রহ্মোপদেশস্য আনন্দময়পর্য্যায়ে সমাপনমিতি জ্ঞাপনার্থমিতি দ্রষ্টব্যম্। অতোঽত্রানন্দময় এব প্রক্রান্তং ব্রহ্ম ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে পঞ্চমানুবাকস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—বিজ্ঞানময়স্য জীবস্য অন্নময়াদিভ্য উৎকর্ষং ব্যনক্তি অত্র বিজ্ঞানময়শব্দনির্দ্দিষ্টো জীবো বিজ্ঞানশব্দেনোচ্যতে। অতএব বিজ্ঞানশব্দ জীবাত্মপরঃ। যজ্ঞম্ অগ্নিহোত্রাদিকং, তনুতে সাধয়তি বিজ্ঞানবলেন হি বস্তুতত্ত্বং নিশ্চিত্য শ্রদ্ধাদিপূর্ব্বকং যজ্ঞাদি-কর্মারভতে। অতো বিজ্ঞানময়স্য জীবস্য কর্ত্তৃত্বম্। বিজ্ঞানবলেন কর্ম্মাণি শ্রৌত-স্মার্ত্তাদীনি বিহিতানি কর্ম্মাণি চ তনুতে, যতো বিজ্ঞানকর্ত্তৃকং সর্ব্বং তস্মাদ্ বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতিজীবপক্ষেঽপি উপপদ্যতে। সর্ব্বে দেবা ইন্দ্রাদয় ইন্দ্রিয়াণি বা জ্যেষ্ঠং প্রথমোৎপন্নত্বাৎ তৎপূর্ব্বকত্বাধা সর্ব্ব-প্রবৃত্তীনাম্ আদিভূতং বিজ্ঞানং ব্রহ্মোপাসতে ব্রহ্মত্বেন ধ্যায়ন্তি। ধ্যান-ফলমাহ—বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদেতি যদি বিজ্ঞানে ব্রহ্মণি অভিমানং কৃত্বোপাসতে, ন কেবলং বেদেতি তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি বাহেষ্বেবানাত্মসু আত্মভাবিতঃ যদি বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণি আত্মভাবনারহিতো ন ভবতি অর্থাৎ অন্নময়াদিষু আত্মভাবং হিত্বা কেবলে বিজ্ঞানময়ে জীব-ব্রহ্মণি আত্মভাবং ভাবয়ন্নাস্তে তর্হি শরীরে শরীরাভিমাননিমিত্তা যে দোষাঃ রাগদ্বেষমোহাদয়ঃ তান্ হিত্বা তৈরসংস্পৃষ্টঃ মুক্তজীবঃ বিজ্ঞানস্বরূপঃ সন্ সর্ব্বান্ কামান্ তৎসংস্থান্ কামান্ সমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ভুঙ্‌ক্তে ইত্যর্থঃ। তস্য পূর্ব্বোক্তস্য মনোময়স্য, এষ-আনন্দময়ঃ পুরুষ এব শারীর আত্মা দেহভৃৎ অন্তর্য্যামী, যঃ পূর্ব্বস্য বিজ্ঞানময়স্য শারীর আত্মা স এষ এব। তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ

জীবপুরুষাৎ অন্যঃ বিলক্ষণঃ তৎপ্রেরকত্বাৎ, অন্তরঃ—অন্তরবর্ত্তী আনন্দময়ঃ পুরুষঃ, তেন আনন্দময়েন এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ, পূর্ণঃ—ব্যাপ্তঃ তচ্চৈতন্যস্য তদধীনত্বাদিতি ভাবঃ। স বৈ এষঃ আনন্দময়ঃ পুরুষঃ পুরুষবিধ এব পুরুষস্য বিধেব বিধা যস্য তাদৃশঃ পুরুষাকার ইব, কথম্? তস্য বিজ্ঞানময়াত্মনঃ পুরুষবিধতাম্ অনু লক্ষ্যীকৃত্য অয়মানন্দময়ঃ পুরুষবিধঃ। তস্যানন্দময়স্য প্রিয়মেব সুখমেব শিরঃ, মোদঃ সুখানুভূতিজন্যং সুখম্, দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদঃ সুখাতিশয়ঃ তস্য উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দ আত্মা আনন্দঃ সুখসামান্যম্ আত্মা প্রিয়াদীনাং, সুখাবয়বানাম্ তেষ্বনুস্যূতত্বাৎ। অত্রৈবং স্মরন্তি 'শিরোনারায়ণঃ প্রোক্তো দক্ষিণঃ সব্য এব চ। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ সন্দেহো বাসুদেবকঃ। নারায়ণোঽথ সন্দেহো বাসুদেবঃ শিরোঽপিবা। পুচ্ছং সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্ত এক এব তু পঞ্চধা। অঙ্গাঙ্গিত্বেন ভগবান্ ক্রীড়তে পুরুষোত্তমঃ। ঐশ্বর্য্যান্ন বিরোধশ্চ চিন্ত্যস্তস্মিন্ জনার্দ্দনে। নন্বু শ্রুতৌ ব্রহ্মণঃ পুচ্ছত্বোক্ত্যা সঙ্কর্ষণস্য তথোক্ত্যা বিরোধইতি চেন্ন আধাররূপস্য তস্যাধেয়-পুরুষোত্তমবিগ্রহাপেক্ষয়া বৃহদ্রূপত্বাৎ তদ্ধারকত্বরূপ-বৃহদ্গুণযোগাচ্চ, অতএব তদাধাররূপং প্রতিষ্ঠাত্মক তস্যোক্তং, পুচ্ছত্বন্তু সর্ব্বোত্তরোদিতত্বাদিতি। ন চৈবমুত্তরোত্তরোদয়তারতম্যাদ্ ভেদঃ প্রাপ্নোতি—"একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অঙ্গাঙ্গিত্বেনেত্যাদি স্মৃতেশ্চ। তথা চ অয়ং নিষ্কর্ষঃ—নারায়ণাদি-শিরঃ প্রভৃত্যবয়বঃ শ্রীকৃষ্ণানন্দময়ঃ স্বয়ং ভগবানিতি ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে পঞ্চমানুবাকস্য
'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—এই মন্ত্রে বিজ্ঞানময় জীবাত্মার ও পরমাত্মার মহিমা বর্ণন করিতেছেন। বিজ্ঞানস্বরূপ জীবই যজ্ঞ বিস্তার করিয়া থাকেন। সেই বিজ্ঞানবান্ই কর্ম্মসকল বিস্তার করেন। অখিল দেবগণ প্রথমজ মূলীভূত

বিজ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া থাকেন। যিনি বিজ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মকে বিদিত হন এবং তিনি যদি ঐ বিজ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে বিচ্যুত না হন, অর্থাৎ জীবাত্মা যদি ভগবদ্বিমুখ না হন, তাহা হইলে শরীরাভিমান-জনিত পাপসমূহকে এই শরীরেই ত্যাগবশতঃ ব্রহ্মের সহিত সকল কাম্যবস্তু ভোগ করেন।

পূর্ব্বোক্ত মনোময় পুরুষের যিনি অন্তর্য্যামী আত্মা, তিনিই এই বিজ্ঞানময় পুরুষেরও অর্থাৎ জীবাত্মারও অন্তর্য্যামী। এই বিজ্ঞানময় জীবাত্মা হইতে ভিন্ন তদন্তরস্থ আত্মা আনন্দপ্রচুর আনন্দময়। উক্ত আনন্দময় আত্মার দ্বারা এই বিজ্ঞানময় জীব পূর্ণ অর্থাৎ ব্যাপ্ত থাকেন। এই আনন্দময় পুরুষ পরমাত্মা পরব্রহ্মও পুরুষাকারই। বিজ্ঞানময় পুরুষের অনুরূপই তদন্তর্ব্বর্ত্তী আনন্দময় পুরুষ বা পরমাত্মার আকার। ঐ আনন্দময় পুরুষের প্রিয় অর্থাৎ ইষ্টদর্শনজনিত আনন্দ শিরঃ, মোদ অর্থাৎ ইষ্টলাভজনিত আনন্দ দক্ষিণপক্ষ। প্রমোদ অর্থাৎ ইষ্টভোগজনিত আনন্দ বামপক্ষ। আনন্দ অর্থাৎ সাধারণ আনন্দ আত্মা অর্থাৎ তাঁহার দেহমধ্যভাগ। ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহত্তম আনন্দরূপ পরব্রহ্ম পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা।

মোট কথা, সর্ব্বরূপ আনন্দময় কোষের যিনি অধিষ্ঠাতা—অন্তর্য্যামী পুরুষ, তিনিই পরমাত্মা। পরমাত্মা আনন্দময়স্বরূপ। তাঁহার স্বরূপগত আনন্দ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট ; প্রিয়, মোদ, প্রমোদ ও আনন্দ—এই চারিটি নামে আখ্যাত হয়। প্রিয়াদি প্রাকৃত আনন্দসমূহ জৈব-আনন্দ হইলেও উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বুঝাইবার জন্য ক্রিয়ার সাম্যবশতঃ ও অপর কোন নাম না থাকায়, ঐ সকল নামেই উক্ত হইল। ব্রহ্মানন্দ সর্ব্ব বৃহত্তম। অতএব পরব্রহ্মই জীব-ব্রহ্মের পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পরম আশ্রয়।

প্রাণময় কোশ অন্নরসময় কোশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তদ্দ্বারা অন্নময় কোশ পূর্ণ। প্রাণময় কোশ হইতে ভিন্ন একটি মনোময়

কোশ আছে, তদ্দ্বারা প্রাণময় কোশ পূর্ণ। এই কোশগুলিকে পুরুষ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। মনোময় কোশ হইতে পৃথক্ চৈতন্যপ্রচুর বিজ্ঞানময় কোশ। ইহাই জীবাত্মা, তদ্দ্বারা মনোময় কোশ পূর্ণ। তাহা হইতে ভিন্ন আনন্দময় কোশ, তদ্দ্বারা বিজ্ঞানময় কোশ পূর্ণ। আনন্দময় কোশের অধিষ্ঠাতা পরমাত্মা। তিনিই আনন্দময়।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তদীয় শ্রীগোবিন্দভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, কেবল অজ্ঞ ব্যক্তিগণের জ্ঞানের স্থূলতার জন্য অন্নরসাদি প্রবাহের মধ্যে আনন্দময়ের উপদেশ হইয়াছে। জীবের পরম উপকারক বেদ পরমাত্মারই পরিচয় জানাইবার জন্য অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায়ে অর্থাৎ স্থূল হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মতর পদার্থ দেখাইবার নিমিত্ত অপর অন্নময়াদি পুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন।

বেদান্তসূত্রের "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (বেঃ সূঃ ১।১।১২) সূত্রের শ্রীশ্রীল জীবপাদের ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মে পাই,—ব্রহ্মই আনন্দময়-পদবাচ্য। যেহেতু পুনঃ পুনঃ তাঁহারই উল্লেখ শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" (তৈঃ ২।১।৩) তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে এই মন্ত্রে—'সেই এই প্রসিদ্ধ পুরুষ অন্নরসময়' বলিয়া যে উল্লেখ করিয়াছেন স্থূলবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অন্নরসের দ্বারা গঠিত দেহকে যে পুরুষ বলিয়া মনে করে, তাহা ইহাই। কিন্তু শ্রুতি ইহার পর অন্নরসময়ের অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা—তিনি প্রাণময় এবং প্রাণময়ের অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছেন, যাহার নাম মনোময় আত্মা। সেই মনোময় আত্মার অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা, যিনি বিজ্ঞানময়। এই বিজ্ঞানময় আত্মার অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা, তিনি আনন্দময়। তাঁহার শিরঃ প্রিয়। দক্ষিণপক্ষ মোদ, উত্তর পক্ষ প্রমোদ, আত্মা আনন্দ আর পুচ্ছ ব্রহ্ম।

এস্থলে যে 'আনন্দময়' শব্দে পরব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে, তাহার কারণ পুনঃ পুনঃ আনন্দশব্দের উল্লেখ। মনুষ্যের আনন্দ হইতে প্রজাপতির আনন্দ পর্য্যন্ত দশটি ভাগ করিয়া ক্রমশঃ শতগুণিতরূপে তৎসমূহের উৎকর্ষের পরিমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তারপর প্রাজাপত্যানন্দ হইতে পরম ব্রহ্মানন্দ শতগুণ। ইহা প্রকাশ করিয়াও অপরিতোষ-নিমিত্ত বলিলেন—'যাহা হইতে বেদলক্ষণবাক্য নিবৃত্ত হয়' অর্থাৎ পরব্রহ্মের আনন্দের পরিমাণ নির্ণয় করিতে শ্রুতিও অসমর্থ। নিরতিশয় আনন্দ ব্রহ্মভিন্ন অন্যত্র অসম্ভব।"

শ্রীরামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্যে পাওয়া যায়,—

ব্রহ্মানন্দস্য প্রভূতত্বমন্যানন্দস্যাল্পত্বমপেক্ষতে ইতি উচ্যতে চ তৎ—"স একো মানুষ আনন্দঃ (তৈঃ আঃ অনু) ইত্যাদিনা জীবানন্দাপেক্ষয়া ব্রহ্মানন্দো নিরতিশয়দশাপন্নঃ প্রস্তুত ইতি (শ্রীভাষ্যম্)।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ।" (১১।৯।১৮)

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ (১০।৮৭।১৭) শ্লোকের শ্রীবৃহদ্ বৈষ্ণব-তোষণীতে যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মেও পাই—"অন্নময়াদিষু"—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পঞ্চবিধ আত্মার মধ্যে যাহা চরম, সেই আনন্দময় আত্মা আপনিই। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটিতে আত্মার অধ্যাসহেতুই অর্থাৎ আত্মত্বের আরোপ হয় বলিয়াই, ইহাদিগকে এস্থলে আত্মা বলা হইয়াছে। সেই আনন্দময় আপনি কিরূপ? তাহাই বুঝাইয়া বলিতেছেন,—অত্র অর্থাৎ এই অন্নময় প্রভৃতির মধ্যে জীবগণের উপকারের নিমিত্ত অন্বয় অর্থাৎ অনুপ্রবিষ্ট। কারণ, পরমানন্দস্বরূপ আপনা হইতেই জীবগণের প্রাণাদি ব্যাপার উদ্ভূত হয়, ইহা শ্রুতি-

প্রসিদ্ধ। এইরূপে আপনি জীবগণের উপকারী। তন্মধ্যে 'অন্নময়' আত্মা এইস্থলে স্থূলদেহই। 'প্রাণময়' আত্মা—পঞ্চবিধ বৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণ, যাহা অন্নময় অপেক্ষা অন্তরঙ্গ এবং যাহার নির্গমনে জীবের মৃত্যু বলা যায়। এই প্রাণরূপী জড় আত্মা অপেক্ষাও 'মনোময়' আত্মা অন্তরঙ্গ, কারণ, চিৎসম্বন্ধহেতু ইহার জ্ঞানসামর্থ্য বিদ্যমান। এই মনোময় আত্মা ইন্দ্রিয়রূপী; ইহা অপেক্ষা 'বিজ্ঞানময়' আত্মা অর্থাৎ 'জীব' অন্তরঙ্গ, যেহেতু বাহ্য ভোগাদি-বিষয়ে কর্ত্তৃত্বহেতু পূর্ব্বোক্তগণের অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা। পুনরায় বলিলেন—আপনি 'পুরুষবিধ' অর্থাৎ অন্নময়াদি পুরুষগণের ন্যায় আপনারও শিরঃ, পক্ষ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। অথবা, যাহা হইতে অন্নময়াদি চতুর্ব্বিধ পুরুষের 'বিধা' অর্থাৎ রচনা হইয়াছে, সেই আনন্দময় পঞ্চম আত্মা আপনিই। 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।১২); এই ব্রহ্মসূত্রে এইরূপ নির্ণীত আছে। এইরূপে সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতির সম্বন্ধরহিত ও পরিচ্ছেদাতীত পরমানন্দবস্তুই বিবক্ষিত। 'আনন্দময়'—আনন্দ-প্রচুর, প্রাচুর্য্যার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয়। 'সূর্য্য—প্রকাশপ্রচুর', বলিলে যেরূপ সূর্য্যে প্রকাশবিরোধী অপ্রকাশভাবের সম্পর্ক প্রতীত হয় না, সেইরূপ 'আনন্দময়' অর্থাৎ আনন্দপ্রচুর—এইরূপ বলিলেও তাহাতে আনন্দবিরোধী দুঃখভাবের যৎকিঞ্চিৎভাবও আশঙ্কিত হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার আনন্দৈকস্বরূপত্বের কোন হানি হয় না। অথবা এস্থলে শ্রুতিতে ব্রহ্মে, মোদ, প্রমোদ ইত্যাদিরূপে আনন্দের যে সকল বিশেষ প্রকাশ উক্ত হইয়াছে, তদপেক্ষা আনন্দরূপ প্রকাশেরই প্রাচুর্য্যহেতু 'আনন্দময়' পদে প্রাচুর্য্যার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয় সুসঙ্গত। অথবা 'আনন্দময়' পদে স্বরূপার্থে ময়ট্ অর্থাৎ তিনি আনন্দস্বরূপ। তিনি জীবন্মুক্ত, সেবক, গুরুজন, বয়স্য ও প্রেয়সীরূপ পঞ্চবিধ উপাসকগণের সম্বন্ধে যথাক্রমে ব্রহ্ম, মোদ, প্রমোদ, প্রিয় ও আনন্দস্বরূপে প্রকাশ-

মান। আর ঐ পঞ্চবিধস্বরূপ যথাক্রমে তাঁহার পুচ্ছ, দক্ষিণপক্ষ, বামপক্ষ, শিরঃ ও আত্মরূপে নিরূপিত হন। এ-বিষয়ে বিস্তারিত জানিবার জন্য উক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের আনন্দবল্ল্যধ্যায়ের পঞ্চম অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—অসন্নেব স ভবতি। অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ। সন্তমেনং ততো বিদুঃ ॥ ইতি
তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য। অথাতোঽনু-
প্রশ্নাঃ—উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চন গচ্ছতী ৩ ?
আহো বিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চিৎ সমশ্নুতা ৩ উ ?
সোঽকাময়ত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপো-
ঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং
কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা। তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনু প্রবিশ্য।
সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নং
চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যং চানৃতঞ্চ,
সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে।
তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ
সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—সঃ (সেই নাস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি) অসন্ এব (অসতের মত অর্থাৎ মোক্ষে অনধিকারীই) ভবতি (হয়) [কে সে ?] চেৎ (যদি) ব্রহ্ম অসদ্ (ব্রহ্ম বলিয়া—পরমেশ্বর বলিয়া কেহ নাই) ইতি (এইপ্রকার) বেদ (জানে) [অর্থাৎ সমস্ত বিকারের যে মূলকারণ, শরীরেন্দ্রিয়-প্রাণাদির যে প্রবর্ত্তক, সর্ব্ব-

বিকাররহিত—তাহাই সৎ, সেই সৎ যদি না থাকে, তবে] সঃ (তবে সেই জ্ঞানকারী নাস্তিক) অসন্নেব (অসতের মত হইল অর্থাৎ সেও সত্তাহীন হইল অর্থাৎ তাহার সত্তা কোথা হইতে আসিল ?) [এক্ষণে নাস্তিকগণের ব্রহ্মের নাস্তিত্বশঙ্কা-বিষয়ে যুক্তি এই—যদি ব্রহ্ম বলিয়া কেহ থাকিত, তবে ব্যবহারের বিষয় হইত, যাহা ব্যবহারবিষয় হয়, তাহাতেই শব্দ প্রয়োগ হয় এবং সেজন্য উহা অস্তিত্ব প্রতীতির বিষয় হয়, অতএব ব্যবহারাতীত ব্রহ্মে নাস্তিত্ব-বুদ্ধি হওয়া অসঙ্গত নহে—ইহাই নাস্তিকের বিচার] চেৎ (আর যদি) ব্রহ্ম অস্তি (ব্রহ্ম আছেন) ইতি (ইহা) বেদ (যিনি জানিয়া থাকেন) ততঃ (তবে) এনং (এই সদ্ব্রহ্ম-বিজ্ঞানীকে) সন্তং (ব্রহ্মবিদ্ বলিয়া) বিদুঃ (সাধুগণ জানেন) [অথবা যে 'নাস্তি ব্রহ্ম' বলিয়া মনে করে, সে সকল সৎমার্গের অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচাররূপ ধর্ম্মের অবিশ্বাসী হওয়ায় নাস্তিকরূপে প্রতিপন্ন হয়, যেহেতু সেই নাস্তিত্ববাদের ফল অব্রহ্ম-প্রতিপত্তি, অতএব জগতে সে অসন্ অর্থাৎ অসাধু বলিয়া খ্যাত হয়। আর যিনি ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের হেতুভূত বর্ণাশ্রমাচার-ব্যবস্থারূপ সন্মার্গে শ্রদ্ধা-নিবন্ধন তাহা পালন করেন, এজন্য তাঁহাকে সাধুগণ সৎপথের পথিক বলিয়া জানেন। অতএব ব্রহ্ম আছেন, ইহা স্বীকরণীয়] যঃ (যিনি আনন্দময়) এষঃ এব (এই আনন্দময় পুরুষই) তস্য পূর্ব্বস্য (সেই পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানময় জীবপুরুষের) আত্মা (অন্তর্যামী পরমাত্মা—পরিচালক) [কীদৃশ ?] শারীরঃ (দেহ-দেহী অভিন্নপুরুষ) [অতএব ব্রহ্মের নাস্তিত্ব-বিষয়ে আশঙ্কা নাই, আবার ব্রহ্মত্বরূপ সাধারণ ধর্ম্ম ধরিয়া সর্ব্ববিকার-রহিতের প্রাকৃত বিশেষরহিতের ব্যবহারের অযোগ্যতা-নিবন্ধন নাস্তিত্বাশঙ্কা; এইরূপে আস্তিক ও নাস্তিক উভয়েরই কাছে আকাশাদির কারণ-হিসাবে ব্রহ্ম গণনীয়, অতএব অজ্ঞেরও ব্রহ্মপ্রাপ্তি হউক; এই আপত্তি লইয়া গুরুশিষ্য-

সংবাদ বর্ণিত হইতেছে—অথাতোঽন্থ প্রশ্নাঃ—] অতঃ (অতএব) অথ (অতঃপর এই বিষয়ে) অনু (ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া) প্রশ্নাঃ (বরুণের এই প্রশ্নগুলি হইয়াছিল)। উত (তবে কি) কশ্চন (যে কেহ) অবিদ্বান্ (ব্রহ্মজ্ঞানহীন ব্যক্তি) প্রেত্য (মৃত্যুর পর) অমুং লোকং (ঐ পরমাত্মাকে) গচ্ছতী—গচ্ছতি [প্রশ্নার্থা ৩—স্বর] (প্রাপ্ত হয়? অথবা প্রাপ্ত হয় না?) আহো (কিংবা) বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিদ্‌ই) কশ্চিৎ (যে কোন ব্যক্তি) প্রেত্য (মৃত্যুর পর) অমুং লোকং (ঐ ব্রহ্মকে) সমশ্নুতা উ (প্রাপ্ত হয়?) উ (ভোঃ! প্রশ্নে অব্যয়)। [অথবা ইহার অর্থ এইপ্রকার যথা—'উতা' কশ্চন বিদ্বান্ প্রেত্য অমুং লোকং গচ্ছতি উতাহো কশ্চিদ্ বিদ্বান্ প্রেত্য অমুং লোকং সমশ্নুতে ইত্যন্বয়ঃ, ইহার অর্থ—হৃদয়ব্যোমস্থিত অন্তর্যামী পরমাত্মা পরব্রহ্মকে উপাসনাকারী ব্রহ্মবিদ্ কি মৃত্যুর পর ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়া পরমব্যোমলোকে প্রাপ্ত হয়? অথবা হৃদয়স্থিত পরব্রহ্মকে উপাসনা করিয়া গতিবিশেষ অপেক্ষা না করিয়া এই লোকেই হৃদয়-মধ্যে পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করেন? অথবা ব্রহ্মস্বরূপের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হন? এই প্রশ্ন সকলের প্রত্যুত্তরের জন্য জগৎ-স্রষ্ট্যাদিকারণত্ব-গুণসমন্বিত ব্রহ্মই প্রাপ্য, ইহা জানাইবার জন্য বলিতেছেন—] সঃ (সেই আনন্দময় পরমাত্মা) অকাময়ত (ইচ্ছা করিলেন) [কি?] বহু স্যাং (আমি দেবমনুষ্যাদি বহুরূপে অভি-ব্যক্ত হইব) [সেজন্য] প্রজায়েয় (আকাশাদিরূপে উৎপন্ন হইব) [এইপ্রকারে ব্যষ্টি-সমষ্টিরূপ চেতন ও অচেতন-সৃষ্টিবিষয়ক সঙ্কল্প করিলেন] [সঙ্কল্প-সিদ্ধির নিমিত্ত] সঃ (সেই পরমাত্মা) তপঃ (স্রষ্টব্যবস্তুর আলোচনারূপ) অতপ্যত (তপস্যা করিলেন) [যেহেতু তিনি আপ্তকাম অতএব তাঁহার সাধারণ তপস্যা হইতে পারে না] স তপস্তপ্ত্বা (তিনি স্রষ্টব্যবস্তুর সৃষ্টি-বিষয়ক চিন্তা করিয়া) ইদং

সর্ব্বং (এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎ) অসৃজত (জীবের কর্ম্মানুরূপ সৃষ্টি করিলেন) যদিদং কিঞ্চ (যাহা এই জগৎ—নাম-রূপে অনভিব্যক্ত ছিল, তাহা নাম-রূপে ব্যাকৃত করিলেন) [তাহার পর তিনি] তৎ সৃষ্ট্বা (সেই জগৎ সৃষ্টি করিয়া) তদেবানুপ্রাবিশৎ (সেই সৃষ্ট জগতের মধ্যে তিনি অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট হইলেন)। [এই প্রবেশের তাৎপর্য্যে শ্রুতিতে ব্রহ্মের গতির প্রক্রম করিলেন, ক্রমে নেতি নেতি করিয়া আনন্দময় পুরুষ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিলেন ; পরে 'ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' ইহা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন যে, সমস্ত বিকল্পের আস্পদ পরমাত্মাই এই হৃদয়গুহা-মধ্যে অবস্থিত, তাঁহাকে তথায় পাইবে, ইহাই ব্রহ্মের প্রবেশ পদদ্বারা বোধিত হইল। কারণ যদি ব্রহ্ম তথায় অনুপ্রবিষ্ট না থাকিবেন, তবে কিরূপে কে দ্রষ্টা ? কে মন্তা ? কে শ্রোতা হইবে ? সেই দর্শনাদি গুণবত্তার পরিচায়করূপে হৃদয়গুহায় যে তাঁহার উপলব্ধি, উহাই তাঁহার প্রবেশ। অতএব সেই জগৎ-সৃষ্টির কারণ ব্রহ্ম আছেন—ইহাই উপলব্ধব্য। কার্য্যের মধ্যে তিনি থাকিয়া] সচ্চ ত্যচ্চ অভবৎ (সৎ অর্থাৎ মূর্ত্ত, ত্যৎ অর্থাৎ অমূর্ত্তও তিনি হইলেন) [অর্থাৎ তাহাদের নাম রূপ প্রথমে ব্যাকৃত ছিল না,—তদন্তর্গত আত্মা দ্বারাই ব্যাকৃত হইল] [এইরূপ সেই মূর্ত্তামূর্ত্ত] নিরুক্তঞ্চ অনিরুক্তঞ্চ [অভবৎ] (বর্ণনের বিষয় বস্তু ও বর্ণনাতীত বস্তু হইলেন), নিলয়নঞ্চ অনিলয়নঞ্চ (আশ্রয় দাতা ও তদ্বিপরীত হইলেন) বিজ্ঞানঞ্চ অবিজ্ঞানঞ্চ (তিনিই চেতন এবং চেতনরহিত অচেতন পাষাণাদি হইলেন) [তিনিই] সত্যঞ্চ (ব্যবহারাস্পদত্বনিবন্ধন সত্যরূপে প্রতীয়মান বস্তু হইলেন) [আবার] অনৃতঞ্চাভবৎ (অসদ্রূপে প্রতীয়মানও হইলেন, কিন্তু ইহাদের সকল সত্তাই সেই পরমাত্মারই অধীন, অর্থাৎ—যদিও ব্রহ্ম স্বশক্তিদ্বারা তদভিন্নরূপে নিরুক্ত—অনিরুক্ত, নিলয়ন—অনিলয়ন, বিজ্ঞান—অবিজ্ঞান, সত্য—

অনৃত, চেতন—অচেতন নাম-রূপ সমস্তই সৃজন করিলেন, তথাপি তিনি পরব্রহ্ম বাস্তব সত্যস্বরূপে সর্ব্বদাই রহিলেন অর্থাৎ তাঁহার নির্ব্বিকারত্ব-রূপ স্ব-স্বরূপ ত্যাগ না করিয়াই স্ব-শক্তিদ্বারা নিজাভিন্নরূপে জগৎ রচনা করিলেন)। যদিদং কিঞ্চ (এই যাহা কিছু) তৎ সত্যম্ (তাহা সমস্তই সত্য অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক) [যেহেতু চেতন ও অচেতনাত্মক সমস্তের মধ্যে ভগবান্ অনুপ্রবিষ্ট, এইজন্য পরাশর প্রভৃতি মুনিগণ বলিয়া থাকেন—'হরের্নকিঞ্চিদ্ব্যতিরিক্তমস্তি' 'জ্যোতীংষি বিষ্ণুর্ভুবনানি বিষ্ণুঃ' ইত্যাদি কোন বস্তুই ভগবচ্ছক্তি-ব্যতীত স্থিতিমান্ নহে, এই যে সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল, চতুর্দ্দশভুবন সমস্তই সেই বিষ্ণু-স্থিতিতে সত্তাবান্] ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—যদি কেহ মনে করে ব্রহ্ম অসৎ—নাই অর্থাৎ ঈশ্বর নাই, জগৎ অনাদি, স্বয়ং-সিদ্ধ, তবে সে ব্যক্তি অসাধুই হইল ; যেহেতু সে শাস্ত্রে অবিশ্বাসী এবং এই অবিশ্বাসবশে বর্ণাশ্রমাচারহীন, শুধু তাহাই নহে, তাহার সত্তা সে প্রমাণ করিতে অসমর্থ অতএব ব্রহ্ম অসৎ হইলে সেও অসৎ হইয়া পড়িল। আর যদি কেহ মনে করে—ব্রহ্ম আছেন, তবে ইহাকে পণ্ডিতগণ সাধু, সদাচারী মনে করেন এবং তাহার সত্তাও উপপন্ন। যিনি বিজ্ঞানময় পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত পুরুষবর্গের উত্তরোত্তর অন্তর আত্মা অর্থাৎ পরিচালক, তাঁহার এই আনন্দময়-দেহধারী আত্মা অর্থাৎ আনন্দময়-শরীরই আনন্দময়ের আত্মা ; যেহেতু তাঁহার দেহ ও দেহী অভিন্ন। তাহার পর অর্থাৎ এই আনন্দময় পরব্রহ্ম প্রতিপাদনের পর, এইজন্যই অর্থাৎ আনন্দময় পুরুষকে পরব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার হেতু তদ্বিষয়ে বহু জিজ্ঞাসা আসিতেছে। কি তাহা? বক্ষ্যমাণ শ্লোকে

দেখাইতেছেন—ব্রহ্ম তো জগৎকারণহিসাবে সকলের পক্ষেই সমান, তবে কি যে ব্রহ্মবিদ্ নহে, এমন যে কেহ মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে গমন করে? অথবা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি (ব্রহ্মবিদ্) যে কেহ মৃত্যুর পর পর-ব্যোমে পরব্রহ্মকে লাভ করে? অথবা হৃদয়-মধ্যে অনুভব করে? অথবা ব্রহ্মস্বরূপে এক হইয়া যায়? এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানকল্পে প্রথমে ব্রহ্মের সত্তা প্রমাণিত করিতেছেন। জগৎকারণতার-প্রযোজক গুণবিশিষ্টই ব্রহ্ম। তিনি কি ভাবে সৃষ্টির আদিতে ইচ্ছা করিলেন, এই ইচ্ছা তাঁহার স্বাধীন, অন্যনিরপেক্ষ, এ-বিষয়ে কোনও যুক্তি-তর্কের অবকাশ নাই। তিনি ইচ্ছা করিলেন—আমি বহুভাবে প্রকট হইব, সেজন্য আমি দেব-মনুষ্যাদিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিব। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি স্রষ্টব্য-বিষয়ে আলোচনা করিলেন, আলোচনার পর তাঁহার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি শক্তি দ্বারা জীবের কর্ম্মানুসারে দেবমনুষ্য-তির্য্যগাদি-ভেদে এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন, যাহা কিছু অব্যাকৃত ছিল, নাম রূপ দিয়া তৎসমুদয় ব্যাকৃত করিলেন, তৎসমুদয় সৃষ্টির পর সেই সৃষ্ট-সমস্তের মধ্যে পরমাত্মরূপে প্রবেশ করিলেন এই প্রবেশ-শব্দের অর্থ—বিশ্বব্যাপক, নিরবয়ব, অপরিচ্ছিন্নের বাহির হইতে অভ্যন্তরে গমন নহে, কিন্তু অন্নময়াদি কোষের সর্ব্বান্তরতম আনন্দময় পুরুষরূপে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে বিশেষ প্রতীতিযোগ্য স্থানে প্রতীতির-বিষয়ত্ব লাভ। অর্থাৎ জীবের হৃদয়-গুহামধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে ধ্যেয়ত্ব-সম্পাদন। পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানময় পুরুষের যিনি অন্তর—অন্তর্য্যামী—আত্মা। তিনিই এই আনন্দময় পুরুষেরও অন্তর্য্যামী আত্মা অর্থাৎ পরমানন্দময় পরমেশ্বর। সেই পরমাত্মা তথায় (সমস্ত সৃষ্ট-বস্তুর মধ্যে) প্রবেশের পর সৎও হইলেন ত্যৎও হইলেন অর্থাৎ বিকার-শূন্যতাবশতঃ সর্ব্বদা একরূপ চেতন সৎ পদার্থ আর অসৎ যাহা পূর্ব্বা-বস্থাত্যাগরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ অচেতন ত্যৎ পদার্থ,

এক কথায় চেতনের মধ্যে তিনি বিরাজমান হইলেন আবার জড়ের মধ্যে তিনি বিরাজমান থাকিয়া চিৎ ও জড়াত্মক জগৎকে তদ্‌-ভিন্নরূপে প্রকাশ করিলেন। তিনি স্বশক্তিদ্বারা জাতি, গুণ, ক্রিয়া-বিশিষ্টরূপে জাত্যাদি-বোধক শব্দবাচ্য হইলেন আবার জাতি-গুণাদি-শূন্য শব্দবাচ্যও হইলেন। অচেতন বর্গের আধাররূপ নিলয়ন হইলেন এবং আশ্রিত অচেতন পদার্থও হইলেন, তিনি বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রকাশাত্মা হইলেন এবং অপ্রকাশ জড় পদার্থও হইলেন, তিনি সৎস্বরূপ অর্থাৎ বিকারশূন্য—সদা একরস পদার্থ হইলেন আবার মিথ্যাভূত যাহারা বিকারগ্রস্ত প্রতিক্ষণে অন্যথাভূত হয়, সেইরূপও হইলেন। যাহা হউক, পরমসত্য সেই পরব্রহ্ম এইরূপ বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হইলেও তিনি পরম সত্যস্বরূপ স্ব-স্বরূপে সর্ব্বদাই স্বীয়ধামে বিরাজমান থাকেন ও চিৎশক্তির দ্বারা চিল্লীলারত থাকেন। ইহা পরাশরাদি মুনিগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীহরির শক্তির আশ্রয় ব্যতিরেকে কাহারও কোন পৃথক্ সত্তা থাকিতে পারে না। সকলই তাঁহার শক্তির পরিণতি। সে বিষয়েও এইরূপ প্রশস্তিবাদ আছে ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের আনন্দবল্ল্যধ্যায়ের ষষ্ঠ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তদপি—বিবৃণোতি। পূর্ব্বেষু চতুর্ষু পর্য্যায়েষূদাহৃতানাং শ্লোকানাং পুচ্ছবদ্বিষয়ত্বদর্শনাৎ অয়মপি শ্লোকঃ পুচ্ছ-বদানন্দময়বিষয়ক এব; ন তু, 'ব্রহ্ম পুচ্ছম্' ইতি নির্দ্দিষ্টতদেকদেশ-বিষয়ঃ। ততশ্চ ব্রহ্মশব্দেনানন্দময় এবোচ্যতে। আনন্দময়-সদসত্ত্ব-জ্ঞানাৎ মোক্ষসংসারৌ ভবত ইত্যর্থঃ। আনন্দময়স্য ব্রহ্মণ আকাশা-দিবিজ্ঞানময়ান্তপদার্থান্তর্যামিতয়া নির্দ্দিষ্টস্যাপি আত্মান্তরমস্তি কিমিতি

শঙ্কাং ব্যুদস্যতি—তস্যৈষ—পূর্ব্বস্য। বিজ্ঞানময়াখ্যপদার্থস্যাত্মভূত এবানন্দময়স্যাত্মেত্যর্থঃ (ভূত এষ আনন্দময় আত্মা তস্য আনন্দময়স্যাত্মেত্যর্থঃ)। ততশ্চানন্যাত্মকত্বমুক্তং ভবতি। ন চ পূর্ব্বেষু পর্য্যায়েষু 'তস্যৈষ এব শারীর আত্মা' ইত্যস্যানন্যাত্মকত্বপ্রতিপাদকত্বাদর্শনাৎ অস্মিন্ পর্য্যায়ে তদাশ্রয়ণে অর্থবৈরূপ্যং স্যাদিতি শঙ্ক্যম্—পূর্ব্বেষু পর্য্যায়েষূক্তস্য ব্রহ্মাবয়বত্বস্যেহ নিরূপণাৎ, 'তস্মাদ্বা এতস্মাদন্যোঽন্তর আত্মা' ইতি নির্দ্দেশাভাবাচ্চ এতৎপর্য্যায়গতস্য, 'তস্যৈষ এব শারীর-আত্মা' ইত্যস্যানন্যাত্মত্বমেবার্থঃ (র্থ ইতি ?)।

(প্রাপ্তিপ্রকারপ্রশ্নঃ)

আনন্দময়ব্রহ্মপ্রতিপাদনানন্তরং, 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' ইত্যুপক্রমাভিহিতপ্রাপ্তিবিশদীকরণার্থং প্রশ্নান্ উপক্ষিপতি—অথাতঃ—সমশ্নুতে। পূর্ব্বপ্রতিপাদনস্য বুভুৎসাহেতুত্বম্ অতশ্‌শব্দেনোচ্যতে। উত ইতি নিপাতস্য চ্ছান্দসো দীর্ঘঃ, 'অথাসপত্না' ইতিবৎ। অবিদ্বানিতি পদে সতি আদ্যুদাত্তত্বং স্যাৎ; 'তৎপুরুষে তুল্যার্থ'—ইতি স্মরণাৎ। অন্ত্যোদাত্তশ্চেদং পদম্। তস্মাৎ বিদ্বানিতি চ্ছেদঃ। কশ্চন অবিপ্রকৃষ্টহৃদয়াদিস্থানস্থমনবচ্ছিন্নঞ্চ ব্রহ্ম উপাসীনো বিদ্বান্ কিমিতঃ প্রেত্য অমুং লোকং 'পরমে ব্যোমন্ ইত্যুক্তং লোকং গচ্ছতীত্যেকঃ প্রশ্নঃ। উত গত্যনপেক্ষমিহৈব ব্রহ্মাপ্নোতীত্যর্থসিদ্ধঃ প্রশ্নঃ। আহো—সমশ্নুত-ইতি ভোক্তৃত্বং বিবক্ষিতম্। অয়মর্থঃ—কশ্চিদহঙ্গ্রহেণোপাসীনোঽপি বিদ্বান্ অমুং লোকং গত্বা কিং সমশ্নুতে ভোগ্যভূতং ব্রহ্মানুভবতীত্যেকঃ প্রশ্নঃ। উত ব্রহ্মস্বরূপেণৈকীভবতীত্যর্থসিদ্ধঃ প্রশ্নঃ। এবং শাস্ত্রবৈবিধ্যমূলা গতিবিশেষস্বরূপভেদসদসদ্ভাববিষয়াঃ প্রশ্না বহুবচনবিবক্ষিতাঃ। এতৎ সর্ব্বং ব্যাসার্যৈঃ 'উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ'—ইতি সূত্রে স্পষ্টমুক্তম্।

(উত্তরোক্তয়ে কারণত্বাত্মত্বাদিবিবরণম্)

এতান্ প্রশ্নান্ প্রতিবক্তুং জগৎকারণত্বৌপয়িকগুণবিশিষ্টস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রাপ্যত্বাদিজ্ঞাপনায়াহ—সো প্রজায়েয়েতি। স আনন্দময়-আত্মা, 'দেবমনুষ্যাদিরূপেণ বহু স্যাম্; তদর্থমাকাশাদিরূপেণ প্রজায়েয়' ইতি ব্যষ্টিসমষ্টিরূপচেতনাচেতনবিষয়সংকল্পমকরোদিত্যর্থঃ। স তপো-ঽতপ্যত। স পরমাত্মা স্রষ্টব্যালোচনরূপং তপঃ কৃতবানিত্যর্থঃ। তপ-আলোচন ইতি হি ধাতুঃ। স তপঃ—প্রাবিশৎ। নন্থ সর্ব্বদা সর্ব্বব্যাপ্তস্য ব্রহ্মণঃ কোঽসৌ সৃষ্টিকালানুপ্রবেশ ইতি চেৎ—উচ্যতে—গোজঠর-গতবৎসে গোত্বাদিবৎ সর্ব্বব্যাপ্তস্য ব্রহ্মণঃ প্রত্যেকং সর্ব্ববস্তুষু পুষ্কল-প্রতীত্যর্হস্থিতিবিশেষ এবানুপ্রবেশঃ। অনেন, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' 'যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্' ইতি মন্ত্রোক্তমনন্তস্য ব্রহ্মণো হৃদয়-গুহানিহিতত্বমুপপাদিতং ভবতি। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। স-চ্ছব্দেন নির্ব্বিকারতয়া সতৈতেকরূপশ্চেতন উচ্যতে। ত্যচ্ছব্দেন [পূর্ব্ব] পূর্ব্বাবস্থাত্যাগরূপবিকারাস্পদমচেতনমুচ্যতে। ব্রহ্মৈব চেতনাচেতন-নামরূপভাগ্ ভবতীত্যর্থঃ। নন্থ ব্রহ্মণ এব সর্ব্বোপাদানতয়া সর্ব্বভাবে বিকারাস্পদত্বং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নিরুক্তঞ্চ—য়নঞ্চ। জাতিগুণক্রিয়া-বত্তয়া জাতিগুণাদ্যভিধায়িশব্দবাচ্যমচেতনং নিরুক্তম্। জাতিগুণাদি-শূন্যং চেতনজাতমনিরুক্তম্। 'এতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ' ইত্যুক্তরীত্যা অচেতনবর্গাধারভূতং চেতনজাতং নিলয়নম্। আশ্রিত-মচেতনজাতং ত্বনিলয়নম্। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ অজ্ঞস্বরূপং জ্ঞস্বরূপঞ্চ। সত্যঞ্চ—মভবৎ। নির্ব্বিকারতয়া সত্যত্বং চেতনস্য; ইতরস্য তু তথাত্বম্। ততশ্চ নিরুক্তত্বানিরুক্তত্বনিলয়নত্বানিলয়নত্ববিজ্ঞানত্বাবিজ্ঞানত্বযুক্তসৎত্যা-নৃতশব্দিতচেতনাচেতননামরূপভাগ্ ভবদপি ব্রহ্ম সত্যমেবাভবৎ অজ-হন্নির্ব্বিকারত্বলক্ষণস্বস্বভাবমেবাভবদিত্যর্থঃ। যদিদং—ত্যাচক্ষতে। যস্মাচ্চেতনাচেতনাত্মকবর্গানুপ্রবিষ্টতয়া সত্যশব্দিতস্য ব্রহ্মণ আত্মত্বম্,

অত এব চেতনাচেতনাত্মকং জগৎ শাস্ত্রদৃষ্টিমন্তঃ পুরুষাঃ পরাশরাদয়ঃ- 'হরের্ন কিঞ্চিদ্ব্যতিরিক্তমস্তি' 'জ্যোতীংষি বিষ্ণুর্ভুবনানি বিষ্ণুঃ' ইত্যা-চক্ষত ইত্যর্থঃ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাকস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিতিসূত্ররূপেণ প্রক্রান্তম্, তত্র ব্রহ্ম, তস্য বিত্বং প্রাপ্তিঃ, প্রাপ্যব্রহ্মণঃ পরত্বঞ্চ উদ্দেশরূপেণ উপ-ক্ষিপ্তম্, ইদানীং তেষু প্রাপ্তিবিশদীকরণার্থং প্রশ্নান্ উত্থাপয়তি 'অথাতোঽনুপ্রশ্না' ইতি অথ সর্ব্বান্তরানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিপাদনানন্তরম্, অতঃ—যতঃ পরমাত্মা সর্ব্বোত্তর আনন্দময়ঃ পূর্ব্বস্য বিজ্ঞানময়স্য শারীর-আত্মা অতস্তস্য নাস্তিত্বে নাস্ত্যাশঙ্কা, পুনঃ নিরস্তসর্ব্বপ্রাকৃতবিশেষত্বাৎ—তস্য নাস্তিত্বে আশঙ্কা যুক্তা সর্ব্বসামান্যাচ্চ ব্রহ্মণ ইত্যতঃ শ্রোতুঃ শিষ্যস্য আচার্য্যোক্তিমনু এতে বক্ষ্যমাণাঃ প্রশ্নাঃ--তত্রাদৌ—আনন্দময়স্য স্বত্যর্থং শ্লোকমাহ চেদ্ যদি কশ্চিৎ ব্রহ্ম পরমেশ্বরঃ অসদ্ অবিদ্যমানম্ ইতি বেদ বিজানাতি তর্হি সঃ—অসন্নেব এব ইবার্থে অসন্নিব—অসৎসম এব ভবতি মোক্ষানধিকারী 'তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি' ইত্যুক্তেঃ, তজ্জ্ঞান-স্যৈব মুক্তিহেতুত্বাৎ—সত এব হি পদার্থস্য জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ অতঃ পুরুষার্থ-সিদ্ধয়ে পরমেশ্বরস্য সত্তা অঙ্গীকার্য্যা, কিঞ্চ যৎ শক্তিপরিণামমূলং সর্ব্বপ্রবৃত্তিবীজং তস্য অস্বীকারে অসন্নেব স ভবতি। পরমেশ্বরস্য অস্বীকর্ত্তা অসন্নেব ভবতি নাস্তিকত্বাৎ অসাধুর্লোকে উচ্যতে, অথ অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ যো হি শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্ পরমেশ্বরস্যাস্তিত্বং স্বীকরোতি 'শাস্ত্রযোনিত্বাদি'তিভাবঃ তং সন্তং বিদুঃ পণ্ডিতাঃ। সন্তং সাধুমার্গস্থম্

আস্তিকমিতি যাবৎ। তস্মাদস্তীত্যেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যমিতি। তস্য বিজ্ঞানময়স্য এষ এষ আনন্দময়ঃ পুরুষ এব শারীরঃ দেহভৃৎ, আত্মা চৈতন্যসম্পাদকঃ, যঃ আত্মা পূর্ব্বস্য—বিজ্ঞানময়াস্তপদার্থস্য আত্মা স এবানন্দময়স্যাত্মা। 'দেহ-দেহিবিভাগঃ নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ' অতএব পরমাত্মনঃ দেহ এব আত্মা, অভিন্নত্বাৎ। অনন্যত্বাদিতিভাবঃ। অথাতোঽনুপ্রশ্নাঃ। তানেব প্রশ্নানাহ—উতাবিদ্বানিত্যাদি শ্লোকেন—অত্র দ্বৌ প্রশ্নৌ—জগৎকারণত্বেন ব্রহ্ম বিদুষোঽবিদুষশ্চ সাধারণং তত্রাবিদুষোঽপি মৃত্যোঃ পরং ব্রহ্মপ্রাপ্তিরাশঙ্ক্যতে উতাবিদ্বানিত্যাদিনা উত অবিদ্বান্ অবিদ্বানপি কশ্চন যঃ কোঽপি প্রেত্য ইতো গত্বা মৃত্যোঃ পরমিত্যর্থঃ, অমুং লোকং, পরমাত্মানং গচ্ছতী ৩ প্রশ্নে প্লুতস্বরস্ত্রিমাত্রঃ, আর্ষোদীর্ঘঃ, অথবা ন গচ্ছতি ইতি দ্বিতীয়োঽপি প্রশ্নঃ? বিদ্বাংসং প্রত্যন্যৌ দ্বৌ প্রশ্নৌ—আহো বিদ্বানিত্যাদিনা 'উ' ইত্যব্যয়পদং পূর্ব্ববাক্যাৎ অনুৎকৃষ্টেন তকারেণ সহ সংযোজ্য নিষ্পন্নম্ উত শব্দং 'আহো' ইত্যেতস্মাৎ পূর্ব্বং নিকেত পৃচ্ছতি উতাহো বিদ্বান্ ব্রহ্মবিদপি কশ্চিৎ ইতঃ প্রেত্য অমুং লোকং সমশ্নুতে প্রাপ্নোতি অথবা অয়ং প্রশ্নার্থঃ—কশ্চিদহংগ্রহেণোপাসীনোঽপি বিদ্বান্ অমুংলোকং গত্বা কিমাত্মভূতং ব্রহ্ম অনুভবতি অথবা ব্রহ্মস্বরূপেণৈকী ভবতি? অনুপ্রশ্না ইতি বহুবচনেন সামর্থ্যপ্রাপ্তপ্রশ্নান্তরবোধনম্, তদেবম্ অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ-চেৎ অস্তি ব্রহ্মেতিচেদ্বেদ ইত্যুক্তেঃ অস্তি নাস্তীতি সংশয়ঃ, ততশ্চ কিমস্তি অথবা নাস্তি ইতি প্রথমোঽনুপ্রশ্নঃ, ব্রহ্মসামান্যাৎ অবিদ্বান্ গচ্ছতি ন গচ্ছতি বা ইতি দ্বিতীয়ঃ। ব্রহ্মণঃ সমত্বেঽপি অবিদুষোঽগমনমিব বিদুষোঽপি তথা স্যাৎ কিম্? ইতি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ। এতান্ প্রশ্নান্ প্রতিবক্তুং প্রথমতো ব্রহ্মণোঽস্তিত্বং নিরূপয়িতুং জগৎকারণতাপ্রযোজকগুণবৈশিষ্ট্যং ব্রহ্মণো বিজ্ঞাপয়তি সঃ আনন্দময়ঃ, অকাময়ত ঈক্ষিতবান্ বহু প্রভূতং দেবমনুষ্যাদিরূপেণ বিভক্তমিতি যাবৎ স্যাম্

ভবেয়ম্, তদর্থম্ আকাশাদিরূপেণ প্রজায়েয় উৎপদ্যেয় একস্য পরমাত্মনঃ কথং বহুভবনং সম্ভবতি? স্বশক্তিপরিণামাশ্রয়েণেতি ব্রুবন্তি পরিণামশ্চ অব্যাকৃতস্য প্রপঞ্চস্য নামরূপসৃষ্টিরিতি মন্তব্যম্। তদর্থং স তপোঽতপ্যত তপঃ স্রষ্টব্যালোচনরূপং অতপ্যত কৃতবান্ 'যস্য জ্ঞানময়ং তপ' ইতি শ্রুতেঃ, স তপস্তপ্ত্বা সৃজ্যমানজগদ্রচনাদিবিষয়িকামালোচনাং কৃত্বা ইদং পরিদৃশ্যমানং সর্ব্বং জগৎ প্রাণিকর্ম্মাদিনিমিত্তানুরূপং দেশতঃ কালতো নাম্না রূপেণ চ পরিণতম্ অসৃজত সৃষ্টবান্, যদিদং কিঞ্চ যৎকিঞ্চেদমবিশিষ্টমব্যক্তম্। তৎ সৃষ্ট্বা তদেব সৃষ্টং জগৎসৃষ্ট্বা তদেব জগৎঅনুপ্রাবিশৎ—অনুপ্রাবিশৎ প্রবিষ্টইবাভবদিত্যর্থঃ। স্মৃতিরপি 'স এব স্ব-প্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্। তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টইব ভাব্যসে' ইতি তদেবেদমাকাশাদিকারণং কার্য্যং সৃষ্ট্বা তদনুপ্রবিষ্টমিবান্তর্গুহায়াং হৃদয়ে দ্রষ্টৃশ্রোতৃমন্তৃবিজ্ঞাত্রিত্যেবং বিশেষবদুপলভ্যতে স এব তস্য প্রবেশঃ, তস্মাদস্তি ব্রহ্ম ততোঽস্তিত্বাদস্তীত্যেবোপলব্ধব্যং তদিতি সমাধানম্। তদনুপ্রবিশ্য সৎ চ ত্যচ্চ অভবৎ—সচ্ছব্দেন জড়-নির্ব্বিশেষতয়া সত্তৈকরূপশ্চেতন উচ্যতে, ত্যচ্ছব্দেন পূর্ব্বাবস্থাত্যাগরূপবিকারাস্পদমচেতনম্ ব্রহ্মৈব চেতনাচেতননামরূপভাগ্ ভবতীত্যর্থঃ। ননু ব্রহ্মণ এব সর্ব্বোপাদানত্বে সর্ব্বভাবে বিকারাস্পদত্বং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নিরুক্তঞ্চ অনিরুক্তঞ্চ জাতিগুণক্রিয়াবত্তয়া জাতিগুণাদ্যভিধায়ি শব্দবাচ্যমচেতনং নিরুক্তম্, জাতিগুণাদিশূন্যং চেতনজাতমনিরুক্তম্ বহু স্যামিতি বহুভবনস্য প্রপঞ্চোঽয়ম্—তদ্ ব্রহ্ম নিলয়নঞ্চ—অচেতনবর্গাধারভূতং চেতনজাতম্, নিলীয়তে অস্মিন্নিত্যধিকরণে ল্যুড়ন্তম্। অনিলয়নঞ্চ আশ্রিতমচেতনজাতম্। বিজ্ঞানঞ্চ চেতনস্বরূপম্ অবিজ্ঞানঞ্চ জড়স্বরূপম্, সত্যঞ্চ নির্ব্বিকারতয়া সর্ব্বদৈকরসম্, অনৃতঞ্চ বিকারমিথ্যাভূতং নানোপাধিমদ্বস্তু অভবৎ। তথাপি ব্রহ্ম সত্যমেবাভবৎ অপ্রহন্নির্ব্বিকারত্বলক্ষণস্ব-স্বরূপমেবাসীৎ। যদিদং

কিঞ্চ যৎ কিঞ্চেদং সর্ব্বমবিশিষ্টং বিকারজাতং তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে একমেব সচ্ছব্দবাচ্যং ব্রহ্মাভবৎ ভবতীতি নামরূপবিকারস্য তদ্ব্যতিরেকেণাভাবাৎ ইতি যস্মাচ্চেতনাচেতনাত্মকবর্গানুপ্রবিষ্টতয়া সত্যশব্দিতস্য ব্রহ্মন আত্মত্বমতএব সর্ব্বং জগৎ বিষ্ণুরিত্যাচক্ষতে আহুঃ পরাশরাদয়ঃ, তথাহি—'হরের্নকিঞ্চদ্ ব্যতিরিক্তমস্তি' ইতি, 'জ্যোতীংষি বিষ্ণুর্ভুবনানি বিষ্ণুরি'তি চ। তদপ্যেষশ্লোকোভবতি তত্রাপিবিষয়ে এষঃ বক্ষ্যমাণঃ শ্লোকঃ নির্ণয়বচনম্ ভবতি অস্তি ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাকস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী' নাম্নী-টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান মন্ত্রে পরব্রহ্মের সত্তা বা অস্তিত্ব মানা এবং না মানার ফল বর্ণিত হইতেছে। ভাবার্থ এই যে, যদি কোন মনুষ্য নিশ্চয় করে যে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলিয়া কোন বস্তু নাই ; তাহা হইলে সেই ব্যক্তি 'অসৎ' বা অসাধু বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহাকে স্বেচ্ছাচারী বা অসদাচারী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সে ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোক হইতে বিভ্রষ্ট। তাহার নিজের সত্তাও প্রমাণিত করিতে সে অসমর্থ। যেহেতু বস্তুমাত্রের উৎপত্তির কারণ থাকে, কারণ-ব্যতিরেকে কার্য্য হয় না। সেইহেতু পরিদৃশ্যমান জগতের অবশ্যই একটি কারণ থাকিবে। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২) "জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চ" (শ্রীভাগবত ১।১।১) ইত্যাদি শাস্ত্র-প্রমাণে তাহা প্রমাণিত দেখা যায়। পিতার অস্বীকারে পুত্রোৎপত্তির সম্ভাবনা কোথায় ?

আর যদি কোন মনুষ্য ব্রহ্মের তত্ত্ব সঠিক না জানিয়াও যুক্তি-মূলে বিচার করেন যে, ব্রহ্মবস্তু নিশ্চয়ই আছেন নতুবা জগতের অস্তিত্বও থাকিত না। দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্র ও মহাপুরুষের প্রতি দৃঢ়

বিশ্বাসবশতঃ তিনি যদি পরমেশ্বরের সত্তাবিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করেন, সেই মনুষ্যকে সৎ অর্থাৎ সাধুপুরুষ বলিতে হইবে। কারণ পরমেশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস উৎপন্ন হইলে সাধু-গুরুর কৃপায় একদিন না একদিন উপযুক্ত সাধনের ফলে শ্রীভগবান্‌কে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৯)

মানা না মানার ফল-বিষয়েও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—"কেহ মানে, কেহ না মানে সব তাঁর দাস। যে না মানে সেই পাপে তার হয় সর্ব্বনাশ॥" (চৈঃ চঃ আদি ৬।৮৩)

ষষ্ঠ অনুবাকের দ্বিতীয়াংশে, পূর্ব্বের বর্ণনানুসারে আনন্দময়ের অন্তরাত্মা স্বয়ং আনন্দময়ই; কারণ তাঁহার দেহ-দেহিভেদ নাই। এইজন্যই শ্রুতি তাঁহাকে 'শারীর আত্মা' বলিয়াছেন। স্মৃতিতেও পাই,—'দেহ-দেহি-বিভাগশ্চ নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ'। শ্রীভগবানের শরীর ও শরীরী অভিন্ন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—অন্নরসময় আদি সকলের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। তিনি স্বয়ংই আবার তাঁহার নিজ অন্তরাত্মা; তাঁহার অন্তর্য্যামী দ্বিতীয় কেহ নাই বা হইতে পারে না। এইজন্যই শ্রুতি সর্ব্বশেষ আনন্দময়ের বর্ণন করিয়াছেন। তৎপরে আর কাহারও বর্ণন নাই, ইহা লক্ষণীয়।

ব্রহ্মকে 'সৎ' ও 'অসৎ' বিচারকারিগণের বিষয় শ্রবণানন্তর প্রত্যেক মনুষ্যের মনে যে প্রশ্ন জাগ্রত হয়, সেই প্রশ্নের নির্ণয় করতঃ ব্রহ্মের সত্তা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত শ্রুতি স্বয়ংই প্রশ্ন উপস্থিত করিতেছেন,—

'অনুপ্রশ্ন' বলিতে বুঝা যায় যে, আচার্য্যের উপদেশের পর কোন শিষ্যের মনে যে প্রশ্নের উদয় হয়, তাহা।

প্রথম প্রশ্ন এই যে, যদি ব্রহ্ম থাকেন বা আছেন, তাহা হইলে যে উহাঁকে জানে না, সেই অবিদ্বান্ মনুষ্য মরণের পর পরলোক অর্থাৎ ভগবল্লোকে যায় কি না? দ্বিতীয় প্রশ্ন—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ অর্থাৎ কোন বিদ্বান্ মরণের পর সেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন কি না?

এই দুইটি প্রশ্নের মধ্যে আবার তিনটি জিজ্ঞাসা। (১) বাস্তবস্বরূপে ব্রহ্ম আছেন? কি নাই? (২) যদি ব্রহ্ম আকাশের মত সর্ব্বগত ও পক্ষপাতরহিত—সম হন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞান না থাকিলেও অবিদ্বান্ ব্যক্তি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন কি না? (৩) যদি অবিদ্বান্ ব্যক্তি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে সমত্বহেতু বিদ্বান্ও প্রাপ্ত হইবেন না। এইজন্যই তৃতীয় প্রশ্ন হইতেছে যে, বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মের অনুভব করেন কি না? ইহার উত্তরেই জগৎ-সৃষ্টির কারণ ব্রহ্ম, ইহা বর্ণন পূর্ব্বক ব্রহ্মের সত্তা সিদ্ধরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

সৃষ্টির আদিতে পরব্রহ্ম পরমাত্মা মনে মনে বিচার করিলেন যে, আমি নানারূপে উৎপন্ন হইয়া বহু হইব। এই বিচারকেই তপঃ বলা হয়, অর্থাৎ জীবের কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলেন। সেই সংকল্পানুরূপ চিজ্জড়-সমুদয় সৃষ্টির পর স্বয়ং তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যদিও নিজ হইতে উৎপন্ন এই জগতে পরমেশ্বর প্রথমেই প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, এবং জগৎ যেহেতু উহাঁরই বহিরঙ্গস্বরূপ, তাহা হইলে তাহাতে প্রবিষ্ট হইবার প্রসঙ্গ আসে না। তথাপি জড়-চেতনময় জগতে আত্মস্বরূপে পরিপূর্ণ হইয়া সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের বিশেষ স্বরূপ অর্থাৎ উহার অন্তর্য্যামী স্বরূপকে লক্ষ্য করাইবার নিমিত্তই এখানে এই বাক্য বলিয়াছেন যে, 'এই জগৎ রচনার পর স্বয়ংই উহাতে প্রবিষ্ট হইলেন'। প্রবিষ্ট হইবার পর মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তরূপে অর্থাৎ স্থূলদৃশ্য ক্ষিতি, জল ও তেজরূপ ভূতরূপে এবং বায়ু ও আকাশরূপ সূক্ষ্ম অমূর্ত্তরূপে প্রকট হন। তারপর যাহার বর্ণন করা যায়, বা বর্ণন করা যায় না,

এইরূপ বিভিন্ন পদার্থরূপে; এইরূপ আশ্রয়রূপে এবং আশ্রিতরূপে, চেতন ও জড়—এই সকলরূপেই একমাত্র পরমেশ্বর নিজশক্তিদ্বারা বহুপ্রকার নাম, বহুপ্রকার রূপ ধারণপূর্ব্বক ব্যক্ত হইয়া থাকেন। এক সত্যস্বরূপ পরমাত্মাই সত্য ও মিথ্যা সবরূপেই প্রকাশ পান। এইজন্যই জ্ঞানিগণের মতে যাহা কিছু দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য আর মন্তব্য সকলই পরমাত্মস্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অন্তঃপ্রবিশ্য ভূতানি যো বিভর্ত্ত্যাত্মকেতুভিঃ।
অন্তর্য্যামীশ্বরঃ সাক্ষাৎ পাতু নো যদ্বশে স্ফুটম্॥"
(ভাঃ ৫।২০।২৮)

শ্রীমদ্ভাগবতে গজেন্দ্রের স্তবে পাই,—

"যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্॥" (ভাঃ ৮।৩।৩)

যে কৃষ্ণে এই বিশ্ব, যাঁহা হইতে এই বিশ্ব, যাঁহা দ্বারা এই বিশ্ব, যিনি এই বিশ্ব। আবার যিনি এই বিশ্ব হইতে পর এবং জীব হইতে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, সেই স্বয়ম্ভূ শ্রীকৃষ্ণকে আমি শরণাপন্ন হই অর্থাৎ প্রপত্তি করি।

আরও বলিয়াছেন,—

"তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্য্যকর্ম্মণে॥" (ভাঃ ৮।৩।৯)

শ্রীবসুদেবও বলিয়াছেন,—

"যত্র যেন যতো যস্য যস্মৈ যদ্ যদ্ যথা যদা।
স্যাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ॥" (ভাঃ ১০।৮৫।৪)

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-কথিত 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-মূলেই এইসকল সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয়॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের আনন্দবল্ল্যধ্যায়ের ষষ্ঠ অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

ইতি—আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ॥

আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে সপ্তমোঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।
তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি॥
যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসꣳ হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী
ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ-
আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষ-
এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং
বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ-
এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি।
তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো-
ভবতি ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে সপ্তমোঽনুবাকঃ
সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—ইদম্ (এই পরিদৃশ্যমান নামরূপে ব্যাকৃত চিজ্জড়-মিশ্রিত জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অসদ্বৈ (অসৎ অর্থাৎ অব্যক্তরূপে ব্রহ্মস্বরূপেই) আসীৎ (ছিল) ততঃ (সেই ব্রহ্ম হইতে) বৈ (অবধারণে) সৎ (সদ্রূপে প্রতীয়মান ব্যক্ত চরাচরাত্মক বিশ্ব) অজায়ত (অভি-ব্যক্ত—নামরূপী হইল) [যদি বল, অসৎ হইতে সৎএর উৎপত্তি কিরূপে হয়? তাহা নহে, অসৎ-শব্দের অর্থ—এই জগৎ নাম-রূপের অভাবে অসদ্বৎ প্রতীয়মান, শশশৃঙ্গাদির মত বস্তুতঃ অসৎ

নহে। অতএব অসৎ-শব্দের বাচ্য অব্যক্ত ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ, কিন্তু তাহা হইলেও অন্য কর্ত্তা অপেক্ষিত নহে] তদাত্মানং (সেই ব্রহ্ম, নিজেকে) স্বয়ম্ (নিজেই, অন্যসাপেক্ষ না হইয়া নিজ শক্তিকে) অকুরুত (জগদ্রূপে পরিণত করিলেন) তস্মাৎ (যেহেতু ব্রহ্ম কার্য্য ও কারণ উভয়স্বরূপ অর্থাৎ নিজেই নিজের কার্য্য এজন্য) তৎ (সেই ব্রহ্ম) সুকৃতম্ (সুষ্ঠুকার্য্যকারী অক্লিষ্টকর্ম্মা) [কথাটি এই—যদি কেহ স্বভিন্ন কার্য্যকারী হয়, তবে তাহাকে ক্লেশ বা প্রযত্ন পাইতে হয় কিন্তু ব্রহ্মের স্বয়ং অন্যনিরপেক্ষভাবে কর্তৃত্ব হওয়ায় তিনি অক্লিষ্টকর্ম্মা বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হন) যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্ (অতএব যখন দেখা যায়—যে-কারণে কর্ম্মজন্য ফলসম্পর্ক আছে, সেই কারণ সুকৃত নামে খ্যাত, যদি নিত্য, চেতনবান্ কারণ থাকে, তবেই সুকৃত নামে প্রসিদ্ধি হয়, অতএব ব্রহ্মই যখন সুকৃত তখন ব্রহ্মের অস্তিত্ব মানিতেই হয়। আর এই কারণেও তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকরণীয়) রসো বৈ সঃ (তিনিই রস বা আনন্দময়স্বরূপ) [তাহার কারণ কি ?] অয়ং (এই জীব) রসম্ হি এব লব্ধ্বা (রসস্বরূপ আনন্দময়কেই প্রাপ্ত হইয়াই) আনন্দী ভবতি (সুখী হয়) [অতএব ব্রহ্ম অসৎ নহেন, যেহেতু অসৎ-এর আনন্দদায়কত্ব দেখা যায় না, আর ব্রহ্মই রসস্বরূপ ইহার প্রমাণ আরও একটি পাওয়া যাইতেছে, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ বহির্জগতের কোন সাধন অপেক্ষা না করিয়া নিশ্চেষ্ট, নিস্পৃহ হইয়া যে সানন্দে থাকেন, তাহার কারণ ব্রহ্মোপলব্ধি, অতএব ব্রহ্মাস্তিত্ব মানিতেই হয়। আরও কারণ আছে, তাহা শ্রুতি দেখাইতেছেন—] কোহ্যেব অন্যাৎ (কেই বা সাংসারিক সুখ বা মুক্তির আনন্দের উপলব্ধি করিত ? অতএব সকলের হৃদয়-মধ্যে রসময় পরমাত্মা আছেন, সেই রসস্বরূপই ব্রহ্ম) কঃ প্রাণ্যাৎ (কে বাঁচিয়া থাকিত ? অর্থাৎ যাবৎ পর্য্যন্ত এই পরমাত্মার সহিত

জীবের সম্বন্ধ, তাবৎকাল দেহধারী জীব জীবিত থাকে) যৎ (যদি) এবঃ (এই আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা) আকাশে (পরমব্যোমাত্মক হৃদয়-গুহায় নিগূঢ়ভাবে স্থিত) আনন্দঃ (আনন্দরূপী) ন স্যাৎ (না থাকিতেন) [তবে কে প্রাণনাদি চেষ্টায় সমর্থ হইত ? কারণ—ইন্দ্রিয়, প্রাণাদিবায়ু সমস্তই জড়, তাহাদের প্রেরক ও নিয়ন্তা সেই একমাত্র চেতনস্বরূপ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, যাহার অবস্থিতিতে জীবের প্রাণনাদি ব্যাপার সম্ভব হয়] [ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন] এষঃ এব হি (এই পরমাত্মাই) আনন্দয়াতি—আনন্দয়তি (সকলকে আনন্দিত করিতেছেন) [ইনিই বিদ্বানের অভয়ের হেতু ও অবিদ্বানের ভয়ের কারণ। কিরূপে ? তাহা দেখাইতেছেন—] যদা (যেহেতু) এষ এব হি (এই সাধক—ব্রহ্মোপাসক) এতস্মিন্ (এই আনন্দময় ব্রহ্মে) [কিরূপ ব্রহ্মে ?] অদৃশ্যে (প্রাকৃত চক্ষুরাদির অগোচর) অনাত্ম্যে (আত্ম্য অর্থাৎ ব্যাপ্য পরিচ্ছিন্ন শরীর তদ্‌ভিন্ন অশরীর অর্থাৎ প্রাকৃত শরীররহিত) অনিরুক্তে (নির্ব্বিকার অর্থাৎ প্রাকৃত জাতিগুণক্রিয়ারহিত) অনি-লয়নে (সর্ব্বাধার অথচ স্বয়ং অব্যক্ত আধারশূন্য) [তাদৃশ ব্রহ্মে—] অভয়ং (ভয়সম্পর্করহিত অথবা অভয়ের জন্য) প্রতিষ্ঠাং (নিষ্ঠা—স্থিতি) বিন্দতে (লাভ করেন) অথ (অনন্তর—তাহার ফলে, সেই ঐকান্তিক উপাসনার ফলে) সঃ (সেই উপাসক) অভয়ং গতো-ভবতি (অবিদ্যাকৃত শত্রু-মিত্র, সুখ-দুঃখ, সিদ্ধি-অসিদ্ধিরূপ ভয়হেতু দ্বৈতের অভাবে অভয় প্রাপ্ত হন) [দেখা যায় ভয়ের কারণ থাকিলেও ব্রহ্মোপাসকগণ নির্ভয় হন অতএব ভয়ত্রাণকারী ব্রহ্ম না থাকিলে অভয় হইতে পারে না, এজন্য ব্রহ্মের সত্তা স্বীকার্য্য। বৈপরীত্যে ফল দেখাইতেছেন] যদা (যখন অবিদ্যাবস্থায়) হি (যেহেতু) এষ এব (এই অবিদ্যাক্রান্ত—মূঢ় জীব) এতস্মিন্ (এই আনন্দময় ব্রহ্মবিষয়ে) উৎ অরং (অল্পও) অন্তরং (ব্যবধান, ধ্যানের বিচ্ছেদ) কুরুতে (করে) অথ

(তখন) অস্য (এই উপাসকের) ভয়ং (ভয়) ভবতি (থাকে) [সে ভয় কি ? তত্ত্, এব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য] তত্ত্ (সেই অমনন—অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে ধ্যানের অভাব, এই অর্থ ই এখানে ধর্ত্তব্য যেহেতু অদ্বৈতবাদীদের অন্তর-শব্দের অর্থ 'ভেদ' ধরিলে প্রকরণ-বিরোধ হয়) বিদুষ: (ঈশ্বরোপাসকের) অমন্বানস্য (ঈশ্বরভিন্ন-বিষয়স্পৃহার ফলে নিরন্তর ঈশ্বরের ধ্যান না করিলে) ভয়ং (হানি—অমনন) ভবতি (ঘটিয়া থাকে)। তদপি (সে বিষয়েও) এষ: শ্লোক: (এই স্তুতিবাদ) ভবতি (আছে)। [অতএব ভয়ের হেতু পরমেশ্বর-বিমুখতা, সেজন্য তাঁহার অস্তিত্ব মানিতেই হয়] ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে সপ্তমানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—একণে ব্রহ্মের অস্তিত্ব-বিষয়ে সন্দেহের নিরাকরণার্থে বলিতেছেন—সৃষ্টির আদিতে—এই জগৎ ব্রহ্মে অনভিব্যক্ত অর্থাৎ অব্যক্তরূপে অসৎকল্প ছিল, তাহার পর তাঁহার সিসৃক্ষাবশতঃ তাঁহা হইতে এই জগৎ নাম-রূপে ব্যাকৃত হইল। সেই ব্রহ্ম সঙ্কল্প-বশে নিজ প্রকৃতিশক্তিকে আশ্রয় করিয়া নিজেকে নিজেই নিজা-ভিন্নরূপে বিভক্ত করিলেন, এইজন্য তিনি শোভন-কার্য্যকারী বলিয়া কথিত হন, অর্থাৎ স্বয়ংকর্ত্তা কথিত হন। যেহেতু তিনি স্বয়ং সমস্তই সুষ্ঠুভাবে উৎপাদন করিয়াছেন অতএব এই সিদ্ধি নিত্য চেতনবিশিষ্ট কারণব্যতীত হইতে পারে না, এইজন্য ব্রহ্মের অস্তিত্ব মানিতেই হয়। সেই এই যে সুকৃত ব্রহ্ম তিনিই রসস্বরূপ আনন্দময় পুরুষ। রস বলিতে—যাহা পাইবার জন্য বিজ্ঞ ও ভক্তগণের প্রচেষ্টা হয়, যাহা পাইলে তাঁহাদের আনন্দের পরিপূর্ত্তি হয়, তাহাই

রসময় শ্রীভগবান্। এই রসস্বরূপকে পাইলেই লোক প্রকৃত আনন্দ-বিশিষ্ট হন। দেখা যায়, সংসার-বিরাগী নিষ্কাম ব্রহ্মবিদ্‌গণ বাহ্য আনন্দ ত্যাগ করিয়া এই আনন্দলাভ করিয়া থাকেন অতএব সেই আনন্দের উৎস আনন্দময় ব্রহ্ম আছেনই। অন্য কারণও দেখা যায়—জীবের এই হৃদয়াকাশে আনন্দময় চেতনপুরুষ পরমাত্মা যদি অধিষ্ঠান না করিতেন, তবে কে প্রাণনাদিক্রিয়া—নিঃশ্বাসাদিব্যাপার সম্পাদন করিত? এই আনন্দময় পুরুষই সকলকে বাঁচাইয়া রাখেন, আনন্দিত করিয়া থাকেন, যদি কোন উপাসক প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, প্রাকৃত শরীররহিত, অনির্ব্বচনীয়, সর্ব্বাধার অথচ স্বয়ং অনাধার এই পরমাত্মার আশ্রয়ে নির্ভয় পাইবার জন্য ধ্যাননিষ্ঠা-সহযোগে ভক্তি অবলম্বন করেন, তবে তিনি নির্ভয় প্রাপ্ত হন, তাহার আর জন্ম-মৃত্যু ভয় থাকে না, আর যদি উপাসক ভগবদ্বিমুখতাক্রমে বিষয়মোহে পড়িয়া চিত্তবিক্ষেপবশতঃ তাঁহার মনন হইতে ক্ষণকালও বিচ্যুত হয়, তবে সেই জ্ঞানীরও মননের অভাবে সেই ভয় হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ দেখাইতেছেন ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের আনন্দবল্ল্যধ্যায়ের সপ্তম অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তদা—ভবতি। ব্যক্তোঽর্থঃ। অসদ্—সদ্-জায়ত। ইদং স্থূলচেতনাচেতনশরীরকব্রহ্ম অনভিব্যক্তনামরূপং ব্রহ্ম সৃষ্টেঃ প্রাগাসীৎ। তস্মাদিদং জগৎ অভিব্যক্ত-নামরূপমভবদিত্যর্থঃ। নম্বসচ্ছব্দিতস্য ব্রহ্মণ উপাদানত্বে কর্ত্রন্তরমপেক্ষিতম্, নিমিত্তোপাদান-য়োর্ভেদাবশ্যম্ভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। আত্মান-মেবোপাদানত্বেন স্বীকৃত্য স্বয়মেবাকুরুত। তস্মাৎ—ইতি। যস্মাৎ স্বয়মেব স্বস্য কার্য্যম্। অত এব ব্রহ্ম সুষ্ঠু কৃতং কার্য্যং যস্য, তৎ

সুকৃতম্। কার্য্যস্য সৌষ্ঠবঞ্চানতিক্লেশরূপত্বম্। স্বভিন্নস্য কার্য্যস্য নির্ম্মাণে হি ক্লেশপ্রসক্তিঃ। ততশ্চ ক্লিষ্টকার্য্যং ব্রহ্মেতি, 'নিঃশ্বসিতমেতস্মহতো ভূতস্য' ইত্যাদি শ্রুতয়ো বদন্তীত্যর্থঃ।

(আনন্দয়িতৃত্বম্)

ভবতু তৎ সুকৃতম্; তস্যোপাস্যত্বপ্রাপ্যত্বয়োঃ কিমায়াতমিত্যাহ—যদ্বৈ—সঃ। সুকৃতমিতিনির্দ্দিষ্টং ব্রহ্ম রসঃ আনন্দঃ। তল্লাভাদস্যানন্দিত্বম্। ততশ্চ তস্যানন্দত্বাৎ প্রাপ্যত্বোপাস্যত্বে যুক্তে-ইতি ভাবঃ। তদেবোপপাদয়ন্তি কো—হেবানন্দয়াতি। যন্তস্বরূপরিচ্ছিন্নানন্দো (?) রসঃ পরমাত্মা ন স্যাৎ, সাংসারিকমাপবর্গিকং বা সুখং কঃ প্রাপ্নুয়াৎ? অত এব এবানন্দয়তি। অতস্তস্য সর্ব্ববিধানন্দহেতুত্বাৎ তস্য প্রাপ্যত্বমস্তীতি ভাবঃ। যদা—ভবতি। অদৃশ্যে চক্ষুরাদিগ্রহণানর্হে। আত্ম্যং ব্যাপ্যং—শরীরমিত্যর্থঃ। অনাত্ম্যে অশরীর ইত্যর্থঃ। অত এব অনিরুক্তে জাতিগুণাদিবাচিদেবাদিপদাবাচ্যে। অনিলয়নে আধারশূন্যে। অভয়ম্ অভয়ায়। 'নাব্যয়ীভাবাৎ—' ইতি চতুর্থ্যা অম্ভাবঃ। 'অর্থাভাবে যদব্যয়ম্' ইত্যব্যয়ীভাবসমাসঃ। অভয়সাধনভূতাং প্রতিষ্ঠাং নিরন্তরস্মৃতিলক্ষণাং নিষ্ঠাং যো বিন্দতে লভতে, সঃ অভয়ং প্রাপ্নোতি। অত্র ব্যাসার্যৈঃ—, 'অদৃশ্য ইত্যচিদ্ব্যাবৃত্তিঃ। অনাত্ম্য ইতি বদ্ধব্যাবৃত্তিঃ। স হি পরমাত্মনা ব্যাপ্যঃ। যদ্বা আত্ম্যং ব্যাপ্যম্, কর্ম্মকৃতশরীরম্। তদ্রহিতোঽনাত্ম্যঃ। অনিরুক্ত ইতি মুক্তব্যাবৃত্তিঃ। স হি বদ্ধাবস্থায়াং দেবাদিশব্দৈরুক্তঃ। অনিলয়ন ইতি নিত্যমুক্তব্যাবৃত্তিঃ। তেষাং হি ভগবান্ আধারঃ' ইত্যুক্তম্। এবং বিহিতায়াঃ প্রতিষ্ঠায়া বিচ্ছেদে অনর্থং দর্শয়তি—যদা—ভবতি। এষঃ উপাসকঃ। এতস্মিন্ পরমাত্মনি ধ্যানস্য অন্তরং বিচ্ছেদং অরং অল্পমপি যঃ কুরুতে, তস্য ভয়মুক্তবতীত্যর্থঃ। পূর্ব্ববাক্যে প্রতিষ্ঠাশব্দেন নিরন্তরধ্যানবাচিনা ধ্যানগতনৈরন্তর্যস্য বিহিতত্বাৎ অত্র

অন্তরশব্দেনাপি তস্যৈব ধ্যানগতনৈরন্তর্য্যস্য বিরোধিনী, ধ্যানবিচ্ছেদস্য গ্রহণমুচিতম্ ; ন তু পরোক্তরীত্যা, 'ব্রহ্মণি অন্তরং ভেদং যঃ কুরুতে জানাতি' ইত্যর্থ উচিত ইতি দ্রষ্টব্যম্। বস্তুতস্তু ব্রহ্মৈক্যবাদিনাম-স্মাকং ব্রহ্মণি নানাত্বনিষেধো ন প্রতিকূলঃ। অস্মাভির্নানাব্রহ্মবাদস্যান-ভ্যুপগমাৎ। তথাপি প্রকরণানুগুণ্যাদুক্ত এবার্থ উচিত ইতি দ্রষ্টব্যম্। কিং ভয়ম্? তত্রাহ—তৎ—ত্বমন্বানস্য। বিদুষঃ ব্রহ্মোপাসননিষ্ঠস্য তদতিরিক্তবিষয়স্পৃহয়া নিরন্তরং মননমকুর্ব্বতঃ, তদেব অমননং ভয়ম্। ন হি তদপেক্ষয়া অন্যদ্ ভয়মস্তি। উক্তঞ্চ মহর্ষিভিঃ।

"যন্মুহূর্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে।
সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা ভ্রান্তিঃ সা চ বিক্রিয়া॥"
"বরং হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসম্॥" ইতি ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে সপ্তমানুবাকস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ প্রশ্নানাং মধ্যে ব্রহ্ম অস্তি-নাস্তি বেতি প্রশ্নঃ সমাধীয়তে—জগৎকারণত্বেন ঈশ্বরস্য সত্ত্বং স্বীকার্য্যম্। নমু 'অসদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ' ইতি শ্রুতিরেব তদ্বিরোধিনী ইতি চেন্ন তস্যা-অন্যার্থত্বাৎ তমেবাহ—অগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বম্ ইদম্ স্থূল—চেতনাচেতন-শরীরকং ব্রহ্ম অসদেব অসদিব অনভিব্যক্তনামরূপত্বাৎ অব্যক্তম্ আসীৎ, ততঃ সঙ্কল্পবশাৎ তাদৃশাৎ ব্রহ্মণঃ সৎ অভিব্যক্তনামরূপম্ ইদং জগৎ অভবৎ উৎপন্নম্ এতেন তস্যোপাদানকারণত্বমভিহিতম্। নহি অত্যন্তমেব ব্রহ্মাসদিতি অসতঃ সকাশাৎ সতো জন্মানুপপত্তেঃ। নন্বসচ্ছব্দিতস্য ব্রহ্মণ উপাদানত্বে কর্ত্ত্রন্তরমপেক্ষিতং যথা ঘটোৎপত্তৌ-

উপাদানভূতায়া মৃদোঽন্যঃ কুলাল ইতি আশঙ্ক্যাহ—তদাত্মানং স্বয়মকুরুতেতি—তদা তদ্ব্রহ্ম যদ্ধি অসচ্ছব্দবাচ্যং অব্যক্তম্ ব্রহ্ম স্বয়মেব আত্মনৈব অন্যনৈরপেক্ষ্যেণ আত্মানং স্বমেব অকুরুত কার্য্যাত্মনা স্বশক্তিদ্বারেণ পরিণময়ামাস। যস্মাৎ স্বয়মেব স্বস্য কার্য্যম্—তস্মাৎ তস্মাদ্ধেতোঃ, তদ্ ব্রহ্ম সুকৃতম্ সু শোভনং কৃতং কার্য্যমস্যেতি অক্লিষ্টকর্ম্মেতি উচ্যতে শ্রুতিভিঃ নিঃশ্বসিতমেতন্মহতো ভূতস্যেত্যাদিভিঃ। যৎ সুকৃতমিতিনির্দ্দিষ্টং ব্রহ্ম রসো বৈ সঃ, রসোনাম আনন্দময়স্বরূপঃ পরব্রহ্ম সঃ—যৎসুকৃতনাম্না ব্যপদিশ্যতে স এব রসঃ, অত্র প্রসিদ্ধিমাদর্শয়তি রসংলব্ধ্বেত্যাদি অয়ং লোকঃ রসম্এব লব্ধ্বা প্রাপ্য আনন্দী তৃপ্তো ভবতি। রসং লব্ধুমেব হি সর্ব্বস্য প্রবৃত্তিঃ, অতঃ তস্য প্রাপ্যত্বমুক্তম্। যতোবাহ্যানন্দসাধনরহিতাস্ত্যক্তৈষণা ব্রাহ্মণা রসলাভাদিব সানন্দা দৃশ্যন্তে অতো ব্রহ্মৈব তেষাং রসঃ, এবং সর্ব্বত্র রসস্বরূপেণ পরমাত্মরূপেণ ব্রহ্মণঃ স্থিতিঃ, তদর্থমেব লোকস্য প্রবৃত্তেরাবশ্যকত্বম্ অতোরসময়ব্রহ্মণ-উপাস্যত্বমায়াতম্। ইতশ্চ ব্রহ্মণোঽস্তিত্বমভ্যুপেয়ম্—কোহ্যেব অন্যাৎ… …যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ, যদি এষ আনন্দঃ আনন্দরূপী পরমেশ্বরঃ আকাশে পরমে ব্যোমনি হৃদয়াকাশে আনন্দঃ আনন্দময়ঃ পুরুষো ন স্যাৎ তর্হি কোহি জীবঃ অন্যাৎ অপানচেষ্টাং কুর্য্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ প্রাণনচেষ্টাং বা কুর্য্যাৎ, প্রাণাপানাদীনাং জড়ত্বাৎ, চেতনসম্বন্ধাদেব কার্য্যকারিত্বম্ ইদমুপলক্ষণমিন্দ্রিয়াণাম্। এষ হি এব হি নিশ্চয়ে এষ এব পরমাত্মা, নত্বন্যৎ, তদতিরিক্তস্য জড়ত্বাৎ আনন্দয়াতি দীর্ঘশ্ছান্দসঃ, আনন্দয়তি সুখয়তি লোকং ধর্ম্মানুরূপম্ দুঃখয়তি চ অধর্ম্মানুরূপমিত্যপি বোধ্যম্। কান্ সুখয়তি কান্বা দুঃখয়তি তত্র বিভাগ এব যদাহ্যেবৈষ ইত্যাদি ভয়াভয়হেতুত্বাদ্ বিদ্বদবিদুষোঃ। তত্র সত্ত্বাশ্রয়ণেনাভয়ং, নাসত্ত্বাশ্রয়ণেন ভয়নিবৃত্তির্জ্যতে তদাহ—যদাহি যস্মাদ্ধেতোঃ এষঃ পরমেশ্বরোপাসকঃ এতস্মিন্ পরমেশ্বরে, অভয়ং

প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, কীদৃশে পরমাত্মনি ? অদৃশ্যে প্রাকৃতচক্ষুরাদিগ্রহণা-যোগ্যে, দৃশ্যং হি বিকারো ভবতি ন দৃশ্যম্ তস্মিন্ অবিকারে অপ্রাকৃতে ইতি বার্থঃ, অতএব অনাত্ম্যে অশরীরে প্রাকৃতশরীররহিতে অতশ্চ অনি-রুক্তে অনির্ব্বাচ্যে প্রাকৃতবাগগোচরে ততশ্চ অনিলয়নে অনাধারে স হি সর্ব্বস্যাধারঃ, ন তস্য কশ্চিদাধার ইতি। অভয়ং অভয়ং ক্রিয়াবিশেষণং বা, অভয়ায় অব্যয়ীভাবাদম্‌ভাবঃ, প্রতিষ্ঠাং নিরন্তর ধ্যানলক্ষণাং নিষ্ঠাং ভক্তিং বিন্দতে লভতে, অথ ধ্যাননিষ্ঠাবশাৎ স উপাসকঃ, অভয়ং গতো ভবতি ব্রহ্ম প্রপদ্যতে মুক্তিং লভতে ইতি বা, যদেতৎ সর্ব্বতোহি নির্ভয়া ব্রাহ্মণা দৃশ্যন্তে তচ্চাযুক্তং স্যাৎ অসতি ভয়ত্রাণে অতোঽপি ব্রহ্মণোঽস্তিত্বম্। যদা পুনরবিদ্যাবস্থায়াম্ এষ এব হি জীবঃ ভগবদ্বৈমুখ্য-বশাৎ অরম্ অল্পমপি অন্তরং ব্যবধানং ধ্যানস্য বিচ্ছেদং যঃ কুরুতে উৎ ইতি পরবাক্যে অন্বেতি অথ তস্য ভয়ম্ উদ্ভবতীতি—অথ বিষয়া-সঙ্গেন চিত্তবিক্ষেপাৎ নিষ্ঠাত্যাগে ইত্যর্থঃ, "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশেন" ইতি শ্রীভাগবতে (ভাঃ ১১।২।৩৭)। তস্য জীবস্য ভয়ং দুঃখং ভবতি ভয়-নিবারণহেতোরীশ্বরাদ্ বিচ্ছেদেনেত্যর্থঃ। কস্য তৎ কথং তস্য নিষ্ঠায়া-অভাবঃ ? ইত্যুচ্যতে অমন্বানস্য, বিদুষঃ জ্ঞানিনঃ কিন্তু অমন্বানস্য মননরহিতস্য তত্ত্ব এব ভয়ং—তত্ত্ব তদেব অমননম্ ভয়ং ভয়হেতুঃ সংসারকারণমিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ 'ভয়ং বৈ দ্বিতীয়াদ্ ভবতি'। যোগোহি নিরবচ্ছিন্নত্বং তদভাবে সিদ্ধ্যাদীনাং দ্বিতীয়াদসিদ্ধ্যাদের্ভয়ং দুঃখং ভবত্যেব, যোগস্য নিরবচ্ছিন্নত্বে সাচবিক্রিয়া। ইতি তদভাবঃ স্মৃতিশ্চ 'যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং-বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে। সা হানিঃ তন্মহ-চ্ছিদ্রং সা ভ্রান্তিঃ' ইতি তাৎপর্য্যম্। তত্রাপি এষ ঈশ্বরবিমুখস্য ভয়-কারণমস্তি ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে সপ্তমানুবাকস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—এই মন্ত্রে পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে বিশ্ব প্রকট হওয়ার পূর্ব্বে এই জড় ও চেতনময় সমগ্র জগৎ 'অসৎ' অর্থাৎ অব্যক্তরূপে ছিল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই অব্যক্ত অবস্থা হইতে 'সৎ' অর্থাৎ নাম-রূপময় প্রত্যক্ষ জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরমাত্মা স্বয়ংই স্বীয় বহিরঙ্গা শক্তিদ্বারা নিজাভিন্নরূপে বিশ্বকে জগদ্রূপে পরিণত করিয়াছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম অব্যক্ত স্বরূপে ছিলেন। সেই ব্রহ্ম আপনাকে পুরুষরূপে প্রকাশিত করিলেন, তজ্জন্যই সেই পুরুষকে সুকৃত বলা হয়।

পরব্রহ্ম পরমাত্মাই রসস্বরূপ অর্থাৎ আনন্দময়। অনাদিকাল হইতে জন্মমৃত্যুরূপ ঘোর দুঃখের অনুভবকারী জীব এই রসময় পর-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াই বাস্তবিক আনন্দযুক্ত হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের এই পরম প্রাপ্য আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের সহিত সংযোগ সম্বন্ধ না হয়, ততক্ষণ কোন অবস্থাতেই পূর্ণানন্দ, নিত্যানন্দ, অখণ্ডানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই কারণে বাস্তবিক আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে সিদ্ধ হইয়া থাকে। যদি আকাশের ন্যায় ব্যাপক আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা নাহি হন, তবে কে জীবিত থাকিত? কেই বা প্রাণের ক্রিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস জন্মাইত? অর্থাৎ সুখস্বরূপ পরমাত্মার সহায়তায়ই সকল জীব সমস্ত চেষ্টা করিয়া থাকে। এমন কি, সমস্ত জগৎ পরমাত্মার নিয়ন্ত্রণেই অবস্থিত থাকে। অতএব মনুষ্যের দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করা প্রয়োজন যে, জগতের কর্ত্তা, হর্ত্তা, পরমেশ্বরই। তিনিই প্রকৃত আনন্দস্বরূপ। তাঁহাতে বিমুখ হইয়া কেহ কখনই প্রকৃত আনন্দলাভ করিতে পারে না।

এই পরমাত্মা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অতীত, প্রাকৃত শরীররহিত, বাক্যও মনের অতীত, অনাধার বা সর্ব্বাধার ও অভয়স্বরূপ জানিয়া যাঁহারা তাঁহার আশ্রয় লাভ করেন, তাঁহারাই ভয়রহিত হন।

আবার জীব যখন পরব্রহ্মে বিমুখ হইয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশবশতঃ মায়াবদ্ধ হয়, তখনই ভয়যুক্ত হয়, অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, জরা ও শোকাদিগ্রস্ত হয়। জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কেহই ভগবদ্ভজন ব্যতিরেকে অভয় লাভ করে না। শ্রীভগবান্ই একমাত্র অশোক-অভয়-অমৃত-স্বরূপ। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেই শোক, ভয় ও মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। ভক্তি ব্যতীত তাঁহাকে পাওয়ার আর দ্বিতীয় পথ নাই।

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ", (ভাঃ ১১।১৪।২১) "ন সাধয়তি মাং যোগঃ" (ভাঃ ১১।১৪।২০) "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো" (গীঃ ১১।৫৪) "তস্যাহং সুলভঃ পার্থ" (গীঃ ৮।১৪)

যিনি সুকৃতস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনিই রসস্বরূপ। এই রসস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াই জীব আনন্দযুক্ত হ'ন। সেই ব্রহ্ম যদি আনন্দস্বরূপ না হইতেন, তবে এই সংসারে কে জীবন ধারণ বা প্রাণব্যাপার সম্পাদন করিতে সমর্থ হইত ?

এই রসস্বরূপের বিষয় শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"গোপবেশং সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥" (গোঃ তাঃ পূর্ব্ব ১৩।১)

আমাদের পরমারাধ্যতম পরাৎপর শ্রীগুরুদেব শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বীয় 'জৈবধর্ম্মে' লিখিয়াছেন,—

"আনন্দ প্রীতি পর্য্যায়ে। সকল জীবই আনন্দের জন্য চেষ্টা করেন—মুমুক্ষু ব্যক্তিরা মোক্ষকেই আনন্দ মনে করেন, এইজন্যই তাঁহারা 'মোক্ষ' 'মোক্ষ' বলিয়া উন্মত্ত; বুভুক্ষু ব্যক্তিরা বিষয়-ভোগকেই 'আনন্দ' বলেন। এইজন্যই তাঁহারা ভুক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত—আনন্দ লাভের আশাই তাঁহাদিগকে সেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়। ভক্তগণ কৃষ্ণসেবানন্দের জন্য চেষ্টাবান্ অতএব

সর্ব্বপ্রকার লোকই প্রীতিকে অন্বেষণ করিতেছেন। এমন কি, প্রীতির জন্য দেহপরিত্যাগেও প্রস্তুত। সিদ্ধান্ত এই যে, প্রীতিই সকলের মুখ্য প্রয়োজন—ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। নাস্তিকই হউন বা আস্তিকই হউন, কর্ম্মবাদীই হউন বা জ্ঞানবাদীই হউন, কামীই হউন বা নিষ্কামই হউন—সকলেই একমাত্র প্রীতিকে অন্বেষণ করিতেছেন। অন্বেষণ করিলেই যে প্রীতিকে পাওয়া যায়, এমন নয়। কর্ম্মবাদী স্বর্গলাভকে প্রীতিপ্রদ মনে করেন, কিন্তু "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" (গীঃ ৯।২১) এই ন্যায়ানুসারে যখন স্বর্গ হইতে চ্যুত হন, তখন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারেন। মনুষ্যলোকে ধন, পুত্র, যশঃ ও বল লাভ করিয়াও তাহাতে প্রীতি না পাইয়া স্বর্গসুখ কল্পনা করেন; স্বর্গচ্যুতি সময়ে তদুত্তর—লোকসকলের সুখকে বহু সম্মান করিয়া থাকেন। যখন জানিতে পারেন যে, মর্ত্ত্যলোকে, স্বর্গে বা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত স্থানে সুখ অস্থায়ী ও অনিত্য, তখন বিরাগ লাভ করিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণকে অনুসন্ধান করেন; ব্রহ্মনির্বৃতি লাভ করিয়া যখন আর সুখসম্ভোগ হয় না, তখন তটস্থ হইয়া পন্থান্তর অন্বেষণ করেন। নির্ভেদ-ব্রহ্মনির্ব্বাণে আনন্দ বা প্রীতি কিরূপে সম্ভব হয়? যখন আমিত্বের একেবারে লোপ হইল, তখন আনন্দের ভোক্তা কে? আবার যখন সমস্ত বস্তু এক হইয়া গেল, তখন আনন্দই বা কোথায়? আনন্দের অনুভবই বা কে করিবে? আমার আমিত্ব গেলে ব্রহ্মকেই বা কে অনুভব করিবে? ব্রহ্ম আনন্দ হইলেও ভোক্তার অভাবে নিরর্থক; তখন আনন্দ আছে কি না, এ-বিষয়ের সিদ্ধান্তই বা কি? আমিত্ব নাশের সহিত আমার সর্ব্বনাশ; আমার আর তখন কি রহিল যে, আমার প্রয়োজন লাভের অনুভব হইবে? আমি নাই ত' কিছুই নাই। যদি বল, ব্রহ্মরূপ আমি রহিলাম, তাহাও অকিঞ্চিৎকর, কেননা,

ব্রহ্মরূপ আমি ত' নিত্য আছি, তাহার সাধন ও সিদ্ধি অকর্ম্মণ্য ও অযুক্ত, অতএব ব্রহ্মনির্ব্বাণটা প্রীতিসিদ্ধ নয়—জীবের পক্ষে একটা ভাণ মাত্র ; সত্য হইলেও খ-পুষ্পের ন্যায় অদ্ভুত।

ভক্তিতেই কেবল প্রয়োজন-সিদ্ধি দেখা যায়, ভক্তির চরম অবস্থাই প্রীতি ; সেই প্রীতিই নিত্য। শুদ্ধ কৃষ্ণও নিত্য, শুদ্ধ প্রীতিও নিত্য ; অতএব অচিন্ত্যভেদাভেদ-অঙ্গীকারে প্রেমের নিত্যতাই সিদ্ধ হয়, নতুবা জীবের চরম প্রয়োজন যে প্রীতি, তাহাতে অনিত্যতা আসিয়া তাহার সত্তাকে নাশ করে, এতন্নিবন্ধন সর্ব্বশাস্ত্রই অচিন্ত্য-ভেদাভেদরূপ সত্যসিদ্ধান্তকে দৃঢ় করিতেছেন, আর সমস্ত বাদই মতবাদ"।

বৃহদারণ্যকেও পাই,—

"ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।" (বৃঃ ২।৪।৫, ৪।৫।৬)

মুণ্ডকেও পাই,—

"আত্মক্রীড় আত্মরতিক্রিয়াবানেষব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ"

(মুঃ ৩।১।৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অর্চ্চিতং পুনরিত্যাহ নারায়ণ জগৎপতে।
আত্মানন্দেন পূর্ণস্য করবাণি কিমল্পকঃ॥" (ভাঃ ১০।৫৮।৩৮)

শ্রীভগবানের আনন্দময়বিগ্রহত্ব-বিষয়ে বেদান্তসূত্রের "আনন্দময়া-ধিকরণ" দ্রষ্টব্য। এতদ্ব্যতীত বেদান্তসূত্রের "সম্পদ্যাবির্ভাবাধিকরণে" পাওয়া যায় যে, মুক্ত-অবস্থায়ও জীব কেবল স্ব-স্বরূপ লাভ করে। পর-ব্রহ্মের সহিত কেবল-অভেদ হয় না।

আর যাঁহারা জড়ানন্দকে ব্রহ্মানন্দ বলিয়া ভ্রম করেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত। ব্রহ্মানন্দও আবার কৃষ্ণপ্রেমানন্দের নিকট ধিক্কৃত। সেইজন্য গৌড়ীয়ভক্তগণ কৃষ্ণসেবানন্দ বা কৃষ্ণপ্রেমানন্দকেই প্রয়োজন বলিয়া বরণ করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপ্রকাশানন্দকে বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৭।৮৪, ৮৫,৯৭)

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, ব্রহ্মানন্দ যেখানে কৃষ্ণপ্রেমানন্দের নিকট ধিক্কৃত, সেস্থলে জীবের জড়ভোগের আনন্দ, এমন কি, জীবের স্বরূপগত আত্মারামত্বরূপ উপলব্ধিতে যে আনন্দ, তাহা যে 'ধিক্কৃত' এ-বিষয়ে আর সন্দেহ কি? তবে একথা ঠিক যে, আনন্দময় পরব্রহ্ম যদি জীবের হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান না করেন, তাহা হইলে জীবের বহির্ম্মুখাবস্থায় জড়ভোগজনিত আনন্দের কথা আর কি বলিব, জীবের জীবন-ধারণই সম্ভব হয় না ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের আনন্দবল্ল্যধ্যায়ের সপ্তম অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে সপ্তমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমোঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—ভীষাস্মাদ্‌বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ ইতি
সৈষানন্দস্য মীমাꣳসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধু
যুবাধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী
সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে
যে শতং মানুষা আনন্দাঃ। স একোমনুষ্যগন্ধর্ব্বাণা-
মানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—বাতঃ (বায়ু) অস্মাৎ (এই পরমাত্মার) ভীষা (ভয়ে) পবতে (প্রবাহিত হইতেছে) সূর্য্যঃ (সূর্য্যদেব) [অস্মাৎ] ভীষা (এই পরমাত্মার ভয়ে) উদেতি (উদিত হইতেছেন) অগ্নিশ্চ ইন্দ্রশ্চ (অগ্নি এবং ইন্দ্র ইঁহারাও প্রত্যেকে) অস্মাদ্‌ভীষা (ইঁহারই ভয়ে স্ব-স্ব-কার্য্যে প্রবৃত্ত আছেন) পঞ্চমঃ (পঞ্চম সংখ্যার পূরণীভূত) মৃত্যুঃ (মৃত্যুদেবতা) [অস্মাদ্‌ভীষা] ধাবতি (ইঁহার ভয়ে দৌড়াইতেছেন)। [শ্রেষ্ঠ সকল দেবতাই যখন পরমাত্মার নির্দ্দেশ লঙ্ঘনের ভয়ে ভীত অতএব পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য সমস্ত দেবাধিকারও দুঃখাক্রান্ত, এজন্য সেই পরমেশ্বরের স্মরণ অবিচ্ছিন্নভাবে করণীয়, তাহাতে কিছুরই ভয় থাকিবে না। এইরূপে ব্রহ্মসম্বন্ধজ্ঞান পরমপদলাভের কারণ নির্দ্ধারিত করিয়া এক্ষণে আনন্দময় পরব্রহ্মের আনন্দ-প্রাচুর্য্য নিরূপণ করিতেছেন, সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি] আনন্দস্য (আনন্দময়-শব্দবাচ্য আনন্দব্রহ্মের) সা এষা (এইপ্রকার বক্ষ্যমাণ) মীমাংসা (বিচার) ভবতি (প্রদর্শিত

হইতেছে)। [যদি] যুবা (তরুণবয়স্ক) অধ্যায়কঃ (অধ্যয়নকারী) সাধু-যুবা স্যাৎ (সৎপ্রকৃতি—এইরূপ যুবা হয়) [এইরূপ] আশিষ্ঠঃ (ক্ষিপ্রকারী অথবা অশনক্ষম অর্থাৎ রোগাদিশূন্য) দ্রঢ়িষ্ঠঃ (দৃঢ়তর অর্থাৎ অব্যবস্থিত চিত্ত না হয়) বলিষ্ঠঃ (শারীর ও মানস বলে বলীয়ান্ হয়) [এবং] ইয়ং সর্ব্বা পৃথিবী (এই সমগ্র বিশ্ব) বিত্তস্য পূর্ণা (ধন-সম্পদে পূর্ণ) তস্য (তাঁহার) স্যাৎ (হয়) স একঃ (সেই একপ্রকার) মানুষ আনন্দঃ (অত্যুৎকৃষ্ট মনুষ্যলোকের আনন্দ) যে তে শতং (তাহার শতগুণিত সেই যে) মানুষাঃ আনন্দাঃ (মনুষ্যসম্বন্ধী আনন্দরাশি) সঃ (তাহাই) একঃ (একত্বপ্রাপ্ত) মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণাম্ (মনুষ্য হইয়া যাঁহারা কর্ম্মবিশেষে বা বিদ্যাবিশেষে অন্তর্ধানাদি-শক্তিলাভে গন্ধর্ব্ব হইয়াছেন, তাঁহাদের আনন্দ অর্থাৎ এই মনুষ্য গন্ধর্ব্বদের আনন্দ মনুষ্যানন্দ-শতের সমান) অকামহতস্য (কামনার অবশীভূত) শ্রোত্রিয়স্য চ (বেদজ্ঞব্যক্তিরও আনন্দ মনুষ্যানন্দের শতগুণ) ॥১॥

অনুবাদ—অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, সূর্য্যাদি দেবতা শ্রেষ্ঠ হইয়াও তাঁহারাও যাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন, তিনিই সেই পরব্রহ্ম—পরমেশ্বর, অতএব পরমেশ্বরের অস্তিত্বে ইহাও একটি প্রমাণ। ইহার ভয়ে বায়ু নিয়মমত সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছেন, সূর্য্য প্রত্যহ উদিত হইতেছেন। তাঁহারই ভয়ে অগ্নি ও ইন্দ্র কার্য্য করিতেছেন। ইহাঁদের পঞ্চম স্থানভুক্ত মৃত্যুদেবতাও যথাকালে জীবের প্রাণহরণের জন্য ব্যগ্র হইয়া দৌড়াইতেছেন। এইরূপে পরব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিয়া তাঁহার আনন্দময়স্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বাধিক আনন্দময়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। তাঁহার সম্বন্ধে ইহাই বিচারিত হইতেছে। আনন্দ অনেকপ্রকার আছে তন্মধ্যে মনুষ্য-সমাজে প্রসিদ্ধ আনন্দ হইতেছে, যদি যুবা

সাধু যুবা হইয়া অধ্যয়নকারী হয়, যদি সে ক্ষিপ্রকারী বা উত্তমভোগী, দৃঢ়সঙ্কল্প, বলবান্ হয়, যদি এই বিত্তপূর্ণ সমগ্র পৃথিবী তাহার হয়, তবে সেই যে আনন্দ, তাহা মনুষ্যলোকে চরম আনন্দ, কিন্তু মনুষ্যগন্ধর্ব্বদিগের আনন্দ—এই আনন্দের শতগুণ অধিক, কামনা-দ্বারা অনভিভূত বেদজ্ঞের আনন্দও মনুষ্যানন্দের শতগুণ অধিক। অর্থাৎ এক আনন্দ শত আনন্দের সমান ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—(ভয়হেতুত্বমুখেন প্রশাসিতৃত্বকথনম্)

তদপ্যেষ—ইতি। অগ্নীন্দ্রসূর্য্যপ্রমুখাঃ সর্ব্বেঽপি দেবপ্রবরাঃ পরমাত্ম-শাসনাতিবৃত্তৌ কিং ভবিষ্যতীতি ভীত্যা স্ব-স্বকর্ম্মসু জাগরূকা ভবন্তি। অতশ্চ ব্রহ্মব্যতিরিক্তং কৃতস্নমপি পদং দুঃখোদর্কত্বাদনর্থরূপমেব। অতশ্চ তাদৃশপদকামনয়া মননবিচ্ছেদস্যাত্যন্তভয়াবহত্বাৎ ততোঽপি ন ভয়ং কিঞ্চিদস্তীত্যর্থঃ।

(আনন্দমীমাংসা)

এবং ব্রহ্মবেদনস্য জগৎকারণত্বতদৌপয়িকসার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণবিশিষ্ট-বিষয়কত্বমবিচ্ছিন্নত্বঞ্চ বিধায় প্রাপ্যস্যানন্দময়স্য ব্রহ্মণ আনন্দময়শব্দ-প্রবৃত্তিনিমিত্তমানন্দপ্রাচুর্য্যং দর্শয়তি—সৈষা—ভবতি। বক্ষ্যমাণানন্দ-বিষয়কবিচারো ভবতীত্যর্থঃ। যুবা—চাকামহতস্য। অত্র ব্যাসার্য্যৈঃ, "সাধু যুবাধ্যায়কঃ সাধু যথাবিধি, সম্যক্সংপ্রদায়সিদ্ধতয়া, স্বরবর্ণাদি-ভ্রংশরহিতং বা। যুবশব্দেন প্রত্যগ্রত্বং বিবক্ষিতম্। অবিস্মরণাগ্নি—(পং নি) ত্যং নবং যথা ভবতি, তথাঽধ্যয়নবানিত্যর্থঃ। যদ্বা স্বসমবয়স্কানাং সর্ব্বেষামধ্যায়কঃ অধ্যাপকঃ। তদধিকজ্ঞান ইত্যর্থঃ। আশিষ্ঠঃ আশুতরক্রিয়ঃ। যদ্বা অশনক্ষমঃ, অরোগ ইত্যর্থঃ। যদ্বা আশীর্ব্বাদবিষয়ভূতঃ। সর্ব্বানুরঞ্জক ইত্যর্থঃ। 'সর্ব্বান্ দেবান্ নমস্যন্তী-তিবৎ। বলিষ্ঠঃ মনোবলবান্। দ্রঢ়িষ্ঠ ইতি শারীরবলস্যোক্তত্বাৎ। যদ্বা

দ্রঢ়িষ্ঠঃ দৃঢ়তরঃ (?) ন তু অব্যবস্থিতস্বভাব ইত্যর্থঃ। বলিষ্ঠঃ শারীর-মানস-সর্ব্ববিধবলবান্। বিত্তস্য পূর্ণা বিত্তেন পূর্ণা। 'পূরণগুণসুহিতার্থ—' ইতি ষষ্ঠ্যা অনুজ্ঞানাৎ। এবং গুণসমুদায়ং বিভূতিপৌষ্কল্যঞ্চোক্ত্বা স একো মানুষ আনন্দ ইতি শ্রুত্যা স্বরসতঃ তস্যৈবানন্দত্বমুক্তম্। ন চ জ্ঞানভিন্নস্য গুণবিভূত্যাদেঃ কথমানন্দত্বমিতি শঙ্ক্যম্—অনুকূলত্বং হ্যানন্দত্বম্। তচ্চ স্বত এবেষ্টম্। তচ্চ গুণবিভূত্যোরপি সংভবতি। তদ্বিষয়জ্ঞানস্যাপ্যনুকূলত্বং বিষয়ানুকূলত্বপ্রযুক্তমেবেত্যন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধম্। অতঃ শ্রুতিস্বারস্যাৎ গুণবিভূত্যাদেরানন্দত্বম্। শ্রোত্রিয়ো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ। অকামহতঃ সমস্তসাংসারিকভোগানুপহতঃ। অতো মুক্ত উচ্যতে" ইত্যুক্তম্। এবঞ্চ যুবত্বদৃঢ়গাত্রত্ব-সৌন্দর্য্যজ্ঞানবলৈশ্বর্য্যাদয়ঃ সংভূয় যত্র ভবন্তি, স একো মানুষ আনন্দঃ। অকামহতশ্রোত্রিয়স্য মুক্তস্যাপি স আনন্দোঽস্তি। মুক্তস্য সর্ব্বানন্দানুভবশালিতয়া তত্র মানুষানন্দস্যান্তর্গতত্বাদিতি ভাবঃ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ পরমাত্মনস্তদিতরসর্ব্বস্য ভয়কারণত্বমুপপাদয়তি—ভীষাস্মাদিতি অস্মাৎ পরমাত্মনো ভীষা ভয়েন, ভীধাতোর্হেতুমতি ণিচি অ প্রত্যয়াৎ টাপি ভীষা তস্মাৎ তৃতীয়া সুপাং সুলুগিত্যাদিনা তৃতীয়ায়া লুক্। বাতঃ পবনঃ পবতে বাতি পূঙ্ পবনে ইতি ভৌবাদিকস্য লটি রূপম্। ভীষা উদেতি সূর্য্যঃ অত্রাপি অস্মাদিত্যন্বিতম্ উদেতি উদ্ গচ্ছতি ভীষাস্মাৎ অগ্নিশ্চ দহতি, ইন্দ্রশ্চ বর্ষতি ইত্যধ্যাহার্য্যম্। অথবা উদেতি ক্রিয়ানুকৃষ্যতে। তত্র উত্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। মৃত্যুঃ পঞ্চমঃ পঞ্চসংখ্যায়াঃ পূরণীভূতঃ পূর্ব্বং চতুর্ণামুক্তত্বাৎ। ধাবতি কালে প্রাণহরণার্থম্ চেষ্টতে। সর্ব্বেঽপি দেববরাঃ ভগবচ্ছাসনাতিক্রমে ভীত্যা স্ব-স্বকর্ম্মণি যৎ জাগরূকা ভবন্তি অতস্তেষাং ভীতিকারণত্বেন পরব্রহ্মণোঽস্তিত্বং স্বীকর্ত্তব্যমেব। অথ তস্যানন্দপ্রাচুর্য্যং

সর্ব্বাধিকানন্দময়ত্বং প্রতিপাদয়িতুং প্রতিজানীতে সৈষা বক্ষ্যমাণা আনন্দস্য আনন্দশব্দবাচ্যসা পরমানন্দস্য মীমাংসা বিচারো ভবতি। তত্রৈতানি পঞ্চাঙ্গানি বিষয়োহি অন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময় ইতি, তত্র বীক্ষা কিমানন্দোবিষয়ঃ বিষয়িসম্বন্ধজনিতো লৌকিকানন্দবৎ আহোস্বিৎ স্বাভাবিকঃ, পূর্ব্বপক্ষী মন্যতে লৌকিক আনন্দ এব গ্রহণীয়ঃ বাহ্যাধ্যাত্মিক-সাধনসম্পত্তিকৃতোৎকর্ষবত্ত্বাৎ, সিদ্ধান্তী আহ—নায়ং লৌকিকঃ, তস্যাবিদ্যাগম্যত্বাৎ ব্রহ্মানন্দস্য মাত্রাত্বাচ্চ 'এতস্যৈব মাত্রামুপজীবন্তী'তিশ্রুতেঃ। বিদ্যয়া নিরস্তে ত্ববিদ্যাকৃতে বিষয়বিষয়িবিভাগে স্বাভাবিকঃ পরিপূর্ণ-এক আনন্দ এব আনন্দময়শব্দবাচ্য ইতি। তদেতমর্থং বিভাবয়িষ্যন্নুত্তর-গ্রন্থমবতারয়তি যুবা স্যাদিত্যাদি। যুবা প্রথমবয়াঃ, সাধুযুবা সাধুশ্চাসৌ যুবাচেতি যুবাঽপ্যসাধুর্ভবতি সাধুরপ্যযুবেতি সাধুযুবেতি বিশেষণম্। আশিষ্ঠঃ আশুতরক্রিয়ঃ, ভোগাধিকবান্ বা আশীর্ব্বিষয়োবা, দ্রঢ়িষ্ঠঃ দৃঢ়তমঃ, নত্বব্যবস্থিতচিত্তঃ, বলিষ্ঠঃ শারীরমানসবলে সর্ব্বাধিক ইতি, যদি চ তস্য তাদৃশস্য পুরুষস্য ইয়ং পরিদৃশ্যমানা সর্ব্বা অখণ্ডা পৃথিবী ভূমিঃ বিত্তস্য বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ তথা সতি য আনন্দ উদ্ভবতি স একঃ এক-প্রকারো লৌকিক আনন্দ অসৌ মানুষ ইত্যুচ্যতে। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ তে মানুষা আনন্দাঃ শতং শতগুণিতাঃ সন্তূয় স্থিতা একঃ মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাণাম্ মনুষ্যা এব সন্তঃ কর্ম্মবিশেষেণ বিদ্যাবিশেষেণ বা অন্ত-র্ধানাদিযুততয়া গন্ধর্ব্বত্বং প্রাপ্তাস্তেষাং স আনন্দঃ, তদানন্দস্য মানুষা-নন্দাৎ শতগুণেনোৎকর্ষঃ। অকামহতস্য মনুষ্যবিষয়ভোগকামানভিহতস্য শ্রোত্রিয়স্য বেদজ্ঞস্য চ স এব আনন্দঃ ॥১॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বের শ্রুতিমন্ত্রে যে শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই বর্ত্তমানে বলিতেছেন।

এই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের ভয়ে পবন প্রবাহিত হইতেছে। ইঁহারই ভয়ে সূর্য্য উদয় ও অস্তগমন করিতেছেন। ইঁহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র

ও পঞ্চমস্থানীয় মৃত্যু নিজ নিজ অধিকারানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, নিয়মনকর্ত্তা, অদ্বিতীয়, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ এক পরব্রহ্ম পরমাত্মা অবশ্যই আছেন এবং মনুষ্যের পক্ষে তাঁহার প্রাপ্তিও সম্ভব।

এক্ষণে আনন্দস্বরূপ সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের আনন্দ কি পরিমাণ? এবং কি প্রকার? তাহারই জিজ্ঞাসায় আনন্দবিষয়ক বিচার আরম্ভ করিতেছেন। সর্ব্বপ্রথমেই মনুষ্যলোকে মানুষের বিষয়ভোগ হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর আনন্দের কল্পনা করা হইতেছে। ভাবার্থ এই যে,—এক মনুষ্য যদি যুবা হয়, তাহাও সাধারণ যুবা নহে, যে যুবক সদাচারী, সৎস্বভাবসম্পন্ন, সৎকুলে উৎপন্ন শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয়, তাহাও আবার সম্পূর্ণ বেদের শিক্ষাবিৎ, তথা নিজাধীনে রাখিয়া বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারিগণকে সদাচার শিক্ষা ও বেদ-অধ্যাপনায় অত্যন্ত কুশল করিয়াছে, যাহার সম্পূর্ণ অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় অবিকল, সমর্থ ও সুদৃঢ় হয় এবং সর্ব্বপ্রকার বলসম্পন্ন হয়, পুনরায় পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধনসম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে উহার করতলগত হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর সুখ লাভ হয়, যাহাকে মনুষ্যলোকের প্রধান সুখ বলা যায়।

যে মনুষ্য জন্মে উত্তম কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত সে গন্ধর্ব্বভাব প্রাপ্ত হয়, যাহাকে 'মনুষ্যগন্ধর্ব্ব' বলা হয়, যাহার আনন্দকে পূর্ব্বোক্ত মনুষ্যের আনন্দাপেক্ষা—শতগুণিত বলা হয়। ভাবার্থ এই যে, মনুষ্যসম্বন্ধীয় যে আনন্দের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা সকল একত্র করিলে যে রাশীকৃত পরিমাণ আনন্দ হয়, উহা মনুষ্য-গন্ধর্ব্বের শতভাগের একভাগ মাত্র। কিন্তু যে ব্যক্তি এই মনুষ্যের ভোগজনিত-আনন্দ ও মনুষ্য-গন্ধর্ব্ব-লোকের আনন্দে সর্ব্বথা সম্পূর্ণরূপে বিরক্ত হইয়া শ্রোত্রিয় হন, সেই বেদজ্ঞ পুরুষের সেই আনন্দ স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্তি ঘটে।

আবার দেখা যায়—মনুষ্যগন্ধর্ব্বাপেক্ষা দেব-গন্ধর্ব্বের আনন্দ শতগুণ। মোটকথা এই যে, মনুষ্য-গন্ধর্ব্বের যে আনন্দের বর্ণন করা হইয়াছে, সে আনন্দ সব একত্র করিলে যে আনন্দরাশি হয়, সেই আনন্দের শতগুণ পরিমাণ আনন্দ সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে দেবজাতীয় গন্ধর্ব্বরূপে উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ জীবের এক আনন্দ। আর যে মনুষ্য এই আনন্দের কামনায় আহত না হন, অর্থাৎ যাঁহার ইহাতে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, এবং যিনি বেদের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, ঐরূপ বিদ্বানের বহুতর আনন্দ স্বভাবতঃ আসিয়া উপস্থিত হয় ॥১॥

শ্রুতিঃ—তে যে শতং মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ, স একো-দেব-গন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ। স একঃ পিতৃ়ণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃ়ণাং চিরলোকলোকানামানন্দাঃ। স এক-আজানজানাং দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকাম-হতস্য। তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ। স-একঃ কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ। যে কর্ম্মণা দেবান-পিযন্তি। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণাম্ (মনুষ্যগন্ধর্ব্বদিগের) যে তে (সেই যে) শতম্ আনন্দাঃ (শতগুণিত আনন্দ) সঃ (তাহাই) দেব-গন্ধর্ব্বাণাম্ (দেব-গন্ধর্ব্বদিগের) চ (এবং) অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য (অকামহত বেদজ্ঞের) একঃ আনন্দঃ (একটি আনন্দ) দেবগন্ধর্ব্বাণাম্ (দেবগন্ধর্ব্বদিগের) যে তে শতম্ আনন্দাঃ (এক'শ গুণ সেই যে আনন্দ) সঃ (তাহাই) চিরলোকলোকানাম্ (চিরকাল স্থায়ী লোকে নিবাসী) পিতৃণাম্ (পিতৃপুরুষগণের) একঃ (এক) আনন্দঃ (ইহাঁদের একটি আনন্দ দেব-

গন্ধর্ব্বের শত আনন্দের সমান), শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য (নিষ্কাম বেদজ্ঞের আনন্দও সেই শতগুণিত দেবগন্ধর্ব্বদিগের আনন্দের সমান) চিরলোকলোকানাং পিতৃণাম্ (স্থায়িলোকে নিবাসী পিতৃপুরুষগণের) শতং যে তে আনন্দাঃ (একশত গুণ সেই যে আনন্দ অর্থাৎ ইহারা শতসংখ্যক হইলে যে আনন্দ হয়, তাহাই) আজানজানাম্ (আজান অর্থাৎ দেবলোক—তাহাতে জাত, স্মার্ত্তকর্ম্মবিশেষের অনুষ্ঠান ফলে দেবলোকে জাত) দেবানাম্ (দেবগণের) সঃ (তাহাই) একঃ (এক সংখ্যায় গণনীয়) আনন্দঃ (আনন্দ)। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য (তাহাই, নিষ্কাম বেদজ্ঞের হয়), [আবার] আজানজানাম্ (দেবলোকে জাত) দেবানাম্ (দেবতাদিগের) তে যে শতম্ আনন্দাঃ (সেই যে শত-গুণিত আনন্দ) স একঃ (তাহাই এক) কর্ম্মদেবানাম্ যে কর্ম্মণা দেবান্ অপিযন্তি (যাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মদ্বারা অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতির সহযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের) আনন্দঃ (আজানজদেবের শত-গুণিত আনন্দও কর্ম্মদেবের এক আনন্দতুল্য) অকামহতস্য চ শ্রোত্রিয়স্য (এবং নিষ্কাম বেদজ্ঞের আনন্দও সেই শত আনন্দের সমান) ॥২॥

অনুবাদ—শত মনুষ্যগন্ধর্ব্বের আনন্দ দেবগন্ধর্ব্বের অর্থাৎ দেবগন্ধর্ব্বের ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ। শত পিতৃলোকের আনন্দ আজানজ অর্থাৎ স্মার্ত্তকর্ম্মদ্বারা উৎপত্তি হইতে দেবত্বপ্রাপ্ত দেবতাদিগের ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ। শত তাদৃশ দেবতার আনন্দ কর্ম্মদেবগণের অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্মদ্বারা দেবলোকেজাত দেবগণের ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটি আনন্দ ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তে—চাকামহতস্য। যে মনুষ্যা এব সন্তঃ কর্ম্মবিশেষেণ বিদ্যাবিশেষেণ বা অন্তর্দ্ধানাদি শক্তিমুপেততয়া গন্ধর্ব্বত্বং প্রাপ্তাঃ, তে মনুষ্যগন্ধর্ব্বাঃ। অন্তরিক্ষলোকবাসিনো দেবগন্ধর্ব্বাঃ।

চিরকালস্থায়ী লোকঃ চিরলোকঃ। চিরলোকো লোকো যেষাং তে চির-লোকলোকাঃ পিতরঃ আজানঃ দেবলোকঃ। তত্র জাতাঃ আজানজাঃ। স্মার্তকর্মবিশেষতো দেবস্থানেষু জাতা ইত্যর্থঃ। অগ্নিহোত্রাদিকর্মণা অগ্নীন্দ্রাদিসাযুজ্যং প্রাপ্তাঃ কর্মদেবাঃ। দেবাস্তু বসুরুদ্রাদয়ঃ ত্রয়স্ত্রিংশৎ হবির্ভুজঃ। ইন্দ্রবৃহস্পতী প্রসিদ্ধৌ। প্রজাপতিঃ চতুর্মুখঃ; ন তু দক্ষাদয়ঃ, একবচনশ্রবণাৎ। তে—ব্রহ্মণঃ—চাকামহতস্য। অত্র ব্রহ্মশব্দঃ, 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' ইতি প্রকৃতব্রহ্মপরঃ। ন চ ব্রহ্মানন্দস্য তে যে শতমিতি পরিচ্ছিন্নত্বং কথমিতি শঙ্ক্যম্ ক্ষণার্দ্ধেন বহূনি যোজনানি গচ্ছতি রবৌ 'ইষুবদ্গচ্ছতি সবিতা' ইতি ইষুসাম্য-প্রতিপাদকবচনস্য গতিমান্দ্যনিবৃত্তিপরত্ববৎ তে যে শতমিতি বাক্য-স্যাপি চতুর্মুখানন্দাদাধিক্যমাত্রপরত্বেন শতগুণিতচতুর্মুখানন্দানধি-কত্বপরত্বভাবাৎ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—মনুষ্যগন্ধর্বাণাম্ শতমানন্দাঃ দেবগন্ধর্বাণাম্ এক আনন্দঃ, দেবাশ্চ তে গন্ধর্বা ইতি দেবগন্ধর্বাঃ অন্তরিক্ষলোকবাসি-নো দেবযোনিবিশেষাস্তেষাং মনুষ্যগন্ধর্বাপেক্ষয়া প্রাধান্যাৎ তদানন্দস্য উত্তরত্বম্। অথ দেবগন্ধর্বাণামানন্দশতম্ চিরলোকলোকানাম্—চির-লোকঃ দীর্ঘকালস্থায়ী যো লোকঃ নিবাসস্থানং যেষাং তেষাং পিতৄণাম্ অগ্নিষ্বাত্তাদীনাম্ তে চ যথা অগ্নিষ্বাত্তাঃ, সৌম্যাঃ, হবিষ্মন্তঃ, উষ্মপাঃ, সুকালিনঃ, বর্হিষদঃ, আজ্যপাশ্চেতি, নতু প্রাপ্তপিতৃলোকানাম্ মনুষ্যাণাম্, তেষাম্ অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ য আনন্দঃ স দেবগন্ধর্বা-ণামানন্দশতরূপঃ। এবং তেষাম্ যে শতমানন্দাঃ স এক আজানজানাম্ দেবানামেক আনন্দঃ দেবাহি ত্রিবিধাঃ একে আজানজাঃ কেচিৎ কর্মদেবাঃ, অন্যে চ হবির্ভুজস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ বসুরুদ্রাদয়ঃ, তেষামুত্তরোত্তরমুৎকর্ষঃ, তেন চ আনন্দস্যাপ্যুৎকর্ষ ইত্যুচ্যতে। তত্র আজানজাঃ আজানো

দেবলোকস্তত্রজাতাঃ, তেষামানন্দশতম্ কর্ম্মদেবানামেক আনন্দস্তুল্যম্। কর্ম্মদেবাস্তু কর্ম্মণা অগ্নিহোত্রাদিনা অগ্নীন্দ্রাদিসাযুজ্যং প্রাপ্তাঃ তদাহ—যে কর্ম্মণা দেবানপি যন্তি, দেবসাযুজ্যং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ, তেষামকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ য আনন্দঃ। তস্য শতগুণানন্দো দেবানাম্ বসুরুদ্রাদীনাম্, এবং তদানন্দশতেন তুল্য ইন্দ্রস্য দেবস্বামিন আনন্দঃ অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ বৃহস্পতিস্তস্যাচার্য্যঃ, অতস্তদানন্দস্য ইন্দ্রানন্দাদুৎকর্ষোঽভিধীয়তে, ততোঽপি প্রজাপতেঃ বিরাট্পুরুষস্য, তদানন্দশতং ব্রহ্মণোঽকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্যানন্দেন সমম্। অতো ব্রহ্মানন্দস্য শ্রোত্রিয়ানন্দস্য চ চরমোৎকর্ষইত্যবগম্যতে। (খ) (গ) চিহ্নিতসন্দর্ভয়োর্ব্বিবৃতিঃ ॥২॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে শ্রুতি বলিতেছেন যে, দেবগন্ধর্ব্বের আনন্দের অপেক্ষা চিরস্থায়িপিতৃলোক-প্রাপ্ত দিব্য পিতৃগণের আনন্দ শতগুণ। ভাবার্থ এই যে,—দেবগন্ধর্ব্বের আনন্দের বিষয় যাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, ঐরূপ আনন্দশত একত্র করিলে আনন্দের যে রাশি হয়, উহা চিরস্থায়ী পিতৃলোক-নিবাসী দিব্য পিতৃগণের এক আনন্দ। তথা ঐ লোকের ভোগ-সুখের কামনায় যিনি আহত নহেন, অর্থাৎ উহার আবশ্যকতা মনে করেন না, সেই শ্রোত্রিয়ের অর্থাৎ বেদের রহস্যজ্ঞাতা বিরক্ত পুরুষের সেই আনন্দ স্বতঃপ্রাপ্তি ঘটে।

চিরলোকে নিবাসী দিব্যপিতৃগণের আনন্দ অপেক্ষা 'আজানজ' নামক দেবতাগণের আনন্দ শতগুণ। ভাবার্থ এই—চিরলোকনিবাসী দিব্য পিতৃগণের যে আনন্দের কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে ঐ আনন্দের শতমাত্রা একত্র করিলে আনন্দের যে রাশি হয়, তাহা 'আজানজ' নামক দেবগণের একটি আনন্দ। দেবলোকে এক বিশেষ স্থানের নাম 'আজান'। যে ব্যক্তি স্মৃতি-প্রতিপাদিত কোন পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা

তথায় উৎপন্ন হন, উহাকে 'আজানজ' বলে। যিনি উক্ত লোকের ভোগের কামনায় আহত নহেন অর্থাৎ ঐ আনন্দ তুচ্ছজ্ঞান করতঃ উহাতে বিরক্ত হইয়াছেন, সেই বেদের রহস্যজ্ঞাতা বিরক্ত পুরুষের জন্য সেই আনন্দ স্বভাবসিদ্ধ।

এইরূপে বর্ণিত 'আজানজ' দেবের আনন্দ অপেক্ষা কর্ম্মদেবতার আনন্দ শতগুণ। ভাবার্থ এই যে, আজানজ দেবগণের যে আনন্দের কথা বলা হইয়াছে, ঐরূপ আনন্দশত একত্র করিলে যে আনন্দরাশি হয়, সেই পরিমাণ আনন্দ বেদোক্ত কর্ম্মের দ্বারা দেবভাবপ্রাপ্ত মনুষ্যের হইয়া থাকে। উহাই কর্ম্মদেবতার একটি আনন্দ। যিনি সেইরূপ কর্ম্মদেবতার আনন্দের কামনা দ্বারা আহত হন না অর্থাৎ সেই দেবলোকের ভোগের ইচ্ছা নাই, সেই বেদের রহস্যজ্ঞাতা বিরক্ত পুরুষের নিমিত্ত সেই আনন্দ স্বভাবসিদ্ধ ॥২॥

শ্রুতিঃ—তে যে শতং কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দাঃ, স-একো দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ, স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ, স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ, স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতে-রানন্দাঃ, স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—কর্ম্মদেবানাম্ (যাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মদ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, সেইসকল) দেবানাম্ (দেবতাদিগের) যে

তে শতম্ আনন্দাঃ (সেই যে শতগুণ আনন্দ) স একো দেবানাম্ আনন্দঃ (শতগুণিত সেই আনন্দই বসুরুদ্রাদি দেবতার একটি আনন্দ) [এবং] শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য (নিষ্কাম বেদজ্ঞেরও তাহাই)। তে যে শতম্ দেবানাম্ আনন্দাঃ (সেই যে শতগুণ দেবতাদিগের আনন্দ) স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ (তাহাই দেবাধিপতি ইন্দ্রের এক আনন্দ) [এবং] শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্থ (নিষ্কাম শ্রোত্রিয়েরও তাহাই) [আবার] যে তে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ (ইন্দ্রের সেই যে শত সংখ্যক আনন্দ) স একো-বৃহস্পতেরানন্দঃ (তাহাই বৃহস্পতির একটি আনন্দ) [এবং] শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য (কামনায় অনভিভূত বেদজ্ঞব্যক্তির আনন্দও সেইরূপ) তে যে শতং বৃহস্পতেঃ আনন্দাঃ (বৃহস্পতির সেই যে আনন্দ তাহা শতগুণ করিলে) স একঃ (তাহা একটি) প্রজাপতেঃ, অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ (তাহাই প্রজাপতির ও নিষ্কাম বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের একটি আনন্দ), তে যে শতং প্রজাপতেঃ আনন্দাঃ (প্রজাপতির সেই যে শতগুণিত আনন্দ) স একঃ ব্রহ্মণঃ শ্রোত্রিয়-স্যাকামহতস্য চ আনন্দঃ (তাহাই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার ও নিষ্কাম বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের একটি আনন্দ) ॥৩॥

অনুবাদ—আবার—কর্ম্মদেবদিগের যে একশত আনন্দ, তাহাই বসুরুদ্র প্রভৃতি জাতি দেবগণের একটি আনন্দ, এবং কামনার দ্বারা অনভিভূত বেদজ্ঞের সেই এক আনন্দ। পুনশ্চ দেবগণের যে সেই শতসংখ্যক আনন্দ, তাহাই দেবপতি ইন্দ্রের একটি আনন্দস্বরূপ অর্থাৎ তুল্য। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দও সেই শতানন্দের সমান। এইপ্রকার ইন্দ্রের যে শত আনন্দ, তাহাই দেবগুরু বৃহস্পতির ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ। বৃহস্পতির সেই শত আনন্দের সমান প্রজাপতির ও অকামহত বেদজ্ঞের এক আনন্দ। কিন্তু প্রজাপতির সেই যে শত আনন্দ তাহাই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মের এক

আনন্দ, অকামপীড়িত বেদবিদেরও সেই এক আনন্দ। [এই সন্দর্ভে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে—যদি ব্রহ্মানন্দ প্রজাপতির আনন্দের শতগুণিত, তবে কি তাহা পরিচ্ছিন্ন? কিন্তু এই আশঙ্কা করণীয় নহে, যেহেতু উহা চতুর্ম্মুখের আনন্দ হইতে আধিক্য বোধনার্থ প্রযুক্ত, শতগুণিত চতুর্ম্মুখানন্দের সমান আনন্দবোধন উদ্দেশ্য নহে; যেমন সূর্য্য ক্ষণ-কালের মধ্যে বহু যোজন গমন করিতে থাকিলে লোকে বলে বাণের মত সূর্য্য যাইতেছে, একথায় বুঝায় না যে তাহার সেই গতির পরিমাণ ঐরূপ, কিন্তু গতির মন্দতা নিবৃত্তিই উদ্দেশ্য হইয়া থাকে] ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—(পুরুষাদিত্যস্থপুরুষৈক্যম্)

এবম্ভূত আনন্দময়ঃ 'যো বেদ নিহিতং গুহায়া' মিতি হৃদয়গুহা-নিহিতত্বেনোপাস্যমানঃ কীদৃশবিগ্রহবিশেষবিশিষ্টঃ? কো বা দেবতা-বিশেষ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—স—একঃ। 'য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ, তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী। তস্যোদিতি নাম' ইতি আদিত্যমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তি কমনীয়বিগ্রহযুক্তো যঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ, স এব হৃদয়গুহাবর্ত্তী বিজ্ঞানময়াদন্তরঃ। ততশ্চ পুণ্ডরীকাক্ষত্বাদি (?) বিগ্রহোপেতো নারায়ণ এবেত্যর্থঃ। ততশ্চ তাদৃশবিগ্রহবিশিষ্টত্বেন হৃদয়গুহান্তবর্ত্তিনো ভগবতো ধ্যানং কর্ত্তব্যমিতি ফলিতার্থঃ।

অত্র, 'সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ' ইতি চিদচিচ্ছরীরকত্বেনানুসংধানমুক্তম্। 'সত্যং জ্ঞান' মিতি স্বরূপেণানুসংধানমুক্তম্। তচ্চ স্বরূপেণানুসংধানং আদিত্যমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তিপুণ্ডরীকাক্ষ-বিগ্রহবিশিষ্টতয়া চোক্তং ভবতি। 'জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাৎ' ইতি সূত্রে ভগবতা ভাষ্যকৃতা, 'তদিদং ত্রিবিধং ব্রহ্মানুসংধানং প্রকরণান্তরেষ্বপ্যাশ্রিতম্। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ত্যাদিষু স্বরূপেণানুসংধানম্, 'তৎ সৃষ্ট্বা

তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ' ইতি ভোক্তৃশরীরকতয়া ভোগ্যভোগোপকরণশরীরকতয়া চানুসংধানম্', ইত্যুক্তম্ ॥৩॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমানে বর্ণিত হইয়াছে যে, কর্ম্মদেবতা অপেক্ষা সৃষ্টির আদিতে যে স্থায়ী দেবতার উৎপত্তি, উহা স্বভাবসিদ্ধ দেবতার আনন্দের শতগুণিত। ভাবার্থ এই যে,—কর্ম্মদেবতার যে আনন্দের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সেই আনন্দশত একত্র করিলে পর যে আনন্দের রাশি হয়, উহা ঐ স্বভাবসিদ্ধ দেবতার এক আনন্দ। যিনি সেই স্বভাবসিদ্ধ দেবতার ভোগানন্দের কামনায় আহত হন না অর্থাৎ উহাতেও যাঁহার কামনা নাই, সেই বেদের রহস্যজ্ঞাতা নিষ্কাম বিরক্ত পুরুষের সেই আনন্দ স্বভাবসিদ্ধ।

বর্ত্তমানে বলিতেছেন যে, প্রথমে উক্ত স্বভাবসিদ্ধ দেবগণের আনন্দ অপেক্ষা ইন্দ্রের আনন্দ শতগুণিত। ভাবার্থ এই যে, দেবতার যে আনন্দের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ঐ আনন্দশত একত্র করিলে পর যে আনন্দের এক রাশি হয়, ঐ পরিমাণ আনন্দ ইন্দ্রভাবপ্রাপ্ত দেবতার একটি আনন্দ। যিনি ইন্দ্রের ভোগানন্দের কামনা দ্বারা আহত নহেন অর্থাৎ যাঁহার ইন্দ্রত্বের সুখেও আকাঙ্ক্ষা নাই, অর্থাৎ ইন্দ্রত্বসুখকেও তুচ্ছ জ্ঞানকরতঃ উহাতে বিরক্ত, বেদের রহস্যবিৎ নিষ্কাম পুরুষের সেই আনন্দ স্বতঃপ্রাপ্ত।

তাহার পর বলিতেছেন যে, ইন্দ্রের আনন্দের অপেক্ষা বৃহস্পতির আনন্দ শতগুণ। ভাবার্থ এই যে, ইন্দ্রের যে আনন্দের কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা শতগুণ একত্র করিলে পর আনন্দের এক রাশি হয়। উহা বৃহস্পতিপদপ্রাপ্ত দেবতার একটি আনন্দ। কিন্তু যিনি বৃহস্পতির ভোগানন্দ-কামনারহিত, অর্থাৎ উক্ত ভোগানন্দও অনিত্য বলিয়া

তুচ্ছ জ্ঞানকরতঃ বিরক্ত হইয়াছেন, সেই নিষ্কাম বেদজ্ঞ মনুষ্যের এই আনন্দ স্বতঃপ্রাপ্ত।

অনন্তর বলিতেছেন—বৃহস্পতির আনন্দ-অপেক্ষা প্রজাপতির আনন্দ শতগুণ। ভাবার্থ এই যে,—বৃহস্পতির যে আনন্দের কথা বর্ণিত হইয়াছে, ঐ আনন্দশত একত্র করিলে পর যে আনন্দের এক রাশি হয়, উহা প্রজাপতির পদে আরূঢ় দেবতার এক আনন্দ। কিন্তু যিনি এই প্রজাপতির ভোগানন্দের কামনা দ্বারা আহত হন নাই, অর্থাৎ উহাতেও বিরক্ত হইয়াছেন, সেই বেদের রহস্যজ্ঞাতা নিষ্কাম পুরুষের এই আনন্দ স্বভাববশতঃ প্রাপ্ত।

তৎপরে বলিতেছেন—প্রজাপতির আনন্দ হইতেও হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার আনন্দ শতগুণ। ভাবার্থ এই যে,—প্রজাপতির যে আনন্দ বর্ণিত হইয়াছে, ঐ আনন্দশত একত্র করিলে যে এক আনন্দরাশি হয়, উহা সৃষ্টির আরম্ভে সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার একটি আনন্দ। যে মনুষ্য ঐ ব্রহ্মার পদপ্রাপ্ত ভোগকামনা দ্বারাও আহত নহেন অর্থাৎ যিনি উহাকে অনিত্যজ্ঞানে তুচ্ছকরতঃ উহাতে বিরক্ত হইয়াছেন, যাঁহার একমাত্র পরমানন্দরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবার উৎকট অভিলাষ, সেই বেদের রহস্যবিৎ নিষ্কামপুরুষের এই আনন্দ স্বতঃই হইয়া থাকে।

এইপ্রকারে এক হইতে দ্বিতীয় আনন্দের আধিক্য বর্ণন করিতে করিতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠরূপে হিরণ্যগর্ভের আনন্দ বর্ণন করিলেন। ভাবার্থ এই যে,—জগতে যতপ্রকার যে যে আনন্দ দেখা যায়, শুনা যায়, জানা যায়, তাহার যে কোনটি পূর্ণানন্দস্বরূপ পরমাত্মার আনন্দের তুলনায় বহু তুচ্ছ। বৃহদারণ্যকে আছে যে, 'সমস্ত প্রাণী এই পরমাত্মসম্বন্ধী আনন্দের কোন এক অংশকে লইয়া বাঁচিয়া থাকে।' (বৃঃ ৪।৩।৩২)॥৩॥

শ্রুতিঃ—স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ। স-
য এবংবিদ্ অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য এতমন্নময়মাত্মা-
নমুপসংক্রামতি। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি।
এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং বিজ্ঞানময়-
মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতমানন্দময়মাত্মানমুপ-
সংক্রামতি। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥৪॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমোঽনুবাকঃ
সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—সঃ (সেই আনন্দময় পুরুষটিকে) [হৃদয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তিরূপে যিনি উপাস্যমান, তাঁহার শরীর বা আকৃতিবিশেষ কি প্রকার? তিনি কোন্ দেবতা? এইরূপ জিজ্ঞাসাবশে বলিতেছেন—] যশ্চায়ং পুরুষে (যিনি এই জীবের মধ্যে আছেন) যশ্চ অসৌ (আর যিনি ঐ) আদিত্যে (আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তীপুরুষ) সঃ একঃ (তিনি, সেই পুরুষ একই, বিজ্ঞানময়ের অন্তরপুরুষ অর্থাৎ অন্তর্ব্যোম-মধ্যে বিরাজমান যে হিরণ্ময়পুরুষ এবং সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে যে পুণ্ডরীকাক্ষ কমনীয় বিগ্রহযুক্ত পুরুষ তিনিই আনন্দময় পুরুষ, তদ্রূপে তাঁহাকে ধ্যান করিবে) [এইরূপে প্রাপ্য পুরুষের স্বরূপ বর্ণন করিয়া অতঃপর বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়ের গতিবিষয়ে প্রশ্নগুলির সমাধানকল্পে বলিতেছেন—] স য এবংবিদ্ (যিনি এই-প্রকার আনন্দময়ের স্বরূপ ধ্যান করেন, তিনি) অস্মাৎ লোকাৎ (এই ইহলোক হইতে) প্রেত্য (প্রস্থান করিয়া অর্থাৎ মৃত্যুর পর) এতম্ অন্নময়ং (এই পূর্ব্বে বর্ণিত আনন্দময়) আত্মানং (পুরুষকে অর্থাৎ অন্নময়-শরীরে অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকে) উপসং-

ক্রামতি (প্রাপ্ত হয়, তদ্‌ভিন্ন অন্য কোনও অনুভব করে না, যাহা অনুভব করে সমুদয়ই সেই আনন্দময়কে দর্শন করে) [তাহার পর] এতম্ প্রাণময়মাত্মানম্ উপসংক্রামতি (এই অন্নময়ের অন্তর অন্তর্য্যামী পুরুষকে প্রাণময়ের অন্তর্য্যামী পরমাত্মরূপে দর্শন করে) [ক্রমে] এতং মনোময়-মাত্মানমুপসংক্রামতি (এই মনোময় শরীর-অন্তর্য্যামী পরমাত্মার নিকট উপস্থিত হয় অর্থাৎ প্রাণময় আত্মার অন্তরভূত মনোময় অন্তর্য্যামী আত্মাকে জানিতে পারে) [এইপ্রকারে মনোময়ের অন্তর্য্যামী পরমাত্ম-দর্শনের পর বিজ্ঞানময়ের অন্তর অন্তর্য্যামী পরমাত্মা অনুভব করে) এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রামতি (তাহার পর মনোময়ের শরীরের প্রবর্ত্তকরূপে বিজ্ঞানময় জীবাত্মার সন্ধান পায়) এতমানন্দময়মাত্মান-[উ]পসংক্রামতি (অতঃপর ভক্তিবলে সে আনন্দময় পরব্রহ্মকে অনুভব করে)। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি—(সে বিষয়েও অর্থাৎ এই আনন্দময়ের স্বরূপবর্ণনায় এইরূপ শ্লোক পাই) ॥৪॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে যে প্রশ্ন হইয়াছে—বিদ্বান্ ব্যক্তির মৃত্যুর পর পরলোকে কি প্রাপ্তি হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যে ব্যক্তি হৃদয়গুহামধ্যে নিগূঢ় পরমেশ্বরকে এই আনন্দময়রূপে জানেন, তিনি মৃত্যুর পর এই লোক হইতে চলিয়া গিয়া অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশ অতিক্রম পূর্ব্বক আনন্দময়কে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই আনন্দময় পুরুষ-সম্বন্ধে এইরূপ গাথা আছে ॥৪॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের আনন্দবল্ল্যধ্যায়ের অষ্টম অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—(প্রাপ্তিপ্রকারপ্রশ্নোত্তরম্)

এবমস্য প্রাপ্যত্বোপযুক্তমুক্ত্বা, 'উতাহো বিদ্বানমুং লোকম্' ইত্যাদি-নোপক্ষিপ্তানাং প্রশ্নানামুত্তরমাহ—স—সংক্রামতি। অত্র, স য এবং-বিৎ অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্যেত্যনেন সর্ব্বেষাং ব্রহ্মবিদামর্চ্চিরাদিমার্গ উক্তো-ভবতি। আনন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতীতি মুক্তিদশায়াং জীবব্রহ্মণো-রুপাস্যোপাসকয়োর্ভোগ্যভোক্তৃভাবপ্রতিপাদনাৎ মুক্তৌ ব্রহ্মৈক্য-পক্ষো নিরস্তো ভবতি। এতমন্নময়মিত্যাদি পঞ্চস্বপি পর্য্যায়েষু এতচ্ছব্দঃ পরমাত্মপরঃ। অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়শব্দাঃ তত্তচ্ছরীরক-পরমাত্মপরাঃ। অত্র ব্যাসার্য্যৈঃ, 'সর্ব্বোঽপি বিদ্বান্ অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য অন্নময়াদিসমষ্টিব্যষ্টিবিভূতিকং নিরতিশয়ানন্দং পরমাত্মানং ভোগ্যভূতং ভোক্তা সন্ অনুভবতীতি, প্রশ্নস্যোত্তরমুক্তং ভবতি' ইত্যুক্তম্ ॥৪॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমানুবাকস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইতঃ প্রাক্ পরমেশ্বরস্যাস্তিত্বনাস্তিত্বশঙ্কা নিরস্তা, ইদানীং তস্য সর্ব্বান্তরমানন্দময়স্বরূপমুপবর্ণ্যতে—তত্রাদৌ সংশয়ঃ—এবম্ভূত আনন্দময়ঃ পুরুষো 'যো বেদ নিহিতং গুহায়া'মিতি শ্রুত্যা-বোধিত-হৃদয়গুহানিহিতত্বেনোপাস্যমানঃ কীদৃশবিগ্রহবিশিষ্টঃ কো-বা দেবতাবিশেষ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—স যশ্চায়ং পুরুষ ইত্যাদি। যঃ গুহায়াং নিহিতঃ পরমে ব্যোমন্ ইত্যাকাশাদিকার্য্যং সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিষ্টঃ সঃ, সঃ কঃ? অয়ং পুরুষো যশ্চাসৌ আদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ স একঃ আনন্দময়াৎ পুরুষাদভিন্নঃ, পুণ্ডরীকাক্ষাদি-বিগ্রহোপেতো নারায়ণ উপাস্যঃ। এবং তস্য প্রাপ্যত্বমুক্ত্বা 'উতাহো

বিদ্বানমুংলোকম্' ইত্যাদিনোপক্ষিপ্তানাং প্রশ্নানামুত্তরমাহ—স য এবং-বিদ্ য এবং স্বরূপজ্ঞঃ সঃ অস্মাৎ লোকাৎ পৃথিবীলোকাৎ প্রেত্য মৃত্বা এতমন্নময়মাত্মানম্ উপসংক্রামতি প্রাপ্নোতি অথ তৎপরিচালকে প্রাণময়ে কোশে প্রবিশতি ততশ্চ তৎপরিচালকে মনোময়ে ততোঽপি বিজ্ঞানময়ে তদধিষ্ঠাতরি, তস্মাদপি আনন্দময়ে পরমেশ্বরে সঙ্ক্রমণম্। নমু কস্তাবৎ সঙ্ক্রমণপদার্থ ইতি চেৎ সঞ্চারএবোচ্যতাম্, স চ জ্ঞানবিশেষঃ ন মুখ্যং সঙ্ক্রমণম্ অন্নময়েঽদর্শনাৎ, নহ্যন্নময়মুপসঙ্ক্রামতো বাহ্যাদস্মাল্লোকাৎ জলূকাবৎ সঙ্ক্রমণং দৃশ্যতে। মনোময়স্য বহির্নির্গতস্য বিজ্ঞানময়স্য বা পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত্যা আত্মসঙ্ক্রমণং ন সম্ভবতি। তস্মাদবিদ্যাবিভ্রম-নাশে সঙ্ক্রমণশব্দ উপচর্য্যতে, নত্বন্যথা সর্ব্বগতস্যাত্মনঃ সঙ্ক্রমণ-মুপপদ্যতে। তত্রাপি এষ শ্লোকোঽস্তি। বিশেষণত্বাচ্চ,—তম্ আনন্দং আনন্দস্বরূপং ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরস্য বিদ্বান্ জানন্ ন বিভেতি ন গর্ভবাসা-দিদুঃখমাপ্নোতি, কুতশ্চ ন কস্মাদপি ন বিভেতি, উপাস্যস্য পরমাত্মনঃ পরমকারুণিকত্বাৎসর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদাশ্রিতবাৎসল্যাচ্চেতিভাবঃ। এতেন অথ সোঽভয়ংগতো ভবতীত্যর্থে প্রমাণমুক্তম্। যতঃ যস্মাদানন্দময়াদ্ ব্রহ্মণো-বাচঃ অভিধানানি, মনসা প্রত্যয়েন বিজ্ঞানেনেত্যর্থঃ, সহ নিবর্ত্তন্তে বিমুখীভবন্তি ব্রহ্মণোঽনভিধেয়ত্বাৎ, অদৃশ্যাদি ॥৩-৪॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমানুবাকস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত আনন্দের একমাত্র কেন্দ্র পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মাই সকলের অন্তরতম। যে পরমাত্মা মনুষ্যের অন্তরে অন্তর্য্যামী, তিনিই সূর্য্যমণ্ডলে অন্তর্য্যামী। সকলের অন্তর্য্যামী সেই একই। যিনি এইপ্রকার

জানেন, তিনি মরণের পর মনুষ্যশরীর ত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্ব বর্ণিত অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন। তাৎপর্য্য এই যে, এই পঞ্চের যিনি আত্মা, পঞ্চ যাঁহার স্বরূপ, সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। প্রথমে এই পাঁচের বর্ণন-কালে সকলের শরীরাস্তরবর্ত্তী আত্মা অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকে বলা হইয়াছে। ফলরূপে উহার প্রাপ্তি হয় এবং তিনিই পরব্রহ্ম—যাঁহার বিষয় বলিবার নিমিত্ত এই পাঁচের ক্রমে প্রাপ্তি হইবার কথা বলিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে এই ক্রমানুসারে প্রাপ্ত হইবার কথা কোথায়ও নাই। কারণ অন্নময় মনুষ্য শরীরকে তো আগে প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা ত্যাগপূর্ব্বক যাইবার কালে প্রাপ্ত হইবার ফল পরমাত্মা, তাহা শরীর নহে। অতএব তাহা অন্নময়াদি শরীরের অন্তর্য্যামী পরমাত্মার প্রাপ্তির বিষয়ই বলিয়াছেন। এই কারণে সকলের মধ্যে পরিপূর্ণ, সর্ব্বরূপ, সকলের আত্মা, পরম আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। ইহাই এই ফলশ্রুতির তাৎপর্য্য। এই বিষয়ে অগ্রে নবম অনুবাকে এক শ্লোক বলা আছে।

বেদান্তসূত্রের আনন্দময়াধিকরণে কয়েকটি সূত্রে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যে পরিপূর্ণ আনন্দময়বিগ্রহ তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'স বা এষ'—'সেই এই পুরুষ' অন্নরসময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিয়া বিজ্ঞানময় কোশ হইতে ভিন্ন তদভ্যন্তরে অবস্থিত পুরুষ আনন্দময় আত্মা। তাঁহার সর্ব্ব শরীর আনন্দস্বরূপ। কেহ কেহ 'এই আত্মা শারীর' এই কথায় 'শারীর'—শব্দে দেহসম্বন্ধের প্রতীতিহেতু দেহধারী জীবকেই আনন্দময় বলিবার প্রয়াস করেন, সেই পূর্ব্বপক্ষের নিরাকরণের নিমিত্ত সূত্রকার এই অধিকরণে দ্বাদশটী সূত্রের অবতারণা পূর্ব্বক

জানাইয়াছেন যে, আনন্দময়শব্দে যখন পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন এই আনন্দময় পুরুষ পরব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে, জীব নহে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর শ্রীগোবিন্দভাষ্য ও সূক্ষ্মা টীকা দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ভৃগুকে তৎপিতা বরুণ বিশ্বের সৃষ্ট্যাদির কারণভূত বস্তুরূপে ব্রহ্মকে উপদেশ করিয়া, পরে অন্নময়াদি কোশের উল্লেখ-করতঃ আনন্দময় পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং যিনি এই আনন্দময় পুরুষকে জানেন, তিনি অন্তে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন ইত্যাদি।

মনুষ্যের আনন্দ হইতে প্রজাপতির আনন্দ ক্রমশঃ শতগুণরূপে গুণিত করিয়া যে উৎকর্ষ, সেই প্রাজাপত্য আনন্দ হইতে শতগুণ করিলে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মানন্দ, তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন,—যাঁহা হইতে শ্রুতি নিরস্ত হয় অর্থাৎ পরমব্রহ্মের আনন্দের পরিমাণ শ্রুতিও নির্ণয় করিতে অসমর্থ। এইরূপ নিরতিশয় আনন্দ পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্যত্র সম্ভব নহে। জীবের আনন্দ সীমাবদ্ধ সুতরাং আনন্দময়-শব্দে পরব্রহ্মভিন্ন জীবকে কখনই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না।

শ্রীরামানুজের শ্রীভাষ্যেও পাওয়া যায়,—

"ব্রহ্মানন্দস্য প্রভূতত্বমন্যানন্দস্যাল্পত্বমপেক্ষতে ইতি উচ্যতে চ তৎ—"স একো মানুষআনন্দো" (তৈঃ আঃ ৮ অনু) ইত্যাদিনা জীবানন্দা-পেক্ষয়া ব্রহ্মানন্দো নিরতিশয়দশাপন্নঃ প্রস্তুত" ইতি (শ্রীভাষ্যম্)।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

'কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ (ভাঃ ১১।৯।১৮)

'মল্লানামশনিঃ' শ্লোকও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

শ্রীহরিভক্তি-সুধোদয়েও পাওয়া যায়,—

"তৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মণ্যাপি জগদ্গুরো ॥"

আচার্য্য শ্রীশঙ্কর এই 'আনন্দময়' শব্দ—গৌণব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যা করিলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবলদেব প্রভু উহার প্রতিবাদে বলিয়াছেন যে, মুখ্য ব্রহ্মকে অধিকার করিয়াই এই সূত্রের অবতারণা হইয়াছে। গৌণ ব্রহ্ম লক্ষ্য করিয়া নহে। তিনি এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, 'ব্রহ্ম আনন্দময়' ইহা শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ 'অভ্যাস' শব্দের অর্থ 'অবিশেষ পুনঃশ্রুতিঃ' অর্থাৎ অবিকল্পভাবে পুনঃ পুনঃ কথনের নামই অভ্যাস ॥৪॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের আনন্দবল্ল্যধ্যায়ের অষ্টম অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চনেতি॥
এতঁ্ হ বাব ন তপতি। কিমহঁ্ সাধু নাকরবম্। কিমহং
পাপমকরবম্ ইতি। স য এবং বিদ্বানেতে আত্মানঁ্
স্পৃণুতে। উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানঁ্ স্পৃণুতে।
য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ। ইত্যানন্দবল্লী॥১॥

শান্তিমন্ত্রাঃ—ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং
করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ
সমাপ্তঃ॥
সমাপ্তেয়মানন্দবল্লী॥

অন্বয়ানুবাদ—['যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে' ইত্যাদি আনন্দময়ের নিকট উপস্থিত হইবার পর তিনি অভয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন; এ-বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন—] যতঃ (আনন্দময় হইতে) বাচঃ (বাণী আদি প্রাকৃত সমস্ত ইন্দ্রিয় অথবা শ্রুতিবাক্যসকল) মনসা সহ (মনের সহিত অর্থাৎ বাক্য ও মনঃ) অপ্রাপ্য (সেই পুরুষোত্তমের ইয়ত্তা জানিতে প্রবৃত্ত হইয়া অকৃতকার্য্য, তারপর) নিবর্ত্তন্তে (নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ বিরত হয়) [সেই] ব্রহ্মণঃ আনন্দং (অসীম আনন্দময় পরমাত্মাকে)

বিদ্বান্ (উপাসনাকারী—ঐকান্তিকভাবে আশ্রয়কারী) কুতশ্চন (অবিদ্যাজনিত কোন ক্লেশ ও অবিদ্যাকার্য্য গর্ভবাস-জন্ম-মরণাদি হইতে) ন বিভেতি ইতি (ভীত হন না অর্থাৎ তাঁহার উপাসনালব্ধ-অনুগ্রহে সংসার হইতে বিমুক্ত হন)।

হ বাব (ইহা নিশ্চিত) এতং (এই পরমাত্মার উপাসককে) ন তপতি (সন্তাপ দেয় না অর্থাৎ অনুতাপ হয় না) [কি অনুতাপ?] কিমহং সাধু (কেন আমি ভাল কাজ) ন অকরবম্ (করি নাই) [এবং] কিমহং পাপমকরবম্ ইতি (কেন আমি পাপ কাজ করিয়াছি)। [মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে এই দুইটি চিন্তা মানুষের আসে, আমি জীবনে কেন ভাল কাজ করি নাই, আর পাপকার্য্যের জন্য নরকপাতের ভয়ে সে অনুতপ্ত হয়, কেন আমি পাপকার্য্য করিয়াছি।] [তে] এতে (এই সেই দুইটি—সাধু কর্ম্মের অকরণ ও পাপাচরণ) এবং (এই ব্রহ্মবিৎকে) [ন তপতঃ—অনুতপ্ত করে না, যেমন অবিবেকীকে করে] [কেন করে না?] স য এবং বিদ্বান্ (এইরূপ আনন্দময় পরমাত্মস্বরূপ যিনি জানেন তিনি) আত্মানং (জীবাত্মাকে) এতে (এই দুইটি পরিণাম-জ্ঞান হইতে) স্পৃণুতে (রক্ষা করে, বাঁচাইয়া রাখে), [তাহাই আবার বলিতেছেন—এই অধ্যায় সমাপ্তিদ্যোতনের জন্য। পরমাত্মাকে প্রীত করিবার কারণেও বলিতেছেন—] হি (যেহেতু) উভে এতে (পুণ্য ও পাপ এই দুইটির) বিদ্বান্ (পরিণাম জানিয়া) এষঃ এব (তিনিই) আত্মানং স্পৃণুতে (পরমাত্মাকে সর্ব্বদা প্রীত করেন) [কে তিনি?] য এবং বেদ (যিনি এইরূপ পরমাত্মস্বরূপ জানেন) [তাঁহার সেই পরমাত্মজ্ঞান-প্রভাবে পুণ্যপাপ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। ইহাই তাৎপর্য্য] ইতি উপনিষৎ (ইহাই পরমরহস্য) ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে নবমানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—যে আনন্দময় পুরুষ হইতে তাঁহার বাচকরূপে প্রাকৃত শব্দ মনের সহিত বিরত হয় অর্থাৎ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে না পারিয়া বিরত হয়; পরমাত্মার সেই আনন্দময়স্বরূপ জানিলে আর গর্ভবাস, জন্ম, মরণাদি কোন ভয় থাকে না।

যদি বল, 'ন বিভেতি কুতশ্চন' আনন্দময়স্বরূপবিদের ভয়ের-কারণ কিছুই নাই—এই কথা বলা হইয়াছে; তাহা কিরূপে সঙ্গত? যেহেতু সাধুকার্য্যের অননুষ্ঠান ও পাপাচরণ—এই দুইটি তো ভয়-কারণ থাকিতে পারে, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন,—না, এই আনন্দময়-স্বরূপবিদ্‌কে ঐ দুইটি ভয়-কারণ অনুতপ্ত করে না। যেহেতু মরণকাল আসন্ন হইলে জীবের অনুতাপ হয়। আমি কেন সৎকার্য্য করি নাই, কেন আমি পাপ করিয়াছি। এই দুইটি অর্থাৎ সৎকার্য্যের অকরণ ও পাপানুষ্ঠান—এই দুইটি ব্রহ্মানন্দবিদ্‌কে সন্তপ্ত করে না, যেমন অবিদ্বান্‌কে করে; বিদ্বান্‌কে কেন করে না? তাহার কারণ এই, সেই কৃষ্ণৈকশরণাগত বিদ্বান্ যে ঐ দুইটি তাপহেতুকে শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করেন—শ্রীভগবান্ আমাকে রক্ষা করিবেন, যিনি এইপ্রকার বিশ্বাস করেন, অথবা পরমেশ্বরকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি ঐ উভয় হইতে নিজেকে রক্ষা করেন। ইতি আনন্দবল্লীর অনুবাদ সমাপ্ত। •অতঃপর অধ্যায়ান্তে পুনরায় শান্তিসূক্ত পাঠ্য। যথা, 'সহ নাববতু' ইত্যাদি ইহার অর্থ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের আনন্দবল্ল্যধ্যায়ের নবম অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—'অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতী' ত্যুক্তার্থে সাক্ষিত্বেন শ্লোকং পঠতি—তদপি—কুতশ্চ-

নেতি। বাঙ্মনসে [যস্য ?] আনন্দস্যেয়ত্তালক্ষণং পারং গন্তুং প্রবৃত্তে তদপ্রাপ্যৈব নিবৃত্তে ভবতঃ। তাদৃশানন্দগুণকব্রহ্মোপাসনেন সর্ব্বক্লেশ-ভয়াত্যন্তিকনিবৃত্তির্ভবতীত্যর্থঃ। তদেবোপপাদয়তি—এতং—মিতি। স্বর্গাদিহেতুভূতং সুকৃতং নাকার্ষম্। নরকাদিহেতুভূতং দুষ্কৃতমকার্ষ্য-মিতীদৃশী চিন্তা এতং ব্রহ্মবিদং ন বাধতে। স্বর্গাদিলোকেষিচ্ছায়া-অভাবাৎ; ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নিদগ্ধপাপতয়া নরকাদিভয়স্যাপ্যভাবাৎ। এতাদৃশং ব্রহ্মবিদ্যাপ্রযুক্তমাহাত্মমপি ধ্যেয়মিত্যাহ—স—স্পৃণুতে। এতে এতাভ্যাং পুণ্যপাপাভ্যামাত্মানং স্পৃণুতে রক্ষতীত্যর্থঃ। পুণ্যপাপফলানুভবো-নাস্তীত্যযুক্তং ভবতি। উভে—বেদ্। পুনর্ব্বচনং পুণ্যপাপ বিধূনন ধ্যানসাতত্যতাৎপর্য্যদ্যোতনায়, অনুবাকসমাপ্তিদ্যোতনায় চ। ইত্যু-পনিষৎ (ইত্থং পরমরহস্যোপদেশঃ তাদৃশোপদেশযোগ্যায়ৈব বক্তব্য-ইতি ভাবঃ) ইত্থং পরমরহস্যরূপোপদেশযোগ্যায়ৈব বক্তব্যমিতি ভাবঃ।

(আনন্দময়াধিকরণবিচারঃ)

ইদঞ্চ প্রকরণং সমন্বয়াধ্যায়ে প্রথমপাদে চিন্তিতম্। 'তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদ্ অন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ' ইতি শ্রুত আনন্দ-ময়ো জীব এব। "নিত্যং বৃদ্ধশরাদিভ্যঃ" ইতি বৃদ্ধাদানন্দাদ্ বিকারার্থে ময়ট্প্রত্যয়স্য বিধানেন অবিকারে পরমাত্মনি ময়ট্ প্রত্যয়ার্থাসংভবাৎ, শারীরঃ ইতি শরীরসংবন্ধশ্রবণাৎ, 'অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়ানন্দময়াঃ মে শুদ্ধ্যন্তাম্' ইতি আনন্দময়স্য শোধ্যত্বশ্রবণাৎ। নিত্যশুদ্ধস্য পরমাত্মনঃ শোধ্যত্বাসংভবাৎ আনন্দ-ময়ো জীব এবেতি প্রাপ্তে উচ্যতে—'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ'। আনন্দময়ঃ পরমাত্মা। কুতঃ ? অভ্যস্যাৎ। নিরতিশয়দশাশিরস্কতয়া, 'তে যে শতম্', 'তে যে শতম্' ইত্যভ্যস্যমানস্যাপরিচ্ছিন্নানন্দস্য পরিমিত-সুখলবভাজি জীবে অসংভবাৎ। 'বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ'।

বিকারবাচিময়ট্প্রত্যয়শ্রবণাৎ আনন্দময়ো জীব এবেতি চেৎ—নাত্র বিকারবাচী ময়ট্প্রত্যয়ঃ। "ময়ড্বৈতয়োর্ভাষায়ামভক্ষ্যাচ্ছাদনয়োঃ" ইতি পূর্ব্বসূত্রাৎ, "নিত্যং বৃদ্ধশরাদিভ্যঃ" ইত্যত্র ভাষায়ামিত্যনুবৃত্তেঃ বিকারাবয়বয়োর্ম্ময়ট্প্রত্যয়স্য ভাষাবিষয়ত্বেন ছন্দসি বিকারার্থে ময়টো-ঽসংভবাৎ। 'যস্য পর্ণময়ী' ইত্যাদৌ তু, "দ্ব্যচশ্ছন্দসি" ইতি বিধান-বলাদুপপদ্যতে। প্রকৃতে তু আনন্দপদস্য দ্ব্যচ্ত্বাভাবেন ন ময়ট্-প্রত্যয়স্য সংভবঃ। অতঃ আনন্দময় ইত্যত্র ময়ট্প্রত্যয়ঃ, "তৎ-প্রকৃতবচনে ময়ট্" ইতি সূত্রবিহিতঃ প্রাচুর্য্যার্থময়ট্প্রত্যয় এব। অতশ্চানন্দপ্রচুরত্বং [চ] পরমাত্মনঃ সংভবতীতি পরমাত্মৈবানন্দময়ঃ।

নন্বু ব্রাহ্মণপ্রচুরো গ্রাম ইত্যুক্তে তস্মিন্ গ্রামে অব্রাহ্মণানামপ্যল্পানাং সত্ত্বং প্রতীয়তে। এবমিহাপি ব্রহ্মণ আনন্দপ্রাচুর্য্যে কথিতে অনানন্দস্যাপি লেশতঃ সত্ত্বং প্রতীয়ত ইতি দুঃখলেশশূন্যে পরমাত্মনি আনন্দপ্রাচুর্য্যোক্তিরপি ন সংভবতি ইতি চেৎ—নৈবম্। 'প্রচুর-প্রকাশঃ সবিতা' ইত্যত্র সবিতুঃ প্রকাশপ্রাচুর্য্যে কথিতেঽপি তদ্বি-রোধিতমোঽল্পত্বস্য তত্রাপ্রতীতেঃ। ন হি সবিতরি তমোলেশস্যাপি সংভাবনাঽস্তি। অতস্তত্র যথা সবিতরি প্রকাশপ্রাচুর্য্যে ব্যধিকরণ-চন্দ্রাদিগতপ্রকাশাল্পত্বাপেক্ষম্; ন তু সমানাধিকরণাদিত্যগততমোঽল্প-ত্বাপেক্ষম্—এবং ব্রহ্মণি আনন্দপ্রাচুর্য্যমপি ব্যধিকরণজীবগতানন্দাল্প-ত্বাপেক্ষমেব, ন তু সমানাধিকরণব্রহ্মগতস্ববিজাতীয়দুঃখাল্পত্বাপেক্ষম্। অতো ব্রহ্মণ্যানন্দপ্রাচুর্য্যে নানুপপত্তিঃ। 'তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ' 'এষ হ্যেবানন্দয়াতি' ইতি আনন্দময়স্য জীবানন্দয়িতৃত্বং ব্যপদিশ্যতে। অত-আনন্দয়িতব্যাজ্জীবাদানন্দয়িতা অন্য এব। মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'ইতি মন্ত্রবর্ণোদিতং ব্রহ্মৈব, 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন-আকাশঃ সংভূতঃ' ইত্যাদিনা আকাশাদিকারণত্বেন আনন্দময়ত্বেন চ গীয়তে। ন চ সত্যজ্ঞানত্বাদিকং সবিকারস্য সংকুচিতজ্ঞানস্য [জীবস্য]

সংভবতি। নন্থ পরিশুদ্ধস্বরূপস্য মন্ত্রবর্ণোদিতসত্যজ্ঞানত্বাদিকং সংভবতীতি চেৎ—তত্রাহ—'নেতরোঽনুপপত্তেঃ'। ইতরঃ মুক্তোঽপি জীবো-নাত্র প্রতিপাদ্যঃ। অনুপপত্তেঃ নিরুপাধিকবিপশ্চিত্ত্বসকলজগৎকারণত্ব-ভয়াভয়হেতুত্বাদীনাং প্রকরণপ্রতিপাদিতানাং ধর্ম্মাণাং পরমাত্মব্যতি-রিক্তেঽনুপপত্তেঃ। 'ভেদব্যপদেশাচ্চ'। 'তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদ্ অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ' ইতি বিজ্ঞানময়শব্দিতবদ্ধমুক্তাত্মকসকল-জীবভেদব্যপদেশাচ্চ ন মুক্তাত্মা ইহ প্রতিপাদ্যঃ। 'কামাচ্চ নানুমানা-পেক্ষা'। 'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়' ইতি কামনামাত্রাদেব আনুমানিক-প্রধাননিরপেক্ষজগৎস্রষ্টৃত্বপ্রতীতেন জীব আনন্দময়ঃ। 'অস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি'। অস্মিন্ আনন্দময়ে লব্ধে সতি অস্য জীবস্যানন্দযোগং, 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি' ইতি শাস্ত্রং শাস্তি। অতো জীবানন্দহেতুভূতলাভকর্ম্মভূতস্য ব্রহ্মণো ন জীবাভেদ-উপপদ্যতে।

(পুচ্ছব্রহ্মবাদবিমর্শঃ)

নন্থ নানন্দময়স্য ব্রহ্মত্বমুপপদ্যতে। 'ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' ইতি তদাধারভূততয়া তৎপুচ্ছত্বেন [চ] নির্দ্দিষ্টস্যৈব ব্রহ্মত্বেনাভিধানাৎ। আনন্দময়স্যৈব প্রধানপ্রতিপাদ্যত্বে, অসন্নেব স ভবতি' ইতি তৎ-পর্য্যায়োক্তশ্লোকোঽপি আনন্দময়বিষয় এব স্যাৎ। ন চ তস্মিন্ শ্লোকে আনন্দময়স্য নির্দ্দেশো দৃষ্টঃ। তত্র ব্রহ্মশব্দস্যৈব শ্রবণাৎ। অতঃ পুচ্ছমেব ব্রহ্ম ; নানন্দময়ঃ ইতি চেন্ন—আনন্দময়স্যৈব ব্রহ্মণঃ কয়াচন ভেদবিবক্ষয়া অবয়বাবয়বিভাবেন নির্দ্দেশোপপত্তেঃ। ইতরথা, 'আনন্দ আত্মা' ইতি মধ্যমাবয়বত্বেন নির্দ্দিষ্টস্যানন্দস্যাপি পুচ্ছত্বেন নির্দ্দিষ্ট-ব্রহ্মণো [ঽপি] ভেদঃ প্রসজ্যেত। মধ্যমাবয়বপুচ্ছয়োর্ভেদাবশ্যম্ভাবাৎ। ন চেষ্টাপত্তিঃ। ব্রহ্মণঃ অনানন্দরূপত্বপ্রসংগাৎ। যদি চ কয়াচন

ভেদবিবক্ষয়া একস্যৈব ব্রহ্মণঃ পুচ্ছত্বমধ্যমাঙ্গত্বনিরূপণম্, তর্হি অবয়বাবয়বিভাবভেদকল্পনমপ্যভেদেঽপি সংগচ্ছত ইতি নানন্দময়ব্রহ্মণোর্ভেদপ্রসক্তিঃ। ন চানন্দময়স্য ব্রহ্মত্বে, 'আনন্দময়া মে শুধ্যন্তাম্' ইতি শোধ্যত্বমনুপপন্নমিতি বাচ্যম্—শোধ্যত্বস্য প্রসাদ্যত্বরূপতয়া ভক্তিপ্রপত্তিলক্ষণোপায়বশেন শান্তকোপত্বলক্ষণপ্রসাদবিশিষ্টত্বরূপেণ সাধ্যত্বসংভবেন শোধ্যত্বস্যাপি সংভবাৎ। আনন্দময়স্যাব্রহ্মত্বে চ, 'আনন্দময়োঽভ্যাসা' দিত্যাদিসূত্রগণস্যাসংবদ্ধপ্রলাপত্বং স্যাদিত্যাস্তাং তাবৎ॥

(আনন্দাদ্যধিকরণবিচারঃ)

তথা গুণোপসংহারপাদে যথা বিদ্যান্তরে শ্রুতানাং সংযদ্বামত্বাদীনাং গুণানাং ন বিদ্যান্তরে উপসংহারঃ, তথা সত্যত্বজ্ঞানত্বাদীনামপি বিদ্যাবিশেষপ্রকরণশ্রুতানাং ন বিদ্যান্তরে উপসংহারঃ প্রাপকাভাবাদিতি পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে—উচ্যতে—'আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য'। প্রধানস্য গুণিনো ব্রহ্মণঃ সর্ব্বেষূপাসনেষভেদাদ্ গুণ্যপৃথগ্ভূতানাং আনন্দাদীনাং গুণানামপি সর্ব্বেষূপাসনেষূপসংহারঃ। নম্বেবং প্রিয়শিরস্ত্বাদীনামপি সর্ব্বেষূপাসনেষূপসংহারঃ প্রাপ্নোতি; তত্রাহ—"প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে"। প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাং ব্রহ্মণো বুধস্থাপারোহায় কল্পিতত্বেন ব্রহ্মগুণত্বাভাবাৎ নোপাসনান্তরে তস্য প্রাপ্তিঃ। যদি হি ব্রহ্মণঃ শিরঃপক্ষ-পুচ্ছাদ্যবয়বভেদঃ স্যাৎ, তর্হি ব্রহ্মণো মধ্যপ্রদেশে উপচয়ঃ, শিরঃপ্রদেশেঽপচয় ইত্যাদিকং পক্ষিবৎ প্রসজ্যেত। ন চানন্তস্য ব্রহ্মণস্তদুপপদ্যতে। নমু প্রিয়শিরস্ত্বাদীনামব্রহ্মগুণতয়া সর্ব্ববিদ্যোপসংহারাপ্রাপ্তাবপি সংযদ্বামত্বাদীনাং ব্রহ্মগুণানাং সর্ব্ববিদ্যাসু উপসংহারঃ প্রাপ্নোতি। ব্রহ্মগুণানামানন্ত্যেন উপসংহারঃ অশক্যশ্চ। তত্রাহ—"ইতরেত্বর্থসামান্যাৎ"। ইতরে তু আনন্দাদয়ঃ অর্থসামান্যাৎ প্রয়োজনসামান্যাৎ ব্রহ্মস্বরূপাবগতিলক্ষণপ্রয়োজনৈক্যাৎ সর্ব্বাসু পরবিদ্যাসু উপসংহর্ত্তব্যাঃ। ততশ্চ স্বরূপনিরূপকা ধর্ম্মাঃ সত্যত্বজ্ঞানত্বানন্দত্বাদয়ঃ

সর্ব্বাসু পরবিদ্যাসু উপসংহর্ত্তব্যাঃ। নিরূপিতস্বরূপধর্ম্মাঃ সত্যকামত্বাদয়ো-ন সর্ব্বাসু পরবিদ্যাসূপসংহর্ত্তব্যাঃ। নন্থ প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাং বস্তুতো ব্রহ্ম-ধর্ম্মত্বাভাবে তদুপদেশঃ কিমর্থ ইত্যত্রাহ—"আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ"। আধ্যানায় বুদ্ধ্যারোহণায় প্রিয়শিরস্ত্বাদিরূপদিশ্যতে। প্রয়োজনান্তরস্যা-ভাবাৎ। "আত্মশব্দাচ্চ"। অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময় ইতি আনন্দময়স্য আত্ম-শব্দেন নির্দ্দেশাৎ, আত্মনশ্চ শিরঃপক্ষপুচ্ছাদ্যসংভবাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদিকং বুধ্যারোহায় কল্পিতমিত্যেবাবসীয়তে। নন্থ 'অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়' ইতি আত্মশব্দস্যানাত্মস্বপি পূর্ব্বং প্রযুক্তত্বাৎ—'অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়' ইত্যাত্মশব্দস্য আত্মবিষয়ত্বং কথং নিশ্চীয়তে? তত্রাহ—"আত্মগৃহীতি-রিতরবদুত্তরাৎ"। 'অন্যোন্তর আত্মানন্দময়' ইত্যাত্মশব্দেন পরমাত্মন-এব গ্রহণম্। ইতরবৎ—যথা ইতরত্র, 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজৈ' ইত্যাদিষু আত্মশব্দেন পরমাত্মন-এব গ্রহণম্, তদ্বৎ। কুত এতৎ? উত্তরাৎ 'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়' ইত্যানন্দময়বিষয়াদুত্তরাদ্ বাক্যাৎ। 'অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ'। পূর্ব্বত্র প্রাণময়াদিষনাত্মসু আত্মশব্দান্বয়দর্শনাৎ নোত্তরান্নিশ্চেতুং শক্যত ইতি চেৎ—স্যাদবধারণাৎ। স্যাদেব নিশ্চয়ঃ। কুতঃ? অবধারণাৎ—পূর্ব্বত্রাপি, 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সংভূতঃ' ইতি পরমাত্মন এব বুধ্যাঽবধারিতত্বাৎ। অন্নময়াদন্তরে প্রাণময়ে প্রথমং পরমাত্মবুদ্ধিরবতীর্ণা, তদনন্তরঞ্চ প্রাণময়াদন্তরে মনোময়ে, ততো বিজ্ঞানময়ে, তত আনন্দময়ে প্রক্রান্তা পরমাত্মবুদ্ধিঃ, তদন্তরাভাবাৎ তদুত্তরাচ্চ, 'সোঽকাময়ত' ইতি বাক্যাৎ প্রতিষ্ঠিতেতি উপক্রমেঽপি অপরমাত্মনি পরমাত্মবুদ্ধ্যা আত্মশব্দান্বয় ইতি নিরবদ্যম্। ন চানন্দময়েঽপি পরমাত্মত্ববুদ্ধ্যা (অপরমাত্মনি পরমাত্মবুধ্যা?) আত্মশব্দপ্রয়োগোঽস্ত্ব ইতি শঙ্ক্যম্—তদ্বদত্র আত্মান্তরানুপদেশাদ্ বাধকাভাবাৎ॥

(স্বরূপনিরূপক—নিরূপিতস্বরূপগতধর্ম্মব্যবস্থাবিচারঃ)

নন্বিতরব্যাবৃত্তব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপত্তিকালে সত্যত্বজ্ঞানত্বাদীনাং ন প্রতীয়মানত্বনিয়মঃ সংভবতি, অস্থূলত্বাদিনা বা, অন্তর্য্যামিত্বজগৎ-কারণত্বলক্ষ্মীপতিত্বনিরুপাধিকসর্ব্বজ্ঞত্বাদিভির্ব্বা ইতরব্যাবৃত্তব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপত্তেঃ সংভবাৎ। অত আনন্দাদীনাং সত্যকামত্ব সংযদ্বামত্বাদীনাঞ্চ বৈষম্যং দুর্ব্বিবেচমিতি চেৎ—

অত্র কেচিদ্—ধর্ম্মা হি দ্বিবিধাঃ বিশেষ্যস্বরূপনিষ্ঠাঃ, সবিশেষণস্বরূপ-নিষ্ঠাশ্চ। যে বিশেষ্যস্বরূপনিষ্ঠাঃ আনন্দত্বাদয়ঃ, তে সর্ব্বানুযায়িনঃ। ইতরে তু ব্যবস্থিতাঃ। জগৎকারণত্বস্য প্রকৃতিপুরুষকালবিশিষ্টলক্ষণ-তয়া তদুপযুক্তসার্ব্বজ্ঞ্যাদেরপি তথাত্বান্ন সর্ব্বানুযায়িত্বম্। অয়ং ভাবঃ —কেচিদ্ ধর্ম্মাঃ স্বরূপপ্রযুক্তাঃ সততৈকরূপাঃ নির্ব্বিকারাঃ। অত এব, "যচ্চ কালন্তরেণাপি নান্যসংজ্ঞামুপৈতি বৈ। পরিণামাদিসং-ভূতাং তদ্ বস্তু নৃপ তচ্চ কিম্। অনাশী পরমার্থশ্চ প্রাজ্ঞৈরভ্যুপ-গম্যতে" ইত্যাদিভিরুপপাদিতাঃ। পরমার্থশব্দবাচ্যাঃ সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বনিয়-ন্তৃত্বাদিবিলক্ষণাঃ। তে সর্ব্ববিদ্যানুযায়িনঃ। সংযদ্বামত্বসর্ব্বজ্ঞত্বাদয়স্তু ধর্ম্মাঃ ধর্ম্মিস্বরূপব্যতিরিক্ত সততৈকরূপত্বশূন্যপ্রকৃতিতৎকার্য্যজীবকালে-শ্বরধর্ম্মভূতজ্ঞানঘটিতাঃ। ন তে একরূপাঃ। ঈশ্বরধর্ম্মভূতজ্ঞানস্যাপি নানাবিধসংকল্পা (ত্মত্বা) দিলক্ষণবিকারশালিতয়া ঐশ্বরতৎক্রিয়া-ণামপ্যনেকরূপত্বাৎ তদ্ঘটিতধর্ম্মাণামপি নৈকরূপত্বম্; অত এব ন পর-মার্থশব্দিতত্বঞ্চ। অতস্তেষাং ন সর্ব্বানুযায়িত্বম্। জ্ঞানত্বানন্তত্বসত্য-ত্বাদীনাং তু ন তথা—ইতি বৈষম্যমাহুঃ।

অন্যে তু—'স্বরূপপ্রতীত্যন্তর্গতা ধর্ম্মাঃ সর্ব্ববিদ্যানুযায়িনঃ। স্বরূপ-প্রতীত্যন্তর্গতত্বং স্বরূপান্তর্গতত্বমেব। জ্ঞানত্বানন্দত্বাদয়স্তু স্বরূপাভিন্ন-ধর্ম্মাঃ। অত এব পরৈরপি, 'আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বঞ্চেতি সন্তি ধর্ম্মাঃ। তে চাপৃথক্ত্বেঽপি পৃথগিবাবভাসন্তে' ইত্যুক্তম্। অতশ্চ যে

স্বরূপাভিন্না ধর্ম্মাঃ, তে সর্ব্ববিদ্যানুযায়িনঃ। সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বকর্তৃত্বাদয়স্তু ধর্ম্মভূতজ্ঞানক্রিয়াদিরূপাঃ ধর্ম্মিস্বরূপভিন্না ইতি ন সর্ব্বানুযায়িনঃ' [ইত্যাহুঃ ?]।

অপরে তু—'স্বরূপোপদেশপরবাক্যপ্রতিপন্নানাং সর্ব্ববিদ্যানুযায়িত্বম্ ; নোপাসনার্থোপদিষ্টানাম্। ন চ, 'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ' ইত্যাদিষু স্বরূপোপদেশপরবাক্যপ্রতিপন্নতয়া সার্ব্বজ্ঞ্যাদীনামপি সর্ব্ববিদ্যানুযায়িত্ব-প্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্—তস্যাপ্যুপাসনবিধ্যশ্রবণেঽপি তৎপরত্বাৎ। অত এব, 'সংভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ' ইত্যধিকরণেঽনারভ্য শ্রুতানাম-শ্রুতোপাসনবিধীনামপ্যুপাসনার্থত্বং সিদ্ধবৎকৃত্যৈব, 'কিং সর্ব্ববিদ্যানি-বেশঃ, উতাম্লায়তনব্যতিরিক্তাসু' ইতি চিন্তা প্রবর্ত্তিতা। ন চৈবমুপা-সনার্থত্বে সার্ব্বজ্ঞ্যাদীনামপারমার্থ্যপ্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্—বাধকাভাবেন সত্যত্বাৎ। অত এব, 'ধ্যানার্থেঽপি গুণোপদেশে তদ্‌গুণক ঈশ্বরঃ সিধ্যতী'তি ব্যতিহারসূত্রে শঙ্করভাষ্যেঽপ্যুক্তম্। ইতরথা পরমতে সত্যকামত্বাদীনাং বাগাদিপাদত্বাদিবৎ ব্যাবহারিকসত্যত্বস্যাপ্যভাব-প্রসঙ্গাৎ' ইত্যাহুঃ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে নবমানুবাকস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—'ন বিভেতি কুতশ্চন, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে' ইত্যাদ্যুক্তং সোপপত্তিকং করোতি—তমেত-মিত্যাদিনা—এতং পরমেশ্বরাশ্রয়িণং ন তপতি নোদ্বেজয়তি, কিন্তাব-দুদ্বেগকং তদাহ কিমহং সাধু সৎকার্য্যং ন অকরবম্ ন কৃতবানস্মি প্রত্যাসন্নে মরণে জীবস্যোদৃশী চিন্তা সমুদেতি যৎ স্বর্গজনকং কর্ম্মাহং নাকরবম্ কথং মে সদ্‌গতিঃ স্যাৎ ইত্যেকা চিন্তা দ্বিতীয়া চ কিমহং

পাপমকরবম্ নরকপাতভয়াত্তাপো ভবতি কিন্তু বিদুষ এষ সন্তাপো ন ভবতি যৎ স জানাতি ঈশ্বরঃ স্বাশ্রিতং মাং রক্ষিষ্যতীতি তদাহ—স য এবং বিদ্বান্ এবম্ আনন্দময়ং পরমেশ্বরং যো বিদ্বান্ যো জানাতি জ্ঞাত্বা চাশ্রয়তি স এতে পুণ্যপাপে এতাভ্যাং পুণ্যপাপাভ্যাম্ সকাশাৎ আত্মানং স্বম্ স্পৃণোতি পালয়তি রক্ষতি ঈশ্বরে কর্ম্মফলার্পণেনেত্যর্থঃ। য এবং (পরমেশ্বরং) বেদ জানাতি উপাস্তে ইত্যর্থঃ স উভে এব এতে উভাভ্যাম্ এতাভ্যাম্ আত্মানং স্পৃণুতে রক্ষতীত্যর্থঃ পুণ্যপাপে বিধুনয়তি পুনরুক্তিরধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা। উক্তঞ্চ ভগবতা—'লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসে'তি। এবং ধ্যানসাতত্যং পাপপুণ্যবিধূননার্থমিতি তাৎপর্য্যম্। ইতি ইত্থং উপনিষৎ রহস্যোপদেশঃ। সহ নাববতু ইত্যাদি পুনর্ম্মঙ্গলার্থোঽন্তে শান্তিপাঠঃ। ব্যাখ্যাতঞ্চৈতৎ পূর্ব্বমেব। ইতি আনন্দবল্লীভাষ্যম্ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে নবমানুবাকস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান মন্ত্রে পরব্রহ্ম পরমাত্মার পরমানন্দস্বরূপের জ্ঞান ও উপাসনার ফল বলিতেছেন। ভাবার্থ এই যে,—প্রাকৃত মনঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত যে পরব্রহ্মে পৌঁছিতে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া আসে অর্থাৎ প্রাকৃত মন ও ইন্দ্রিয়ের তাঁহাকে জানিবার শক্তি নাই। পরব্রহ্মের কৃপায় তদুপাসক সেই পরমানন্দ-স্বরূপের জ্ঞান যখন লাভ করিয়া তাহাতে পরিনিষ্ঠিত হন, তখন তিনি কোনপ্রকারে কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না। সর্ব্বথা নির্ভয়ত্ব লাভ করেন, ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য।

এক্ষণে এই মন্ত্রে আরও বলিতেছেন যে, তত্ত্বজ্ঞ ভগবদুপাসকের কোন প্রকার শোক বা অনুশোচনাও করিতে হয় না। ভাবার্থ এই

যে,—পূর্ব্বোক্ত বর্ণনানুসারে যিনি পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপজ্ঞাতা ও উপাসক, তাঁহার কখনও এইপ্রকার শোক করিতে হয় না যে, কেন আমি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নাই? কেন আমি পাপকর্ম্ম করিয়াছি? উহাঁর মনে পুণ্যকর্ম্মের ফলস্বরূপ স্বর্গাদি লোক-প্রাপ্তির লোভ নাই, উক্ত ভগবদুপাসক মহাত্মা আসক্তিপূর্ব্বক কৃত পুণ্য ও পাপ—এই দ্বিবিধ কর্ম্মই জন্ম-মরণরূপ সংতাপের হেতু জ্ঞাত হইয়া উহার প্রতি সর্ব্বথা রাগ ও দ্বেষরহিত হইয়া শ্রীভগবানের সেবায় ও তচ্চিন্তায় সর্ব্বদা সংলগ্ন হইয়া আত্মাকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ যে প্রাকৃত মন ও ইন্দ্রিয়ের অতীত তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"যতোঽপ্রাপ্য ন্যবর্ত্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ।
অহঞ্চান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥" (ভাঃ ৩।৬।৪০)

শ্রীভগবান্ প্রাকৃত শব্দ ও প্রাকৃত মনঃ প্রভৃতি-ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও বেদরূপ অপৌরুষেয় শব্দগম্য এবং ভক্তের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের নিকট কৃপাপূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করেন।

শাস্ত্রে তাঁহাকে 'ঔপনিষদ' অর্থাৎ উপনিষদ্-শাস্ত্রবেদ্য পুরুষ বলিয়াছেন। আবার সকল বেদ যে পরব্রহ্মের পদের মহিমা ভূরিশঃ বর্ণন করিয়াছেন, ইহাও পাওয়া যায়।

এতৎপ্রসঙ্গে বেদান্তসূত্রের "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" (বেঃ সূঃ ১।১।৫) সূত্রটী আলোচ্য।

ভগবদ্ভক্তি শোক ও মোহ-নাশে সমর্থ,—

"যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোক-মোহ-ভয়াপহা॥" (ভাঃ ১।৭।৭)

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হয়।

ভগবদ্দাস্যই ভক্তের প্রার্থনীয়,—

"কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মমধুলিড়্ ন পুনর্ব্বিসৃষ্ট-
মায়াগুণেষু রমতে বৃজিনাবহেষু।
অন্যস্তু কামহত আত্মরজঃ প্রমার্ষ্টু-
মীহেত কর্ম্ম যত এব রজঃ পুনঃ স্যাৎ॥" (ভাঃ ৬।৩।৩৩)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের মধুপানরত ভাগবতগণ অতিতুচ্ছজ্ঞানে নরকাদি দুঃখপ্রদ মায়াগুণ (বিষয়) পরিত্যাগ করেন এবং আর কখনও তাহাতে রত হন না। পরন্তু, সেই পাদসেবানভিজ্ঞ কামাভিভূত ব্যক্তিগণ স্বীয় পাপাদিদোষ বিনাশ করিবার জন্য কর্ম্ম-কাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্তই করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হয় না, সুতরাং তাহারা পুনর্ব্বার সেই পাপ কর্ম্মে লিপ্ত হয়।

শ্রীভগবান্‌ই পরমসুখময়স্বরূপ,—

"তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো
ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্।
সধ্র্যঙ্ নিয়ম্য যতয়ো যমকর্ত্তহেতিং
জহ্যুঃ স্বরাড়িব নিপানখনিত্রমিন্দ্রঃ॥" (ভাঃ ২।৭।৪৮)

জ্ঞানিগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তাঁহা পরমপুরুষ (বিচিত্ররূপ-গুণাদিযুক্ত) ভগবানের পদ (প্রাথমিক প্রতীতি বিষয়) সেই ব্রহ্ম প্রতিবোধমাত্র অজস্রসুখস্বরূপ ও শোকাতীত। হে নারদ! যত্নশীল যোগি-সন্ন্যাসিগণ সহচরস্বরূপ মনকে পরমাত্মা ও ব্রহ্মস্বরূপে সংলগ্ন করিয়া অভেদের সাধনভূত যে তত্ত্বজ্ঞান তাহাতেও আর প্রয়োজন নাই—এই বোধে তাহা ত্যাগ করেন। দরিদ্র ব্যক্তি যেমন কূপ খনন করিতে করিতে ধন পাইয়া সমৃদ্ধিশালী হইলে কর্ম্মকার-দশায়

গৃহীত কূপ খননের সাধনভূত খনিত্রকে (খন্তা) ত্যাগ করে, তদ্রূপ উক্ত ব্রহ্ম বা পরমাত্মোপাসক সন্ন্যাসিগণও সাধনে আর আদর করেন না। (পরন্তু ভগবদ্ ভক্তগণ সাধ্যলাভ করিলেও সাধনে আরও দ্বিগুণিত আদরযুক্ত হন। কারণ তাঁহাদের সাধ্য ও সাধন অভিন্ন)।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমাদের পরাৎপর শ্রীগুরুদেব শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন,—

"অজস্র সুখ ও বিশোক ব্রহ্ম বলিয়া যাহাকে উপনিষৎ সকল বলেন, তাহাই পরম পুরুষ ভগবানের স্বরূপ। যতিগণ যে অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের চেষ্টা করেন তাহা ভগবৎ-স্বরূপতত্ত্বে চিত্তকে সহচররূপে নিয়মিত করিয়া পরিত্যাগ করিবে, কেননা জলাভাবে যেরূপ খনিত্র দ্বারা কূপ খনন করা যায় আর যথেষ্ট জলের অধিপতি হইলে সে খনিত্রকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ মায়িকতত্ত্বকে ভেদ করিয়া ভগবৎ-তত্ত্ব পাইতে হইলে যে ব্রহ্মজ্ঞানের ক্ষুদ্র অভেদ চেষ্টা করা যায় তাহা ভগবৎস্বরূপ নিকটস্থ করিতে পারিলে পরিত্যাগ করিবে" ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের আনন্দবল্ল্যধ্যায়ের নবম অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—আনন্দবল্ল্যধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

ইতি—আনন্দবল্ল্যধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ঃ (তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ)

শান্তিসূক্তম্

হরিঃ ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ॥ তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রথমোঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—ভৃগুর্ব্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ—অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনোবাচমিতি। তং্ হোবাচ—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ব্রহ্মেতি॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে প্রথমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ॥

অন্বয়ানুবাদ—[আনন্দবল্লীতে বলা হইয়াছে যে,—সত্য-জ্ঞান-স্বরূপ অবিনাশী ব্রহ্ম আকাশাদি-জগৎ সঙ্কল্পমাত্রে নিজশক্তিদ্বারা সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট আছেন, তাঁহাকে জানিলে শুভাশুভ কর্ম্ম, যাহা জন্মান্তরের উৎপাদক, তাহা আর থাকে না; এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার কথা সমাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু সেই ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের উপায় বর্ণিত হয়

নাই, এজন্ত ব্রহ্মবিদ্যার সাধন—তপস্যা ও অন্নাদিবিষয়ক ব্রহ্মোপাসনা এই বল্লীতে আখ্যায়িকামুখে বিবৃত হইতেছে—] ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ (ভৃগু হইলেন বরুণের পুত্র—ইহা প্রসিদ্ধ) [তিনি] পিতরং বরুণম্ উপসসার (পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইলেন) [কি উদ্দেশ্যে ?] অধীহি (অধ্যাপনা করুন, উপদেশ দিন) ভগবঃ! (হে ভগবন্! মহামহিমশালিন্!) ব্রহ্ম ইতি (ব্রহ্ম-বিষয়ে, ব্রহ্ম কি ? তাহা আপনি আমাকে উপদেশ দিন, এই বলিয়া), তস্মৈ (সেই পুত্র —ভৃগুকে) এতৎ (এই কথা) প্রোবাচ (পিতা বরুণ বলিলেন) [কি কথা ? অন্নং প্রাণমিত্যাদি] অন্নম্ (শরীর) প্রাণম্ (তাহার অভ্যন্তরস্থিত ভোক্তা—প্রাণ) চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনঃ বাচম্ ইতি (চক্ষুঃ, কর্ণ, মনঃ ও বাক্ প্রভৃতি ব্রহ্মোপলব্ধিদ্বার বলিলেন) তং হোবাচ—(তাহাকে বলিলেন) [অর্থাৎ উপসন্ন পুত্র ভৃগুর মনঃশুদ্ধির জন্য প্রথমে অন্নব্রহ্ম পরে প্রাণব্রহ্ম, ক্রমে মনোব্রহ্ম, বাক্ (ইন্দ্রিয়) ব্রহ্ম ইত্যাদি উপদেশ করিয়াও যখন দেখিলেন পুত্র আকুল অর্থাৎ বিমূঢ়—অন্নাদি সমস্তই কি ব্রহ্ম ? অথবা যে কোন একটি ? আবার ব্রহ্মের স্বরূপ কি ? তাহাও জানিতে পারিতেছে না তখন তাহাকে ব্রহ্মলক্ষণ বলিলেন—'যতো বা ইমানি ভূতানি' ইত্যাদি] যতো বৈ (যাঁহা হইতেই) ইমানি (এই পরিদৃশ্যমান) ভূতানি (ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত ভূতবর্গ) জায়ন্তে (উৎপন্ন হইয়া থাকে) জাতানি (জন্মিবার পর ইহারা) যেন (যাঁহার দ্বারা) জীবন্তি (বাঁচিয়া থাকে, বর্দ্ধিত হয়) যৎ প্রযন্তি (বিনাশকালে যাঁহার প্রতি ধাবিত হয়) অভিসংবিশন্তি (যাঁহাতে লীন হয়) তদ্ব্রহ্ম (তিনিই ব্রহ্ম, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ পরমেশ্বর) তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব (তাহাই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, বিচার কর, অন্নাদি ধরিয়া ক্রমে তাহাকে প্রাপ্ত হও) [ইহা দ্বারা জগৎ-কারণের ব্রহ্মলক্ষণত্ব সিদ্ধ হইতেছে] [এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে,

শ্রুতিবাক্যে 'প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি' এই অংশে অভিসংবিশন্তি ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে যৎ শব্দ গৃহীত হয় নাই এবং বিজিজ্ঞাসস্ব পদের বিধেয় বস্তু কি? তাহাও অবগত হওয়া যাইতেছে না; তাহার উপপত্তি কি হইবে? তদুত্তরে বলা যায় যে—'প্রযন্তি সন্তি ভূতানি অভি যদভি-লক্ষ্য সংবিশন্তি লীয়ন্তে' এই অর্থ করা যাইবে। এখানে আর একটি বিষয় অনুধাবন করিবার আছে—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি প্রতিবাক্যের পর 'তদ্‌ব্রহ্ম' এই বিধেয় পদ দেওয়া নাই, আছে শেষে অতএব বলিতে হয় ব্রহ্মের লক্ষণ কেবল জগদুপাদানত্বাদি প্রত্যেক রূপে নহে, কিন্তু সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সমুদায়ের কারণত্ব—ইহাই লক্ষণ, জ্ঞাতব্য। আর বিধেয় যদিও 'বিজিজ্ঞাসস্ব' পদবোধ্য বিচার অথবা উপাসনা হইতে পারে না, কারণ বিচারাত্মক জ্ঞান রাগপ্রাপ্ত এবং উপাসনাত্মকজ্ঞানও 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' ইত্যাদি প্রকরণলব্ধ, তদ্‌ভিন্ন 'অধীহি ভগবো ব্রহ্ম' এই প্রশ্নের উত্তর তত্ত্বনিরূপণই সঙ্গত, উপায়-প্রদর্শন সঙ্গত হয় না, তাহা হইলেও 'বিজিজ্ঞাসস্ব' ইহা অবধান সম্পাদনের জন্য, কিন্তু জগৎকারণের ব্রহ্মলক্ষণত্বই বিধেয়। অতএব] তদ্ ব্রহ্ম (তাহাই ব্রহ্ম জানিও)॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে প্রথমানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে আনন্দবল্লীতে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম আকাশাদি অন্নময় পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য সৃষ্টি করিয়া সেই সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তিনি প্রবিষ্ট হইয়াছেন অর্থাৎ সর্ব্বকার্য্য হইতে বিলক্ষণ অদৃশ্যত্বাদিধর্ম্মক যে আনন্দস্বরূপ—তাহাই ব্রহ্ম; ইহা জানিলে আর পুণ্যপাপ স্পর্শ করে না, এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যা সমাপনের পর সেই বিদ্যালাভের উপায় কি?

তাহা বক্তব্য এবং ব্রহ্মের উপাসনা-প্রকারগুলি নির্দ্দেশ্য, এইজন্য এই ভৃগুবল্লীতে উপাখ্যান-মুখে সমস্ত বর্ণিত হইতেছে। প্রসিদ্ধি আছে, এক-সময় বরুণ-পুত্র ভৃগু পিতা বরুণের নিকট ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থ উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন হে ভগবন্! আপনি আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করুন। শ্রীবরুণদেব তাঁহাকে প্রথমে এই কথা বলিলেন—অন্নই ব্রহ্ম, ক্রমে প্রাণ, চক্ষুঃ, কর্ণ, মনঃ ও বাক্‌কে ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ দিলেন, তাহাতেও পুত্রকে অতৃপ্ত-চিত্ত দেখিয়া তিনি বলিলেন। যাঁহা হইতে এই ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত ভূতসমূহ উৎপন্ন হইতেছে, যাঁহার দ্বারা ঐ জাত ভূতবর্গ বাঁচিয়া আছে এবং ক্রমে ব্রহ্মের দিকেই অগ্রসর হইতেছে, শেষে যাঁহাতে লীন হইতেছে, তাঁহাকেই ব্রহ্মবোধে বিচার কর, তিনিই ব্রহ্ম ।১।

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ের প্রথম অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ— (বরুণাদ্ ভৃগোর্ব্বিদ্যাগ্রহণপ্রকারঃ)

অথ লক্ষণান্তরমুখেন ব্রহ্ম প্রতিপাদয়িতুম্, ব্রহ্মপ্রতিপত্তৌ তপো-নির্ধূতকল্মষান্তঃকরণস্য হেতুত্বমিতি প্রতিপাদনায় চ ভৃগুবল্ল্যারভ্যতে। ভৃগুঃ—সদার। বরুণসুতো ভৃগুঃ পিতরং বরুণং, 'অধীহি ভগবো-ব্রহ্ম' ইতি মন্ত্রপূর্ব্বকমুপসন্ন ইত্যর্থঃ। হে ভগবন্ পূজার্হ! ব্রহ্ম অধীহি উপদেশায় স্মর। অধীষেতি বা, অধ্যাপয়েতি বাঽর্থঃ। তস্মৈ —হোবাচ। অন্নং ব্রহ্ম প্রাণো ব্রহ্ম ইত্যাদিকং তন্মনশ্‌শোধনায়ো-পদিশ্য—কিং সর্ব্বাণ্যপি ব্রহ্মাণি ; উত একম্ ; তত্রাপি কিং বা ব্রহ্ম ? ইতি ব্যাকুলচেতসং পুত্রমালোক্য বক্ষ্যমাণমুবাচেত্যর্থঃ।

যতো—তদ্ ব্রহ্মেতি। জীবন্তি আত্মভূতেন জীবন্তীত্যর্থঃ। প্রযন্তি সন্তি ভূতানি যৎ অভি সংবিশন্তি লীয়ন্তে। সমিতি একীকরণে।

একীকৃততয়া প্রবেশঃ সংবেশঃ। যদ্বা প্রযন্তীতি মোক্ষঃ; অভিসংবিশন্তীতি প্রলয়ঃ। অস্মিন্ পক্ষে যচ্ছব্দস্যাবৃত্তিঃ। 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি' ইত্যত্র প্রতিবাক্যং 'তদ্ ব্রহ্ম' ইত্যন্নুক্তেঃ ন জগজ্জন্মাদি কারণত্বং প্রত্যেকং লক্ষণম্।

ন চ জন্মাদিসমুদায়স্য লক্ষণত্বে ব্যাবর্ত্যাভাবেন নিষ্প্রয়োজনত্বম্—লক্ষ্যাকারবিপরীতশঙ্কানিবারণক্ষমত্বেন সপ্রয়োজনত্বাৎ। উৎপত্তিকারণত্বমাত্রে অভিহিতে হি তস্য স্থিতিপ্রলয়কারণীভূতবস্তুন্তরশঙ্কয়া জগজ্জন্মমাত্রকারণস্য ব্রহ্মণো নিরতিশয়বৃহত্ত্বং ন সিদ্ধ্যেৎ। তথা লয়কারণত্বানভিধানে আত্যন্তিকপ্রলয়রূপমোক্ষপ্রদাস্তর (প্রদপুরুষান্তর ?) সম্ভাবশঙ্কয়া মোক্ষপ্রদত্বপ্রাপ্যত্বাদ্যুগুণগুণৈঃ বৃহত্ত্বং ন সিদ্ধ্যেৎ। অতো জগজ্জন্মকারণত্বমাত্রস্য সমস্তবস্তুব্যবচ্ছেদক্ষমত্বেঽপি জন্মাদিসমুদায়কারণত্বস্যৈব বৃহত্ত্বাতিশয়োপযিকত্বাৎ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সমুদায়কারণত্বং লক্ষণমিতি জ্ঞাপিতম্।

(বাক্যস্য কারণত্বলক্ষণবিধানপরত্বম্)

"যতঃ যেন যদিতি যচ্ছব্দযোগাৎ কারণমনূদ্যতে। তদ্ ব্রহ্মেতি কারণস্য ব্রহ্মত্বং বিধীয়তে। তেন কারণত্বস্য ব্রহ্মলক্ষণত্বং সিদ্ধং ভবতি। তদ্ বিজিজ্ঞাসস্বেতি ন বিচারস্য উপাসনস্য বা বিধিঃ। বিচারাত্মকজ্ঞানং রাগপ্রাপ্তত্বাৎ ন বিধেয়ম্। উপাসনাত্মকস্য তু জ্ঞানস্য 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি' ইতি প্রাকরণিক-বাক্যান্তরসিদ্ধত্বাৎ, উপক্রমে 'অধীহি ভগবো ব্রহ্ম' ইতি প্রশ্নস্য তত্ত্বপরত্বেনোপায়বিষয়ত্বাভাবাচ্চ নোপাসনাত্মক-জ্ঞানমিহ বিধেয়ম্। অতঃ বিজিজ্ঞাসস্বেতি উপদিশ্যমানার্থে সাবধানত্বার্থং সংদেহনিবৃত্ত্যর্থং চ (বা) উক্তম্। যা গন্ধবতী, তাং পৃথিবীং বিদ্ধি ইতিবৎ। অতঃ কারণত্বস্য ব্রহ্মলক্ষণত্ব-

মেবাস্য বাক্যস্য বিধেয়ম্। যথা—"যত্র সারসঃ, স দেবদত্তকেদার-ইত্যুক্তে সারসসংবন্ধস্য দেবদত্তকেদারলক্ষণত্বমুক্তং স্যাৎ, তদ্বৎ" ইতি ব্যাসার্যৈরুক্তম্।

(কারণত্বরূপলক্ষণবিশেষকথনফলম্)

নন্বীশ্বরস্য লিলক্ষয়িষিতত্বে তদসাধারণসর্ব্বজ্ঞত্বাদিপ্রতিপাদকসত্য-জ্ঞানাদিবাক্যানাদরেণ জন্মাদিকারণত্বেন কিমর্থং লক্ষ্যত ইতি চেৎ—উচ্যতে। গুণৈঃ স্বরূপস্য লক্ষ্যমাণত্বে তদপেক্ষয়া বহিঃষ্ঠায়া বিভূতে-রূপাস্যান্তর্ভাবো ন প্রতীয়েত। সর্গাদিবিষয়ভূতয়া তু বিভূত্যা স্বরূপে লক্ষ্যমাণে বিভূতেঃ, সর্গাদ্যৌপয়িকসর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণানামপি জিজ্ঞাস্যান্ত-র্ভাবঃ সিদ্ধ্যতি। বিভূতেশ্চ জিজ্ঞাস্যান্তর্ভাবঃ, 'উপাস্য-ত্রৈবিধ্যাৎ' ইতি সূত্রিতঃ। নন্বেবমপি কৃৎস্নবিভূতের্জিজ্ঞাস্যান্তর্ভাবো ন সিদ্ধ্যতি, ত্রিপাদ্বিভূতের্জন্মাদ্যস্পৃষ্টত্বাদিতি চেন্ন—যৎ প্রযন্তীতি প্রলয়বাক্যস্থ-যচ্ছব্দেন মুক্তপ্রাপ্যস্য ব্রহ্মণো বিবক্ষিতত্বাৎ নিত্যবিভূতিবিশিষ্টস্যৈব মুক্তপ্রাপ্যত্বাৎ, নিত্যবিভূতেরপি জিজ্ঞাস্যত্বসিদ্ধিঃ? এবঞ্চ জগৎ-কারণত্বলক্ষণং বিশিষ্টনিষ্ঠম্; সত্যজ্ঞানাদিত্বং লক্ষণং তু বিশেষ্য-নিষ্ঠমিতি ভিদা। এবমেব ব্যাসার্য্যৈরুক্তম্।

(হেতুপঞ্চমীসমর্থনম্)

অত্র যত ইতি পঞ্চমী হেত্বর্থিকা। যচ্ছব্দস্যানুবাদরূপত্বাৎ, অনু-বাদস্য চ প্রাপকবাক্যসাপেক্ষতয়া তদ্বিরুদ্ধার্থপরত্বাসংভবাৎ, প্রাপকবাক্যেষু, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', 'তদৈক্ষত বহু স্যাম্', 'তত্তেজো-ঽসৃজত' ইতি নিমিত্তত্বোপাদানত্বয়োঃ প্রতিপাদনাৎ তদনু-বাদিনি লক্ষণবাক্যে যত ইতিপদমুভয়বিষয়কমিতি ব্যাসার্য্যৈরুক্তম্। ন চ হেতৌ পঞ্চমী নানুশিষ্টেতি শঙ্ক্যম্—'অইউণ্' ইতিসূত্রে

'বিবারভেদাৎ' ইতি ভাষ্যনির্দ্দেশেন, 'বিভাষা গুণেঽস্ত্রিয়াম্' ইত্যত্র 'বিভাষা' ইতি যোগবিভাগস্যাশ্রিততয়া তত এব হেতুপঞ্চম্যুপপত্তেরিতি দ্রষ্টব্যম্।

(জন্মাদ্যধিকরণোপন্যাসঃ)

ইদঞ্চ চিন্তিতং, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ইতি সূত্রে।

'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে; যেন জাতানি জীবন্তি' ইত্যত্র জগজ্জন্মাদয়ো ন বিশেষণত্বেন ব্রহ্ম লক্ষয়িতুং শক্নুবন্তি। বিশেষণানাং ব্যাবর্ত্তকস্বভাবত্বেন ব্যাবর্ত্তকবহুত্বে ব্যাবর্ত্যবহুত্বাবশ্যম্ভাবেন বিশেষণানাং বহুত্বে বিশেষ্যনানাত্বপ্রসঙ্গাৎ। খণ্ডঃ, মুণ্ডঃ, পূর্ণশৃঙ্গো-গৌরিত্যত্র বিশেষণবহুত্বেন বিশেষ্যবহুত্বস্য দর্শনাৎ। ন চ দেবদত্তঃ শ্যামো-যুবা লোহিতাক্ষঃ সমপরিমাণ ইত্যাদৌ বিশেষণবহুত্বেঽপি বিশেষ্যৈক্যং দৃষ্টমিতি বাচ্যম্—প্রত্যক্ষাবগতবিশেষ্যৈক্যবলাৎ তত্র বিশেষ্যভেদ-ত্যাগেঽপি প্রত্যক্ষাদ্যপ্রতিপন্নে অলৌকিকে ব্রহ্মণি উৎসর্গপ্রাপ্তস্য বিশেষণভেদপ্রযুক্তবিশেষ্যভেদস্য ত্যাগাযোগাৎ। নাপ্যুপলক্ষণতয়া জন্মাদীনাং ব্যাবর্ত্তকত্বম্; যত্রায়ং সারসঃ, স দেবদত্তকেদার ইত্যাদৌ কেদারত্বাদিনা কেনচিৎ আকারেণ পূর্ব্বপ্রতিপন্ন এব কেদারো দেব-দত্তকেদারত্বরূপধর্ম্মান্তরবত্তয়া সারসেনোপলক্ষ্যতে। ইহ তু জগজ্জন্মা-দিভির্হি (?) নিরতিশয়বৃহত্বরূপব্রহ্মত্বে উপলক্ষণীয়ে উপলক্ষ্যাকারস-মানাধিকরণঃ কেদারত্বস্থানীয়ঃ পূর্ব্বপ্রতিপন্নঃ কশ্চন আকারো-বক্তব্যঃ। ন চেহ ব্রহ্মণি পূর্ব্বপ্রতিপন্নাকারঃ কশ্চিদস্তি। ন চ, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইতি বাক্যপ্রতিপন্নসত্যত্বজ্ঞানত্বাদীনাং পূর্ব্ব-প্রতিপন্নাকারত্বসংভবঃ। সত্যত্বাদিষ্বপি বিশেষণত্বোপলক্ষণত্ববিকল্পদোঃ-স্থ্যেন তেষামপি লক্ষণত্বাসংভবাৎ—ইতি প্রাপ্তে—উচ্যতে।

জন্মাদ্যস্য যতঃ। অস্য অচিন্ত্যবিবিধবিচিত্ররচনস্য ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত-

ক্ষেত্রজ্ঞমিশ্রিতস্য জগতো জন্মস্থিতিলয়া যতো ভবন্তি, তদ্ ব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ। ততশ্চ জগজ্জন্মাদিহেতুত্বং ব্রহ্মলক্ষণং ভবিতুমর্হতীতি সূত্রকারতাৎপর্য্যম্।

অয়ং ভাবঃ—যদ্যপি বিশেষণানাং ব্যাবর্ত্তকত্বং স্বভাবঃ। অথাপি ‘বিশেষণং স্ববিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়াৎ স্বাশ্রয়ং ব্যবচ্ছিনত্তি’ ইত্যেব। ন তু স্বাবিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়াদপি স্বাশ্রয়ং ব্যাবর্ত্তয়তি। নীলমুৎপলম্ ইত্যাদৌ নৈল্যস্য শৌক্ল্যাশ্রয়ব্যাবর্ত্তকত্ববৎ দৈর্ঘ্যাশ্রয়ব্যাবর্ত্তকত্বাভাবাৎ। প্রকৃতে চ জন্মহেতুত্বস্থিতিহেতুত্বাদীনাং পরস্পরবিরুদ্ধত্বাভাবেন ব্যক্তিবহুত্বস্যাপ্রসক্তিঃ। খণ্ডো মুণ্ড ইত্যাদৌ খণ্ডত্বাদীনাং পরস্পরবিরুদ্ধত্বাৎ স্বাশ্রয়ভেদকত্বম্। উপলক্ষণত্বপক্ষেঽপি ন দোষঃ। উপলক্ষণভূতাৎ জগজ্জন্মাদিহেতুত্বাৎ উপলক্ষ্যাচ্চ নিরতিশয়বৃহত্বাৎ অন্যস্য বৃহত্ত্বসামান্যস্য পূর্ব্বপ্রতিপন্নাকারস্য সংভবেন উপলক্ষণত্বপক্ষেঽপি দোষাভাবাৎ॥

(বিশেষণত্বোপলক্ষণত্বসংকরবিচারঃ)

নন্থ পরস্পরবিরুদ্ধয়োঃ বিশেষণত্বোপক্ষণত্বপক্ষয়োরুভয়োরপি ভাষ্যে কথমভ্যুপগম ইতি চেৎ—

অত্র কেচিৎ—বিশিষ্টনিষ্ঠং জগৎকারণত্বম্। বিশেষ্যনিষ্ঠং তু সত্যত্বাদিকমিতি ব্যাসার্য্যৈস্তত্র তত্রোক্তম্। ভাষ্যে চ জগৎকারণত্বোপলক্ষিতস্বরূপস্যেতি বহুশো ব্যবহৃতত্বাৎ জগৎকারণত্বং চিদচিদ্বিশিষ্টস্য ব্রহ্মণো বিশেষণভূতং লক্ষণম্; শুদ্ধস্বরূপস্য তূপলক্ষণম্; জগৎকারণত্বস্য শুদ্ধস্বরূপনিষ্ঠত্বাভাবাৎ। তদভিপ্রায়েণৈব বিশেষণোপলক্ষণত্বাভ্যুপগমঃ। ন চ শুদ্ধস্বরূপানিষ্ঠস্য বিশিষ্টনিষ্ঠস্য জগৎকারণত্বস্য কথং শুদ্ধস্বরূপোপলক্ষণত্বমিতি বাচ্যম্—তটস্থস্যাপি শাখাগ্রস্য চন্দ্রোপলক্ষণত্বস্য দর্শনাৎ—ইতি বদন্তি

অন্যে তু বিশেষ্যনিষ্ঠত্বানিষ্ঠত্বাভ্যামেব বিশেষণোপলক্ষণভেদমাশ্রিত্য, 'জগৎকারণত্বস্য ব্রহ্মনিষ্ঠতয়া বিশেষণত্বম্; প্রপঞ্চগতজন্মাদেস্তু ব্রহ্মনিষ্ঠত্বাভাবেনোপলক্ষণত্বম্' ইতি বর্ণয়ন্তি ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে প্রথমানুবাকস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ লক্ষণান্তরমুখেন ব্রহ্ম প্রতিপাদয়িতুম্ ব্রহ্মপ্রতিপত্তৌ কল্মষহীনত্বমাবশ্যকং তচ্চ তপঃসাধ্যমিত্যপি দর্শয়িতুমুপাখ্যানচ্ছলেন ভৃগুবল্লীয়মারভ্যতে ভৃগুর্বৈবারুণিরিত্যাদিনা একদা বরুণস্য-পুত্রোভৃগুর্ব্রহ্মজ্ঞানার্থং পিতরং বরুণমুপসসার উপসন্নোঽভূৎ। উপস্থতে তাৎপর্য্যমুচ্যতে অধীহি অধ্যাপয়, ভগবঃ ভগবন্! ছান্দসোবদ্ভাগস্য বসাদেশঃ। ব্রহ্মেতি পিতরং স প্রার্থয়ামাস। বরুণঃ তস্মৈ পুত্রায় ভৃগবে এতৎ বক্ষ্যমাণমন্নাদিকং ব্রহ্মত্বেন প্রোবাচ মনঃ শুদ্ধয়ে ক্রমেণ অন্নং ব্রহ্ম প্রাণং ব্রহ্মেত্যাদিরূপং মনঃশুদ্ধয়ে উপদিদেশ। তত্র প্রথমতোঽন্নং শরীরং ব্রহ্মেত্যুপদেশস্তস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ, অথ তস্যাপি অভ্যন্তরং প্রাণং অত্তারং, অথ উপলব্ধিসাধনানি। চক্ষুঃ শ্রোত্রমিদমুপলক্ষণং বাহ্যেন্দ্রিয়াণাম্, মন ইত্যন্তরিন্দ্রিয়স্য, বাচমিতি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাম্ এতানি ব্রহ্মোপলব্ধিদ্বারাণ্যুক্তবান্। অথ পুত্রো ব্যাকুলোঽভূৎ কিং সর্ব্বাণ্যেব ব্রহ্মাণি উত একম্, তত্রাপি কথম্ অন্নাদিকং ব্রহ্ম কিংবা ব্রহ্ম ইতি, তদালোক্য আদৌ ব্রহ্মলক্ষণমুক্ত্বা সর্ব্বেষু অন্নাদিষু তদ্যোজয়ামাস। তত্রাদৌ তটস্থলক্ষণমুচ্যতে যতো বা যস্মাদ্বৈ অবধারণার্থে বৈ শব্দঃ, পঞ্চমী অপাদানে তেন জগদুপাদানত্বং তস্য সিদ্ধম্। তথাচ 'জন্মাদ্যস্য যত' ইতি ব্যাসসূত্রম্ 'জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চেতি'স্মৃতিশ্চ। ইমানি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধানি ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানি, ভূতানি প্রাণিনঃ জগদুপাদান-

কারণত্বেনাবধৃতানি আকাশাদিভূতানি বা, জায়ন্তে অধুনাপি উৎপত্তিং লভন্তে অতোনিমিত্তত্বং তস্যেতি হেতৌ পঞ্চমীত্যাহুঃ। যেন কারণেন ব্রহ্মণা, জাতানি তানি ভূতানি জীবন্তি প্রাণান্ ধারয়ন্তি প্রাণাধীনত্বাৎ জীবনস্য এতেন স্থিতিহেতুত্বং, যৎ ব্রহ্ম প্রযন্তি বিনাশকালে প্রতিগচ্ছন্তি এতেন বিকারকারণত্বমপি উক্তম্, অভিবিশন্তি যদিতিশেষঃ, অভি অভিতঃ সম্যক্ বিশন্তি লীয়ন্তে এতেন উৎপত্তি-স্থিতিলয়কারণত্বং ব্রহ্মলক্ষণং প্রতিপাদিতম্, তদ্ ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছ, এতৎ তটস্থলক্ষণং বিশেষেণাবধারয় স্বরূপলক্ষণন্তু 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি' প্রাকুউপপাদিতম্। তদ্—অন্নাদিকং ব্রহ্মেতি জানীহীতি শেষঃ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে প্রথমানুবাকস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—বরুণের পুত্র ভৃগুনামে এক প্রসিদ্ধ ঋষি ছিলেন। কোনও এক সময়ে তাঁহার হৃদয়ে পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে জানিবার এবং প্রাপ্ত হইবার এক উৎকট অভিলাষ জাগরিত হয়। সেজন্য তিনি পিতা বরুণের নিকট উপসন্ন অর্থাৎ গমন করিলেন। কারণ বরুণ সর্ব্ব-বেদে পরিনিষ্ঠিত এবং পরব্রহ্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন। অতএব ভৃগুকে আর অন্য আচার্য্যের সন্নিকটে যাইবার প্রয়োজন হয় নাই। পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া ভৃগু পিতাকে আচার্য্যোচিত সম্ভাষণে সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন—ভগবন্! আমি ব্রহ্মকে জানিতে চাই। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত করান।

তখন বরুণ ভৃগুকে কহিলেন,—বৎস! অন্ন, প্রাণ, নেত্র, শ্রোত্র, মনঃ ও বাক্ (শব্দ)—এই সকলই ব্রহ্মের উপলব্ধির দ্বার। এই মন্ত্রে

ব্রহ্মের সত্তা স্ফুরিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ প্রসঙ্গে যাহা বলা হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ দৃষ্ট যে সকল প্রাণী যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহার শক্তিতে বাঁচিয়া আছে এবং মহাপ্রলয়ে যাঁহাতে বিলীন হয়, সেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধীশ্বর পরব্রহ্মকে জানিবার জন্য সচেষ্ট হও। তিনিই ব্রহ্ম। এই প্রকারে পিতার উপদেশ পাইয়া ভৃগুমুনি ব্রহ্মচর্য্য ও শম-দমাদি নিয়ম পালন পূর্ব্বক সমস্ত ভোগ বর্জ্জন-সহকারে সংযম পালনকরতঃ পিতার উপদেশ বিচার করিলেন। তাহা পরবর্ত্তী অনুবাকে প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ে বেদান্তসূত্রে পাই,—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ" (বেঃ সূঃ ১।১।২)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষভিজ্ঞঃ স্বরাট্॥"

(ভাঃ ১।১।১)

তৈত্তিরীয়-উপনিষদে পাওয়া যায়,—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি
জীবন্তি……তদ্ ব্রহ্মেতি॥"　(৩।১।১)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪৩)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পাই,—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।" (গীঃ ১০।৮)

নারায়ণ-উপনিষদে পাওয়া যায়,—

"নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে নারায়ণাদষ্টৌ বসবো জায়ন্তে নারায়ণাদেকাদশ রুদ্রা জায়ন্তে নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যাঃ" ইত্যাদি।

বরাহপুরাণেও আছে,—

"নারায়ণঃ পরোদেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্ম্মুখঃ।
তস্মাদ্ রুদ্রোঽভবদ্দেবো ; যশ্চ সর্ব্বজ্ঞতাং গতঃ" ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ের প্রথম অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি— ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে প্রথমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—অন্নং ব্রহ্মেতি
ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রয়ন্ত্যভি-
সংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতর-
মুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ—
তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, তপো ব্রহ্মেতি।
স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা— ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ
সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—[সেই ভৃগু পিতার নিকট হইতে অন্ন প্রাণাদিকে ব্রহ্মোপলব্ধির সোপান ও ব্রহ্মলক্ষণ শুনিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রশ্ন হইতে পারে,—পিতা বরুণ তো পুত্রকে তপস্যা করিবার আদেশ করেন নাই, তবে কেন তিনি তপস্যায় রত হইলেন, ইহার সমাধান এইরূপে করা যাইতে পারে—তপস্ শব্দের অর্থ জ্ঞান, বরুণ তাঁহাকে বিজিজ্ঞাসস্ব বলিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতে বলিয়াছেন, বিচার অর্থে মনন, তাহাই তপস্যা; এজন্য ভৃগু তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন—] স তপঃ অতপ্যত (তিনি [ভৃগু] তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন অর্থাৎ অন্নকে পিতা যে ব্রহ্ম বলিয়াছেন সেই ব্রহ্মলক্ষণ অন্নে আছে কিনা, তাহাই ধ্যান করিতে লাগিলেন) স তপস্তপ্ত্বা (পরে তিনি ঐরূপ তপস্যা করিয়া) অন্নং ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ

(সত্যই তো 'অন্ন ব্রহ্ম' ইহা নিশ্চয় করিলেন) [তিনি সমস্ত ব্রহ্মলক্ষণ অন্নে মিলাইতে লাগিলেন] অন্নাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে (অন্ন হইতেই এই সমস্ত প্রাণী বাস্তবিক জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ খাদ্য খাইয়া যে শুক্র ও শোণিত সঞ্চিত হয়, তাহা হইতেই জীব-শরীর উৎপন্ন হয়, সেই শরীরই জীব—এইজ্ঞান তাঁহার প্রথমে হইল। পরে দেখিলেন] অন্নেন জাতানি জীবন্তি (জন্ম-লাভের পর জীব অন্ন খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে, বর্দ্ধিত হয়), অন্নং প্রযন্তি (আবার বিনাশের সময় আসিলে সেই অন্নের দিকেই ধাবিত হয়) অভিসংবিশন্তি (এবং পরে সেই অন্নের উপাদান পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়) তদ্‌বিজ্ঞায় (ইহা জানিবার পর তাঁহার সংশয় দূর হইল না, কারণ অন্নময় শরীরতো জড় এবং উৎপত্তিমান্, তবে কিরূপে চেতন, নিত্য ব্রহ্ম হইবে ?) [এইজন্য—] পুনরেব বরুণং পিতরম্ উপসসার (আবার ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য পিতা বরুণের কাছে ভৃগু আসিলেন) [অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন—] অধীহি ভগবঃ ব্রহ্মেতি (হে ভগবন্ ! আপনি আমাকে প্রকৃত ব্রহ্মের উপদেশ দিউন), তং হোবাচ—(বরুণ পুত্রকে বলিলেন) তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব (আবার তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম বিচার কর অর্থাৎ আবার ব্রহ্ম-বিষয়ে মনন কর, তাহাতেই তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারিবে), তপো ব্রহ্মেতি (কারণ তপস্যাই ব্রহ্মবিদ্যার সাধন), স তপোঽতপ্যত (তিনি আবার তপস্যা করিতে লাগিলেন অর্থাৎ কে ব্রহ্ম হইবেন, ইহারই ধ্যান করিতে লাগিলেন) [ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ সকল সাধন-মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধন তপস্যা—মনন, সেইজন্য বরুণ পুনঃ পুনঃ তপস্যার অনুশীলন করিতে আদেশ করিলেন] ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—পিতার উপদেশে ভৃগু ব্রহ্ম-বিষয়ক তপস্যা অর্থাৎ বিচার করিতে লাগিলেন। তপস্যা করিবার পর তিনি নিশ্চয় করিলেন—হাঁ অন্নই ব্রহ্ম বটে, যেহেতু অন্ন হইতেই সঞ্চিত শুক্র-শোণিতাদি দ্বারা পরিণামে জীব-শরীর উৎপন্ন হয় এবং অন্ন দ্বারাই বাঁচিয়া থাকে ও বর্দ্ধিত হয়, ক্রমে অন্নাভিমুখে অর্থাৎ অন্নের উপাদান পঞ্চভূতের দিকে বিনাশকালে অগ্রসর হয়, শেষে তাহাতেই মিশিয়া যায়, অতএব সমস্ত ব্রহ্মলক্ষণ যখন অন্নে আছে তখন অন্নই ব্রহ্ম। ইহা নিশ্চয় করিয়াও তিনি পরিতুষ্ট হইলেন না, তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল—অন্নই যদি ব্রহ্ম হইবে, তবে তাহার উৎপত্তি-পরিণাম-বিনাশ কেন? সে কালতঃ দেশতঃ স্বরূপতঃ পরিচ্ছিন্ন কেন? সে জড় কেন? ব্রহ্মতো তাহা নহেন। সেজন্য তিনি পিতার কাছে আসিয়া বলিলেন—ভগবন্! আপনি আমাকে ব্রহ্মের উপদেশ করুন। পিতা বলিলেন,—তুমি তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম বিচার কর, তপস্যাই ব্রহ্মোপলব্ধির প্রধান সাধন ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয় অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অপরে তু 'যতো বা ইমানীতি বাক্যেন জন্মাদি-বিশিষ্টে ব্রহ্মত্বং বোধ্যতে, উত তদুপলক্ষিতে। নাদ্যঃ, জন্মবিশিষ্টে ব্রহ্মত্ববোধনে বিশেষণভূতজন্মাদাবপি ব্রহ্মত্বপ্রসঙ্গঃ। উপলক্ষণত্বপক্ষে আকারান্তরাপ্রতিপত্তির্দোষঃ' ইতি পূর্ব্বপক্ষিণো ভাবঃ। 'তন্ন। ন বিধেয়ান্বয়িত্বং বিশেষণত্বম্; যেন জন্মাদের্ব্বিশেষণত্বে (ত্বেন) বিধেয়-ভূতব্রহ্মত্বান্বয়োঽপি প্রসজ্যেত। অপি তু যদন্বিততয়া জ্ঞাতে ইতরান্বয়ধীঃ, তৎ তত্র বিশেষণম্। প্রকৃতে চ জগজ্জন্মাদিহেতুত্বান্বয়িতয়া জ্ঞাতে ব্রহ্মণি ব্রহ্মত্বান্বয়ধীরিতি বিশেষণত্বে নানুপপত্তিঃ। যদি

বিধেয়াম্বয্যেব বিশেষণমিত্যাগ্রহঃ, তর্হি উপলক্ষণপক্ষো বাঽস্তু ; বৃহত্ত্বসামান্যলক্ষণতৃতীয়াকারপ্রতিপত্তেঃ সংভবাৎ’ ইতি সিদ্ধান্তিনোঽভিপ্রায়ঃ। ন তু বিশেষণত্বোপলক্ষণত্বয়োঃ সমুচ্চয় ইতি [বদন্তি ?]।

ইতরে তু তদ্বিজিজ্ঞাসস্বেত্যত্রোপাসনং বিধীয়তে। তত্র কেষু-চিদুপাসনেষু জগৎকারণত্বমনুসংধেয়ম্। তত্র জ্ঞাপ্যান্তর্গতত্বাৎ জগৎ-কারণত্বং বিশেষণম্। যত্র তু নানুসংধেয়ম্, তত্রোপলক্ষণম্ ; জ্ঞাপ্যা-নন্তর্গতত্বাদিতি, ‘ইতরে ত্বর্থসামান্যা’ দিতি সূত্রে ব্যাসার্যোক্তেঃ, তদনুসারেণ বিশেষণত্বোপলক্ষণত্বসমুচ্চয়ো (যোঽপি) নানুপপন্ন ইতি বদন্তি।

অতো জগজ্জন্মাদিহেতুত্বং ব্রহ্মলক্ষণমিতি স্থিতম্। প্রকৃতমনুসরামঃ।

(পুনঃ পুনরুপসরণম্)

স তপো—বিশন্তীতি। শৃঙ্গগ্রাহিকয়া ইদং ব্রহ্মেত্যুপদেশং পরি-ত্যজ্য লক্ষণোপদেশপূর্ব্বকং, ‘বিজিজ্ঞাসস্ব’ ইত্যুপদিশতো হ্যয়ং ভাবঃ —‘সংপাদনীয়ং ব্রহ্মজ্ঞানসাধনং সংপাদ্য এতল্লক্ষণলক্ষিতং ব্রহ্ম বিজা-নীহি’ ইতি। এতমর্থং নিশ্চিত্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহাদিলক্ষণস্য তপসো-ব্রহ্মবিদ্যায়ামন্তরঙ্গোপায়ত্বাৎ তদেব সাধনমিতি মত্বা তপঃ কৃত্বা প্রথমতঃ, অন্নস্য সর্ব্বভূতোৎপত্ত্যাদিকারণত্বাৎ, অন্নং ব্রহ্মেতি জ্ঞাত-বানিত্যর্থঃ।

তদ্—ব্রহ্মেতি। অন্নং ব্রহ্মেতি জ্ঞাত্বা উৎপত্তিমত্ত্বাদিনা অন্নস্য ব্রহ্মত্বে অপরিতুষ্যন্ পুনরপি পিতুঃ সমীপমাগত্য, ‘অধীহি ভগব’ ইতি মন্ত্রমুচ্চারিতবানিত্যর্থঃ। তং হোবাচ—তপো ব্রহ্মেতি। ‘পূর্ব্ববদেব তপঃ সমাচর। তপ এব ব্রহ্মবিদ্যাসাধনম্। তস্মাৎ তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব’ ইত্যুক্তবানিত্যর্থঃ।

স তপস্তপ্ত্বা প্রাণো ব্রহ্মেতি—আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি স্পষ্টোঽর্থঃ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাকস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ব্রহ্মবিজ্ঞানার্থং পিতৃসমীপে উপস্থিতস্য পুত্রস্য অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা ব্রহ্মস্বরূপনিশ্চয়ার্থম্ অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি ক্রমেণ বরুণ উদ্দিষ্টবান্। অথেদানীম্ উদ্দেশক্রমেণ তত্র তত্র ব্রহ্মলক্ষণং সঙ্গময়িতুং পুত্রমাহ—তপঃ সমাচরেতি স তপস্তপ্ত্বা অর্থাৎ বিচার্য্য—নিশ্চিতবান্ অন্নং হি নিশ্চিতং ব্রহ্ম। যতো ব্রহ্মলক্ষণম্ উৎপত্তি-স্থিতিলয়কর্তৃত্বম্ তস্মিন্নস্তি—অতোলক্ষণেন উপপত্ত্যাচ অন্নস্য ব্রহ্মত্বং বিজ্ঞাতবান্। উৎপত্তিলক্ষণং যথা অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে ইতি প্রত্যক্ষসিদ্ধং তথা তেন জাতানি জীবন্তি তত্রাপি অন্নে ভুক্তে সতি জীবনস্থিতিঃ, অন্নাভাবেতু তদ্বিরতিরিত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামন্নস্য জীব-শরীরস্থিতিহেতুত্বমবধারিতম্। ততঃ অন্নমেব প্রযন্তি অভিগচ্ছন্তি পরিণামে হি জীবশরীরস্য অন্নে অন্নহেতৌ ভূতে প্রতিগমনমিতি। ততঃ অভিসংবিশন্তি অন্নে লীয়ন্তে অন্নতাদাত্ম্যং প্রাপ্নুবন্তি ইতি যাবদ্ ব্রহ্মলক্ষণমন্নে সঙ্গময্য অন্নমেব ব্রহ্মেতি বিজ্ঞাতবান্। ততশ্চ অন্নময়শরীরস্য উৎপত্তিমত্ত্বং পরিণামিত্বং বিনাশিত্বং জড়ত্বঞ্চ বুদ্ধা জাতসন্দেহঃ অপরিতুষ্যন্ পিতরং পুনরপি ব্রহ্মনির্ণয়ার্থমুপসসার। উপসৃত্যাচাব্রবীৎ অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। অথ পিতা তদভিপ্রায়ং বুদ্ধ্বা উদ্দেশক্রমেণ প্রাণস্য ব্রহ্মত্বং বোধয়িতুং

তমুবাচ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব তপএব প্রধানং ব্রহ্মবিজ্ঞানসাধনমিতি ।১।

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাকস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—ভৃগু পিতার উপদেশানুসারে প্রথমে তপস্যা অর্থাৎ বিচারপূর্ব্বক নিশ্চয় করিলেন যে, অন্নই ব্রহ্ম, কারণ পিতা ব্রহ্মের যে সকল লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন তাহা অন্নেই পাওয়া যায়। যেমন সমস্ত প্রাণিশরীর অন্ন হইতে অর্থাৎ অন্নের পরিণামভূত বীর্য্য ও শোণিত হইতে উৎপন্ন হয়। অন্নের দ্বারাই উহার জীবন সুরক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয় এবং মরণকালে অন্নের আদিভূত পঞ্চভূতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকার নিশ্চয় করিয়াও ভৃগু সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না ; কারণ প্রথমতঃ অন্ন হইতে জীবের শরীরই উৎপন্ন হইয়া থাকে, জীবাত্মা বা ব্রহ্ম কখনও উৎপত্তিশীল বস্তু নহে। দ্বিতীয়তঃ দেহ তো জড়, জীবাত্মা বা ব্রহ্ম কখনও জড় হইতে পারে না। —ইত্যাদি সংশয় ভৃগু পিতা বরুণের নিকট আগমনপূর্ব্বক বর্ণন করিলেন। কিন্তু পিতা কোন উত্তর দিলেন না। কারণ তিনি বিচার করিলেন যে, ভৃগু ব্রহ্মের স্থূল রূপের পরিচয় অবগত হইয়াছে কিন্তু বাস্তবিক ব্রহ্মের স্বরূপে ইহার বুদ্ধি পৌছিতে পারে নাই। সুতরাং ইহার আরও তপস্যা বা বিচার করা আবশ্যক। জড় বস্তুকে যাহারা ব্রহ্ম বিচার করে, তাহারা বাস্তবিক ব্রহ্মস্বরূপ অবগত নহে।

শ্রীগীতাতেও—"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি" (গীঃ ৩।১৪) শ্লোকে অন্ন হইতে জীবশরীর-উৎপত্তির বিষয় পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের "অন্নং রেত ইতি" (৭।১৫।৫১) শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া ভৃগু পুনরায় প্রার্থনা জানাইলেন—হে ভগবন্! যদি আমার বিচার ঠিক না হইয়া থাকে, তবে আপনি কৃপাপূর্ব্বক ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ আমাকে উপদেশ করুন। তখন বরুণ ভৃগুকে কহিলেন যে, তুমি পুনরায় তপস্যা অর্থাৎ বিচার কর। তপস্যাই ব্রহ্মের জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্মের তত্ত্ব জানিতে পারিবে।

এই প্রকারে ভৃগু পিতার আজ্ঞানুসারে পূর্ব্বের ন্যায় তপোময় জীবন অবলম্বন পূর্ব্বক পিতার উপদেশানুসারে ব্রহ্মের স্বরূপ নিশ্চয় করণার্থ বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। এইপ্রকার তপস্যার দ্বারা কি করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী অনুবাকে পাওয়া যাইবে।

বেদান্তসূত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের "লিঙ্গাচ্চ" দ্বিতীয় সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"তদ্বিজ্ঞায় পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসারেতি ভৃগোরাবৃত্তিলিঙ্গাচ্চাৎ সা সিদ্ধা। ইদমাবৃত্তিবিধানমপরাধসত্ত্বাপেক্ষয়েতি বোধ্যম্।

এ-স্থলে শ্রীমদ্বলদেবের সূক্ষ্মা টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"বিজ্ঞায়-পদে জ্ঞা-ধাতুর অর্থ উপাসনা, যেহেতু সংবর্গ-বিদ্যাতে জ্ঞান দ্বারা উপক্রম করিয়া উপাস্তি অর্থাৎ উপপূর্ব্বক আস্ ধাতুর দ্বারা—উপাসনা দ্বারা উপসংহার করিয়াছেন, উপক্রম ও উপসংহার এক প্রকার হওয়া উচিত। এজন্য জ্ঞান উপাসনা-অর্থে ধর্ত্তব্য। আবৃত্তি-বিষয়ে ইহা জ্ঞাপকলিঙ্গ সিদ্ধ হইল।

'ইদমাবৃত্তিবিধানমিত্যাদি'—যাহারা নামাপরাধ করে, তাহাদের সেই অপরাধ ভঞ্জনের জন্য শ্রবণাদির আবৃত্তি আবশ্যক। কিন্তু যাঁহাদের তাহা নাই, তাঁহাদের একবার মাত্র শ্রবণ দ্বারাও আত্মসাক্ষাৎকার হইবে। এ-বিষয়ে বহু শাস্ত্র-প্রমাণ আছে,—যথা—'সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিতি' ইত্যাদি"।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"চিত্রং বিদূরবিগতঃ সকৃদাদদীত……স জহাতি বন্ধম্ ॥"

(ভাঃ ৫।১।৩৫)

অর্থাৎ অন্ত্যজও যদি একবারমাত্র সেই ভগবানের শ্রীনাম গ্রহণ করেন, তিনিও তন্মুহূর্ত্তেই অবিদ্যা-বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

এই সূত্রের শ্রীমধ্বভাষ্যেও পাই,—

"স তপোঽতপ্যত পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসারেত্যাদ্যাবর্ত্তন-লিঙ্গাচ্চ নিত্যশঃ শ্রবণঞ্চৈব মননং ধ্যানমেব বা কর্ত্তব্যমেব পুরুষৈর্ব্রহ্ম-দর্শনমিচ্ছুভিরিতি বৃহত্তন্ত্রে" ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্‌বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তꣳহোবাচ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—[ভৃগু আবার তপস্যা করিতে লাগিলেন, তপস্যা আচরণের ফলে তিনি] প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ (প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন) প্রাণাৎ হি এব খলু (যেহেতু একপ্রাণ হইতেই বাস্তবিক) ইমানি ভূতানি (সমস্ত প্রাণিবর্গ) জায়ন্তে (উৎপন্ন হইয়া থাকে) প্রাণেন (প্রাণদ্বারাই অর্থাৎ প্রাণ থাকিলেই) জাতানি (উৎপন্ন প্রাণিগণ) জীবন্তি (বাঁচিয়া থাকে), প্রাণং প্রযন্তি (প্রাণশক্তিকেই আশ্রয় করে) অভিসংবিশন্তি (এবং প্রাণেই লয় পায় অর্থাৎ প্রাণের সহিতই তাহাদের লয় হয় অতএব ব্রহ্মলক্ষণ সমস্ত প্রাণে আছে) [ভৃগু] তৎ (তাহা—সেই প্রাণই ব্রহ্ম) বিজ্ঞায় (বিশেষরূপে জানিয়া) পুনঃ এব (পুনরায়) পিতরং বরুণম্ উপসসার (পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইলেন) [এবং বলিলেন] ভগবঃ (ভগবন্) ব্রহ্ম অধীহি ইতি (আমাকে ব্রহ্মতত্ত্বের

উপদেশ প্রদান করুন) [পিতা বরুণ] তম্ উবাচ হ (তাহাকে বলিলেন) তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব (তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর) তপঃ ব্রহ্ম ইতি (তপস্যাই ব্রহ্ম) স তপোঽতপ্যত (ভৃগু আবার তপস্যা করিতে লাগিলেন) স তপস্তপ্ত্বা—(তপস্যাচরণের ফলে তিনি) ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে তৃতীয়ানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—অন্ন-ব্রহ্ম-সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া ভৃগু আবার পিতার নিকট গিয়া বলিলেন,—ভগবন্! আপনি আমাকে ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করান। পূর্ব্ববৎ পিতা বরুণ পুত্র ভৃগুকে বলিলেন,—'তপস্যা কর', তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম বিচার করিয়া লও। কারণ তপস্যাই ব্রহ্মোপলব্ধির প্রধান সাধন। পিতার উপদেশে ভৃগু তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া জানিলেন 'প্রাণ ব্রহ্ম', যেহেতু প্রাণে ব্রহ্মলক্ষণ সমস্তই সঙ্গত হইতেছে—প্রাণ হইতেই যেহেতু এইসকল প্রাণি-শরীর উৎপন্ন হইতেছে। উৎপন্ন প্রাণিবর্গ প্রাণদ্বারাই বাঁচিয়া থাকে, প্রাণকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, শেষে প্রাণেই লয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহাতেও ভৃগু নিশ্চয়তা লাভ করিলেন না, কারণ প্রাণেরও উৎপত্তি ও লয় আছে, অতএব প্রাণভিন্ন ব্রহ্ম কেহ আছেন—ইহা জানিবার জন্য পুনরায় পিতার নিকট আসিলেন, আবার প্রার্থনা করিলেন—'ভগবন্! আপনি আমাকে ব্রহ্ম-সম্বন্ধে উপদেশ দিউন।' বরুণ পুত্রকে বলিলেন—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম নির্ণয় কর; কারণ তপস্যাই ব্রহ্মোপলব্ধির প্রধান উপায়। পিতার কথায় ভৃগু আবার তপস্যা করিতে লাগিলেন, তপস্যা আচরণের ফলে—॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ের তৃতীয় অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসো হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্‌বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ॥৩॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—[কিন্তু প্রাণ-ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াও ভৃগু তৃপ্ত হইলেন না, কারণ—প্রাণও জড় ও তাহারও উৎপত্তি, বিনাশাদি বিকার আছে, অতএব উহা ব্রহ্ম হইতে পারে না] মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ (মনঃই ব্রহ্ম, ইহা নিশ্চয় করিলেন) [কারণ] মনসো হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে (সমস্ত ভূত-সৃষ্টির কারণ মনঃ, মনের প্রেরণারই ফলে এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হইয়েছে) মনসা জাতানি জীবন্তি (জাত-পদার্থসমূহ মনোদ্বারাই বাঁচিয়া থাকে, স্থিতি লাভ করে) মনঃ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি (মনের দিকেই ধাবিত হয় এবং মনেই বিলীন হয় অর্থাৎ মনেই লয়প্রাপ্ত হয়; এইজন্য মনঃকেই ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিলেন) তদ্ বিজ্ঞায় (মনঃ ব্রহ্ম জানিয়া) পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার (পিতা বরুণের কাছে আবার নিশ্চয়ার্থ গমন করিলেন) অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি (হে ভগবন্! আপনি আমাকে

ব্রহ্মের উপদেশ দিউন) তং হোবাচ (তাহাকে বরুণ বলিলেন) তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব (তপস্যা কর, তাহার দ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিবে) [কারণ] তপো ব্রহ্মেতি (তপস্যাই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের প্রধান উপায়) স তপোঽতপ্যত (ভৃগু তপস্যা করিতে লাগিলেন অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিষয়ে মনন করিতে লাগিলেন) স তপস্তপ্ত্বা (তিনি তপস্যা করিয়া—) ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে চতুর্থানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—তিনি মনকে প্রাণাপেক্ষা অধিক চৈতন্যময় ও প্রাণাদির প্রেরক বুঝিয়া ব্রহ্মরূপে বিজ্ঞাত হইলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার পরিতৃপ্তি হইল না, তিনি দেখিলেন—মনও অপরের প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া কার্য্য করে, সে স্বতন্ত্র নহে, কিন্তু ব্রহ্ম নিরপেক্ষ, সেজন্য পুনরায় পিতার নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিলেন, ভগবন্ ! আপনি আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করুন। পূর্ব্ববৎ বরুণ পুত্র ভৃগুকে বলিলেন,—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম বিচার কর। তপস্যাই একমাত্র উপায়। পিতার কথায় ভৃগু আবার তপস্যায় রত হইলেন। তপস্যাচরণের ফলে— ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ের চতুর্থ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্‌বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং্‌ হোবাচ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—[এইরূপ উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম ও আন্তর তত্ত্ব দেখিয়া মনে পঁহুছিবার পর ভৃগু ভাবিলেন—ইহাও তো অর্থাৎ এই মনঃও তো বিকল্পাত্মক, অন্যসাপেক্ষ এবং জড়, তবে কিরূপে ব্রহ্ম হইবে ? এই সন্দেহবশতঃ ভৃগু আবার পিতা বরুণের নিকট ব্রহ্মজিজ্ঞাসার্থ গেলেন এবং তদুপদেশে পুনরায় তপস্যা করিয়া জানিলেন] বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ (বিজ্ঞানকে—জীবাত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করিলেন) [কারণ তিনি বুঝিলেন] বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব (বিজ্ঞান হইতেই তো) খলু (নিশ্চিত) ইমানি ভূতানি (এইসকল প্রাণিবর্গ) জায়ন্তে (উৎপন্ন হইতেছে) জাতানি (প্রাণিবর্গ জন্মিয়া) বিজ্ঞানেন (বিজ্ঞানের দ্বারাই) জীবন্তি (জীবিত থাকে) বিজ্ঞানং প্রযন্তি (বিজ্ঞানের অভিমুখে যাইয়া থাকে) অভিসংবিশন্তি (এবং ক্রমে বিজ্ঞানেই লীন হয় অতএব বিজ্ঞানই ব্রহ্ম) তদ্ বিজ্ঞায় (বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম জানিয়া) পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার

(সন্দেহবশতঃ আবার পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইলেন) [বলিলেন] অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি (ভগবন্! আপনি আমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ করুন) তং হোবাচ (বরুণও পূর্ব্বের মত ভৃগুকে বলিলেন) তপসা (মনন দ্বারা) ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব (ব্রহ্ম বিচার কর)[কারণ কি ?] তপো ব্রহ্মেতি (তপস্যাই ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়) [পিতার কথায়] স তপোঽতপ্যত (ভৃগু তপস্যা আচরণ করিলেন) স তপস্তপ্‌ত্বা (তিনি তপস্যাচরণের ফলে—) ।১।

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে পঞ্চমানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—তিনি বিজ্ঞানকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্ণয় করিলেন। যেহেতু বিজ্ঞান হইতেই সমস্ত ভূতবর্গের উৎপত্তি, তাহাতেই উৎপন্নজীব-শরীরের স্থিতি অর্থাৎ তাহাতেই নির্ভর এবং তাহাতেই লয় হয়। কিন্তু ইহাতেও তিনি নিঃসন্দেহ হইতে পারিলেন না, কারণ বিজ্ঞান অর্থে জীবাত্মা, তাহারও উৎপত্তি ও লয় দেখা যায় এবং স্বাধীন বৃত্তিও নাই; সেজন্য ভৃগু পুনরায় পিতা বরুণের কাছে আসিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিতে চাহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করুন। বরুণ পুত্রকে বলিলেন,—আবার তপস্যা কর, তপস্যা করিলেই ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিবে, যেহেতু তপস্যাই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের একমাত্র সাধন। পিতার আদেশে ভৃগু তপস্যা করিলেন, তপস্যা করিবার পর— ।১।

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ের পঞ্চম অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি
ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং
প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। সৈষা ভার্গবী বারুণী
বিদ্যা। পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। স য এবং বেদ
প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবান্ অন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি
প্রজয়া পশুভি র্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ
সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ (আনন্দই ব্রহ্ম, ইহা নিশ্চয় করিলেন), আনন্দাৎ হি এব খলু (যেহেতু একমাত্র আনন্দ হইতেই) ইমানি ভূতানি (এই সমস্ত প্রাণিবর্গ) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়) আনন্দেন জাতানি জীবন্তি (জাত প্রাণিবর্গ আনন্দদ্বারাই বাঁচিয়া থাকে) আনন্দং প্রযন্তি (আনন্দকেই আশ্রয় করিয়া থাকে অর্থাৎ আনন্দাভিমুখেই অগ্রসর হয়) অভিসংবিশন্তি ইতি (পরিশেষে আনন্দেই লয় প্রাপ্ত হয়) [ইহা তিনি তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া মনন করিতে করিতে প্রথমে অন্ন অর্থাৎ অন্নময় দেহ, ক্রমে প্রাণ, মনঃ ও বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ ব্রহ্ম লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া ধীরে ধীরে অন্তরে প্রবেশ করতঃ অন্তরতম আনন্দময়কে ব্রহ্ম জানিতে পারিলেন, ইহা দ্বারা উপদিষ্ট হইতেছে যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি বাহ্য ও আভ্যন্তর

সমস্ত তত্ত্ব-সমাধানরূপ তপস্যা আচরণ করিবেন। ইহাই এই আখ্যায়িকার প্রতিপাদ্য অর্থ]

[এইরূপে আখ্যায়িকার উপসংহার করিয়া আখ্যায়িকা-প্রতিপাদ্য-বিষয় শ্রুতি বলিতেছেন—] সা এষা (এতাবৎ প্রবন্ধ দ্বারা ব্যক্তীভূত এই সেই) ভার্গবী (ভৃগুর প্রতি উপদিষ্ট ও তাহা কর্তৃক বিদিত) বারুণী (বরুণপ্রোক্ত) বিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা) পরমে ব্যোমন্ (পরব্যোমে অর্থাৎ হৃদয়াকাশগুহায়স্থিত আনন্দময় পুরুষে) প্রতিষ্ঠিতা (পরিসমাপ্ত ; ইহার উপর আর কেহ নাই) য এবং বেদ (যে ব্যক্তি এইরূপে আনন্দময় পুরুষকে অন্তরতম চরম ধ্যেয় বলিয়া জানেন) সঃ (সেই ব্রহ্মবিদ্) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠা লাভ করেন অর্থাৎ পরমেশ্বরসাযুজ্য অর্থাৎ পরমেশ্বরের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদভাবে সম্বন্ধযোগ লাভ করেন, ইহা তাঁহার পারলৌকিক পারমার্থিক ফল ; ঐহিক ফলও ইহার আছে) অন্নবান্ (প্রভূত অন্নের অধিকারী হন) [অন্ন থাকিলেই সকলে অন্নবান্ হইতে পারে, ইহাতে আর বিদ্যার ফল কি হইল ? সেজন্য বলিতেছেন] অন্নাদঃ ভবতি (অন্নভোজী হন অর্থাৎ দীপ্তজঠরাগ্নি হন) [এবং] মহান্ ভবতি (মহত্ত্ব লাভ করেন) [কাহার দ্বারা ?] প্রজয়া (সন্ততি দ্বারা অর্থাৎ উত্তম পুত্রাদি দ্বারা মহান্ হন) পশুভিঃ (গো, অশ্ব, ধন, ধান্য-সম্পদের দ্বারা সম্পন্ন হন) ব্রহ্মবর্চ্চসেন (ব্রহ্মতেজঃ দ্বারা) মহান্ কীর্ত্ত্যা (শুভাচরণ জনিত কীর্ত্তি দ্বারা মহান্ হন) ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—তিনি আনন্দকে ব্রহ্ম নিশ্চয় করিলেন। যেহেতু তিনি দেখিলেন—আনন্দময় পরমেশ্বর হইতেই এই সমস্ত জীব উৎপন্ন

হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া পরমেশ্বরের দ্বারাই জীবনধারণ করিতেছে, ক্রমশঃ পরমেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং পরিশেষে তাঁহাতেই লীন হইতেছে।

বরুণপ্রোক্ত ভৃগুকর্তৃক অধিগত এই সেই ব্রহ্মবিদ্যা পরব্যোমে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে স্থিত আনন্দময় পরব্রহ্মে পরিসমাপ্ত হইয়া আছে। অন্য যে কেহ এইভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি প্রতিষ্ঠিত হন অর্থাৎ পরমেশ্বরের সহিত সাযুজ্য অর্থাৎ অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ লাভ করেন, তিনি ইহলোকেও প্রচুর অন্নশালী হন এবং অন্ন ভোজনকারী হন। পুত্রাদি সন্ততি, গো-মহিষাদি পশুসমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ ও শমদম-জ্ঞানাদির নিমিত্তীভূত ব্রহ্মতেজঃ দ্বারা মহত্ত্ব লাভ করেন। শুভাচরণজনিত কীর্তিসম্পন্নও হন॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ের ষষ্ঠ অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—(বিদ্যাফলম্)

সৈষা—প্রতিষ্ঠিতা। ভৃগবে বরুণেন প্রোক্তা বিদ্যা অন্নময়াদিক-মতিক্রম্য, 'পরমে ব্যোমন্' ইতি নির্দ্দিষ্টে পরমব্যোমশব্দিতে পরমাত্মনি প্রতিষ্ঠিতা। ন তু তমপ্যতিক্রম্য ততোঽন্যত্র গতেত্যর্থঃ। তদ্বেদনস্য ফলমাহ—স য এবং—কীর্ত্ত্যা। স্পষ্টোঽর্থঃ॥৬ অনুঃ॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাকস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—স ভৃগুঃ তপঃ মননং বাহ্যান্তঃকরণসমাধানং, অতপ্যত আচরিতবান্, তপস্তপ্ত্বা তপস্যাফলং প্রাণো ব্রহ্মেতি বিজ্ঞাতবান্।

কথম্ ? তদাহ—প্রাণাৎ হি খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি ব্রহ্মলক্ষণং তত্র সঙ্গমিতবান্। অথাপি প্রাণস্য জড়ত্বাৎ পরতন্ত্রত্বাচ্চ ব্রহ্মত্বে কাৎর্স্নেন অপরিতুষ্যন্ পুনরপি প্রকৃতব্রহ্মজ্ঞানায় ভৃগুঃ পিতরমুপসৃত্য প্রার্থিতবান্ 'অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি' হে ভগবন্! যদধীন এষ প্রাণস্তদেব ব্রহ্ম মাম্ উপদিশ। বরুণেন জ্ঞাতমপ্যাপি নৈষ ব্রহ্মণোঽনুসন্ধানং লেভে অতস্তদর্থং পুনস্তপশ্চরণীয়মিতি মত্বোবাচ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্বেতি। পিতুরুপদেশাৎ পুনরপি স তপোঽতপ্যত তপস্তপ্ত্বা জ্ঞাতবান্ যন্মনোঽধীনঃ সন্ প্রাণঃ প্রবর্ত্ততে, অতো মন এব ব্রহ্ম তস্য জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়কারণত্বরূপব্রহ্মলক্ষণবত্ত্বাৎ ইতি অথ তথাপি মনসঃ সঙ্কল্পবিকল্পময়ত্বাৎ ব্রহ্মস্বরূপত্বমসম্ভাবয়ন্ পিতুঃসমীপে পুনরুপসসার, তস্যোপদেশাৎ বিজ্ঞানং জীবাত্মানং ব্রহ্মত্বেন তপসা উপলব্ধবান্, যতো বিজ্ঞানস্য ব্রহ্মলক্ষণং সঙ্গচ্ছত ইতি কিন্তু তথাপি স ন নিশ্চিতবান্ বিজ্ঞানস্য চৈতন্যং খলু পরাধীনম্ অতস্তচ্চৈতন্যাধায়কং নূনং কিমপ্যস্তি ইতি নিশ্চেতুং পুনরপি পিতরমুপসসার, পূর্ব্ববৎ পিতুরাদেশাৎ তপস্তপ্ত্বা স আনন্দো-ব্রহ্মেতি বিজ্ঞাতবান্ তত্রৈব ব্রহ্মলক্ষণং পর্য্যাপ্তং ব্রহ্মস্বরূপত্বং নির্ব্বিবাদমিতি প্রবন্ধতাৎপর্য্যম্।

ইদং ব্রহ্মেতি শৃঙ্গগ্রাহিকয়া ব্রহ্মানুপদিশ্য বরুণেন পুনঃপুনস্তপশ্চরণোপদেশস্যেদং তাৎপর্য্যম্—সম্পাদনীয়ং ব্রহ্মজ্ঞানসাধনং সম্পাদ্য পশ্চাদেতল্লক্ষণলক্ষিতং ব্রহ্ম বিজানীহীতি। ইন্দ্রিয়নিগ্রহাদিলক্ষণস্য তপসো ব্রহ্মবিদ্যায়ামন্তরঙ্গসাধনত্বাৎ তদেব ব্রহ্ম বোধোপায়ত্বেনাবলম্ব্য প্রথমতঃ অন্নং সর্ব্বভূতোপাদানত্বাদিলক্ষণবত্ত্বাৎ ব্রহ্মত্বেন জ্ঞাতবান্। ততশ্চ অন্নস্য ক্ষয়িষ্ণুত্বাজ্জড়ত্বাচ্চ তত্র ব্রহ্মলক্ষণং ন সম্পূর্ণমিতি বুদ্ধা ভৃগোঃ পিতুঃসমীপে উপসর্পণম্। নন্ বুতঃ পুনরনুপদিষ্টস্য তপসো ব্রহ্মজ্ঞানসাধনত্বোপপত্তির্ভৃগোরিতি নাশঙ্ক্যম্ সাবশেষোক্তেঃ, কিং পুনঃ সাবশেষম্। ব্রহ্মণঃ প্রতিপত্তৌ অন্নাদি দ্বারং লক্ষণঞ্চোক্তাপি

ন সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টবানিতি। যতঃ স্বরূপেণোক্তবানতঃ সাবশেষম্ সাধনান্তরাপেক্ষিত্বাৎ। তচ্চতপ ইতি, ন সর্ব্বসাধকতমত্বাৎ। অতো ভৃগুস্তপঃ প্রপেদে, তপস্তপ্ত্বাদৌ অন্নং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞাতবান্। তত্রাপরিতুষ্যন্ পুনরপি পিতরমুপসসার, তথৈব তপসে আদিষ্টস্তপস্তপ্ত্বা ক্রমেণ প্রাণং ব্রহ্ম, মনো ব্রহ্ম, বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞাতবান্। যাবদ্ ব্রহ্মণো নিরতিশয়ং লক্ষণং ন সম্পদ্যতে তাবৎ পুনঃপুনস্তপোঽনুষ্ঠেয়মিতি তপঃ সমাচর্য্য পরিশেষে আনন্দং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞাতবান্ তত্র ব্রহ্মলক্ষণং সঙ্গময়তি। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্ত ইত্যাদি।

এবং বরুণাদিষ্টেন তপসা বিশুদ্ধাত্মা অন্নাদিষু সাকল্যেন ব্রহ্মলক্ষণমলভমানঃ ক্রমেণ অন্তরমনুপ্রবিশ্য নেতি নেতি দ্বারা ইতরব্যবচ্ছেদপূর্ব্বকম্ অন্তরতমমানন্দময়ং পুরুষং ব্রহ্মত্বেন বিজ্ঞাতবান্। 'আনন্দময়োঽভ্যাসাদি'তি সূত্রেণ সূত্রকৃতা তস্যৈব পরমেশ্বরত্বং প্রতিপাদিতম্। ভাষ্যকৃতাপি কিঞ্চোত্তরত্র ব্রহ্মজিজ্ঞাসুং প্রতি তৎ পিতা বরুণো বিশ্বোৎপত্ত্যাদিহেতুভূতং বস্তু ব্রহ্মেত্যুপদিশ্য পুনঃ স বুদ্ধ্যর্থমন্নপ্রাণমনোবিজ্ঞানানি ক্রমেণ ব্রহ্মেত্যুক্তাস্তেষ্বানন্দময়ং ব্রহ্মেত্যুপদর্শ্যোপররাম। মদুক্তেয়ং বিদ্যা ভগবন্নিষ্ঠেত্যভিদধৌ ইতি এতৎ সর্ব্বং বিশদীকৃতম্। উপসংহারে আনন্দময়-ব্রহ্মবিজ্ঞানস্য ফলমুচ্যতে য এবমন্যোঽপি তপসৈব সাধনেনানেনৈব ক্রমেণানুপ্রবিশ্যানন্দং ব্রহ্ম বেদ জানাতি স এবং পরমে ব্রহ্মণি প্রতিতিষ্ঠতি। দৃষ্টং ফলমপি তস্যোচ্যতে সঃ অন্নবান্ ভবতি—প্রভূতান্নশালী অন্নবান্, ন কেবলং তথা কিন্তু অন্নাদোঽপি অন্নভোজনকারী দীপ্তাগ্নিরিত্যর্থঃ, স প্রজয়া সন্তত্যা, পশুভিঃ গবাদিভিঃ সম্পত্তিঃ, ব্রহ্মবর্চ্চসেন ব্রহ্মতেজসা চ সম্পন্নো মহান্ ভবতি, শুভাচারজনিতয়া কীর্ত্ত্যা লোকে পূজ্যতে চ ॥৩-৬ অনুঃ॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাকস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—ভৃগু পিতার আদেশানুসারে তপস্যার দ্বারা নিশ্চয় করিলেন প্রাণই ব্রহ্ম। তিনি বিচার করিলেন যে, তাহার পিতা ব্রহ্মের লক্ষণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমস্তই প্রাণে পাওয়া যাইতেছে। সমস্ত প্রাণিশরীর প্রাণ হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ এক জীবিত প্রাণী হইতে তৎসদৃশ অপর প্রাণী উৎপন্ন হইয়া থাকে। সকলে প্রাণের দ্বারা জীবিত থাকে। প্রাণের দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ হয়, প্রাণের দ্বারাই অন্ন গ্রহণ হয়, প্রাণ না থাকিলে কোন প্রাণী জীবিত থাকে না। আর মরণের পর সকলে প্রাণেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। কারণ মৃত শরীরে প্রাণ থাকে না। অতএব প্রাণই নিঃসন্দেহে ব্রহ্ম।

এইরূপ নিশ্চয় করিয়াও তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া পুনরায় পিতার সমীপে উপস্থিত হইয়া নিজের অনিশ্চয়তার বিষয় নিবেদন করিলেন। পিতা কোন উত্তর করিলেন না পরন্তু তিনি মনে মনে বিচার করিলেন যে, পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সূক্ষ্ম বিচার গ্রহণ করিলেও ভৃগু এখনও সঠিক ব্রহ্মবিচার গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই।

এদিকে ভৃগু পিতা কর্তৃক নিজ বিচারের সমর্থন না পাইয়া তিনি পিতার নিকট পুনরায় প্রার্থনা করিলেন যে, হে ভগবন্! যদি আমার ব্রহ্মজ্ঞান ঠিক না হইয়া থাকে, তবে আপনি কৃপাপূর্ব্বক ব্রহ্মের তত্ত্ব আমাকে উপদেশ করুন। তখন বরুণ পুনরায় ভৃগুকে কহিলেন যে, তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা কর। তপস্যাই ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার প্রধান উপায়। পিতার আজ্ঞানুসারে ভৃগু তপস্যা করিলেন এবং তপস্যার ফল পরবর্তী অনুবাকে বর্ণিত হইয়াছে।

এইবার ভৃগু পিতার আজ্ঞানুসারে তপস্যাকরতঃ নিশ্চয় করিলেন যে, মনঃই ব্রহ্ম। কারণ ব্রহ্মলক্ষণ মনেই পাওয়া যাইতেছে। মন হইতেই সর্ব্ব প্রাণীর শরীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। স্ত্রী ও পুরুষের

মানসিক প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ হইতে প্রাণী বীজরূপে মাতার গর্ভে আসিয়া উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হইবার পর মনের সহযোগেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়দ্বারা সমস্ত জীবনোপযোগী বস্তুর উপভোগকরতঃ জীবিত থাকে। আর মরণের পর মনেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। মরণের পর শরীরে প্রাণ ও ইন্দ্রিয় থাকে না। অতএব মনই ব্রহ্ম।

এইপ্রকার নিশ্চয় করিয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় পিতা বরুণের নিকট নিজ অনুভূত বিষয় বর্ণন করিলেন। ইহাতে পিতা কোন উত্তর না করায় ভৃগু মনে করিলেন যে, তাহার বিচার পিতা সমর্থন করিলেন না। তখন তিনি পুনরায় পিতার নিকট প্রার্থনা করিলেন—হে ভগবন্! যদি আমার জ্ঞান ঠিক না হইয়া থাকে, তবে আপনি দয়া করিয়া আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলুন। তখন বরুণ পূর্ব্বের ন্যায় বলিলেন—তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা কর। অর্থাৎ তপস্যা আচরন পূর্ব্বক আমার উপদেশে পুনরায় বিচার কর। ব্রহ্মকে জানিবার তপস্যাই প্রধান উপায়, ইহা ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বিতীয় উপায় নাই।

পিতার আদেশানুসারে এবারেও ভৃগু তপস্যা করিতে লাগিলেন এবং বিচারে যাহা প্রাপ্ত হইলেন—তাহা পরবর্ত্তী অনুবাকে বর্ণিত আছে।

এইবার ভৃগু পিতার উপদেশানুসারে নিশ্চয় করিলেন যে, বিজ্ঞানস্বরূপ চেতন জীবাত্মাই ব্রহ্ম। কারণ পিতা ব্রহ্মের লক্ষণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা ইহাতেই পূর্ণরূপে পাওয়া গিয়াছে। সমস্ত প্রাণি-শরীর জীবাত্মা হইতে উৎপন্ন হয়। চেতন প্রাণী হইতে যে প্রাণীর উৎপত্তি, তাহা প্রত্যক্ষেই দেখা যায়। আবার উৎপন্ন হইয়া জীবাত্মার দ্বারাই বাঁচিয়া থাকে। যদি শরীরে জীবাত্মা না থাকে, তবে মনঃ, ইন্দ্রিয়াদি কেহই থাকে না বা কেহই নিজ নিজ কার্য্য

করিতে সমর্থ হয় না। পুনরায় মরণের পর মনঃ, প্রাণাদি সব জীবাত্মাতেই প্রবিষ্ট হয়। জীবাত্মা উৎক্রান্ত হইলে মৃত-শরীরে আর কাহারও অস্তিত্ব দেখা যায় না। অতএব বিজ্ঞানস্বরূপ জীবাত্মাই ব্রহ্ম। ইহা নিশ্চয় পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় পিতার নিকট সমস্ত জ্ঞাততত্ত্ব নিবেদন করিলেন কিন্তু পিতা বরুণ কোন উত্তর করিলেন না। ইহাতে ভৃগুর মনে সংশয় উপস্থিত হইল যে, তাহার বিচারিত-তত্ত্ব পিতা সমর্থন করিতেছেন না। তখন ভৃগু পুনরায় পিতার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, ভগবন্! যদি আমার তত্ত্ব-বিচার ঠিক না হইয়া থাকে, তবে আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দিউন। তখন বরুণ ভৃগুকে কহিলেন যে, তুমি পুনরায় তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা কর। অর্থাৎ তপস্যা পূর্ব্বক আমার পূর্ব্ব উপদেশানুসারে বিচার কর। তপস্যাই ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। এইবারও পিতার আজ্ঞানুসারে তপস্যা করিয়া যাহা নিশ্চয় করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী অনুবাকে পাওয়া যাইবে।

এইবার ভৃগু পিতা বরুণের উপদেশানুসারে গভীর বিচারপূর্ব্বক স্থির করিলেন যে, আনন্দই ব্রহ্মস্বরূপ। কারণ আনন্দময় পরমাত্মাই অন্নময়াদি সকলের আন্তর অন্তরাত্মা। আর সব উঁহার স্থূলরূপ। এই কারণে উঁহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি করা হয়। আর ব্রহ্মের আংশিক লক্ষণও পাওয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বাংশে ব্রহ্মের লক্ষণ আনন্দস্বরূপেই অবস্থিত। সৃষ্টির প্রথমে সকল প্রাণীই আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইনিই সকলের আদি-কারণ। আর এই আনন্দস্বরূপের লেশমাত্র পাইয়াই সব প্রাণী বাঁচিয়া আছে। কেহই কেবলমাত্র দুঃখের সহিত বাঁচিয়া থাকিতে চায় না। এমন কি, আনন্দময় সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তির প্রেরণাতেই

জগতের সমস্ত প্রাণীর সকল চেষ্টা কার্য্যকরী হয়। উহাঁর শাসনে থাকিয়াই সূর্য্যাদি নিজ নিজ কার্য্যাদি করিতেছে। তাহাতেই সমস্ত প্রাণী জীবিত থাকে। সকলের জীবনাধার আনন্দস্বরূপ সেই পরমাত্মা। প্রলয়কালেও সকলপ্রাণী ব্রহ্মাণ্ডসহ উহাঁতেই প্রবিষ্ট হয় অর্থাৎ উহাঁতে বিলীন হইয়া থাকে।

ভৃগু তপস্যার দ্বারা ক্রমে ক্রমে অন্ন, প্রাণ, মনঃ ও বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইতে চেষ্টা করিয়া তৃপ্ত হইলেন না, পরে আনন্দ-শব্দবাচ্য ব্রহ্মকে অবগত হইলেন অর্থাৎ শক্তিসহ শক্তিমান্ পুরুষকে অবগত হইলেন।

এই বিদ্যা পরব্যোমে পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিতা পরিনিষ্ঠিতা। ব্রহ্মে সকলই প্রতিষ্ঠিত। ইহা জানিয়া তাঁহারই উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

যিনি ইহা জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠিত, অন্নসম্পন্ন ও অন্নভোক্তা হন। তিনি প্রজা, পশু ও ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হইয়া মহান্ হন। তিনি কীর্ত্তির দ্বারাও মহান্ হইয়া থাকেন।

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, বিশুদ্ধ চিত্ত ভৃগু পূর্ব্বোক্ত অন্ন, প্রাণ প্রভৃতিতে ব্রহ্ম লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া ক্রমশঃ অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক তপস্যা অর্থাৎ সমাধি বা উপাসনা-প্রভাবেই আনন্দময়-স্বরূপকে ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন। সেই হেতু ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু পুরুষের পক্ষে তপস্যার অনুষ্ঠান করাই আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যে পাই,—

> "স এষ ভগবাঁল্লিঙ্গৈস্ত্রিভিরেতৈরধোক্ষজঃ।
> স্বলক্ষিতগতির্ব্রহ্মন্ সর্ব্বেষাং মম চেশ্বরঃ॥" (ভাঃ ২।৫।২০)

অর্থাৎ সেই মায়াশক্তিমান্ অতীন্দ্রিয় ভগবানের তত্ত্ব, জীবের অবর উপাধিস্বরূপ গুণত্রয় দ্বারা লক্ষিত হয় না। কেবল তাঁহার

প্রণত ভক্তগণই তাঁহার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন। তিনি আমার এবং সকলেরই ঈশ্বর।

শ্রুতি স্বয়ংই এই আখ্যায়িকা সমাপ্ত করিয়া নিজের কথায় আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন—এই ভার্গবী অর্থাৎ ভৃগুকর্ত্তৃক বিদিত এবং বরুণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট—বারুণী বিদ্যা পরমব্যোমে পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিতা।

অন্য যে কোন ব্যক্তিও যথোক্ত প্রণালীক্রমে অর্থাৎ ভৃগুর ন্যায় তপস্যারূপ সাধন দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি লাভকরতঃ আনন্দরূপী পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মে স্থিতি লাভ করেন অর্থাৎ পরব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য-ভাব অর্থাৎ তদীয়ত্ব প্রাপ্ত হন ॥৩-৬ অনুবাক ॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ের ষষ্ঠ অনুবাকের ‘তত্ত্বকণা’-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে সপ্তমোঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্ব্রতম্। প্রাণো বা অন্নম্। শরীরমন্নাদম্। প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো-ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে সপ্তমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—অন্নং ন নিন্দ্যাৎ (যেহেতু অন্নকে দ্বার করিয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মবিজ্ঞানে উপস্থিত হয়, সেইজন্য অন্নকে অবজ্ঞা করিবে না) তদ্ব্রতম্ (অন্নকে নিন্দা না করাই ব্রহ্মবিদের ব্রত। অর্থাৎ অন্ন ব্রহ্মোপলব্ধির সাধন, এজন্য উহা একটি অঙ্গ) প্রাণঃ বৈ অন্নম্ (যেহেতু প্রাণের সাধন অন্ন অতএব প্রাণ অন্নস্বরূপ), শরীরম্ অন্নাদম্ প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতং শরীরে চ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ (অন্ন এক কারণ, যেহেতু প্রাণ শরীরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত অতএব উহা অন্নাদ। যুক্তি এই,—যাহা যাহার অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত সে তাহার অন্ন। প্রাণ অন্নময় শরীর-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, অতএব প্রাণ অন্ন আর শরীর অন্নাদ, আবার শরীরও অন্ন, প্রাণ অন্নাদ। প্রাণে শরীর প্রতিষ্ঠিত কিরূপে? যেহেতু—শরীর-স্থিতি প্রাণাধীন, এইজন্য শরীর ও প্রাণ উভয় অন্ন ও অন্নাদ) তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ (অতএব শরীর-

রূপ অন্ন প্রাণরূপী অন্নে প্রতিষ্ঠিত) যঃ (যে ব্যক্তি) এতদ্ অন্নম্ (এই শরীররূপ অন্নকে) অন্নে (প্রাণে) প্রতিষ্ঠিতম্ (নির্ভরকারী) [আবার প্রাণ অন্নে প্রতিষ্ঠিত এইরূপ] বেদ (জানে) সঃ (সেই অন্ন-প্রাণতত্ত্ববিদ্) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত হয়) [সঃ] অন্নবান্ (সে ব্যক্তি প্রচুর অন্নশালী) অন্নাদঃ (অন্নভোজনপটু) ভবতি (হইয়া থাকে), প্রজয়া (পুত্রাদি সন্ততি দ্বারা) পশুভিঃ (গো-মহিষাদি পশু-সমূহ দ্বারা) ব্রহ্মবর্চ্চসেন (শমদমাদি সাধনোপযোগী ব্রহ্মঃতেজে) মহান্ (মহৎ লোকোত্তর) ভবতি (হয়) কীর্ত্ত্যা (শুভানুষ্ঠান জনিত কীর্ত্তিতে) মহান্ [ভবতি] (প্রথিত হয়) ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে সপ্তমানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্ত ॥

অনুবাদ—যেহেতু ব্রহ্মবিজ্ঞানের দ্বার অন্ন, অন্নময়াদি কোশ ধরিয়া অন্তরতম ব্রহ্ম উপলব্ধি হয়, এইজন্য অন্নকে গুরুর মত মনে করিবে, কখনও তাহার নিন্দা করিবে না। অন্ন একপ্রকার ব্রত-স্থানীয়, এইরূপে অন্নের প্রশংসা জানিবে, যেহেতু অন্ন ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বারভূত—এইজন্য অন্ন স্তবনীয়। প্রাণই অন্ন, যেহেতু অন্নেই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য—প্রাণ অন্ন, আর শরীর অন্নাদ (অন্ন ভোক্তা) আবার শরীরও প্রাণে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রাণাধীন বৃত্তিমান্ হওয়ায় প্রাণ তাহার অন্নস্বরূপ, শরীর অন্নাদ, তবেই দেখ—প্রাণ ও অন্ন উভয়ই উভয়ের অন্ন এবং উভয়ই অন্নাদ। এইরূপে অন্ন অন্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। এইরূপ বিজ্ঞানবান্ যে কেহ হইবে—অর্থাৎ প্রাণ অন্নে প্রতিষ্ঠিত এবং অন্ন প্রাণে প্রতিষ্ঠিত সুতরাং উভয়ই অন্ন ও অন্নাদ এইরূপ জ্ঞান করে, সে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সে অন্নবান্ অর্থাৎ প্রচুর অন্নশালী হয় এবং অন্নভোজনপটু হয়, শুধু ইহাই

নহে, এই বিজ্ঞানফলে সে পুত্রাদি দ্বারা মহত্ত্ব লাভ করে, গো-অশ্বাদি পশুসম্পদ্ সম্পন্ন হয় এবং ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হইয়া থাকে। জগতে কীর্ত্তি-দ্বারা মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয় ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ের সপ্তম অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অন্নং হি বিদ্যাঙ্গভূতং ব্রহ্মজ্ঞানস্য দ্বারত্বাৎ, অতোঽন্নং ন নিন্দ্যাৎ, তদ্ধি প্রাণরক্ষাহেতুঃ, অন্নস্তুতয়ে ইদং ব্রহ্ম বেত্তু-কামস্য ব্রতমুপদিশ্যতে। যথা অন্নং ন নিন্দ্যাৎ নাবজানীত, যতস্তদ্ ব্রতম্ অন্নং হি ব্রতরূপম্ ব্রহ্মোপলব্ধিসাধনম্। প্রাণো অন্নম্—অন্ন-হেতুকত্বাৎ প্রাণস্থিতেঃ। শরীরং পুনঃ অন্নাদম্—অন্নভোক্তৃ, কথং? যতঃ প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্—প্রাণনিমিত্তত্বাৎ শরীরস্থিতেঃ অত উভয়-মুভয়স্থিতিহেতুকত্বাৎ অন্নং প্রাণো ভবতি প্রাণোঽপি অন্নং ভবতি অতো-ঽন্নম্ অন্নাদশ্চ যেনান্যোঽন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ তেনান্নম্, তথা যেনান্যোন্যস্য প্রতিষ্ঠা তেনান্নাদঃ, এবং পরস্পরসাপেক্ষত্বাৎ শরীরং প্রাণশ্চ অন্নম্ অন্নাদশ্চ উভয়মেব ভবতি। এতজ্জ্ঞানফলমাহ—স য ইত্যাদিনা, যঃ এবমন্যোঽপি যঃ কশ্চিৎ এবম্ এতদন্নে প্রতিষ্ঠিতঃ প্রাণঃ প্রাণে প্রতিষ্ঠিতমন্নমিতি বেদ জানাতি স এবংবিদ্ প্রতিতিষ্ঠতি অন্নাদাদি স্বরূপেণ খ্যাতিং লভতে। কিঞ্চ ফলান্তরং—সঃ অন্নবান্ প্রচুরান্ন-শালী, অন্নাদঃ অন্নভোজনোপযোগিদীপ্তাগ্নির্ভবতি প্রজয়া পুত্রাদি-সন্ততিদ্বারা, পশুভিঃ গবাশ্বাদিভির্ভোগসাধনৈর্ব্বস্তুভিঃ ব্রহ্মবর্চ্চসেন শমদমাদিসাধনভূতেন ব্রহ্মতেজসা মহান্ সম্পন্নো ভবতি। কীর্ত্ত্যা চ প্রথিতো ভবতি ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে সপ্তমানুবাকস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—এই অনুবাকে অন্নের মহত্ত্ব বর্ণন পূর্ব্বক তাহার জ্ঞানের ফল বলিতেছেন। অন্ন দ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। অতএব অন্নকে কখনও ঘৃণা বা নিন্দা করিবে না। অন্নের নিন্দা না করা একটি ব্রত জানিবে। প্রাণ শরীরে প্রতিষ্ঠিত; অতএব শরীর অন্নাদ ও প্রাণ অন্ন। আবার তদ্রূপ প্রাণে শরীর প্রতিষ্ঠিত; অতএব প্রাণ অন্নাদ ও শরীর অন্ন। এইজন্য শরীর ও প্রাণ উভয়ই অন্ন ও অন্নাদ। যিনি শরীররূপ অন্নকে প্রাণে ও প্রাণরূপ অন্নকে শরীরে প্রতিষ্ঠিত জানেন, তিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি অন্নবান্ ও অন্নভোক্তা হইয়া থাকেন। তিনি প্রজা অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি, পশু অর্থাৎ গো-মহিষাদি এবং ব্রহ্মতেজোসম্পন্ন হইয়া মহান্ হন। তিনি জগতে কীর্ত্তির দ্বারাও মহান্ হইয়া থাকেন।

ইহা এক সাধারণ নিয়ম, যে ব্যক্তি যে বস্তুর অপেক্ষা করে, তাহার সেই বস্তুর প্রতি মহত্ত্ববুদ্ধি হওয়া দরকার। তাহা হইলেই উহার জন্য প্রযত্ন করা হয়। যদি কোন বস্তুর প্রতি হেয়-বুদ্ধি থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেও ইচ্ছা করে না। সুতরাং অন্নাদিসম্পন্ন হইতে চাহিলে, তাহার সর্ব্বাগ্রে এই ব্রত গ্রহণ করা উচিত যে, আমি কখনও অন্নের নিন্দা করিব না।

দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মবিজ্ঞান-লাভের পক্ষে অন্নময় কোশ একটি দ্বারভূত। প্রথমেই এই অন্নময় কোশ, তদভ্যন্তরে ক্রমশঃ প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও সকলের আন্তরতম আনন্দময় বস্তু ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ের সপ্তম অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে সপ্তমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমোঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্ব্রতম্। আপো বা অন্নম্। জ্যোতিরন্নাদম্। অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভি ব্র্হ্মবর্চ্চসেন। মহান্‌কীর্ত্ত্যা ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—[দ্বিতীয় ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গ-ব্রত বলিতেছেন—] অন্নং (অন্নকে) ন পরিচক্ষীত (পরিহার করিবে না, পাত্রস্থিত পবিত্র অন্ন উপস্থিত হইলে তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে না) তদ্ব্রতম্ (সেই অন্নের অপরিহার,—ইহা এইটি ব্রত জানিবে), আপো বৈ অন্নম (জলও একপ্রকার অন্ন অর্থাৎ জলকে অন্নবোধ করিবে) [এবং] জ্যোতিঃ (অগ্নিকে) অন্নাদম্ (সেই অন্নের ভোক্তা বলিয়া জানিবে) [যেহেতু] অপ্সু (জলে) জ্যোতিঃ (অগ্নি) প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠিত আছে অর্থাৎ অগ্নি হইতেই জলের যেহেতু উৎপত্তি অতএব জল অগ্নিসাপেক্ষ, যে যাহার অন্তরে স্থিত সে তাহার অন্ন, এইজন্য জলের অন্তরে অগ্নি প্রতিষ্ঠিত, এজন্য জল তাহার অন্ন এবং অগ্নি অন্নাদ) [পরস্পর সাপেক্ষতা ধরিয়াও অন্ন-অন্নাদভাব গৃহীত হয়। তাহাই দেখাইতেছেন—অপ্স জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্—জলে অগ্নি

প্রতিষ্ঠিত,—আবার] জ্যোতিষি (অগ্নিতে) আপঃ (জল) প্রতিষ্ঠিতাঃ (নির্ভরশীল) তদেতদন্নম্ প্রতিষ্ঠিতম্ (অতএব সেই জল ও অগ্নি উভয়ই উভয়ের অন্ন ও উভয়ই অন্নাদ) য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ (অন্য যে কোনও ব্যক্তি এই জল-অন্নকে অগ্নিরূপ অন্নে প্রতিষ্ঠিত জানে) স প্রতিতিষ্ঠতি (তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। [সঃ—তিনি] অন্নবান্ (প্রচুর অন্নসম্পন্ন) অন্নাদঃ (অন্ন-ভোক্তা) ভবতি (হন) [আরও] প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চ্চসেন মহান্ ভবতি (তিনি সন্তান, পশু, ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা মহিমান্বিত হন) কীর্ত্ত্যা [চ] মহান্ [ভবতি] (কীর্ত্তি দ্বারাও মহত্ত্ব লাভ করেন) ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—পবিত্র অন্ন উপস্থিত হইলে তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে না, যেহেতু অন্ন ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের সহায়ক। এইরূপ জল ও অগ্নিতে অন্ন ও অন্নাদ-বুদ্ধি ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপযোগী। তাহাই দেখাইতেছেন —অন্নকে পরিহার না করা একটি ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ—ব্রত। জলকে অন্ন মনে করিবে এবং অগ্নি সেই অন্নের ভোক্তা বলিয়া জ্ঞাতব্য ! যেহেতু জলে অগ্নি প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি-হেতু জলের মধ্যে অগ্নি প্রতিষ্ঠিত, আবার অগ্নিতে জল প্রতিষ্ঠিত অতএব অগ্নি ও জল উভয়ই অন্ন ও অন্নাদ। এইরূপে এক অন্ন অন্য অন্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। যে কোনও ব্যক্তি এই জল ও অগ্নিতে অন্ন ও অন্নাদ বুদ্ধি পোষণ করে, সে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সেই অন্নবান্ ও অন্নাদ হয়। সন্ততি দ্বারা, গবাদি পশুদ্বারা ও ব্রহ্ম-তেজে সমৃদ্ধ হইয়া মহত্ত্বলাভ করে এবং কীর্ত্তি দ্বারা মহান্ হয় ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ের অষ্টম অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—জলে অগ্নিবুদ্ধিরগ্নৌ জলবুদ্ধিরপি ব্রতবিশেষঃ ইতি পূর্ব্ববৎস্তুত্যর্থং ব্রহ্মবিদ্যোপলব্ধিসাধনমুচ্যতে। যদেব শুভাশুভ-কল্পনয়া অপরিহীয়মাণং স্তুতম্ তদন্নং ভবতি ইতি তাৎপর্য্যম্॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমানুবাকস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা॥

তত্ত্বকণা—এই অনুবাকে জল ও জ্যোতিঃ উভয়কেই অন্ন ও অন্নাদরূপে বর্ণন পূর্ব্বক তদ্বিজ্ঞানীর ফল বলিতেছেন।

শ্রুতি উপদেশ দিতেছেন যে, যেহেতু অন্ন শরীর রক্ষার পক্ষে প্রয়োজন এবং শরীর ভগবদ্ ভজনের পক্ষে প্রয়োজন, সেইজন্য অন্নকে কখনও পরিত্যাগ করিবে না—ইহা একটি ব্রত হওয়া উচিত। জল অন্ন। তেজঃ অন্নাদ। জলে তেজঃ প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং তেজে জল প্রতিষ্ঠিত। জলরূপ অন্ন তেজোরূপ অন্নে এবং তেজোরূপ অন্ন জলরূপ অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এই উভয় অন্নকে উভয় অন্নে প্রতিষ্ঠিত জানেন, তিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি অন্নবান্ ও অন্নভোক্তা হন। তিনি প্রজা, পশু ও ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হইয়া মহান্ হন। তিনি জগতে কীর্ত্তি দ্বারাও মহান্ হন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাওয়া যায়,—

"যেহেতু উপায়স্বরূপ অন্নের সাহায্যে ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হয়, সেই হেতু অন্নও গুরু স্থানীয়, এই কারণে গুরুর ন্যায় অন্নেরও নিন্দা করিবে না। ব্রহ্মবিদের পক্ষে ইহা ব্রতস্বরূপ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। অন্নের স্তুতি বা প্রশংসা জ্ঞাপনার্থই এইরূপ ব্রতোপদেশ আছে। ব্রহ্মোপলব্ধির উপায় বলিয়া অন্ন এই প্রকার প্রশংসার যোগ্য।"

জলের মধ্যে জ্যোতিঃ অবস্থান করে। এ-বিষয়ে সংশয় হইতে পারে যে, জল স্বভাবতঃ শীতল, অতএব তাহাতে উষ্ণ জ্যোতিঃ কি প্রকারে থাকিতে পারে? কিন্তু শাস্ত্রপাঠে আমরা জানি যে সমুদ্রে বাড়বানল আছে। আবার আজকাল বৈজ্ঞানিকগণও জল হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া থাকেন। এই প্রকার তেজেও জল আছে, যাহা প্রত্যক্ষেও দেখা যায়, সূর্য্যের প্রখর কিরণ মধ্যে স্থিত জল আমাদের সম্মুখে বৃষ্টিরূপে প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রকারে জল আর তেজঃ অন্যান্যাশ্রিত হওয়ায় সমস্ত অন্নরূপ খাদ্য-পদার্থের কারণ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ের অষ্টম অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥

ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ--অন্নং বহু কুর্ব্বীত। তদ্ব্রতম্। পৃথিবী বা অন্নম্। আকাশোঽন্নাদঃ। পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ॥

অন্বয়ানুবাদ—অন্নং বহু কুর্ব্বীত (অন্ন অতিথি-অভ্যাগত ও স্বজনোপযুক্ত পর্য্যাপ্ত করিবে অথবা বহুমানন বা আদর করিবে), তদ্ব্রতম্ (তাহা একটি ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গ ব্রত), পৃথিবী বৈ অন্নম্ (পৃথিবীকে অন্ন-জ্ঞান কর্ত্তব্য) আকাশোঽন্নাদঃ (ভৌতাকাশ সেই অন্নের ভোক্তা অর্থাৎ পৃথিবীকে ব্যাপিয়া থাকায় সেই পৃথিবীরূপ অন্নের ভোক্তা আকাশ) [কারণ] পৃথিব্যাম্ আকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ (পৃথিবীতে আকাশ প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে) [আবার] আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা (আকাশেও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে) [অতএব] তদেতৎ অন্নম্ (এই সেই আকাশ অন্ন ও পৃথিবী অন্ন) অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ (এক অন্ন অন্য অন্নে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশ পরস্পর অন্ন ও অন্নাদ) য এতদন্নম্ (অন্য যে কোনও ব্যক্তি এই পৃথিবী অন্নকে অথবা আকাশ অন্নকে) অন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ (পৃথিবী আকাশে প্রতিষ্ঠিত

এবং আকাশ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জ্ঞান করে অর্থাৎ উপাসনা করে) সঃ অন্নবান্ (সেই ব্যক্তি অন্নবান্) অন্নাদঃ ভবতি (এবং অন্নভোক্তা হয়) [পূর্ব্ববৎ] মহান্ ভবতি প্রজয়া (সন্ততি দ্বারা মহান্ হয় অর্থাৎ মহতী সন্ততি লাভ করে) পশুভিঃ (গো-অশ্বাদি পশুদ্বারা সম্পন্ন হয়) ব্রহ্মবর্চ্চসেন (ব্রহ্মতেজে সমৃদ্ধ হয়) মহান্ কীর্ত্ত্যা (মহতী কীর্ত্তিও লাভ করে) ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে নবমানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—অতিথি, অভ্যাগত, পোষ্যবর্গের ভোজনোপযুক্ত প্রচুর অন্ন সম্পাদন করিবে, অথবা অন্নকে বিদ্যাঙ্গরূপে সম্মান করিবে। ইহাও ব্রহ্মবিদ্যালাভের সাধনীভূত একটি ব্রত। পৃথিবীকেও অন্ন বলিয়া মনে করিবে এবং আকাশকে সেই অন্নের ভোক্তা ধারণা করিবে। কারণ কি ? পৃথিবীতে আকাশ প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ আকাশের স্থিতি পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া। আবার পৃথিবীও আকাশে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ আকাশকে আশ্রয় করিয়া পৃথিবী অবস্থিত, অতএব এই পৃথিবী-অন্ন আকাশ-অন্নে প্রতিষ্ঠিত, আবার আকাশান্ন পৃথিবী-অন্নে প্রতিষ্ঠিত, এই পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়িভাব যে কেহ অবগত হইবে, সে প্রচুর অন্নবান্ হইবে এবং অন্নভোক্তাও হইবে অর্থাৎ পৃথিবীকে অন্নবোধে উপাসক প্রচুর ভূসম্পত্তি লাভ করে এবং তাহার ভোগকারী হয়। ঈদৃশ ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে সে পুত্রাদি-দ্বারা মহান্ হয় এবং গো-অশ্ব প্রভৃতি পশু-সমৃদ্ধি লাভ করে, ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন হয়, মহতী কীর্ত্তি অর্জ্জন করে ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ের নবম অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গং ব্রতান্তরমাহ—পৃথিবী বা অন্নমিত্যাদিনা পৃথিব্যাকাশয়োরপি ব্রহ্মবুদ্ধ্যা উপাসনা কর্ত্তব্যা। ইতি সন্দর্ভার্থঃ ॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে নবমানুবাকস্ত 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—এই অনুবাকেও পৃথিবী ও আকাশ উভয়কে অন্নাদ ও অন্নরূপ বর্ণন পূর্ব্বক এই তত্ত্বজ্ঞানীর ফল বলিতেছেন।

অন্নকে বহু করিবে অর্থাৎ বহুমান করিবে। অতিথি ও অভ্যাগতদিগকে অন্ন দান করিবে। উপাসকের ইহা একটি ব্রত হওয়া উচিত। শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন—'অতিথিসেবা গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম'।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মও "অতিথিসেবা"-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"বিষ্ণুতোষণকামী অভ্যাগত, পরিব্রাজক ও একতিথি-কাল-অবস্থানকারী অতিথির সেবা পরিত্যাগ করিয়া যে সকল গৃহমেধী কেবলমাত্র নিজের জন্য পাকাদি গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারা পশু-পক্ষী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। পশু-পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্ জীব স্বীয় অভাব-নিবৃত্তি ও আহার্য্য-সংগ্রহের জন্য পৃথিবীতে ও আকাশে বিচরণ করে; উহাদের সঞ্চয় করিয়া রাখিবার সুযোগ অল্পই আছে, কিন্তু মানবগণ 'সামাজিক শ্রেষ্ঠ জীব' বলিয়া বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে বাধ্য। যদি ঐ বিষয়েই তাঁহারা বিমুখ হ'ন, তাহা হইলে তাঁহারাও আশ্রয়-বিহীন নগ্ন পশু-পক্ষীর ন্যায় কেবল-মাত্র স্ব-স্ব-উদরভরণকারী জীব বলিয়াই পরিগণিত হইবেন।"

শ্রীমহাপ্রভুর আচরণেও পাই,—

"প্রভু সে পরম-ব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যভার।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার॥
দুঃখীরে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি'।
অন্ন, বস্ত্র, কড়ি-পাতি দেন গৌরহরি॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।১১-১৩)।

পৃথিবীও অন্ন। আকাশ অন্নাদ। পৃথিবীতে আকাশ প্রতিষ্ঠিত; আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। আকাশরূপ অন্ন পৃথিবীতে এবং পৃথিবী-রূপ অন্ন আকাশে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এই উভয় অন্নকে উভয় অন্নে প্রতিষ্ঠিত জানেন, তিনি স্বয়ংও প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি অন্নবান্ ও অন্নভোক্তা হন। তিনি প্রজা, পশু ও ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হইয়া মহান্ হইয়া থাকেন। তিনি কীর্ত্তি দ্বারাও মহত্ব লাভ করেন॥১॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ের নবম অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

ইতি—ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ॥

ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে দশমোঽনুবাকঃ

শ্রুতিঃ—ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্‌ব্রতম্‌। তস্মাদ্‌যয়া-
কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ। অরাধ্যস্মা অন্নমিত্যাচ-
ক্ষতে। এতদ্বৈ মুখতোঽন্নꣳ রাদ্ধম্‌। মুখতোঽস্মা অন্নꣳ
রাধ্যতে [এতদ্বৈ মধ্যতোঽন্নꣳ রাদ্ধম্‌। মধ্যতোঽস্মা অন্নꣳ
রাধ্যতে।] এতদ্বা অন্ততোঽন্নꣳ রাদ্ধম্‌। অন্ততোঽস্মা-
অন্নꣳ রাধ্যতে। য এবং বেদ ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—বসতৌ (নিজগৃহে) [ভোজনার্থ আগত] কঞ্চন (কাহাকেও) ন প্রত্যাচক্ষীত (প্রত্যাখ্যান করিবে না) তদ্‌ব্রতম্‌ (তাহাও একটি ব্রত), তস্মাৎ (যেহেতু ভোজনার্থ গৃহে উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রত্যাখ্যান অকরণীয়, এইজন্য) যয়া কয়া চ বিধয়া (যে কোনও প্রকারে অর্থাৎ নিষিদ্ধ উপায় দ্বারাও) বহ্বন্নং (বহু অন্ন) প্রাপ্নুয়াৎ (প্রাপ্ত হইবে—সম্পাদন করিবে) [কোথা হইতে তাহার অন্ন আসিবে?] অরাধি (সিদ্ধ হইয়াছে) অস্মৈ (ঐ অন্ন ব্রহ্মোপাসকের জন্য) অন্নম্‌ (অন্ন—খাদ্য) [তাহার জন্য অন্ন নিষ্পন্ন হওয়ায় সেই অন্নের উপার্জ্জন যে কোনও প্রকারে করণীয়, ইহাতে তাহার কোন দোষ হইবে না] ইতি (এই কথা) আচক্ষতে (সাধুগণ বলিয়া থাকেন অর্থাৎ যেহেতু অন্নবান্‌ বিদ্বদ্‌গণ অন্নার্থী অভ্যাগতকে প্রত্যাখ্যান করেন না, অন্ন সিদ্ধ আছে, ইহাই বলেন—এইজন্য ঐ উপাসক বহু অন্ন প্রাপ্ত হয়) [অন্নদানের মাহাত্ম্য আরও আছে—] এতদ্বৈ মুখতোঽন্নংরাদ্ধম্‌ এতৎ অন্নম্‌ (এই অন্ন) মুখতঃ (জীবনের

প্রারম্ভে অর্থাৎ প্রথম বয়সে) [অভ্যাগতকে] রাদ্ধং (দিবার জন্য সিদ্ধ হইয়াছে) [এইজন্য] মুখতঃ অস্মৈ অন্নং রাধ্যতে (প্রথম বয়সে এই অন্নদাতার জন্য অন্ন সিদ্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রথম বয়সে অন্নদানের ফলে অন্নদাতার অন্ন সিদ্ধ হইয়া উপস্থিত হয়) [এইপ্রকার—] এতদ্বৈ মধ্যতোঽন্নং রাদ্ধম্ (এই সিদ্ধ অন্ন মধ্যম বয়সে —যৌবনে অভ্যাগতকে প্রদান করা হইয়াছে) [এইজন্য] মধ্যতো-ঽস্মৈ অন্নং রাধ্যতে (মধ্যম বয়সে অন্নদাতার জন্য অন্ন সিদ্ধ হইয়া থাকে), এতদ্বৈ অন্ততঃ অন্নং রাদ্ধম্ (এই অন্ন অন্তিম বয়সে—বার্দ্ধক্যে অভ্যাগতকে দিবার জন্য সিদ্ধ হইয়াছিল) [এইজন্য] অন্ততঃ অস্মৈ অন্নং রাধ্যতে (সেই অন্নদানের ফলে অন্নদাতার উদ্দেশে অন্ন সম্পন্ন হইয়া থাকে) [যে কালে যে অন্ন প্রদত্ত হয়, সেইকালেই তাহা উপস্থিত হয়। অথবা উত্তম অভ্যাগতকে পূজা-সম্মানাদিপূর্ব্বক অন্নদান কর্ত্তব্য, তাহার ফলে উত্তম অন্ন উপস্থিত হইবে। মধ্যম পাত্রে মধ্যম উপচারে অন্নদানের ফলে মধ্যম অন্ন অন্নদাতার ভোগ্য হইবে। অধমপাত্রকে অবজ্ঞা সহকারে অন্ন প্রদত্ত হইলে তাদৃশ অন্নই প্রাপ্য হইয়া থাকে] যঃ (যিনি) এবং (এইপ্রকার) বেদ (রহস্য অবগত আছেন) [তিনিও এতাদৃশ ফল লাভ করেন] ॥১॥

অনুবাদ—পৃথিবী ও আকাশ ব্রহ্মোপাসকের আর একটি ব্রত উপদিষ্ট হইতেছে—গৃহে বাসের জন্য এবং ভোজনের জন্য আগত কোন ব্যক্তিকেই প্রত্যাখ্যান করিবে না, ইহা পৃথিবী ও আকাশ-ব্রহ্মোপাসকের ব্রত। অতএব ভোজন-বাসের জন্য অভ্যাগতদিগের প্রত্যাখ্যান না করাই অত্যন্তাবশ্যক ; এজন্য যে কোন উপায়ে অর্থাৎ নিষিদ্ধ আচরণ দ্বারাও প্রচুর অন্ন সংগ্রহ করিবে। ঐ উপাসকের জন্যই অন্ন সিদ্ধ হইয়াছে, উপাসক অভ্যাগতদিগকে অন্ন দিবেন, এইজন্যই উপাসক অন্নবান্ হইয়া থাকেন। এই অন্ন-

সিদ্ধির কথা শ্রুতি স্বয়ং বলিতেছেন—এই অন্ন তাঁহার জন্যই উৎপন্ন, একথা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। এই অন্ন প্রথম বয়সে যে তাঁহার সিদ্ধ হইয়াছে, ইহা অন্নদানের মাহাত্ম্য, যেহেতু যে বয়সে যে ভাবে, যেরূপ পাত্রে অন্ন প্রদত্ত হয় তাহার ফলে সেই বয়সে, সেইরূপ অন্ন তিনি প্রাপ্ত হন, এইপ্রকার মধ্যম বয়সে মধ্যম উপচারে মধ্যম পাত্রে অন্ন-বাস-দানের ফলে তাঁহার মধ্যম বয়সে সেইপ্রকার অন্ন-বাস সিদ্ধ হইয়াছে। শেষবয়সে যে জঘন্য উপচারে অধমপাত্রকে অন্নদান করা হইয়াছে, তাহার ফলে সেইপ্রকার অন্ন অন্তিম বয়সে তাঁহার সম্পন্ন হয়। অন্য যে কোনও ব্যক্তি এই পৃথিবী আকাশে ব্রহ্মজ্ঞান করে তাহারও এই ফল হয় ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—শ্রদ্ধানুসারেণ ক্রিয়মাণস্য কর্ম্মণঃ ফলং কর্ত্রা উপভুজ্যতে ইত্যাহ—ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীতেত্যাদিনা বসতৌ—বাসগৃহে অথবা নিবাসার্থং, নিমিত্তে সপ্তমী, কঞ্চন যং কমপি উত্তমং মধ্যমমধমং বা অভ্যাগতং ন প্রত্যাচক্ষীত নিরাকুর্য্যাৎ কিন্তু বাসমন্নঞ্চ তস্মৈ দদ্যাৎ পৃথিব্যাকাশোপাসকস্য এতৎ ব্রতম্ প্রতিপাল্যো-নিয়মঃ। অতএব এতদ্ব্রতস্যাবশ্যপালনীয়ত্বাৎ সৎপথেনান্নার্জ্জনে অসামর্থ্যে সতি—যয়া কয়া চ বিধয়া যেন কেনাপি প্রকারেণ বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ প্রচুরমন্নং সাধয়েৎ—অরাধি অস্মৈ অন্নমিত্যাচক্ষতে যস্মাদ্ অন্নবন্তো বিদ্বাংসো ব্রুবন্তি যদ্ অভ্যাগতভাগ্যেন এতাবদন্নং ময়া প্রাপ্তমিতি বদন্তি ন নাস্তীতি প্রত্যাখ্যানং কুর্ব্বন্তি অতএব বহ্বন্নং লভন্তে। তথাহি অন্নদানস্য মাহাত্ম্যমুচ্যতে এতদ্বৈ মুখতোঽন্নংরাদ্ধম্ মুখতঃ প্রারম্ভে প্রথমে বয়সীত্যর্থঃ মুখ্যেনোপচারেণ পূজাসম্মানাদিনা অন্নং ভোজ্যং পৃথিবীরূপং বাসশ্চ আকাশরূপঃ প্রার্থিনে প্রদত্তং তেন মুখতঃ প্রথমে বয়সি মুখ্যেনোপচারেণ বা অস্মৈ অন্নদাত্রে বসতিদাত্রে চ অন্নং রাধ্যতে সিদ্ধং সৎ যথাদত্তমুপতিষ্ঠতে। দানানুরূপং ফলং ভবতীতি ভাবঃ। এবম্ এতদ্বৈ মধ্যতোমধ্যমে বয়সি মধ্যমেনোপ-

চারেণ বা অন্নং রাদ্ধম্ অভ্যাগতায় সংসিদ্ধং প্রদত্তং তৎফলং মধ্যতো-হস্মা অন্নং রাধ্যতে মধ্যতঃ মধ্যমে যৌবনে বয়সি মধ্যমেনোপচারেণ অস্মৈ অন্নপ্রদায়িনে অন্নং রাদ্ধং সংসিদ্ধং পরিণমতে। এবম্ এতস্মা অন্ত-তোহন্নং রাদ্ধম্ অন্ততঃ অন্তিমে বয়সি শ্রদ্ধারহিতেন জঘন্যেনোপচারেণ-বেত্যর্থঃ, অভ্যাগতায় অন্নং রাদ্ধম্ অভ্যাগতার্থম্ অন্নং সাধিতম্ তেন হেতুনা তস্মৈ অন্নদাত্রে অন্তিমে বয়সি জঘন্যং বৈ অন্নমুপতিষ্ঠতে 'যথা কর্ম্ম যথাশ্রুতমি'তি শ্রুতেঃ, তস্মাৎ শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ ইতি তাৎপর্য্যম্ ॥১॥

তত্ত্বকণা—এই অনুবাকের এই অংশে অতিথিসেবার মাহাত্ম্য ও ফল বর্ণন করিতেছেন।

বাসার্থ অভ্যাগত-অতিথিকে কেহ কখনও প্রত্যাখ্যান করিবে না। ইহাও উপাসকের একটি ব্রত হওয়া উচিত। অন্নবান্ জ্ঞানী-সকল অভ্যাগত অন্নার্থীকে কখনও অন্ন নাই, একথা বলেন না। পরন্তু অন্ন প্রস্তুত, একথাই বলিয়া থাকেন। অতএব তিনি যে অবস্থায় যেরূপ অন্ন দান করেন, অর্থাৎ মুখ্য বৃত্তিতে, মধ্যম বৃত্তিতে বা অন্তিম বা নিকৃষ্ট বৃত্তিতে যে কোন ভাবে অন্ন দান করেন, সেই অবস্থায় সেইরূপই অন্ন লাভ করিয়া থাকেন। যিনি এইপ্রকার অন্ন-দানের মাহাত্ম্য বিদিত হন, তিনিও উক্ত অন্নদান ফল লাভ করেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই,—

"গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
'অতিথির সেবা'—গৃহস্থের মূলকর্ম্ম॥
গৃহস্থ হইয়া অতিথিসেবা যে না করে।
পশু-পক্ষী হইতে 'অধম' বলি তারে॥
যার বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট-দোষে।
সেই, জল, ভূমি দিবেক সন্তোষে॥

তথাহি (মনুসংহিতা ৩।১০, হিতোপদেশে চ)
তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥"
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।২১-২৪) ॥১॥

শ্রুতিঃ—ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্ম্মেতি হস্তয়োঃ। গতিরিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। অথ দৈবীঃ। তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বলমিতি বিদ্যুতি ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর ব্রহ্মের উপাসনা-প্রকার কথিত হইতেছে] ক্ষেম ইতি বাচি (বাক্যে ক্ষেমের চিন্তা করিবে, অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা ঈশ্বরের অধীন এবং সূনৃত বাক্যের উপর সমস্ত বস্তুর রক্ষা ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হওয়ায় তাহাতে ক্ষেম ব্রহ্মাশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত, ইহা চিন্তা করিবে), যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ (প্রাণ ও অপানবায়ুর উপর যোগ অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও ক্ষেম অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা—এই দুইটি নির্ভর করিতেছে ; উহারা ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ যোগক্ষেম ঈশ্বরাধীন, ইহা চিন্তনীয়) কর্ম্মেতি-হস্তয়োঃ (কর্ম্মকে হস্তে, ব্রহ্মাধীন চিন্তা করিবে অর্থাৎ হস্তদ্বয় যে কার্য্য করে, তাহা ঈশ্বরাধীন, এই বুদ্ধি করিবে), গতিরিতি পাদয়োঃ (পাদদ্বয়ের যে চলচ্ছক্তি, তাহাও ব্রহ্মাধীনরূপে চিন্তনীয়) বিমুক্তিরিতি-পায়ৌ (অপানদেশে—মলদ্বারে মলত্যাগও ব্রহ্মাধীন অর্থাৎ ইহাও ঈশ্বরশক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয়, এইরূপে তাহাতে ব্রহ্মাধীন বুদ্ধি কর্ত্তব্য) ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ (ইহা হইতেছে—আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান অর্থাৎ শরীরকে আশ্রয় করিয়া বাক্ পাণি পাদ ও প্রাণাপানের কার্য্য-সমূহে ব্রহ্মাধীন-জ্ঞান কথিত হইল) অথ দৈবীঃ (অতঃপর আধিদৈবিক

ব্রহ্মবিজ্ঞান বর্ণিত হইতেছে) তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ (বৃষ্টির কার্য্য তৃপ্তি এইজন্য বৃষ্টিতে ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় বুদ্ধি করিবে, অর্থাৎ বৃষ্টিদ্বারা শস্যাদির উৎপত্তি হয় এবং শস্যের দ্বারা যে মানুষের দুঃখনিবৃত্তি হয়, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম হইলেও সেই বৃষ্টি ঈশ্বরাধীন চিন্তা করিবে) বলমিতি বিদ্যুতি (বিদ্যুতে ব্রহ্মরূপে বলের উপাসনা করিবে। অর্থাৎ বৃষ্টির অদর্শনে কাতর কৃষকগণ যখন বিদ্যুৎ দর্শন করে তখন বৃষ্টির সম্ভাবনা করিয়া বল পায়, অতএব এই বিদ্যুদ্ বিস্ফুরণে বল সঞ্চার—ঈশ্বরাধীন, ইহা চিন্তনীয়) অথবা প্রাকৃতিক নিয়মে বিদ্যুদ্ বিস্ফুরণ বলাধায়ক হইয়া থাকে, সেই বিদ্যুৎ ঈশ্বরের প্রেরণা ব্যতীত হইতে পারে না, এজন্য তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি করণীয় ॥২॥

অনুবাদ—অতঃপর আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক পদার্থ সমূহে আনন্দময়ের শক্তিবোধে উপাসনা বর্ণিত হইতেছে। জীব উপার্জ্জিত বস্তুর রক্ষা করে বাক্যের শক্তিতে, সেই বাক্‌শক্তিই ব্রহ্মাধীন—ইহা চিন্তনীয়। অলব্ধের লাভরূপ যোগ ও রক্ষারূপ ক্ষেম অর্থাৎ প্রাপ্তবস্তুর রক্ষা—এই দুইটি মিলিতভাবে প্রাণ ও অপানে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রাণাপানের কার্য্য বলিয়া যে যোগক্ষেমকে মনে হয়, তাহা ব্রহ্মাধীন মন্তব্য অর্থাৎ ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় জ্ঞানে প্রাণ ও অপান মন্তব্য। হস্তের কার্য্য কর্ম্ম, কর্ম্মরূপে ব্রহ্মশক্তি হস্তে প্রতিষ্ঠিত, এইভাবে ব্রহ্ম উপাসনীয়। চরণের কার্য্য গতি, সুতরাং গতিরূপে ব্রহ্মশক্তি তাহাতে প্রতিষ্ঠিত, ইহা চিন্তা করিবে। অপানের কার্য্য মলত্যাগ, ব্রহ্মশক্তি দ্বারা মল-বিমুক্তিরূপে অপানে প্রতিষ্ঠিত, এইগুলি মনুষ্য-দেহ আশ্রয় করিয়া আছে, অতএব তাহাতে ঐরূপে বিজ্ঞানসমূহ আধ্যাত্মিক উপাসনা। অতঃপর আধিদৈবিক উপাসনা বর্ণিত হইতেছে। বৃষ্টিতে তৃপ্তি কল্পনীয় অর্থাৎ বৃষ্টি অন্নাদি সম্পাদন করিয়া জীবের তৃপ্তি বিধান করে অতএব ব্রহ্ম তৃপ্তিরূপে বৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত, ইহা

ধ্যান করিবে। বিদ্যুতে ব্রহ্মাধীন বল প্রতিষ্ঠিত সুতরাং বলরূপে বিদ্যুতে ব্রহ্ম উপাস্য ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অন্নাদিবৎ বাগাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিঃ করণীয়েত্যাহ—ক্ষেম ইতি বাচীত্যাদি। বাচি প্রিয়-সত্যায়াং বাচি ক্ষেমঃ প্রাপ্তস্য বস্তুনো রক্ষণম্ সিদ্ধম্ অতো বাচি ব্রহ্মশক্তিঃ প্রতিষ্ঠিতেত্যুপাস্যম্। দৃশ্যতে যো মধুরসত্যবাগ্ ভবতি তস্য কাপি হানির্নভবতি। প্রাণাপানয়োঃ যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানৌ বায়ু যোগক্ষেমাশ্রয়ৌ তত্র ব্রহ্মশক্তিধ্যানং কর্ত্তব্যম্। যোগোঽপ্রাপ্তস্য প্রাপ্তিঃ ক্ষেমঃ প্রাপ্তস্য রক্ষণম্ তৌ যদ্যপি প্রাণাপানাশ্রিতৌ তথাপি ন তৌ যোগক্ষেমনিমিত্তীভূতৌ। কিন্তু ঈশ্বরাধীনৌ। অতো ব্রহ্মশক্তিঃ যোগক্ষেমাত্মনা প্রাণাপানয়োঃ প্রতিষ্ঠিতেতিধ্যেয়ম্। এবং কর্ম্মেতি হস্তয়োঃ—হস্তকার্য্যমাদানাদিকর্ম্ম—কর্ম্মণ ঈশ্বরাধীনত্বাৎ হস্তয়োঃ কর্ম্মাত্মনা ব্রহ্ম ধ্যেয়ম্। গতিরিতি পাদয়োঃ পাদয়োর্গমনং ব্রহ্মশক্তিত্বেন ধ্যেয়ম্। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ—পায়ুরপানম্, তত্র বিমুক্তির্মলোৎসর্গো ব্রহ্মশক্তিত্বেন ধ্যেয়ঃ। যদ্যপি উত্তরসন্দর্ভে উপস্থকার্য্যমানন্দ ইতি বিবৃতম্ তথাপি পাঠক্রমাদর্থক্রমস্য বলবত্ত্বাৎ তত্রৈব তদ্ধ্যানং যুক্তম্। ইতি এবংরূপাঃ মানুষীঃ মানুষ্যঃ বৈদিকত্বাৎ দীর্ঘাৎ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। সমাজ্ঞাঃ আধ্যাত্মিক্যো ব্রহ্মবিদ্যাঃ—বিজ্ঞানানি শরীরে ব্রহ্মসম্বন্ধচিন্তনানীতিযাবৎ। বর্ণিতা ইতি শেষঃ। অথ দৈবীঃ দেবাদাগতাঃ পূর্ব্ববৎ দীর্ঘঃ, দৈব্যঃ উপাস্তয় উচ্যন্ত-ইতিশেষঃ। তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ বর্ষণে আনন্দপরিসমাপ্তিরূপেণ ব্রহ্মশক্তিঃ চিন্তনীয়া। বৃষ্টেরন্নাদিদ্বারেণ তৃপ্তিহেতুত্বাৎ সা চ তৃপ্তির্ব্রহ্মাত্মনা বৃষ্টৌ প্রতিষ্ঠিতা এবং বলমিতি বিদ্যুতি বিদ্যুদ্ময়েষে যদ্‌বলং জায়তে তচ্চ বলং ব্রহ্মশক্তিরিতি উপাস্যম্ ॥২॥

তত্ত্বকণা—দশম অনুবাকের এই অংশে পরমেশ্বরের বিভূতির সংক্ষেপ-বর্ণন প্রদত্ত হইয়াছে।

ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধবস্তুর পরিরক্ষণরূপ ব্রহ্মশক্তি বাক্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্যরূপ বাক্যে আশীর্ব্বাদাদি দ্বারা যে রক্ষা করার শক্তি প্রতীত হয়, ঐরূপে পরমাত্মার শক্তি বিরাজিত। প্রাণ ও অপানে যে জীবনোপযোগী বস্তুর আকর্ষণ করা এবং জীবনরক্ষার শক্তি, উহাও পরমাত্মার শক্তির এক অংশ, এইপ্রকার হস্তে যে কর্ম্ম করিবার শক্তি, পাদে যে চলিবার শক্তি, পায়ুতে যে মলত্যাগ করিবার শক্তি, উহাও পরমাত্মার শক্তিদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এইসকল বিচারপূর্ব্বক মনুষ্যের পরমেশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস করা ও তাঁহার উপাসনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাই মনুষ্যশরীরে প্রতীত পরমাত্মার শক্তির সংক্ষেপ-বর্ণন। ইহাকে আধ্যাত্মিক অর্থাৎ শরীর-সম্বন্ধীয় উপাসনা বলা হয়।

এইপ্রকার দৈবী উপাসনাও উক্ত হইয়াছে। দৈব পদার্থে অভিব্যক্ত শক্তির বর্ণনকে আধিদৈবিক উপাসনা বলে। বৃষ্টিতে যে শস্যাদি উৎপন্ন করার এবং জল-প্রদানের দ্বারা সকলকে তৃপ্ত করার শক্তি, বিদ্যুতে যে বল-সঞ্চার করার শক্তি, পরমেশ্বরের অচিন্ত্য এবং অপার শক্তির কোন এক অংশের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে পাই,—

"যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥" (গীঃ ১০।৪১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যৎ কিঞ্চ লোকে ভগবন্মহস্বদোজঃ সহস্বদ্বলবৎ ক্ষমাবৎ।
শ্রীহ্রীবিভূত্যাত্মবদদ্ভুতার্ণং তত্ত্বং পরং রূপবদস্বরূপম্ ॥" (ভাঃ ২।৬।৪৫)

এবং "তেজঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যং...যত্র যত্র স মেঽংশকঃ ॥"

(ভাঃ ১১।১৬।৪০) ॥২॥

শ্রুতি ঃ—যশ ইতি পশুষু। জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু। প্রজাতিরমৃতমানন্দ ইত্যুপস্থে। সর্ব্বমিত্যাকাশে। তৎ প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত, প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মনইত্যুপাসীত। মানবান্ ভবতি। তন্নম ইত্যুপাসীত। নম্যন্তেঽস্মৈ কামাঃ। তদ্ব্রহ্মেত্যুপাসীত, ব্রহ্মবান্ ভবতি। তদ্ ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। পর্য্যেণং ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যেঽপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—পশুষু (গো-মহিষাদি পশুতে) যশ ইতি (যশোরূপে স্থিত ব্রহ্মশক্তি উপাস্য), নক্ষত্রেষু (তারকাগুলিতে) জ্যোতিঃ ইতি (দীপ্তিরূপে স্থিত পরমেশ্বরের শক্তি ধ্যেয়), প্রজাতিঃ (বংশসন্ততি) অমৃতম্ (অমৃতত্বলাভ, যেহেতু পুত্রদ্বারা পৈতৃকঋণ বিমুক্তি হয় এবং ঋণমুক্তি যেহেতু মুক্তির হেতু, এইজন্য তাহা মুক্তিস্বরূপ), আনন্দঃ (সুখবিশেষ) [এইগুলি] উপস্থে [প্রতিষ্ঠিতম্] (জননেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া আছে অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তিই এই সন্ততি, অমৃত ও আনন্দরূপে উপস্থে প্রতিষ্ঠিত, এইভাবে ব্রহ্মশক্তি উপাস্য) সর্ব্বমিতি আকাশে (আকাশেতে সমস্তই আশ্রিত অতএব যাহা কিছু আকাশাশ্রিত তৎসমুদয় ব্রহ্মাত্মক—ইহা ধ্যেয়), তৎ প্রতিষ্ঠা (সেই আকাশ সকলের আশ্রয়) ইতি (এইরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে) [ইহার ফলে] প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি (উপাসকও প্রতিষ্ঠিত হয়) [যে যে ভাবে ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে, সেই সেই ভাবে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবে, ইহাই এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্য] তৎ (সেই ব্রহ্মকে) মহঃ ইতি (মহত্ত্ব-গুণবান্ মনে করিয়া) উপাসীত (উপাসনা করিবে) [তাহার ফলে] মহান্ ভবতি (উপাসক মহত্ত্ব লাভ করে), তৎ মনঃ

ইত্যুপাসীত (সেই আকাশরূপ ব্রহ্মকে মননস্বরূপ-বোধে উপাসনা করিবে) [তাহার ফলে] মানবান্ ভবতি (মননশক্তিশালী হয়), তৎ নম ইতি উপাসীত (সেই আকাশ-ব্রহ্মকে নতি গুণবান্ মনে করিয়া উপাসনা করিবে) [তাহার ফলে] নম্যন্তে অস্মৈ কামাঃ (এই উপাসকের সমস্ত ভোগ্যবস্তু অধীন হয়) তদ্ ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত (সেই আকাশকে ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বাধিপ-বোধে উপাসনা করিবে) [সেই উপাসনার ফলে উপাসক] 'ব্রহ্মবান্ ভবতি' (সর্ব্বাধিপত্ব লাভ করে), তদ্ (আকাশকে) ব্রহ্মণঃ (পরমাত্মার) পরিমরঃ ইতি (পরিমর অর্থাৎ প্রতিস্পর্দ্ধী বা প্রতিপক্ষ—সদৃশ ধর্ম্মসম্পন্ন এই বোধে) উপাসীত (উপাসনা করিবে), [পরিমর শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ— যাহার বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, চন্দ্রমাঃ, সূর্য্য ও অগ্নি এই পাঁচটি দেবতা প্রতিস্পর্দ্ধী। এইজন্য বায়ুও ব্রহ্মের পরিমর, ইহা অন্য শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আছে, বায়ু ও আকাশ অভিন্ন সুতরাং আকাশ ব্রহ্মের পরিমর। সেই ব্রহ্মপরিমর-বোধে আকাশকে উপাসনা করিবে] পর্য্যেণং [পরি এনম্] (এই ব্রহ্মবিদের) দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ (যে সকল অপ্রিয়, শত্রু—তাহারা) ম্রিয়ন্তে (মৃত হয়) এবং পরি যে অপ্রিয়াঃ ভ্রাতৃব্যাঃ (যাহারা এই ব্রহ্মবিদের অপ্রিয় কিন্তু বিদ্বেষী নহে, তাহারাও বিনষ্ট হয়) ॥৩॥

অনুবাদ—পশুগণে তাঁহার যশঃ প্রতিষ্ঠিত, তারকাগুলিতে যে জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে, তাহা তাঁহারই জ্যোতিঃ। পুত্রাদি-সন্ততি তাহার দ্বারা ঋণ পরিশোধজনিত মুক্তি ও আনন্দ—এগুলি জননেন্দ্রিয়ে চিন্তনীয় অর্থাৎ সেই জননেন্দ্রিয়ে ব্রহ্মশক্তি ধ্যেয়। আকাশে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত, সেই সর্ব্বাধার আকাশকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা কর্ত্তব্য, সেই আকাশ সর্ব্বাধার—এই বুদ্ধিতে উপাসক উপাসনা করিলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেই আকাশকে মহঃ নামক ব্যাহৃতিরূপে ধ্যান

করিবে, সেই উপাসনার ফলে উপাসক মহত্ত্বগুণ লাভ করে। সেই আকাশকে মনোরূপে ধ্যান করিবে, যেহেতু হৃদয়াকাশে মনের স্থিতি এবং সেই মনের কার্য্য মনন, এজন্য আকাশের সহিত মনের অভিন্নরূপে উপাসনার ফল মননশক্তি উপাসক লাভ করে। সেই আকাশ-ব্রহ্মকে 'নমঃ'রূপে ধ্যান করিবে, তাহার ফলে উপাসকের সমস্ত কাম্য অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু উপস্থিত হয়। সেই আকাশই ব্রহ্ম, সর্ব্বাধিপ —এইবোধে উপাসনা করিবে, তাহাতে উপাসক সর্ব্বাধিপত্ব লাভ করে। আকাশ ব্রহ্মের পরিমর অর্থাৎ প্রতিস্পর্দ্ধী—সমকক্ষ, এইবোধে আকাশকে উপাসনা করিবে। তাহার ফলে সেই উপাসকও পরিমর হয় অর্থাৎ তাহার বিদ্বেষী শত্রুগণ মৃত হয়। যাহাতে বিদ্যুৎ প্রভৃতির লয়, সেই আকাশ ব্রহ্মের ধ্যানকারী ব্যক্তির বিদ্বেষকারী শত্রুগণ লয় প্রাপ্ত হয়। শুধু ইহাই নহে, অবিদ্বেষী অপ্রিয়, শত্রু—তাহারাও প্রাণ ত্যাগ করে ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—বাচি ক্ষেমাদিরূপেণ ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ উপাস্তিরভিহিতা এবং পশুষু যশোরূপেণ ব্রহ্ম-শক্তিঃ উপাসিতব্যা, লোকে হি যশঃ পশ্বধীনং দৃশ্যতে। জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু, তারকাসু সূর্য্যাচন্দ্রমসোশ্চ যদ্জ্যোতির্দীপ্তিঃ সা ব্রহ্মণ এব দীপ্তিরিতি মত্বা ব্রহ্মোপাস্যম্। প্রজাতিঃ সন্ততিঃ, অমৃতম্ মোক্ষঃ, আনন্দঃ সুখম্ এতানি উপস্থে জননেন্দ্রিয়ে প্রতিষ্ঠিতানি, অত উপস্থে প্রজাত্যাদিস্বরূপেণ ব্রহ্মশক্তিঃ উপাস্যা। সন্ততির্হি ঋণনিষ্ক্রয়দ্বারেণ অমৃতত্বপ্রাপিকা। সাচ সন্ততিরুপস্থাধীনা অতোঽমৃতম্ উপস্থে প্রতিষ্ঠিতমিত্যুক্তম্। আনন্দঃ সুখবিশেষঃ স চ অনুভবসিদ্ধঃ। সর্ব্বং হ্যাকাশে সর্ব্বং বস্তু হি সর্ব্বমিত্যাকাশে আকাশঃ সর্ব্বস্যাশ্রয়ভূতঃ ইতি বুদ্ধ্যা আকাশাত্মনা ব্রহ্মোপাস্যম্। প্রতিষ্ঠাগুণোপাসনাবশাৎ উপাসকঃ প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তৎ আকাশং মহঃ মহত্ত্বগুণবৎ ইতি ধিয়া উপাসীত, উপাসনাফলং

উপাসকঃ মহান্ ভবতি মহত্ত্বং লভতে। তদ্ মন ইত্যুপাসীত মনঃ মননগুণবৎ ইতি বুদ্ধ্যা উপাসীত মনসোহি হৃদাকাশবর্ত্তিত্বাৎ, আকাশস্ত মননধর্ম্মবত্তম্ তৎ ফলং মানবান্—মননশক্তিশালী ভবতি। তৎ আকাশং, নমঃ—নমনগুণবৎ স্বস্ত সর্ব্বাধিকমহত্ত্বেন তৎ পরিদ্রষ্টুর্মননং জায়তে সর্ব্বে কামাঃ ভোগ্যবিষয়াঃ অস্মৈ উপাসকায় নম্যন্তে প্রহ্বীভবন্তি অধীনা ভবন্তি। তৎ-আকাশং, ব্রহ্ম—বৃহত্ত-গুণবৎ, ইতি ধিয়া উপাসীত বৃহত্তমত্র পরিবৃঢ়তমত্বং, তদুপাস্তিফলং ব্রহ্মবান্ ভবতি স পরিবৃঢ়তমো ভবতি। তদ্ আকাশং, ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরস্ত পরিমর ইতি ব্রহ্মণাহ্নন্যৎ ইত্যুপাসীত, এবমাকাশস্ত ব্রহ্মশেষত্বেন পরিমরত্বেন চোপাসনে পর্য্যেণং এনম্ উপাসকম্, পন্থং ছান্দসম্, দ্বিষন্তঃ প্রতিস্পর্দ্ধিনঃ সপত্নাঃ শত্রবঃ তে পরিম্রিয়ন্তে পরি সর্ব্বতোভাবেন ম্রিয়ন্তে প্রাণাংস্ত্যজন্তি, কিঞ্চ যে চাপ্রিয়াঃ অস্ত ভ্রাতৃব্যাঃ শত্রবঃ তে দ্বিষন্তো বা অদ্বিষন্তো বা পরিম্রিয়ন্তে ॥৩॥

তত্ত্বকণা—পশুতে স্বামীর যশোবৃদ্ধির শক্তি, নক্ষত্রে অর্থাৎ সূর্য্য, চন্দ্র ও তারাগণে যে প্রকাশশক্তি, উপস্থে যে সন্তানোৎপাদনশক্তি, বীর্য্যরূপ অমৃত ও আনন্দ দানের যে শক্তি, সেই আকাশে যে সকলকে ধারণ করিবার শক্তি, সর্ব্বব্যাপকতাশক্তি এবং অন্য সর্ব্ব-প্রকার শক্তি পরমেশ্বরের অচিন্ত্য ও অপার শক্তির এক অংশ দ্বারা অভিব্যক্ত। অর্থাৎ সকল শক্তিই শ্রীভগবানের বিভূতি বা তেজের অংশ জানিতে হইবে।

পরমেশ্বরের এই বিভূতিজ্ঞান হইতেই তাঁহাতে উপাস্য-বুদ্ধি জন্মে এবং তাঁহার উপাসনা করণীয় হয়।

এক্ষণে সকাম উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন ফল বলিতেছেন। যিনি প্রতিষ্ঠা চাহিবেন, তিনি উপাস্যদেবকে প্রতিষ্ঠারূপে উপাসনা করিয়া থাকেন। "এই উপাস্যদেবই সকলের প্রতিষ্ঠা,—সকলের আধার।"

এইভাবে উঁহার চিন্তা করা দরকার। এইরূপ উপাসকের সংসারে প্রতিষ্ঠা হয়। মহত্ত্ব প্রাপ্তির যদি আশা থাকে, তবে উপাস্যদেবকে 'মহান্' জানিয়া তাঁহার উপাসনা করিলে মহত্ত্ব লাভ হয়। যদি উপাস্যদেবকে 'মহান্' জ্ঞান পূর্ব্বক মনন করিবার শক্তি পাইবার জন্য তাঁহার উপাসনা করে তাহা হইলে সাধক মনন করিবার বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত হয়। এইপ্রকার উপাস্যদেবকে নমস্কারযোগ্য শক্তিশালী জ্ঞান করতঃ ঐপ্রকার শক্তি পাইবার জন্য তাঁহার উপাসনা করে, তাহা হইলে নিজে অপরের নমস্য হয়। সমস্ত কাম, সমস্ত ভোগ শ্রীভগবানের শ্রীচরণে অবস্থিত। সেই শ্রীচরণ উপাসনার ফলে সর্ব্বভোগ অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উপাস্যদেব সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সর্ব্বাধার, ব্রহ্ম বিচার পূর্ব্বক তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহার উপাসনা করিলে, তিনি 'ব্রহ্মবান্' হন অর্থাৎ উপাস্যদেব তাঁহার বংশে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মবান্ করেন। যিনি সকলকে সংহার করিবার নিমিত্ত উপাস্যদেবকে নিয়ত অধিকারী দেবতা জ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করেন, তাহা হইলে 'সেই উপাসকের প্রতি দ্বেষকারী শত্রু বিনষ্ট হয়। তাঁহার অপকারী এবং অপ্রিয় বন্ধুগণ, তাহারাও মৃত হয়।'

শ্রীভগবান্‌কে সর্ব্বশক্তিমান্ জানিয়া তাঁহার উপাসনা করিলেই সর্ব্বফল লাভ হয় কিন্তু সকাম মনুষ্য অজ্ঞানবশে এই রহস্য জ্ঞাত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শক্তিযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত উপাসনা করে, এইজন্য বাস্তবিক নিত্য মঙ্গল-লাভে বঞ্চিত হইয়া পড়ে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পাই,—

"কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ" (গীঃ ৪।১২)

আরও পাই,—

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।" (গীঃ ৭।২০)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের ১।২।২৭, ২।৩।২-৯, ১১।২১।৩২, ৩।৩২।২ শ্লোকসমূহ আলোচ্য ॥৩॥

শ্রুতিঃ—স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। স য-এবংবিদ্। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপ-সংক্রম্য। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং মনোময়মা-ত্মানমুপসংক্রম্য। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। ইমাল্লোঁকান্ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্। এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। (হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু) ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—[শ্রুতিও যুক্তিদ্বারা জীবান্তর্য্যামী পরমাত্মার আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত পরমাত্মার সহিত অভেদ দেখাইতেছেন—] যশ্চ অয়ং পুরুষে সঃ (এই দেহমধ্যে যে অন্তর্য্যামী পুরুষ বিদ্যমান, তিনি সেই পরব্রহ্মই) যশ্চাসৌ আদিত্যে (সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী যে পুরুষ) স একঃ (তিনিও পরমেশ্বর, উভয় একই—অভিন্ন)। যঃ এবং বিদ্ (যে ব্যক্তি এইবোধে উপাসনা করে) সঃ (সেই সাধক) অস্মাৎ লোকাৎ (এই জগৎ হইতে) প্রেত্য (প্রস্থান করিয়া অর্থাৎ মৃত্যুর পর) এতম্ (এই পূর্ব্ববর্ণিত) অন্নময়ম্ (অন্নময় পাঞ্চভৌতিক দেহে) আত্মানম্ (আত্মাকে) উপসংক্রম্য (সঞ্চারিত করিয়া অর্থাৎ তাহাতে আত্মার অভেদজ্ঞানরূপ প্রবেশ করিয়া) [ক্রমে] এতং প্রাণময়ম্ আত্মান মুপসংক্রম্য (এই পূর্ব্ববর্ণিতস্বরূপ প্রাণময় আত্মাতে প্রবেশ করে, তাহার পর তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধিলাভের অভাবে অতৃপ্ত হইয়া [পরে] এতং মনোময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য (মনোময় কোশে আত্মাকে সঞ্চারিত

করিয়া অর্থাৎ তথায় আত্মার সন্ধান করে, তাহার পর তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া) এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানম্ উপসংক্রম্য (এই পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানময় জীবাত্মায় ব্রহ্মের অনুসন্ধান করে, তাহাতেও অতৃপ্ত হইয়া) এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য (এই আনন্দময় পুরুষে উপস্থিত হয়) [জীবাত্মার সহিত যখন এই আনন্দময় পরমাত্মার অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ অবগত হয় অর্থাৎ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার পায়, তখন] ইমান্ লোকান্ (এই 'ভূঃ প্রভৃতি লোকে) অনুসঞ্চরন্ (বিচরণ করিতে থাকে) [কি ভাবে ?] কামান্নী (ইচ্ছানুরূপ ভোগ্যবস্তু লাভ করে) কামরূপী (ইচ্ছাধীন নানা-আকৃতি-বিশিষ্ট হয়) [তখন] এতৎ সাম গায়ন্ আস্তে (এই বক্ষ্যমাণ সামগান গাহিয়া থাকে) ॥৪॥

অনুবাদ—এই যে জীবদেহ-মধ্যে অন্তর্য্যামী পুরুষ আছেন, তিনি সেই আনন্দময় পুরুষ। এই যে সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যে জগৎ-প্রকাশক পুরুষ, তিনি সেই পরমেশ্বর, ভিন্ন নহেন। যে ব্যক্তি এই অভেদজ্ঞান লাভ করেন, তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া অর্থাৎ মৃত্যুর পর উক্ত উপাসনা-বলে ইহলোকে পুনরায় আসিয়া অন্নময়াদি পুরুষে আত্মজ্ঞানে অতৃপ্ত হইয়া ক্রমে আনন্দময় পুরুষে সঙ্ক্রান্ত হন, তিনি ইচ্ছামত ভোগাধিকারী হন ও ইচ্ছামত আকৃতি লইয়া ভূরাদিলোকে সঞ্চরণ করেন এবং ঈশ্বরের মাহাত্ম্যসূচক এই সামমন্ত্র গাহিয়া জীবে অনুগ্রহ বিতরণ করেন ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—আনন্দবল্ল্যাং ব্রহ্মণঃ সত্যজ্ঞানানন্তরূপত্বং প্রতিপাদিতম্। পরং তদ্বিদঃ ফলং—'সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্‌কামান্ স হ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা' ইতি শ্রুত্যুক্তং বিস্তরেণ ন নির্দ্দিষ্টং, তথাহি কে তে ? কিংবিষয়া বা সর্ব্বে কামাঃ ? কথং বা ব্রহ্মণা সহ সমশ্নুতে ইত্যাকাঙ্ক্ষায়া-অনিবৃত্তেঃ, তদ্বক্তব্যমিতি রুত্বোচ্যতে স যশ্চায়মিত্যাদিনা। সঃ যশ্চায়ং পুরুষে, যোঽয়ং পুরুষে দেহে অন্তর্য্যামিরূপেণ বর্ত্ততে সঃ পরমাত্মা,

যশ্চ আদিত্যে সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সোঽপি পরমাত্মৈব। পুরুষাদিত্যস্থাত্মাভেদ-বিজ্ঞানী অস্মাৎ লোকাৎ জগতঃ প্রেত্য পরলোকং প্রাপ্য ফলভোগানন্তরম্ অভুক্তফলশেষভোগায় বৃষ্ট্যাদিদ্বারেণ অবিদ্যাকল্পিতান্ অন্নময়াদীনাত্মনঃ ক্রমেণ সঙ্ক্রম্য আনন্দময়মাত্মানমবিদ্যাপোহনেন সংক্রম্য পরমেশ্বরসহিতং অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধং লব্ধ্বা ভূরাদি লোকান্ অনুসঞ্চরন্, এতৎ বক্ষ্যমাণং সামমন্ত্রং গায়ন্ আস্তে, সমত্বাৎ ব্রহ্মৈব সাম গায়ন্ ঈশ্বর-মহিমানং প্রখ্যাপয়ন্ চঽতি লোকানুগ্রহার্থমীশ্বরমাহাত্ম্যমুদ্‌ঘোষয়তি। কীদৃশঃ সন্ অনুসঞ্চরতি? কামান্নী কামরূপীতি কামতোঽন্নমস্যেতি স্বেচ্ছানুসারেণ ভোগান্‌ভুঞ্জান ইতি যাবৎ, কামরূপী কামতোরূপং দেবপিতৃসিদ্ধাদিরূপমস্যেতি 'স যদা পিতৃলোককামো ভবতি পিতর উপতিষ্ঠন্তে' ইত্যাদি শ্রুতেঃ। সামগান স্বরমাহ—হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু ইতি স্তোমস্বর ॥৪॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্ব-বর্ণিত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ যে পরমাত্মা এবং অন্নময়াদি কোশের অভ্যন্তরে সর্ব্বান্তরতম পরমানন্দময়স্বরূপ যে পরমাত্মা এবং মনুষ্যের হৃদয়ে ও সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত পরমাত্মা এক অর্থাৎ অভিন্ন। অভিপ্রায় এই যে,—সমগ্র প্রাণীর মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজমান পরমাত্মা একই। নানারূপে তাঁহার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

যিনি এই তত্ত্ব জানেন ও উপাসনা করেন, তিনি মৃত্যুর পর অর্থাৎ শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইবার পর পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় বর্ণনের পর 'আনন্দময়' নামে যাঁহার বর্ণন করা হইয়াছে সেই সর্ব্বান্তরতম পরমানন্দস্বরূপকে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্তভাবে প্রাপ্ত হইবার পর মনুষ্য পর্য্যাপ্ত-ভোগ-সামগ্রীযুক্ত হয়, সাধনানুরূপ রূপ ধারণ করিবার শক্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভগবৎ-পার্ষদরূপে নিত্য-

ধামে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় অথবা ভগবদিচ্ছায় জীব-উদ্ধারার্থ বিভিন্নলোকে ভগবানের মহিমা গান পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অব্যাহতেষ্টগতয়ঃ সুরসিদ্ধসাধ্য-
গন্ধর্ব্বযক্ষনরকিন্নরনাগলোকান্।
মুক্তাশ্চরন্তি মুনিচারণভূতনাথ-
বিদ্যাধরদ্বিজগবাং ভুবনানি কামম্॥" (ভাঃ ১১।২।২৩)

অর্থাৎ সেই নবযোগেন্দ্রের অভীষ্টগতি সর্ব্বত্র অপ্রতিহতা থাকায় তাঁহারা কোথায়ও আসক্ত না হইয়া সুর, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, নাগ, মুনি, চারণ, ভূতাধিপতি, বিদ্যাধর, দ্বিজ এবং গো-সমূহের লোক সকলে স্বেচ্ছানুসারে পরিভ্রমণ করিতেন।

শ্রীবিদেহরাজও বলিয়াছেন,—

"মন্যে ভগবতঃ সাক্ষাৎ পার্ষদান্ বো মধুদ্বিষঃ।
বিষ্ণোর্ভূতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি॥" (ভাঃ ১১।২।২৮)॥৪॥

শ্রুতিঃ—হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু। অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদো ৩ ঽহমন্নাদো ৩ ঽহমন্নাদঃ। অহꣳ শ্লোক-কৃদহꣳ শ্লোককৃদহꣳ শ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা ঋতা ৩ স্য। পূর্ব্বং দেবেভ্যো অমৃতস্য না ৩ ভায়ি। যো মা দদাতি স ইদেব মা ৩ বাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তমা ৩ দ্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবা ৩ম্। সুবর্ন জ্যোতী-র্য এবং বেদ। ইত্যুপনিষদ্।॥ ৫॥

ইতি — তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে দশমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ॥

শান্তিসূক্তম্

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্য্যমা। শং ন-ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥ অনুবাদ গ্রন্থের প্রথমে দ্রষ্টব্য।

অন্বয়ানুবাদ—[সামগানের প্রাথমিক স্বরসংযোগক্রম বর্ণিত হইতেছে। তিন মাত্রায় যে স্বর উচ্চারিত হয়, তাহাকে প্লুতস্বর বলে, সেই প্লুতস্বরে গীতারম্ভ সামগায়কদিগের প্রথা, হা ৩ বু ইত্যাদি অক্ষরগুলি স্তোমাক্ষর। ইহা বিস্ময়াতিশয়দ্যোতক] হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু (আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য) অহো 'অহমন্নম্' 'অহমন্নম্' 'অহমন্নম্'—(আমি অন্ন অর্থাৎ এই অন্নময় শরীরাভিমানী এই আত্মা) তিনবার 'আমি সেই অন্ন' 'আমি সেই অন্ন' 'আমি সেই অন্ন'—এই উক্তি অত্যধিক বিস্ময়ের দ্যোতক) [বিস্ময়ের কারণ আত্মা নিত্য, নিরুপাধি হইয়াও অন্নস্বরূপ] অহমন্নাদঃ ৩, অহমন্নাদঃ ৩, অহমন্নাদঃ ৩ (আমিই অন্নভোক্তা, আমি অন্নভোক্তা, আমি অন্নভোক্তা) [এখানে এই 'অহম্' শব্দের পরমাত্মায় পর্য্যবসান, অন্ন ও অন্নাদ শব্দও অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধে সেই পরমাত্মায় পর্য্যবসিত] অহং শ্লোককৃৎ অহং শ্লোককৃৎ অহং শ্লোককৃৎ

(আমি পরমেশ্বর শ্লাঘনীয়, অন্ন ও অন্নদের সম্মিলনের কর্ত্তা জগদ্রক্ষণকারী) অহং (যেহেতু পরমাত্মা) প্রথমজাঃ (সকলের প্রথমে উৎপন্ন) পূর্ব্বং দেবেভ্যঃ (দেবগণের পূর্ব্বে) ঋতা ৩ স্য (কর্ম্মের বিপাককর্ত্তা) অমৃতস্য (অমৃতত্বের অর্থাৎ মুক্তির) নাভিঃ অস্মি (চক্রের ধারণকারী মধ্য দণ্ডের মত অর্থাৎ আমার অধীন জীবের মুক্তি অতএব আমি মুক্তির বিধাতা) [নাভিঃ এই পদটি গানকারীর গানস্বরের বিকারে 'না ভাই' হইয়াছে], যঃ (যিনি আচার্য্য) মা—মাং (আমাকে—পরমাত্মাকে) দদাতি (যোগ্য শিষ্যে উপদেশ করেন) সঃ ইদেব (সেই দেশিক আচার্য্যই) মা (আমাকে) আবাঃ অবতি (রক্ষা করেন) [অথবা ব্যাখ্যান্তর] যঃ (যে কোনও ব্যক্তি) মাম্ (অন্নকে) দদাতি (অন্নপ্রার্থীকে দান করে অর্থাৎ আমি অন্নরূপে বর্ত্তমান—এই উপদেশ করেন) স ইৎ এব (সেই উপদেষ্টাই এই প্রকারেই অবিনষ্ট আমাকে অর্থাৎ অন্নকে) অবাঃ—অবতি (রক্ষা করেন)] [আর যে ব্যক্তি] অন্নম্ মাং অদত্বা (অন্ন-প্রার্থীকে অন্ন না দিয়া স্বয়ং ভোজন করে) তম্ অন্নম্ অদন্তম্ (সেই অন্নভোজনকারীকে) অহম্ (অন্নরূপী আমি) অদ্মি (ভক্ষণ করি) [যদি বল, তবে তো মুক্তি আমার কাম্য হইতে পারে না, যেহেতু মুক্তি হইলেই সর্ব্বস্বরূপতা লাভ হয়, তদপেক্ষা সংসারই ভাল, যেহেতু আমি অন্নভূত এবং অন্নাদ থাকিব। এই ভয় নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন—] অহম্ অন্নম্ (আমি অন্ন অর্থাৎ অচেতন সমস্ত বস্তু) অন্নম্ অদন্তম্ (অন্নভোক্তা চেতন পুরুষ জীবকে) অদ্মি (ব্যাপিয়া আছি) অহম্ (আমি—পরমেশ্বর) বিশ্বং (সমগ্র) ভুবনম্ (জগৎকে) অভ্যভবাম্ (প্রলয়কালে অভিভূত করিয়াছি অর্থাৎ নিজমধ্যে প্রলীন করিয়া থাকি), যঃ (যে ব্যক্তি) এবং বেদ (এইভাবে উপাসনা করে) [সে] সুবঃ ন জ্যোতীঃ

(আদিত্যের মত প্রকাশ সম্পন্ন হয়)। ইত্যুপনিষৎ (ইহাই হইল পরমাত্ম-বিজ্ঞান) ॥৫॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে দশমানুবাকস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূতের বারবার উক্তি আমি সেই অন্নময় আত্মা, আমি সেই প্রাণময় আত্মা অন্নাদ, আমিই সেই মনোময় ও বিজ্ঞানময় যে এই অন্নাদের সঙ্ঘাতকারী, আমি সেই আনন্দময় পুরুষ, যিনি মূর্ত্তামূর্ত্ত সত্যভূত এই ভুবনের প্রথমে প্রকট হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি সমস্ত দেবতার পূর্ব্ববর্ত্তী আদিপুরুষ, আমিই মুক্তিদাতা। যে আমার স্বরূপ যোগ্য শিষ্যে উপদেশ করে, সেই আমাকে পালন করে, জগতের যাহা কিছু অন্ন—অচেতন এবং যে সকল চেতন ভোক্তা তৎসমুদয়কে ব্যাপিয়া আমি আছি। প্রলয়কালে আমি এই চরাচর বিশ্বকে নিজমধ্যে উপসংহার করি। যে ব্যক্তি এই পরমেশ্বরস্বরূপ অধিগত হইয়া আমাকে ধ্যান করে, সে পরমেশ্বরের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ লাভ করিয়া কমনীয় দেদীপ্যমান শরীর লাভ করে। ইহাই অন্ন অন্নাদের তাৎপর্য্য-মুখে ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপদেশ হইল। ওঁ তৎ সৎ। অতঃপর শাস্ত্রীয় রীতি-অনুসারে গুরুশিষ্যের মঙ্গলার্থ ও উপনিষৎ পাঠের প্রত্যূহ নিরাকরণার্থ পুনশ্চ শান্তিসূক্ত পাঠ্য। যথা—ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু ইত্যাদি শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ—তিনবার শান্তি শব্দের উচ্চারণ আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বিঘ্নের নিবৃত্তির জন্য ॥৫॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ের দশম অনুবাকের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—(বিদ্যাঙ্গব্রতানি)

এতদ্বিদ্যাঙ্গং ব্রতমাহ অন্নং ন নিন্দ্যাৎ, তদ্ব্রতম্। প্রাণশরীরয়োঃ, অপ্তেজসোঃ পৃথিব্যাকাশয়োঃ অন্নান্নাদত্বদৃষ্টিম্, তয়োঃ পরস্পরপ্রতিষ্ঠিতত্বদৃষ্টিম্, [পরস্পরপ্রতিষ্ঠিততয়া পরম্পরয়া স্বপ্রতিষ্ঠিতত্বদৃষ্টিং] তদঙ্গব্রতবিশেষম্, তৎফলঞ্চাহ প্রাণো বা অন্নম্—অন্নং ন পরিচক্ষীত —অন্নং বহুকুর্ব্বীত—মহান্ কীর্ত্ত্যা। ন পরিচক্ষীত। পাত্রস্থমন্নং ন নিরাকুর্য্যাদিত্যর্থঃ। বহু কুর্ব্বীত অতিথ্যভ্যাগতস্বজনপর্য্যাপ্তং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যদ্বা বহুকুর্ব্বীত বহুমন্বীতেত্যর্থঃ। অন্নে বহুমতিং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। ন কঞ্চন—ব্রতম্। স্বগৃহে রাত্র্যাদৌ ভোজনার্থমাগতং কমপি নরং ন নিরাকুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ—প্রাপ্নুয়াৎ। ভোজনার্থমাগতানাং পুরুষাণামপ্রত্যাখ্যানস্যাবশ্যকত্বাৎ নিষিদ্ধেনাপি যেন কেনচিন্মার্গেণ বহ্বন্নং সংপাদয়েদিত্যর্থঃ। অরাধি—আচক্ষতে। অস্মৈ উপাসকায় অন্নম্ অরাধি সিদ্ধম্। উপাসকার্থমেব হ্যন্নস্য নিষ্পত্তিঃ। অতস্তদর্থমেব নিষ্পন্নত্বাদন্নানাম্, তেষাং যেন কেনাপ্যুপায়েন অর্জনে ন দোষ ইতি ভাবঃ। এতদ্বৈ—রাধ্যতে। আদিমধ্যান্তপ্রদেশেষু অন্নং যদেতৎ সিদ্ধম্, সর্ব্বাবয়বযুক্তমপ্যন্নমস্মৈ উপাসকায় সিদ্ধম্; তদর্থমেবোৎপন্নমিতি হি সন্ত আচক্ষত ইত্যর্থঃ। য এবং বেদ, [স] যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াদিতি পূর্ব্বেণ সংবন্ধঃ।

(বিদ্যাশ্রিতোপাসনান্তরাণি)

ক্ষেম ইতি বাচি। ক্ষেমসাধনত্বাৎ বাচঃ, ক্ষেমত্ববুদ্ধিস্তত্র কার্য্যেত্যর্থঃ। এবমুত্তরত্রাপি। বিমুক্তিঃ বিসর্গ ইত্যর্থঃ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। অধ্যাত্মম্ এতা উপাসনা উক্তা ইত্যর্থঃ। অথ দৈবীঃ। দৈবিকীঃ উপাসনা বক্ষ্যামীত্যর্থঃ। প্রজাতি—উপস্থে। এতত্তু আধ্যাত্মিকোপাসনে সংগতম্; পাঠক্রমাদর্থক্রমস্য বলবত্ত্বাদিতি দ্রষ্টব্যম্।

তৎ প্রতিষ্ঠেতি—ভ্রাতৃব্যাঃ। আকাশস্য প্রতিষ্ঠাত্বাদিগুণযুক্ততয়ো-

পাসনে তৎক্রতুন্যায়েন প্রতিষ্ঠাদিকং ভবতীত্যর্থঃ। ব্রহ্মবান্ (ব্রহ্মত্ববান্) বৃহত্ত্ববানিত্যর্থঃ। নম্যন্তে প্রাপ্যন্ত ইত্যর্থঃ। পরিতো ম্রিয়ন্তে অস্মিন্নিতি পরিমরঃ। সার্ব্বত্রিকমরণস্থাপ্যবকাশতয়া আশ্রয় ইত্যর্থঃ। এবমাকাশস্য ব্রহ্মশেষত্বেন পরিমরত্বেন (ত্বেন চ) উপাসনে এনমুপাসকং পরিতো দ্বিষন্তো ম্রিয়ন্ত ইত্যর্থঃ। পর্য্যেণমিতি ণত্বং ছান্দসম্। তদেব (তদেতৎ) ব্যাচষ্টে পরি যেঽপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ। অপ্রিয়াঃ ভ্রাতৃব্যাঃ শত্রবঃ পরিতো বর্ত্তমানাঃ ম্রিয়ন্ত ইত্যর্থঃ।

(আনন্দময়বিদ্যাফলপ্রপঞ্চঃ)

স যশ্চায়ং—এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। পূর্ব্ববদর্থঃ। ইমান্—আস্তে। এতৎ বক্ষ্যমাণমিত্যর্থঃ। শিষ্টং স্পষ্টম্।

হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু ইতি স্তোভাক্ষরাণি এতানি। অহমন্নম্—অন্নাদঃ। অত্রাহংশব্দঃ পরমাত্মপর্য্যন্তঃ। ভোগ্যভোক্তৃবাচ্যন্নান্নাদশব্দাবপি তৎপর্য্যন্তৌ। শ্লোককৃৎ শ্লোক্যন্ত ইতি শ্লোকাঃ। শ্লাঘনীয়জগদ্রক্ষণাদিকৃদিত্যর্থঃ। অহমস্মি প্রথমজা ঋতা ৩ স্য। ঋতস্য কর্ম্মণঃ। প্রথমজাঃ সর্গাদ্যসময়ে পরিপাককৃদিত্যর্থঃ। পূর্ব্বং দেবেভ্যঃ দেবেভ্যঃ পূর্ব্বং বর্ত্তমানা। অমৃতস্য মোক্ষস্য নাভিঃ রথচক্রস্য নাভিরিবাশ্রয়ভূতঃ নাভাই ইতিগানকৃতো বিকারঃ। যো—মাঽবাঃ। যো মাং যোগ্যায় শিষ্যায় দদাতি উপদিশতি, স এব মা মাং অবাঃ অব্যাৎ—প্রাপ্তো ভবতি। বা গতিগন্ধনয়োরিতি হি ধাতুঃ। ইচ্ছব্দোঽনর্থকঃ। অহং—আদ্মি। অন্নশব্দিতমচেতনম্, তদ্ভোক্তারং চেতনঞ্চ অদ্মি ব্যাপ্নোমি। অহং বিশ্বং—অভ্যভবাম্। প্রলয়কালে বিশ্বমভিভূতবানস্মীত্যর্থঃ।

সুবর্নজ্যোতীঃ, য এবং বেদ। কমনীয়দেদীপ্যমানশরীরো ভবতি, য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ। সমাপ্তেতি শেষঃ ॥৫॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে দশমানুবাকস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কথং বিস্ময় ইত্যুচ্যতে—আনন্দময়ঃ পুরুষো হি পরমেশ্বরঃ স চ জীবাদ্বৈ তং গচ্ছতি যেনোচ্যতে অহমন্নমিতি অহমেবান্নাদ ইতি অহং শ্লোককৃদিতি অন্নানাম্ অন্নাদনাঞ্চসজ্ঘাতঃ শ্লোকঃ তস্য চেতনাধায়কঃ, অন্নস্য পরার্থত্বাৎ অন্নাদস্যাপি পারার্থ্যেন হেতুনা সংহতপরার্থত্বাৎ পর-পদেন ঈশ্বর এব তত্র বিনিযুজ্যতে। যতঃ অহমস্মি প্রথমজাঃ অহং পরমেশ্বরঃ, প্রথমং জগৎসিসৃক্ষুর্জাত ইতি, যো হি জগৎসিসৃক্ষুরীক্ষণবান্ স ঋতস্য সত্যস্য মূর্ত্তামূর্ত্তস্যাস্য জগতঃ দেবেভ্যঃ বিরিঞ্চাদিভ্যঃ পূর্ব্বম্ অমৃতস্য অমৃতত্বস্য মোক্ষস্য নাভিঃ রথচক্রস্য নাভিরিব ধারকঃ। যঃ কশ্চিৎ মাম্ অন্নম্ ঈশ্বররূপম্ অন্নার্থিভ্যঃ ব্রহ্মোপদেশপ্রার্থিভ্যো দদাতি উপদিশতি স ইদেব স এব ইচ্ছন্দো নিরর্থকঃ মা মাং অবাঃ অবতীত্যর্থঃ। যতোঽহং অন্নম্ ভোগ্যম্ অচেতনং, অন্নাদং তদ্ ভোক্তারং চেতনং জীবঞ্চ অদ্মি ব্যাপ্নোমি। অহং বিশ্বং ভুবনং চরাচরাত্মকং সর্ব্বং জগৎ অভ্যভবাম্ প্রলয়কালে অভিভূতবান্। য এবং বেদ এবং রূপং পরমেশ্বরং জ্ঞাত্বা উপাস্তে স স্বর্ণজ্যোতীঃ কমনীয়দেদীপ্যমানশরীরো ভবতি। ইত্যুপনিষৎ ইতি বল্লীদ্বয়তাৎপর্য্যভূতং ব্রহ্মবিজ্ঞানং সমাপ্তম্ ॥৫॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে দশমানুবাকস্য
'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষের স্থিতি জড় শরীরে নহে। তিনি শরীর হইতে সর্ব্বথা উৎক্রান্ত হইয়া পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন। সেই কথা পূর্ব্বে বলিবার পর এক্ষণে সামগানের বর্ণন করিতেছেন। এই মন্ত্রে পরমাত্মার সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ-প্রাপ্ত মহাপুরুষের জগৎ-পাবন বা উদ্ধার-লীলা তাঁহার বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে প্রকট হইয়া অলৌকিক মহিমা সূচিত হইয়াছে।

'হাবু' পদটি আশ্চর্য্যবোধক অব্যয়। মহাপুরুষ বড় আশ্চর্য্যের কথা বলিতেছেন—সম্পূর্ণ ভোগ্যবস্তু এবং ইহার ভোগকর্ত্তা জীবাত্মা ও উভয়ের সংযোগকর্ত্তা পরমেশ্বর আমি হই অর্থাৎ আমা হইতে অভিন্ন।

আমিই পরিদৃশ্যমান্ জগতে সমস্ত দেবতার অগ্রে, সকলের প্রধান হইয়া হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মারূপে প্রকট। পরমানন্দরূপ অমৃতের আশ্রয় পরব্রহ্ম পরমেশ্বরও আমা হইতে অভিন্ন। যে কোন মনুষ্য যে কোন বস্তুরূপে আমাকে কাহাকেও প্রদান করে, আমি মনে করি, উহা দ্বারা আমাকে রক্ষা করিতেছে। যোগ্যপাত্রে ভোগ্য-পদার্থের দান উহাকে রক্ষা করিবার সর্ব্বোত্তম উপায়। ইহার বিপরীত—যে ব্যক্তি নিজের জন্য অন্নরূপ সমস্ত ভোগের উপভোগ করে, উক্ত ভোক্তার নিকট হইতে আমি সমুদয় ভোগ বিনষ্ট করি।

আমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের তিরস্কারকারী। আমার মহিমার তুলনায় সমগ্র বস্তু তুচ্ছ। আমার প্রকাশের এক বিন্দু সূর্য্যের সমান অর্থাৎ জগতে যত প্রকাশযুক্ত পদার্থ আছে, সমস্তই আমার তেজের অংশ।

যে কেহ এইপ্রকার ভৃগুর তুল্য পরমাত্মার তত্ত্ব অবগত হন, তিনিও এইরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন। উপরি উক্ত কথন পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে স্থিত হইয়া অর্থাৎ তাদাত্ম্যভাবে পরমাত্মার দৃষ্টিতে কথিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকবাক্যেও পাওয়া যায়,—

"অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে॥

দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ।
ন দ্রক্ষসি শরীরঞ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মনঃ॥" (ভাঃ ১২।৫।১১-১২)

এস্থলে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকাটি বিশেষভাবে আলোচ্য॥৫॥

ইতি—তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ের দশম অনুবাকের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

ইতি—ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে দশমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঋষিণা গুরোঃ ক্রুধা
বান্তমেব নিখিলং ততঃ শ্রুতম্।
কৃষ্ণকায়মভজচ্চ তদ্‌যজু-
স্তদ্‌গতা শ্রুতিরিয়ং বিতন্যতে॥

শিষ্যো ভক্তিবশাৎ পরো গুরুপরো ভূত্বাত্মনা তৈত্তিরি-
র্বান্তং তৎক্ষণমাশ নির্ঘৃণতয়া সা তৈত্তিরীয় শ্রুতিঃ।
ব্যাখ্যা-তত্ত্বকণানুবাদবলিতা স্বাদং তনোতু শ্রুতা
ভক্তানাং মম যচ্ছতাদ্‌গুরুকৃপাং ভক্তিং হরৌ শাশ্বতীম্॥

সমর্পণমিদং—
ইতি বৈষ্ণব-গুরু-গোবিন্দ-সেবকস্য
শ্রীভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তিনঃ।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ সম্পূর্ণা॥

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ঐতরেয়োপনিষৎ

প্রবর্ত্তনী

ওঁ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠমহাত্মনে ।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে ।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে ।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে ॥

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে ।
স্বয়ং (সোঽয়ং) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি
স্বপদান্তিকম্ ।

বন্দে শিক্ষাগুরুং শ্রীলং ভক্তিবিবেকভারতীম্ ।
সরস্বত্যগ্রজং বিজ্ঞং সদা নামপরায়ণম্ ॥

বৈষ্ণবাচার্য্যপাদায় গুরুদেবৈকজীবিনে ।
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়াসনস্থাপনকারিণে ॥
সংসারমোহনাশায় প্রাপকায় গুরোঃ পদম্ ।
ভক্তিবর্ত্ম দর্শকায় নমস্তস্মৈ কৃপাব্ধয়ে ॥

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্-বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে ।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে ! পাদাম্ভোজায় তে নমঃ ॥

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে ।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥
স্ফুতিরাবর্ত্তয়েন্মূকম্ পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ ।
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন ।
অনায়াসে হয় যেন বাঞ্ছিত- পূরণ॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাশীর্ব্বাদ শিরে গ্রহণ পূর্ব্বক 'ঐতরেয়োপনিষৎ' গ্রন্থখানিরও একটি ক্ষুদ্রাকার ভূমিকা লিখনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

এই উপনিষদখানি ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় শাখার অন্তর্গত। ঐ শাখার দ্বিতীয় আরণ্যকের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ই ঐতরেয় উপনিষৎ নামে খ্যাত। ঐতরেয় উপনিষদের দ্রষ্টা—ইতরার পুত্র ঐতরেয় বা মহিদাস নামে এক ঋষি। তাঁহার দৃষ্ট ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ তাঁহার নামানুসারেই 'ঐতরেয়' নামে বিখ্যাত।

কেহ কেহ মনে করেন—ইতরা নীচ বংশোদ্ভূতা ছিলেন কিন্তু তাঁহার পুত্র নিজ বিদ্যা ও তপস্যার বলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আবার কেহ তাঁহাকে অবতার সদৃশ বলিয়াও মনে করেন। এ-বিষয়ে গ্রন্থের প্রারম্ভে একটি আখ্যায়িকা 'কথা প্রবন্ধে'র মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা তথায় দ্রষ্টব্য।

ঋগ্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন হইলেও ঋগ্বেদীয় প্রামাণিক উপনিষদ্‌গণের মধ্যে ঐতরেয় এবং কৌষীতকী উপনিষৎ আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

ঐতরেয় উপনিষৎখানি অতিশয় সংক্ষিপ্ত। ইহাতে তিনটি মাত্র অধ্যায় আছে।

প্রথমাধ্যায়ের তাৎপর্য্য-আলোচনায় পাই,—

এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে এক পরমাত্মাই ছিলেন। বিশ্ব তখন পরমাত্মার সহিত একীভূত ছিল। তৎকালে মায়াশক্তি ও জীবশক্তি পরমাত্মাতে লীন থাকায় এবং চিচ্ছক্তি সর্ব্বদা একইভাবে লীলা সম্পাদন করায়, বহির্ব্যাপারবিশিষ্ট কিছুই ছিল না। চিল্লীলা-পরায়ণ শ্রীভগবান্ তদবস্থায় থাকিয়াও জীবের ভোগ ও মোক্ষ বিধানার্থ 'স্বর্গাদি লোকসমূহ সৃষ্টি করিব' এইরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন।

তিনি সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া দ্যুলোকের উপরিস্থ অম্ভঃ, মরীচি—অন্তরীক্ষ, মর—পৃথিবী ও অপ্ জল সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর তিনি লোক-সকলের রক্ষার নিমিত্ত লোকপালদিগকে সৃষ্টি করিলেন। দেবতাগণ সৃষ্ট হইয়া যখন বাসস্থান ও অন্ন চাহিলেন, তখন তাঁহাদের নিমিত্ত প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যদেহ সৃষ্ট হইল। মানবদেহে অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে, সূর্য্য চক্ষুঃ হইয়া অক্ষিদ্বয়ে, দিক্-সকল শ্রবণেন্দ্রিয় হইয়া কর্ণদ্বয়ে, ওষধি ও বনস্পতিগণ লোম হইয়া ত্বকে এবং চন্দ্রমাঃ মনঃ হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। মৃত্যু অপান বায়ু হইয়া নাভিতে এবং জল রেতঃ হইয়া জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিল।

এইরূপে দেহগত করণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা-সকল দেহে নিজ নিজ অধিষ্ঠান লাভ করিলেন। তদ্গতা ক্ষুধা ও পিপাসা দেবতাদিগের সহিত সম্বন্ধলাভার্থ পুরুষকে বলিলেন—আমাদিগের অধিষ্ঠান বিধান করুন। তদনুসারে পুরুষ তাহাদিগকে বলিলেন,—আমি তোমা-দিগকে ঐ সকল দেবতাতেই বৃত্তি বিভাগ দ্বারা অনুগ্রহ করিতেছি। তোমরা যজ্ঞে উহাদের হবির্ভাগাংশ প্রাপ্ত হইবে। অতএব ক্ষুধা ও পিপাসা দেবতাদিগের অংশভাগী হইল।

পরমাত্মা লোক ও লোকপালগণের জন্য অন্ন সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে জল হইতে আদিজড় বা অন্নমূর্ত্তি উৎপন্ন হইল। সে ভক্ষিত হইবার ভয়ে পলায়নপর হইলে প্রথম জাত পুরুষ ঐ অন্নকে ক্রমান্বয় বাক্, নাসিকা, চক্ষুঃ, কর্ণ, ত্বক্, মনঃ ও উপস্থ দ্বারা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে তিনি উহাকে মুখচ্ছিদ্র হইতে নিম্নগামী বায়ু দ্বারা গ্রহণ করিতে চাহিলেন। তখন তিনি উহাকে ভক্ষণ করিলেন। এই অপান বায়ুই অন্নের গ্রাহক। অতএব এই বায়ুই অন্নভোক্তা পুরুষের আয়ুর কারণ।

অনন্তর পুরুষ আমার অধ্যক্ষতা-ব্যতিরেকে কি প্রকারে এই শরীরে অবস্থান করিবে, ইহা চিন্তা করিলেন। যদি স্বাধীনভাবে ইন্দ্রিয়াদি বিষয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে আমি কে? আমাকে কেহই জানিবে না। অতএব আমি সকলের অধ্যক্ষ হইয়া এই শরীরে অবস্থানের নিমিত্ত পাদাগ্র হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত কোন পথ দ্বারা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব, ইহাই চিন্তা করিলেন।

তিনি এই প্রকার আলোচনা করিয়া কপালত্রয়ের সন্ধিস্থল বিদারণ পূর্ব্বক প্রসিদ্ধ নবদ্বারের অতিরিক্ত ঐ দশম দ্বার দিয়া শরীর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি বিদারণ পূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন বলিয়া ঐ দ্বার **'বিদৃতি'** নামে অভিহিত হইল। এই দ্বার দিয়া ব্রহ্মানন্দ হয় বলিয়া এই দ্বার **'নান্দন'** নামে প্রসিদ্ধ। শরীররূপ পুর সৃষ্টি করিয়া জীবাত্মার সহিত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী পরমাত্মার উপলব্ধি-স্থান তিনটি যথা,—দক্ষিণ অক্ষি, কণ্ঠ বা মন ও হৃদয়। ঐ তিনটি স্থানে যথাক্রমে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনটি অবস্থা প্রতীত হইয়া থাকে।

মানব উৎপত্তির পর জগৎ দর্শন করিলেন। দর্শন করিয়া আমি এই শরীরে অবস্থানকরতঃ কি বলিব, ইহাই বিচার করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পরমাত্মাকে বৃহৎ ও ব্যাপক দর্শন করিলেন। দর্শন করিয়া আমি এই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম—ইহাই বিদিত হইলেন।

আমি দর্শন করিলাম, এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিবশতঃ আত্মার **'ইদন্দ্র'** একটি নাম। **'ইদন্দ্র'** এইটি প্রসিদ্ধ নাম। সাক্ষাৎ গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া পরোক্ষে ইন্দ্র বলা হয়। দেবগণ পরোক্ষ প্রিয়।

দ্বিতীয়াধ্যায়ের তাৎপর্য্যে পাই,—

পূর্ব্বোক্ত জীব প্রথমতঃ চন্দ্রমণ্ডল হইতে জলরূপে অবতরণ পূর্ব্বক অন্নদ্বারা পুরুষদেহে রেতোরূপে অবস্থান করে। ঐ রেতঃ পুরুষের অন্নময় দেহের সকল অঙ্গের সার বলিয়া আত্মশব্দবাচ্য। ঐ রেতঃ যখন স্ত্রী-যোনিতে সিঞ্চিত হয়, তখনই গর্ভ উৎপন্ন হয়। উহাকে জীবের প্রথম জন্ম বলে।

ভর্ত্তার রেতোরূপ আত্মার বর্দ্ধয়িত্রী গর্ভিণী ভর্ত্তা কর্ত্তৃক রক্ষণীয়া। জন্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জননী গর্ভে ধারণ করিয়া থাকেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর পিতা যথাবিধি সংস্কার করিয়া থাকেন। পিতা কর্ত্তৃক পুত্রের উৎপাদনাদি দ্বারা সংসারে প্রজা বৃদ্ধি হয়। এই শিষ্টাচার পালন দ্বারা লোকসকলকে প্রজাপূর্ণ করা হয়। এই ভূমিষ্ঠ হওয়াই জীবের দ্বিতীয় জন্ম।

পিতা পুত্ররূপ আত্মাকে স্বানুষ্ঠেয় পুণ্য কর্ম্মসমূহে প্রতিনিধি করেন। পিতা এইরূপে পুত্রের উপর সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের ভারার্পণ দ্বারা ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। পুত্র পিতৃধর্ম্ম রক্ষা করিয়া পরলোক গমনের পর যে জন্মগ্রহণ করে, উহাই জীবের তৃতীয় জন্ম।

বামদেব ঋষি বলিয়াছিলেন,—“আমি গর্ভমধ্যে থাকিয়াই অনেক জন্মান্তরের ভাবনা পরিপাকবশে এই অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের জন্ম-সমূহ বিদিত হইলাম। কত শত লৌহবৎ দুর্ভেদ্য শরীর আমাকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল, ঐ সকল নিকৃষ্ট শরীরে আবদ্ধ থাকিয়া আমি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই। এইবার এই সুগঠিত জ্ঞান-ভক্তির অনুকূল মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হইয়া জাল ভেদকরতঃ নির্গত শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সত্বর নির্গত হইলাম।” গর্ভমধ্যে শয়িত থাকিয়া বামদেব ঋষি এই সকল কথা বলিয়াছিলেন। বামদেব ঋষি

যথোক্ত আত্মাকে অবগত হইয়া স্বর্গলোকে গমনপূর্ব্বক সর্ব্বকাম্য লাভ করিয়া অমর হন।

তৃতীয়াধ্যায়ের সারমর্ম্মে পাই,—

আত্মা এই দেহেই প্রবেশ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন কিন্তু আমরা সেই আত্মাকে জানি না। এই দেহে জ্ঞাতা ও জ্ঞানকরণ উপলব্ধ হইতেছে। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে আত্মা কে? চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বগাদি কেহই আত্মা নহে। হৃদয়, মনঃ, সংজ্ঞা, অজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টি, ধৃতি, মতি, মনীষা, জূতি, স্মৃতি, সঙ্কল্প, ক্রতু, অসু, কাম, অভিলাষ এই সকলই প্রজ্ঞানের নাম মাত্র।

ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, পঞ্চমহাভূত, স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী, নানাবিধ বীজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জাদি প্রাণী, গো, অশ্ব, মনুষ্য ইত্যাদি যাবতীয় প্রাণী প্রজ্ঞা হইতে উৎপন্ন, তৎকর্তৃক রক্ষিত ও অন্তে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রজ্ঞা লোকসকলের স্থিতির হেতু, প্রজ্ঞাই লোকসকলের প্রতিষ্ঠা বা চরম আশ্রয়। এই প্রজ্ঞাই ব্রহ্ম। জীব এই প্রজ্ঞ পরমাত্মার সহিত এই লোক হইতে গমনের পর স্বর্গলোকে সকল কাম লাভ করিয়া অমর হন।

এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে তৈত্তিরীয় এবং ঐতরেয় এই উপনিষদ্দ্বয় মুদ্রিত হওয়ায় আমরা বিস্মিত না হইয়া পারিতেছি না। শ্রীভগবানের অপার করুণায় ও অপ্রত্যাশিতভাবে রূপ লেখা প্রেসের স্বত্বাধিকারী ও মুদ্রাকর শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ নন্দী, বি, এস্, সি, 'ভক্তিকলানিধি' মহাশয়ের সহিত আমাদের যোগাযোগ হওয়াতেই এই অসাধ্য-সাধন সম্ভব হইতেছে। কি ভাষায় যে, তাঁহার প্রশংসা করিব এবং কি ভাষায় যে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, তাহা আমার

জানা নাই। তবে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেরূপ আন্তরিকতা ও মহানুভবতা লইয়া তিনি এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ-প্রচারের সহায়তা করিলেন, তজ্জন্য শ্রীভগবান্‌ই তাঁহাকে যথাকালে যথোপযুক্ত কল্যাণ প্রদান পূর্ব্বক যেন কৃতার্থ করেন।

এবারে আরও একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই গ্রন্থদ্বয় একত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম ধামে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের** শ্রীরথযাত্রাকালে শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীচরণে নিবেদিত হইতেছে দেখিয়া নিজেকে অত্যন্ত ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিতেছি। **শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের** অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-সম্মতভাবে উপনিষদ্‌-গ্রন্থমালার অন্তর্গত এই গ্রন্থসমূহ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইলেন। মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ একটি দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপের কল্পনা করাও অসম্ভব। জানি না, পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরু-পাদপদ্ম ও তৎ-পদাশ্রিত বৈষ্ণবগণের কি অপার করুণা যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে এত যোগ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ থাকিতেও সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য পতিতাধমকে উদ্ধার করিবার নিমিত্তই বোধ হয় সম্প্রদায়ের সেবা-কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন।

একাদশ উপনিষদের মধ্যে মাত্র ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক—এই দুইখানি অবশিষ্ট রহিলেন। গ্রন্থ দুইখানির কলেবর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। অতিশয় দুঃখের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমার শরীর বর্ত্তমানে নানা রোগাক্রান্ত হইয়া যেরূপ অপটু হইয়াছে, তাহাতে এই দুইখানি গ্রন্থের আর সম্পাদনা ও প্রকাশনা সম্পন্ন করিতে পারিব কিনা, তাহাই সংশয়ের বিষয় হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদাদি গ্রন্থের অধ্যয়নকারীর সংখ্যাও অতিশয় নগণ্য। রাজনৈতিক ও সমাজবাদের মতাদর্শ লইয়া পরস্পরের মধ্যে বিবদমান

অবস্থায় এমন এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে আত্যন্তিক স্ব-পর-মঙ্গলের চিন্তাস্রোত-রহিত হইয়া সর্ব্বত্র যেন মানব-মেধাকে আন্তর্জাতিক জড়-অভ্যুদয়বাদের আপাততঃ মনোরম ও পরিণামে বিষময় ফলের দিকে লইয়া যাইতেছে। এহেন দুর্দ্দিনে একমাত্র শ্রীভগবান্ যদি কোন শক্তিশালী শক্ত্যাবেশাবতার মহাপুরুষকে প্রেরণ পূর্ব্বক হরিকথা-দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত জগতে শাশ্বত, সনাতন, অমৃতময় বেদান্তবেদ্য পুরুষের মঙ্গলময়ী বাণী পুনঃ প্রবর্ত্তনের দ্বারা মানবের প্রকৃত শান্তির বা কল্যাণের পথ সংস্থাপন করেন, তবেই মঙ্গল। নতুবা নানাদিক্ হইতে অমঙ্গলের করাল ছায়া বিশ্বকে গ্রাস করিবে। অতএব **শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের** সুশীতল পদচ্ছায়াই আমাদের একমাত্র আশ্রয় হউক, অবলম্বন হউক, এতদ্ব্যতীত প্রকৃত মঙ্গলের দ্বিতীয় পন্থা নাই।

আমাদের মাননীয় পণ্ডিতপ্রবর মহোপাধ্যায় শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, বেদান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ মহাশয় চুরাশী বৎসর বয়সেও যেরূপ উদ্যম ও উৎসাহ লইয়া উপনিষদ্-গ্রন্থমালার কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাতে আমি শুধু তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ নহি, চিরঋণীও থাকিলাম। তাঁহার পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় আমি মুগ্ধ। শুধু আমি নহি, বঙ্গদেশের বহু খ্যাতনামা মনীষী ও বিদ্বান্ ব্যক্তিও তাঁহার ছাত্র বা ছাত্রপ্রতিম। তাঁহারাও তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা ও দর্শন-শাস্ত্র-জ্ঞানের গভীরতার কথা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। আশা করি, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ সুমহান্ কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া বৈদান্তিক শিক্ষা-প্রচারের দ্বারা জগতের কল্যাণ বিধান করিতে থাকিবেন।

আমাদের **শ্রীআসনের** আশ্রিতা পরম কল্যাণীয়া **শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া দেবী,** ভক্তিপ্রাণা, বি, এ, বি, টি, মহাশয়া স্বেচ্ছাপ্রণোদিতা হইয়া এই

গ্রন্থখানির মুদ্রণের আনুকূল্যে এক হাজার একশত এক টাকা প্রদান করতঃ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিলেন। তিনি যদিও তাঁহার নাম প্রকাশে বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সরলতায়, অমায়িকতায় ও ভক্তিপ্রবণতায় মুগ্ধ হইয়াই আমি তাঁহার নামোল্লেখ করিলাম। আমি আশা করি, শ্রীভগবৎকৃপায় তাঁহার ভক্তিপথে উত্তরোত্তর আগ্রহ ও ভক্তি-রসাস্বাদনে পিপাসা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

আমি সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য হইয়াও একমাত্র গুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুক কৃপাবল আশ্রয় করিয়াই যে, এই গ্রন্থ-সম্পাদনে রত হইয়াছি, তাহা আমি প্রতি গ্রন্থে অকপটে সর্ব্বত্র জ্ঞাপন করিয়াছি। আমি একে বৃদ্ধ, তাহাতে আবার বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত, সে কারণ দৃষ্টিশক্তির ও স্মৃতিশক্তির বিশেষ লাঘব ঘটিয়াছে। নানাকারণে গ্রন্থ-মধ্যে বিভিন্ন দোষ ও ত্রুটী প্রকাশ পাইতেছে। সে কারণ আমি শ্রদ্ধালু ও সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট গললগ্নীকৃতবাসে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা যেন নিজগুণে করুণাবশতঃ আমার সকল দোষ ত্রুটী ক্ষমাপণ-করতঃ এবং মুদ্রাকর-প্রমাদগুলি সংশোধন পূর্ব্বক গ্রন্থে বর্ণিত তত্ত্বের মর্ম্ম অবধারণ করিয়া আমাকে কৃতকৃতার্থ করেন।

সহৃদয় পূজনীয় সতীর্থগণের প্রতিও আমার একান্ত নিবেদন ও প্রার্থনা এই যে, গৌড়ীয়-ব্যাখ্যা-সমন্বিত উপনিষদ্-গ্রন্থসমূহ এইবারই সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হইয়া আত্মপ্রকাশ পাইতেছেন সুতরাং অনিচ্ছা-সত্ত্বেও অজ্ঞতানিবন্ধন ভ্রম-প্রমাদ প্রকাশ পাওয়া খুবই সম্ভব, সেকারণ তাঁহারা যেন ভবিষ্যতে যোগ্য বৈষ্ণবগণের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত হইয়া উপনিষদের উপর গৌড়ীয় ভাষ্যের সমুজ্জ্বলতা দর্শনের আশাবদ্ধ হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমাকে সর্ব্বতোভাবে ক্ষমা করেন। কারণ বাতুল হইয়া চাঁদ ধরিবার ন্যায় মাদৃশ অধমের উপনিষদে গৌড়ীয় ব্যাখ্যা ও ভাষ্যাদি রচনা করিবার প্রয়াস অত্যন্ত ধৃষ্টতার

পরিচায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের উপনিষদ্ভাষ্য প্রকাশিত আছে, অথচ গৌড়ীয়গণের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা লোকে আদৌ জানিতে পারিবেন না, ইহা পরিতাপের বিষয় মনে করিয়াই গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীচরণ চিন্তাকরতঃ এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। এতদধিক বলিবার আমার আর কিছু নাই।

আর একটি নিবেদন এই যে, প্রথমে কয়েকখানি উপনিষদের ভিক্ষা কিছু অধিক হইলেও পরবর্ত্তী গ্রন্থগুলির ভিক্ষা যথাসম্ভব কম নির্দ্ধারণ করিয়া সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে। কেবলমাত্র ভিক্ষালব্ধ অর্থের দ্বারা এইপ্রকার ব্যয়বহুল কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে জানিয়া গ্রন্থের গ্রাহকগণ সকলে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

পরিশেষে পুনরায় মদীয় পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী করুণার কথা স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার রাতুলচরণে কৃতাঞ্জলিপুটে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে করিতে গ্রন্থ সমাপ্ত করিলাম। হয়তো শেষ জীবনের ইহাই শেষ কার্য্য। আশা করি, শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদে জন্ম-জন্মান্তরেও যেন এইরূপ সম্প্রদায়ের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারি। অলমতি বিস্তরেণ। নিবেদনমিতি।

দশহরা—শ্রীশ্রীগঙ্গাপূজা। গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য- **শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ** **প্রভুর তিরোভাব-তিথি।** ২৪ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৮৬, ৭ই আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৭৯	শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-গৌরকিশোর- ভক্তিবিনোদ-চরণ-রেণু-সেবাপ্রার্থী— দীনাতিদীন— **শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী** (গ্রন্থ-সম্পাদক)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ঐতরেয়োপনিষৎ

বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মন্ত্র-সূচী

(বর্ণমালানুক্রমে)

প

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ঋগ্বেদীয়া

ঐতরেয়োপনিষৎ

শ্রীশ্রীউপনিষদ্-গ্রন্থমালা—৮

কথা-প্রবন্ধঃ

ঐতরেয়োপনিষদের ঐরূপ নাম নির্দ্দেশে একটি ঐতিহ্য আছে। কোনও এক মহর্ষির 'ইতরা'নামে এক পত্নী ছিলেন কিন্তু ঋষি তাঁহাকে অনাদর করিয়া অন্য ভার্য্যাকে বিশেষ ভালবাসিতেন এবং সেই দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত সন্তানকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন, এইরূপে ইতরাকে ও তাঁহার পুত্রকে উপেক্ষা করায় ইতরা মনঃকষ্টে বহুদিন ধরিয়া বহু সাধনায় 'মহীদেবীর' আরাধনা করেন, পরে সেই দেবীর অনুগ্রহে পুত্রকে তিনি অসাধারণ বেদাংশ-বিশেষের মর্ম্মজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই ইতরা-পুত্রই ঐতরেয় নামে ও মহিদাস নামে প্রসিদ্ধ হন। এই কথা আমরা ছান্দোগ্যোপনিষদেও পাই, যথা—'যথাকৃতায়বিজিতায়াধরেয়াৎ সংযাস্ত্যবমেনং সর্ব্বং তদভি-সমৈতি যৎকিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ সবেদ সময়ৈতদুক্ত ইতি'। সেই ইতরাপুত্র-ঐতরেয়প্রোক্ত ঋগ্‌বেদ-ব্রাহ্মণ এই ঐতরেয় নামে খ্যাত, তাহার অন্তর্গত এই ঐতরেয়োপনিষৎ।

সমস্ত বেদ ব্রাহ্মণ ও সংহিতাভেদে দুইভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে ঋগ্‌সংহিতা দশটি মণ্ডলে পূর্ণ। বর্ত্তমানকালে সেই ঋক্‌সংহিতাও

এই ঐতরেয়োপনিষদ্ ঋগ্ বেদরূপেই উপলব্ধ হয়। এই ঋগ্ সংহিতা বা ঋগ্ বেদ মধ্যে ঐতরেয়ারণ্যক নামে পঞ্চ আরণ্যক বিশিষ্ট খণ্ড আছে। তাহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় আরণ্যক ঐতরেয়োপনিষৎ নামে খ্যাত। তন্মধ্যে দ্বিতীয়ারণ্যকের শেষভাগে 'আত্মষট্ক' নামে যে অংশ আছে তাহার ভাষ্যও শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজ করিয়াছেন। ঐতরেয়োপনিষৎ একখানি প্রসিদ্ধোপনিষৎ। ইহা অথাত্র নিবিষ্টা বিষয়া নির্দ্দিশ্যন্তে। উপনিষৎকোশ-মধ্যে মুক্তিকোপনিষদে ধৃত বচন দ্বারা প্রমাণিত হয়, যথা—"ঈশ-কেন-কঠ-প্রশ্ন-মুণ্ড-মাণ্ডূক্যতিত্তিরি। ছান্দোগ্যমৈতরেয়ঞ্চ বৃহদারণ্যকস্তথা"।

শান্তিপাঠঃ

ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা,মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিত-মাবিরাবীর্ম্ম এধি। বেদস্য ম আণীস্থঃ। শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ। অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্সন্দধাম্যৃতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু অবতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ—

অন্বয়ানুবাদ—ওঁ (হে পরমাত্মন্!) মে (আমার) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) মনসি (মনে) প্রতিষ্ঠিতা (প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত হউক); মে (আমার) মনঃ (মন) বাচি (বাকে) প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপাদক শব্দরাশিই মনের বিবক্ষিত হউক); আবিঃ (হে স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর!) মে (আমার নিকট) আবীঃ এধি (প্রকট হও); [বাক্ ও মনঃ] মে (আমার নিকট) বেদস্য (বেদবিষয়ক জ্ঞানের) আণীস্থঃ (আনয়নে সমর্থ হউক) মে শ্রুতং

(আমার শ্রুত—বেদার্থ) মা প্রহাসীঃ (আমাকে পরিত্যাগ না করুক) অনেন অধীতেন (এই অধীত-শাস্ত্রের দ্বারা) অহোরাত্রান্ (দিবা ও রাত্রিকে) সংদধামি (সংযুক্ত করিব) ঋতং (বিশুদ্ধ শব্দরাশি) বদিষ্যামি (বলিব); সত্যং বদিষ্যামি (যথাযথ সত্য কথা বলিব, অর্থাৎ মনে পরমার্থ বস্তু বিচারপূর্ব্বক বাক্যে তাহাই প্রকাশ করিব) তৎ (সেই ব্রহ্মতত্ত্ব) মাং (আমাকে—শিষ্যকে) অবতু (রক্ষা করুন) তৎ (সেই ভগবান্) বক্তারম্ (আমার আচার্য্যকে রক্ষা করুন) অবতু মাম্ অবতু বক্তারম্, অবতু বক্তারম্ (আচার্য্যের প্রতি আদরাতিশয় এবং শান্তির সমাপ্তির জন্য পুনরুক্তি) ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (শ্রীভগবান্ শান্তিস্বরূপ, শান্তিস্বরূপ, শান্তিস্বরূপ ; সকল বিঘ্ন হইতে রক্ষা করুন)।

অনুবাদ—হে পরমাত্মন্! আমার বাগিন্দ্রিয় মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। আবার মনও বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ মনের ভাব বাক্যদ্বারাই প্রকাশিত হয় বলিয়া মনকে বাক্যে প্রতিষ্ঠিত বলা হইতেছে। তুমি আমার প্রত্যক্ষ হও, আমাকে বেদ-বিহিত জ্ঞানের অধিকারী কর, আমার শাস্ত্রজ্ঞান যেন নষ্ট করিও না, অর্থাৎ আমি যেন বিস্মৃত না হই, এই অধ্যয়ন দ্বারা আমি দিনরাত্রি সংযোজিত করিতে পারি অর্থাৎ আমার অধ্যয়নের বিরাম না হয়। আমি ঋত অর্থাৎ অপভ্রংশাদি দোষরহিত শব্দব্রহ্মের উপাসনা করিব, আমি সত্য অর্থাৎ যথাযথ অর্থ-কথনরূপ সত্যের আশ্রয় লইব। আমি যে ব্রহ্মের অধ্যয়ন করিতেছি, সেই পরমব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন, তিনি আমার আচার্য্যকে রক্ষা করুন, তিনি আচার্য্যকে সকল বিঘ্ন হইতে রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন। এই বিষয়ে আদরাতিশয় দেখাইবার জন্য ভূয়োভূয়ঃ শিষ্যের প্রার্থনা।

ঐতরেয়োপনিষৎ

প্রথমাধ্যায়স্য

প্রথমঃ খণ্ডঃ

**শ্রুতিঃ—আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।
স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি ॥১॥**

অন্বয়ানুবাদ—[জগতে যাহা কিছু ভোগ্যবস্তু, ভোগ ও তাহার উপকরণ আছে, তৎসমুদয় হইতে বিলক্ষণ—এই পরমাত্মার স্বরূপ-নিরূপণের জন্য এবং ঐন্দ্রাদি পদের হেয়ত্ব প্রতিপাদনের জন্য এই প্রকরণের আরম্ভ। ইহাতে পরব্রহ্ম পরমাত্মাই যে একমাত্র কূটস্থ, শাশ্বত, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে—] ইদং (এই পরিদৃশ্যমান চরাচর বিশ্ব) অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) আত্মা বৈ একঃ আসীৎ (এক আত্মরূপেই ছিল, পরমাত্মাতে একীভূত অর্থাৎ অভিন্নরূপে ছিল, কোনও জীব বা জগৎ বহির্ব্যাপারবিশিষ্ট পৃথক্ কিছুই ছিল না) [যদি বল, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাদি থাকিতে তিনিই একমাত্র ছিলেন এই উক্তি সঙ্গত কিরূপ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—] অন্যৎ কিঞ্চন ন মিষৎ (সেই পরমাত্ম-ব্যতিরিক্ত অন্য ব্যাপারবিশিষ্ট জীব ও জগৎ কিছুই ছিল না) [তখন] সঃ (সেই পরমাত্মা) ঈক্ষত—ঐক্ষত (বিচার করিলেন বা সঙ্কল্প করিলেন) [কি সঙ্কল্প করিলেন?] লোকান্ নু (জীবভূতময় ভুবনসমূহ) সৃজৈ (আমি সৃষ্টি করিব) ইতি (ইহা) ॥১॥

অনুবাদ—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র পরমেশ্বর ব্যতীত আর কিছুই পৃথগ্‌ভাবে ছিল না, একমাত্র তিনিই ছিলেন অর্থাৎ তখন এই ক্রিয়াশীল অন্য কিছুই জগৎ ছিল না কিন্তু জগৎপ্রসবিনী বহিরঙ্গা শক্তি ও জীবশক্তি অভিন্নরূপে তাঁহাতে অবস্থিত ছিলেন। ভগবান্ স্বাধীন-সঙ্কল্প ও স্বাধীনশক্তিবিশিষ্ট; তাঁহার ইচ্ছা হইল—আমি সমস্ত লোক সৃষ্টি করিব। ইহা প্রাথমিক সৃষ্টির অভিপ্রায়ে উক্তি। যেহেতু অনাদি সৃষ্টিরও তিনি আদিভূত। তবে যে 'যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবী-ঞ্চান্তরিক্ষমথোস্বঃ' এই মন্ত্রবর্ণে 'যথাপূর্ব্বং' কথাটি পাওয়া যাইতেছে, তাহা দ্বিতীয়াদি সৃষ্টির অভিপ্রায়ে। সমগ্র জগৎ-সৃষ্টির মূলে তাঁহার ইচ্ছা বর্ত্তমান। তিনি কেন এই লোকসৃষ্টির সঙ্কল্প করিলেন? ইহা তাঁহার শক্তি-বিলাসমাত্র॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ— শ্রীঃ

শ্রিয়ৈ নমঃ। শ্রীনিবাসপরব্রহ্মণে নমঃ।
শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ।
যেনোপনিষদাং ভাষ্যং রামানুজমতানুগম্।
রম্যং কৃতং প্রপদ্যে তং রঙ্গরামানুজং মুনিম্॥
শ্রীরঙ্গরামানুজমুনিবিরচিতং প্রকাশিকাভিধানং ভাষ্যম্।
অতসীগুচ্ছসচ্ছায়মঞ্চিতোরঃস্থলং শ্রিয়া।
অঞ্জনাচলশৃঙ্গারমঞ্জলির্ম্মম গাহতাম্॥
ব্যাসং লক্ষ্মণযোগীন্দ্রং প্রণম্যান্যান্ গু (স্মদ্গু] রূনপি।
আত্মষট্‌কস্য বিবৃতিং করবাণি যথামতি॥

ভোগ্যভোগস্থানতদুপকরণবিলক্ষণপ্রত্যগাত্ম-তদাত্মভূতপরমাত্মস্বরূপ-প্রতিপাদনায় ইন্দ্রাদিপদানামপি হেয়ত্বপ্রদর্শনায় চ প্রকরণমারভ্যতে—আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। ইদং জগৎ সৃষ্টেঃ প্রাক্ এক-

আত্মৈবাসীৎ। বৈশব্দোঽবধারণে। 'তমঃ পরে দেব একীভবতী'-ত্যুক্তরীত্যা পরমাত্মনাঽবিভক্ততমোবস্থমেবাসীদিত্যর্থঃ। ব্রহ্মাদিষু জগৎকারণভূতেষু সৎসু কথমেক এবাসীদিত্যুচ্যতে ইত্যত্রাহ—নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। তদ্ব্যতিরিক্তমন্যৎ, [কিঞ্চন ?] কিমপি, [সর্ব্বং ?] নির্ব্ব্যাপারমেবাসীৎ। অনেন করণকর্ষ্টেবরাদিরাহিত্যমভিপ্রেতম্। 'একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ। ন ব্রহ্মা, নেশানঃ' (মহোপ ?) ইত্যাদিশ্রুত্যর্থোঽনুসংধেয়ঃ। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি। লোকান্ সৃজানীতি সংকল্পমকরোদিত্যর্থঃ। ঈক্ষতেত্যাড়ভাবশ্ছান্দসঃ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ভোগ্য-ভোগাস্পদ-তদুপকরণ-বিলক্ষণস্য প্রত্যগাত্মনঃ তদাত্মভূতপরমাত্মনশ্চ স্বরূপপ্রতিপাদনায় ইন্দ্রাদিপদানাং হেয়ত্বদর্শনায় চ প্রকরণমারভ্যতে—আত্মা বা ইদমিতি। ইদং স্থাবরজঙ্গমাত্মকং জগৎ অগ্রে সৃষ্টেঃ প্রাক্ একঃ এব আসীৎ পরমাত্মনা সহ জীবশক্তির্মায়াশক্তিশ্চ একীভূয় আসীদিত্যর্থঃ। ভগবদ্বিজাতীয়ং অন্যৎ বস্তু কিমপি নাসীদিতি লভ্যতে। আত্মা পরমেশ্বরঃ বৈ অবধারণে পরমেশ্বরএব ন তু নামরূপাদিভির্বিভক্তং পৃথক্‌সত্তাকং বিশ্বম্ আসীৎ শ্রীভাগবতে—'অহমেবাসমেবাগ্র'ইত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যায়াং শ্রীজীবপাদাঃ বিশ্বনাথপাদাশ্চ তত্র অনুসন্ধেয়াঃ।.তথা চ শ্রুত্যন্তরং 'সদেব সৌম্যেদমগ্রআসী'দিতি। 'তমঃ পরে দেব একীভবতী'তি পরদেবতয়া সহাবিভক্ততমোরূপমেবাসীদিত্যর্থঃ। ব্রহ্মাদিষু জগৎকারণেষু সৎস্বপি কথমেক এবাসীদিত্যুচ্যতে ইতি তত্রাহ—নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ, অন্যৎ পরমেশ্বরাতিরিক্তং কিঞ্চন কিমপি বিরিঞ্চাদিকং, মিষৎ সব্যাপারং মিষ্‌ধাতোঃ শতৃপ্রত্যয়ান্তম্, নাসীৎ এতেন পরমেশ্বরস্য চিল্লীলা ন নিষিধ্যতে। যথা সন্দর্ভে—"আসমেবেতি ব্রহ্মাদিবহির্জনজ্ঞানগোচরসৃষ্ট্যাদিলক্ষণক্রিয়ান্তরস্যৈব ব্যাবৃত্তির্নতু স্বান্তরঙ্গলীলায়া অপি।" ততঃ কিমভূদিত্যাহ—স ঈক্ষতেত্যাদি, সঃ পরমাত্মা ঈক্ষত ঐক্ষত সঙ্কল্পিত-

বান্ ঈক্ষতের্লঙিরূপম্, আড়ভাবশ্ছান্দসঃ। কিমৈক্ষত? লোকান্নু সৃজৈ অহং লোকান্ ভুবনানি ভূতানি বা সৃজৈ সৃজানি আত্মনেপদং ছান্দসম্। অথ ঈশ্বরস্য নিত্যেচ্ছত্বাৎ কথমিদানীং সৃষ্টিসঙ্কল্প ইতি চেৎ সর্ব্বব্যবসায়-স্বতন্ত্রত্বাৎ তস্য তথোক্তিঃ ॥১॥

তত্ত্বকণা—এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে এক পরমাত্মাই ছিলেন অর্থাৎ সকলেই শ্রীভগবানের সহিত একীভূত ছিল। সেই সময় বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ও তটস্থাখ্যা জীবশক্তি পরমাত্মাতেই লীন থাকায় এবং চিচ্ছক্তি সর্ব্বদা একভাবে লীলা সম্পাদন করায়, বহির্ব্যাপারবিশিষ্ট অন্য কিছুই ছিল না। অতএব সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা অনাদি বহির্ম্মুখ-জীবের ভোগাদি-বিধানার্থ 'স্বর্গাদি লোকসমূহ সৃষ্টি করিব' এইরূপ আলোচনা করিলেন।

এ-বিষয়ে অথর্ব্বশিরায় পাই,—

"অহমেকঃ প্রথমমাসং বর্ত্তামি চ ভবিষ্যামি"।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ, সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যহরৎ।" (বৃঃ আঃ ১।৪)

নারায়ণোপনিষদে পাই,—

"ওঁ অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত" প্রজাঃ সৃজেয়েতি প্রজাঃ সৃজেরন্। নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে। নারায়ণাদিন্দ্রো জায়ন্তে নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যাঃ রুদ্রাঃ সর্ব্বা দেবতাঃ সর্ব্বে ঋষয়ঃ সর্ব্বাণি ভূতানি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে নারায়ণে প্রলীয়ন্তে। অথ নিত্যো-দেব একো নারায়ণো ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ শিবশ্চ নারায়ণঃ শক্রশ্চ নারায়ণঃ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ নারায়ণঃ অধশ্চ নারায়ণ উর্দ্ধঞ্চ নারায়ণঃ

মূর্ত্তামূর্ত্তশ্চ নারায়ণঃ অন্তর্ব্বহিশ্চ নারায়ণঃ। নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।"

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥" (গীঃ ১০।২)

"যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।" (গীঃ ১০।৩)

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।" (গীঃ ১০।৮)

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥" (গীঃ ১০।২০)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত সোহস্ম্যহম্॥" (ভাঃ ২।৯।৩২)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্যমধ্যে পাই,—'আমিই সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলাম' এই বলিয়া শ্রীভগবান্ তর্জ্জনী দ্বারা নিজবক্ষঃ স্পর্শ করিতেছেন। অন্যবস্তু-সংযোগ খণ্ডন করিয়া 'এব'কার দ্বারা 'আমার বিজাতীয় কোন প্রাকৃতবস্তুই তৎকালে ছিল না,' ইহা জানাইতেছেন। ইহার ভাবার্থ এই—সম্প্রতি তোমার সম্মুখে আবির্ভূত এই যে পরমমনোহররূপ-গুণ-মাধুর্য্যের মহাবারিধিরূপে আমি বিরাজমান, এই আমিই সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ মহাপ্রলয়েও বর্ত্তমান ছিলাম, যেহেতু "এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে বাসুদেবই ছিলেন, ব্রহ্মা, শঙ্কর কেহই ছিলেন না" "বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষরূপী আত্মাই ছিলেন" "নারায়ণই পরমপুরুষ" "একমাত্র নারায়ণই ছিলেন" "পুরুষরূপী শ্রীনারায়ণ ইচ্ছা করিলেন, অমনই নারায়ণ হইতে সর্ব্বভূতপিতা ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন। নারায়ণই পরমব্রহ্ম, নারায়ণই পরমতত্ত্ব। সেই পরব্রহ্ম সত্য, তিনি পুরুষ,

তিনি কৃষ্ণপিঙ্গল" "একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ও ঈশান কেহই ছিলেন না।" ইত্যাদি বহু শ্রুতি এবং ভাগবতোক্ত "এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে সকল আত্মার আত্মা, একমাত্র বিভু ভগবান্ হরিই ছিলেন" ইত্যাদি বহু স্মৃতি হইতে উহা জানা যায়। যেমন 'ঐ রাজা যাইতেছেন' বলিলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রক্ষী, ভৃত্য, পার্ষদ ও অমাত্যাদিরও গমন বুঝায়। তাঁহার একাকী গমন বুঝায় না, তদ্রূপ 'অহং' পদেও ভগবানের সহিত তাঁহার বৈকুণ্ঠাদিধাম ও পার্ষদাদিও ভগবানের উপাঙ্গরূপে গ্রহণীয়। অতএব সেই ভগবদ্ধাম-পার্ষদাদিরও তাঁহার ন্যায় বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে অবস্থানের কথা বুঝা যায়।"

শ্রীল শ্রীজীবপাদের টীকায় মর্ম্মের মধ্যেও পাই,—

"এই শ্লোকটীতে 'অহং'-শব্দে শ্লোকের বক্তা (শ্রীভগবান্) যে মূর্ত্ত-বিগ্রহ, কিন্তু অজ্ঞেয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মমাত্র নহেন, তাহাই বলা যাইতেছে, কেননা, আত্মজ্ঞানতাৎপর্য্য-বিষয়ে 'তত্ত্বমসি' এই বেদ-বাক্যে যেমন 'তুমিই ছিলে' অর্থাৎ তোমার পৃথক্ মূর্ত্তিমত্তা আছে, ইহা বলা উপযুক্ত, সেইরূপ শ্রীভগবানেরও স্বতন্ত্র বিগ্রহবত্তা নিশ্চিত, সেইজন্য এই অর্থ। সম্প্রতি, হে ব্রহ্মন্! তোমার নিকট এই যে পরম মনোহর শ্রীবিগ্রহবিশিষ্টরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি—এই আমিই অগ্রে অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালেও বর্ত্তমান ছিলাম, যেহেতু, শ্রুতিতেও আছে—'এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে বাসুদেবই ছিলেন, ব্রহ্মা বা শঙ্কর কেহই ছিলেন না'; 'একমাত্র নারায়ণই ছিলেন', 'ব্রহ্মা বা ঈশান কেহই ছিলেন না'। শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধেও কথিত আছে যে, 'সৃষ্টির পূর্ব্বে সকল আত্মার আত্মা একমাত্র বিভু ভগবান্ নারায়ণই ছিলেন', 'ঐ রাজা যাইতেছেন' বলিলে যেমন রাজবেশ পরিধান করিয়া রাজদণ্ড, রাজছত্র, সৈন্য, সামন্ত ও অনুচরবর্গের সহিত

রাজা গমন করিতেছেন বুঝাইয়া থাকে, তদ্রূপ 'অহং'-পদ দ্বারা ভগবানের বৈকুণ্ঠাদি ধাম, তৎপার্ষদাদিকেও ভগবদুপাঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি ত' হইয়ে।
'প্রপঞ্চ', 'প্রকৃতি', 'পুরুষ' আমাতেই লয়ে॥
'সৃষ্টি করি' তা'র মধ্যে আমি ত' বসিয়ে।
প্রপঞ্চ যে দেখ সব, সেহ আমি হইয়ে॥
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি 'পূর্ণ' হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে॥
'অহমেব'-শ্লোকে 'অহম্'—তিন বার।
পূর্ণৈশ্বর্য্যবিগ্রহের স্থিতির নির্দ্ধার॥
যে 'বিগ্রহ' নাহি মানে, 'নিরাকার' মানে।
তারে তিরস্করিবারে করিলা নির্দ্ধারণে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১০৮-১১৩)

অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পূর্ব্বোক্ত ভাগবত শ্লোকের বিবৃতিতেও পাই,—

"নির্ব্বিশেষবাদী যে 'ব্রহ্ম'-শব্দে চেতনের পূর্ণতার আরোপ করেন, সেই ব্রহ্মবাদীই পূর্ণতা আরোপ করিতে গিয়া চেতনের বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করেন। অদ্বয়জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য পরিত্যক্ত হইলে কেবলাদ্বৈত-বিচার অবশিষ্ট থাকে। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ জড়জগতে দ্বৈতের পরিচয় নিরূপণ করিতে গিয়া যাবতীয় ভেদনিরাস-তাৎপর্য্য-পর হইয়া নির্ব্বিশেষকেই ভেদবিরুদ্ধ অদ্বয়জ্ঞান মনে করেন, কিন্তু তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, তাদৃশ ভেদরহিত

অদ্বয়জ্ঞান এই ভেদজগতেরই একটি প্রকার-ভেদমাত্র—উহা বাস্তব অদ্বয়জ্ঞান নহে। বিশেষ-রহিত হইলেই যে অবস্থা লাভ হয়, তাহাও বিশেষ-বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। সুতরাং নির্ব্বিশেষবাদের উদ্দেশ কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছে, তাহা কুতর্করত অদ্বৈতবাদিব্রুবগণ তাঁহাদের ভ্রান্ত দ্বৈতপ্রতীতি দ্বারাই উহার অকর্ম্মণ্যতা বুঝিতে পারেন। এই পরিদৃশ্যমান জগতে কাল বা আকাশের অখণ্ড-প্রতীতির ন্যায় বিশেষরহিত হইলে বা বিচিত্রতা-জ্ঞাপক ভাব পরিহার করিলে উহাও দেশ-কালের ন্যায় তৃতীয় পাত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। জড়ীয় দেশ, কাল ও পাত্র প্রকৃতিপুষ্ট জড়দ্রব্যবিশেষ। সেইজন্য যে বস্তু স্বতঃ-ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আপনার অধিষ্ঠান স্থাপন করিতে অক্ষম, তাহা জড়দ্রব্যবিশেষ অচিৎ বা জড়ের ন্যায় তাহার অস্মি-তার ধারণা নাই। প্রকৃতি সমগ্র জড়ের একমাত্র প্রসূতি বলিয়া তিনিও অদ্বয়জ্ঞানের অধিষ্ঠানে নিজের নিজত্ব স্থির করিয়া জানাইতে অসমর্থা, এজন্য তাহাকে অচিৎ প্রকৃতি বলা হয়। চিৎপ্রকৃতির অধিনায়কসূত্রে শ্রীচৈতন্যদেব 'আমি' শব্দে আত্মপরিচয় দিতে পারেন। সেই শ্রীচৈতন্যদেবই স্বীয় কৃষ্ণলীলায় অথবা অন্যান্য ভগবল্লীলায় যে 'আমি' শব্দ প্রয়োগ করেন, তদ্দ্বারা তিনি অচিদ্‌বস্তুমাত্র ও অদ্বয়-জ্ঞানেতর বস্তু বলিয়া বিদিত হন না। এই শ্লোকে যে 'অহম্' শব্দের প্রয়োগ, তদ্দ্বারা তাদৃশ 'অহম্' পদের বক্তা 'মূর্ত্ত' বা রূপবিশিষ্ট। 'মূর্ত্ত' বলিলেই প্রকৃতির অন্তর্গত নশ্বর-রূপবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দৃশ্য পদার্থমাত্র নহেন। তিনি অধোক্ষজ-মূর্ত্ত, অক্ষজ-মূর্ত্তের সহিত তাঁহার সকল বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও তিনি অক্ষজমূর্ত্তমাত্র নহেন—নিত্য মূর্ত্ত এবং কালক্ষুব্ধ, অনিত্য, অমূর্ত্ত, দেশাবচ্ছিন্ন, খণ্ডিত বস্তুর সহিত যুগপৎ বিলক্ষণ-ধর্ম্মবিশিষ্ট। এইজন্য এই শ্লোকে সকল আকার এবং সকল অঙ্গের অঙ্গিস্বরূপ যে ভগবানের রূপ নির্দ্দিষ্ট

আছে, তাহা সান্ত জড়রূপ হইতে বিলক্ষণ জানাইবার জন্য তাঁহার সবিশেষরূপত্ব কথিত" ॥১॥

শ্রুতিঃ—স ইমাঁল্লোকানসৃজত। অম্ভো মরীচীর্ম্মরমাপঃ। অদো-অম্ভঃ পরেণ দিবং, দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠাঽন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরো যা অধস্তাত্তা আপঃ ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—[পূর্ব্ব শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, তিনি লোক-সৃষ্টির মানস করিলেন। সেই সব লোক কি? তাহা বিবৃত করিতেছেন—স ইত্যাদি] সঃ (সেই পরমাত্মা) ইমান্ (এই পরিদৃশ্যমান) লোকান্ (লোকসমূহ) অসৃজত (সৃষ্টি করিলেন) [কথাটি এই—যেমন শিল্পী কোন প্রাসাদাদি সৃষ্টির পূর্ব্বে মনে মনে আলোচনা করে—আমি এইভাবে সৃষ্টি করিব, পরে তাহা কার্য্যে পরিণত করে; সেইরূপ পরমেশ্বর পর্য্যালোচনা করিয়া লোকসমুদয় সৃষ্টি করিলেন। সেই লোক কি? অম্ভঃ প্রভৃতি] অম্ভঃ (অম্ভঃ-শব্দবাচ্যলোক যাহা দ্যুলোকের উপরিভাবে অবস্থিত), [ঐসব লোক ও তত্রত্য দেবতাগণ বৃষ্টিদ্বারা আমাদের উপকার করেন, এজন্য তাঁহাদিগকে ও সেইসব ভুবনকে 'অম্ভঃ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—] মরীচীঃ—(অন্তরীক্ষলোক) মরম্ (মর্ত্ত্যলোক—পৃথিবী), আপঃ (জল অর্থাৎ পৃথিবীর নীচের লোক)। [শ্রুতি স্বয়ং ইহাদের ব্যাখ্যা করিতেছেন—আকাশাদি ক্রমে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া অম্ভঃ প্রভৃতি লোক সৃষ্টি করিলেন, ইহাই তাৎপর্য্য] অদঃ অম্ভঃ (ঐ অম্ভঃ) পরেণ দিবম্ (দ্যুলোকের উপরে, নীচে) [কারণ ঐলোক জল ধারণ করিয়া থাকে] দ্যৌঃ (দ্যুলোক অর্থাৎ পরব্যোম) প্রতিষ্ঠা (তাহার—অম্ভো-লোকের আশ্রয়) অন্তরিক্ষং (দ্যুলোকের অধোভাগে যে অন্তরীক্ষ, তাহা) মরীচয়ঃ (মরীচিলোক, রশ্মিসমূহে সম্বন্ধ এজন্য বহুবচন নির্দ্দিষ্ট

হইয়াছে অথবা মুক্তপুরুষদিগকে অর্চিঃ প্রভৃতি উর্দ্ধে লইয়া যায় সুতরাং বহুবচন এবং মরীচিদ্বারা অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত, এজন্য মরীচির অর্থ অন্তরীক্ষলোক) পৃথিবী (তন্নিবেশিত পৃথিবী) মরঃ (মৃত্যুলোক, যেহেতু এখানে সকলপ্রাণী মৃত্যুগ্রস্ত হয়, এজন্য 'মর' বলা হইল) যাঃ (যাহারা) অধস্তাৎ (পৃথিবীর অধোভাগে অবস্থিত উহারা) আপঃ (জল—অব্‌লোক, যেহেতু ব্যাপ্ত করিয়া আছে অতএব অপ্‌ নামক লোক)। [যদিও পঞ্চভূতাত্মক সমস্ত লোক—তাহারা বাহুল্যে অপ্‌ব্যাপ্ত, এজন্য তাহাদিগকে অম্ভঃ, মরীচি, মর, অপ্‌ বলা হইতেছে] ।২।

অনুবাদ—সেই পরমাত্মা এইসব লোক সৃষ্টি করিলেন, যথা—অম্ভোলোক, মরীচিলোক, পৃথিবী ও অব্‌লোক। তন্মধ্যে অম্ভোলোক ঐ যে উপরে দ্যুলোক আছে, তাহারই নিম্নে অবস্থিত। দ্যুলোক সেই অম্ভোলোকের আশ্রয়—আধার। অন্তরীক্ষই মরীচিলোক, সূর্য্যাদির মরীচি দ্বারা উহা ব্যাপ্ত বলিয়া উহাকে মরীচিলোক বলা হয়। পৃথিবী মরলোকনামে খ্যাত, যেহেতু এইখানে সকল প্রাণী মৃত্যুগ্রস্ত হয় এজন্য পৃথিবীর নাম মরলোক বা মর্ত্ত্যলোক। সেই পৃথিবীর তলদেশে যে জলরাশি আছে, তাহারাই অপ্‌লোক-নামে কথিত হয় ।২।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স ইমাঁল্লোকানসৃজত। তানেব লোকানাহ অম্ভো মরীচীর্ম্মরমাপঃ। অম্ভঃ-প্রভৃতীন্‌ স্বয়মেব শ্রুতির্ব্ব্যাচষ্টে অদোঽম্ভঃ পরেণ দিবম্‌। অম্ভশ্‌শব্দবাচ্যো লোকো দ্যুলোকাৎ পরস্তাদিত্যর্থঃ। দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠা। তস্যাম্ভসো লোকস্য দ্যৌরাশ্রয় ইত্যর্থঃ। অন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ। অন্তরিক্ষমেব মরীচিলোক ইত্যর্থঃ। সূর্য্যাদিমরীচিব্যাপ্তত্বাৎ মরীচিরিত্যুচ্যতে। মরীচয়ঃ ইতি বহুত্বোক্তির্নিং...

...যীভেদায়ত্তা (?) মরীচি—লোকাদিভেদাভিপ্রায়া। পৃথিবী মরঃ। ম্রিয়ন্তে অস্মিন্ ভূতানীতি মরঃ পৃথিবী পৃথিবীলোকঃ। যা অধস্তাৎ তা আপঃ। পৃথিবীলোকস্যাধস্তনা লোকা আপ ইত্যুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধনী—অথ জীবানাং ভোগ-সম্পাদনায় ভোগ্যস্থান-সৃষ্টিমাহ—স লোকানিত্যাদিনা সঃ পরমাত্মা ইমান্ বক্ষ্যমাণান্ লোকান্ ভোগস্থানানি অসৃজত সৃষ্টবান্। নমু লোকে ঈক্ষানন্তরং সোপাদানকস্তক্ষাদিঃ প্রাসাদাদীন্ সৃজতীতি যুক্তং পরমেশ্বরস্ত নিরু-পাদানকঃ কথং সৃজতীতিচেৎ স্বস্য প্রকৃতিশক্ত্যেবেতি নৈষ দোষঃ অতএব ভগবদ্বাক্যং—'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরমি'তি। কান্ লোকানসৃজত? তানাহ—অম্ভোমরীচির্মরমাপঃ। শ্রুতিঃস্বয়মেব অম্ভঃপ্রভৃতীন্ ব্যাচষ্টে—অদঃ উদ্ধ'বর্ত্তি, অম্ভঃ অম্ভোলোকঃ, পরেণ দিবম্ দ্যুলোকস্য তদূর্দ্ধ্বলোকস্থিতানাং দেবানাঞ্চ পরেণ অধস্তাদ্, এনপ্-প্রত্যয়ান্তস্য যোগে দিবম্ ইতি দ্বিতীয়া পক্ষে ষষ্ঠ্যাপি তথাচ পাণিনীয়ং সূত্রম্ 'এনপা দ্বিতীয়া' অম্ভঃ অম্ভঃশব্দবাচ্যো লোকঃ, অম্ভোভরণাদম্ভ-ইত্যুচ্যতে। যথা রাজপুরুষে রাজেতি প্রয়োগ ইতি। দ্যৌঃ দ্যুলোকঃ পরব্যোম প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ অম্ভোলোকস্যেতি শেষঃ। অন্তরিক্ষম্ অন্তরিক্ষলোকঃ দ্যুলোকস্যাধস্তাৎ যৎ তৎ মরীচীঃ মরীচিপদেনোচ্যতে মরীচয় ইতি বক্তব্যে ছান্দসো বিভক্তিব্যত্যয়ঃ, তেন দ্বিতীয়া বহুবচনম্। কিরণবাহুল্যাত্তদবচ্ছিন্নান্তরিক্ষলোকস্যাপিবাহুল্যমিতিমন্তব্যম্। পৃথিবী ভূমিঃ মরঃ মর্ত্ত্যলোক ইত্যুচ্যতে ম্রিয়ন্তে ভূতানি অস্মিন্নিত্যধিকরণে মৃধাতোরপ্। যা অধস্তাৎ পৃথিব্যা অধস্তনা লোকাঃ তে আপ ইত্যুচ্যন্তে তে চ লোকাঃ সপ্ত যথা অতলং বিতলং সুতলং তলাতলং মহাতলং পাতালং রসাতলমিতি ॥২॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম পরমাত্মা বহির্ম্মুখ জীবের জন্য মহত্তত্ত্বাদি সৃষ্টিক্রমে ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন পূর্ব্বক এই লোকসমূহ সৃষ্টি করিলেন।

যথা—অম্ভঃ, মরীচি, মর ও জল। শ্রুতিদেবী স্বয়ংই ইহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়াছেন। স্বর্গলোকের উপর মহঃ, জনঃ, তপঃ এবং সত্যলোক। উহাদের আধার বা আশ্রয় দ্যুলোক অর্থাৎ পরব্যোম। স্বর্গাদি পঞ্চলোককেই 'অম্ভঃ' নামে বলা হইয়াছে। উহার নীচে অন্তরীক্ষলোক যাহাকে ভুবর্লোক বলা হয়। যাহাতে সূর্য্য, চন্দ্র ও তারাগণ কিরণবিশিষ্ট। উহাকে তজ্জন্য 'মরীচি' নামে বর্ণন করা হইয়াছে। উহার নীচে পৃথ্বীলোক, যাহাকে মর্ত্ত্যলোক বা মৃত্যুলোক বলা হয়, যাহা 'মর' নামে বর্ণিত হইয়াছে। আর পৃথিবীর অধোভাগে পাতালাদি যে সপ্তলোক আছে, তাহাদিগকে 'আপঃ' নামে বর্ণন করা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে,—ব্রহ্মাণ্ডে যত লোক আছে, তাহা পরমাত্মা পরমেশ্বরই নিজ শক্তির দ্বারা রচনা করিয়াছেন।

পরমেশ্বর তটস্থাখ্য জীব বহির্ম্মুখ হইলে জীবভোগ্য জগৎ উৎপাদনার্থ বহিরঙ্গাশক্তি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন। মায়াশক্তিতে স্বীয় কালশক্তির বা ক্রিয়াশক্তির সঞ্চারই মায়ার প্রতি ঈক্ষণ। পরমাত্মার ঈক্ষণে প্রকৃতিরূপা মায়ার ক্ষোভ জন্মে। ক্ষুভিতধর্ম্মিণী প্রকৃতিতে পরমাত্মা জীবরূপ বীর্য্য আধান করেন; অর্থাৎ প্রকৃতি ক্ষুভিত হইয়া অব্যক্তদশা ত্যাগ করিয়া মহদাদিক্ষিত্যন্ত ব্যক্তদশা প্রাপ্ত হন। এবং জীবও ঐ ব্যক্তদশাপন্না মায়ার সহিত সম্বন্ধবশতঃ ঐ মহদাদিক্ষিত্যন্ত তত্ত্বসমূহ দ্বারা আবৃত হইয়া উপাধিযুক্ত হন। জীবের এই উপাধির নাম কারণোপাধি। অসংহত বীজরূপ মহদাদিতত্ত্ব সকলকেই কারণোপাধি বলা হয়। কারণোপাধির পরিণামই কার্য্যোপাধি। অসংহত মহদাদি তত্ত্বসকল মহদাদ্যভিমানিনী দেবতাগণের দ্বারা প্রথম পুরুষের অংশভূত দ্বিতীয় পুরুষের অনুপ্রবেশে পরস্পর সংহত হইয়া কার্য্যোপাধি উৎপাদন করিয়া থাকে। ঐ কার্য্যোপাধি সূক্ষ্ম ও স্থূল-ভেদে দ্বিবিধ। সূক্ষ্মোপাধির নাম সমষ্টি-

বিরাট্ ও স্থূলোপাধির নাম ব্যষ্টিবিরাট্। সমষ্টিবিরাটের নাম হিরণ্যগর্ভ এবং ব্যষ্টিবিরাটের নাম বিরাট্। ব্রহ্মাণ্ড এই হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটের আশ্রয়। সৃষ্ট-লোকসমূহ সমষ্টিবিরাটের অংশবিশেষ। দ্বিতীয় পুরুষ সমষ্টিবিরাট্‌কে অধিভূত, অধিদৈব ও অধ্যাত্ম-নামক ভাগত্রয়ে বিভাগপূর্ব্বক প্রকাশ করেন। লোকসকল ঐ অধিভূত নামক অংশ। অধিভূত লোক প্রধানতঃ তিনটি—স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী। তন্মধ্যে বৃষ্টির নিমিত্তভূত অম্ভঃ অর্থাৎ জলের আশ্রয় বলিয়া স্বর্গকে 'অম্ভঃ'; মরীচি অর্থাৎ সূর্য্যকিরণের আশ্রয় বলিয়া অন্তরীক্ষকে 'মরীচি' এবং মরণশীল প্রাণিগণের আশ্রয় বলিয়া পৃথিবীকে 'মর' লোক বলা হয়। পৃথিবীর অন্তর্গত সপ্ত ভূবিবরকে 'আপ' লোক বলে। 'দ্যৌঃ' অর্থাৎ পরব্যোমই ঐ সকল লোকের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পরম আশ্রয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মাঽনানামত্যুপলক্ষণঃ॥
স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্।
মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্॥
সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ॥
কালবৃত্ত্যাত্মমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥
ততোঽভবন্মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ।
বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোনুদঃ॥"

(ভাঃ ৩।৫।২৩-২৭)

আরও পাই,—

"দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাঽসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥" (ভাঃ ৩।২৬।১৯)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"মায়ার যে দুই বৃত্তি—'মায়া' আর 'প্রধান'।
'মায়া' নিমিত্তহেতু বিশ্বের, 'প্রকৃতি' উপাদান॥
সেই পুরুষ মায়াপানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি' করে বীর্য্যের আধান॥
সাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৭১-২৭৩)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্॥" (গীঃ ৯।১০) ॥২॥

শ্রুতিঃ—স ঈক্ষতেমে নু লোকা, লোকপালান্ নু সৃজা ইতি। সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর উক্তলোকপালকগণের সৃষ্টি বর্ণন করিতেছেন—] সঃ (সেই পরমেশ্বর) ঈক্ষত (ঈক্ষণ অর্থাৎ সঙ্কল্প করিলেন) [এইসব ভোগ্যস্থান তো সৃষ্টি করিলাম কিন্তু ইহাদের পালক সৃষ্টি আবশ্যক, এজন্য তিনি পুনশ্চ সঙ্কল্প করিলেন ইমে নু ইত্যাদি—] ইমে (এই অম্ভঃ প্রভৃতি) লোকাঃ (ভুবন) নু (তো) [সৃষ্ট হইল অর্থাৎ আমার সৃষ্ট লোকগুলি পরিপালকের অভাবে বিনষ্ট হইবে—এই মনে করিয়া] নু (আত্মসংবোধনে) লোকপালান্ (সৃষ্ট অম্ভঃ

প্রভৃতি লোকের পালকসমূহ) সৃজৈ (সৃষ্টি করিব—এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন) ইতি (এইরূপ আলোচনার পর) সঃ (সেই পরমেশ্বর) অদ্ভ্যঃ এব (যে জল প্রভৃতি লোক সৃষ্ট হইয়াছিল সেই জল-প্রধান পঞ্চভূত হইতেই) পুরুষং (পুরুষাকার অর্থাৎ মস্তকপদাদিবিশিষ্ট একটি পুরুষ সৃষ্টি করিবার জন্য) সমুদ্ধৃত্য (তুলিয়া অর্থাৎ যেমন কুম্ভকার ঘটাদি নির্ম্মাণ করিবার জন্য পৃথিবী হইতে মৃৎপিণ্ড গ্রহণ করে, সেইপ্রকার তিনি পঞ্চভূত হইতে পুরুষ সৃষ্টির জন্য) অমূর্চ্ছয়ৎ (একটি পিণ্ড লইলেন অর্থাৎ অবয়ব যোজনা দ্বারা তাহাকে সংযুক্ত করিলেন) ॥৩॥

অনুবাদ—সেই পরমপুরুষ বিবেচনা করিলেন—এই অম্ভঃ প্রভৃতি লোক তো সৃষ্ট হইল, কিন্তু ইহাদিগকে পালন করিবার দেবতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন, এইজন্য এইরূপ অভিধ্যান করিলেন—'আমি এক্ষণে লোকপালদিগকে সৃষ্টি করিব।' তখন তিনি সেই জল হইতেই ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পুরুষাকার অর্থাৎ হস্ত-পদাদি-বিশিষ্ট এক পুরুষ সৃষ্টি করিবার জন্য সেই সব জল প্রভৃতি পঞ্চভূত হইতে তাহাকে বাহির করিলেন, পরে তাহাকে পিণ্ডাকারে পরিণত করিলেন ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স ঈক্ষত—সৃজা ইতি। ভোগস্থানসৃষ্ট্যনন্তরম্, 'অম্ভঃপ্রভৃতয়ো লোকাঃ সৃষ্টাঃ। এষাং লোকানাং পালকান্ সৃজৈ' ইতি সংকল্পমকৃতেত্যর্থঃ। সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ। সঃ অপ্‌শব্দোপলক্ষিতেভ্যঃ পঞ্চভ্যো ভূতেভ্যঃ শিরঃপাণ্যাদিমন্তং পুরুষং কর্তুং সমুদ্ধৃত্য অদ্ভ্যাস্সমুপাদায় অমূর্চ্ছয়ৎ পিণ্ডং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—লোকসৃষ্ট্যনন্তরমসম্পূর্ণম্মন্যঃ স ভগবান্ তল্লোক-পালকান্ স্রষ্টুং প্রথমং বিরাট্‌পুরুষং সৃষ্টবান্। উক্তঞ্চ শ্রীভাগবতে—'ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ। আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা

নানা-মত্যুপলক্ষণঃ' ইতি অস্যার্থঃ ইদং বিশ্বং পুরুষাদিপার্থিবপর্য্যন্তং তদানীমেকাকিনা স্থিতেন ভগবতা সহৈকীভূয়াসীদিত্যর্থঃ। আত্মনাং শুদ্ধজীবানামপি রশ্মিস্থানীয়ানাম্ আত্মা মণ্ডলস্থানীয়ং পরমস্বরূপম্। ন চ তস্যাপ্যন্যস্তদস্তি যত আত্মা স্বয়ং-সিদ্ধস্বরূপ ইত্যর্থঃ। তত্র স্বাংশানামপ্যংশিত্বং ব্রহ্মাভিন্নত্বঞ্চ দর্শিতম্। কদা? আত্মেচ্ছানুগতৌ আত্মেচ্ছা আত্মনঃ তস্য সৃষ্ট্যাদীচ্ছা তস্যা অনুগতৌ লীনায়াং সত্যামিত্যর্থঃ। নন্বু বৈকুণ্ঠাদিবহুবৈভবেঽপি সতি কথমেক এবাসীৎ তত্রাহ—বৈকুণ্ঠাদি-নানামত্যাপি স এক-এবোপলক্ষ্যত ইতি। সেনাসমেতত্বেঽপি রাজাসৌ যাতীতি প্রতীতিবৎ। ইতি শ্রীজীবপাদা ব্যাচখ্যুঃ। তথা 'কালবৃত্ত্যাতু মায়ায়াং গুণময্যামধো-ক্ষজঃ। পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্। এবং 'অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ। তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ' ইতি অনেন সহ উক্তায়াঃ শ্রুতেরেকবাক্যত্বাৎ অদ্ভ্যএব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যেত্যুক্তং তৎতাৎপর্য্যমব-গম্যতে। অত্র বিশ্বনাথপাদাঃ—বীর্য্যং চিদাভাসাখ্যাং জীবশক্তিম্ আধত্ত যোজিতবান্ ইত্যর্থঃ তদুক্তং শ্রীগীতায়াং 'মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্'। গর্ভং চিদাভাসং দধামি ময়ি লীনং সন্তমবিদ্যাকাম-কর্ম্মানুশয়বন্তং ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টিসময়ে ভোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সহ সংযোজয়া-মীত্যর্থঃ এনমেবার্থং শ্রুতিরাহ অদ্ভ্যঃ পুরুষং সমুদ্ধৃত্যেতি। অমূর্চ্ছয়ৎ পিণ্ডং কৃতবান্ অণ্ডমেকং সৃষ্টবান্ ইতি ভাবঃ ॥৩॥

তত্ত্বকণা—এইপ্রকারে সমস্ত লোক রচনা করিবার পর পরমেশ্বর পুনরায় ভাবিয়া দেখিলেন যে, এইসকল লোক রক্ষা করিবার নিমিত্ত লোকপাল সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তাহা না হইলে লোকসমূহ সুরক্ষিত হইবে না; এইপ্রকার আলোচনা করিয়া তিনি জল হইতে অর্থাৎ জল আদি সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত হইতে হিরণ্যময় পুরুষকে

বাহির করিয়া উহাকে অঙ্গ-উপাঙ্গযুক্ত করিয়া মূর্ত্তিমান্ করিলেন। এস্থলে 'পুরুষ' শব্দে সৃষ্টিকালে সর্ব্বাগ্রে সমষ্টি বিরাট্ শরীর নির্ম্মাণ করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যস্মাদণ্ডং বিরাড্ জজ্ঞে ভূতেন্দ্রিয়-গুণাত্মকঃ।
তদ্দ্রব্যমত্যগাদ্বিশ্বং গোভিঃ সূর্য্য ইবাতপন্॥" (ভাঃ ২।৬।২২)

আরও পাই,—

"হিরণ্ময়ঃ স পুরুষঃ সহস্রপরিবৎসরান্।
অণ্ডকোষ উবাসাপ্সু সর্ব্বসত্ত্বোপবৃংহিতঃ॥" (ভাঃ ৩।৬।৬) ॥৩॥

শ্রুতিঃ—তমভ্যতপৎ। তস্যাভিতপ্তস্য মুখং নিরভিদ্যত যথাহণ্ডম্। মুখাদ্বাক্, বাচোহগ্নিঃ। নাসিকে নিরভিদ্যেতাম্, নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ, প্রাণাদ্বায়ুঃ। অক্ষিণী নিরভিদ্যেতাম্, অক্ষিভ্যাং চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ। কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাম্, কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রম্, শ্রোত্রাদ্দিশঃ। ত্বঙ্-নিরভিদ্যত, ত্বচো লোমানি, লোমভ্য ওষধিবনস্পতয়ঃ। হৃদয়ং নিরভিদ্যত, হৃদয়াম্মনো মনসশ্চন্দ্রমাঃ। নাভির্নিরভিদ্যত, নাভ্যা অপানঃ, অপানান্মৃত্যুঃ। শিশ্নং নিরভিদ্যত, শিশ্নাদ্রেতঃ, রেতস আপঃ॥৪॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥

অন্বয়ানুবাদ—তম্ (সেই পুরুষাকার পিণ্ডকে উদ্দেশ করিয়া) অভ্যতপৎ (তিনি সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন—এই সঙ্কল্পই তাঁহার তপস্যা)

তস্যাভিতপ্তস্য (ঈশ্বরের সঙ্কল্পাত্মক তপস্যাদ্বারা অভিতপ্ত সেই পিণ্ডের) মুখং (মুখাকার একটি ছিদ্র) যথা॰ অণ্ডম্ (পক্ষীর ডিম্ব ফাটিয়া যেমন মুখাদি বাহির হয়, সেইপ্রকার॰) নিরভিদ্যত (বাহির হইল, অর্থাৎ ভগবান্ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সেই অণ্ড হইতে মুখাকার একটি ছিদ্র বাহির হইল), মুখাদ্ (সেই মুখ হইতে) বাক্ (বাগিন্দ্রিয় নির্গত হইল) বাচঃ (বাগিন্দ্রিয় হইতে) অগ্নিঃ (তাহার অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ পরিচালক অগ্নি প্রকাশ পাইলেন) [এইরূপে প্রথমে অধিষ্ঠান, পরে ইন্দ্রিয় অর্থাৎ করণ, শেষে তাহার পরিপালক দেবতার উল্লেখ জানিতে হইবে। পরে তিনি আবার সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন সেই সঙ্কল্পের ফলে] নাসিকে (দুই নাসিকা ছিদ্র) নিরভিদ্যেতাম্ (মুখ হইতে নির্গত হইল, ইহা অধিষ্ঠান) নাসিকাভ্যাং (দুইটি নাসিকা ছিদ্র হইতে) প্রাণঃ (প্রাণবায়ু অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় নির্গত হইল, ইহা নাসিকার করণ) প্রাণাৎ (সেই প্রাণবায়ু হইতে ক্রমে) বায়ুঃ (বায়ু দেবতা উদ্ভূত হইলেন) [পরে] অক্ষিণী (দুইটি চক্ষুঃ ছিদ্র) নিরভিদ্যেতাম্ (নির্গত হইল) অক্ষিভ্যাং (অক্ষি-ছিদ্র দুইটি হইতে) চক্ষুঃ (দর্শনেন্দ্রিয় নির্ভিন্ন হইল) [পরে] চক্ষুষঃ (সেই চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে) আদিত্যঃ (সূর্য্যদেবতা উদ্ভূত হইলেন) [অতএব অক্ষিচ্ছিদ্র অধিষ্ঠান বা আশ্রয়, দর্শনেন্দ্রিয় তাহার করণ, সূর্য্য তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এইরূপ ক্রম) [পরে] কর্ণৌ নির-ভিদ্যেতাম্ (কর্ণ ছিদ্র দুইটি অণ্ড ফাটিয়া বাহির হইল) কর্ণাভ্যাং (সেই কর্ণছিদ্র দুইটি হইতে) শ্রোত্রং (শ্রবণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল) শ্রোত্রাদ্ (শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে) দিশঃ (দিক্‌সমূহ নির্ভিন্ন হইল অর্থাৎ সকলদিকের সকল শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, এজন্য দিক্‌সমূহ তাহার অধিপতি)। [অনন্তর] ত্বক্ (চর্ম্মের অভ্যন্তর ছিদ্র) নিরভিদ্যত (নির্গত হইল) ত্বচঃ (সেই অধিষ্ঠান ত্বক্‌ছিদ্র হইতে) লোমানি

[নিরভিদ্যন্ত—লোমরাজি নির্গত হইল ; এই লোমরাজির সাহায্যেই প্রাণিবর্গ বিষয়বস্তু স্পর্শ করে] লোমভ্যঃ (সেই নির্ভিন্ন লোমসমূহ হইতে) ওষধি-বনস্পতয়ঃ (ব্রীহি প্রভৃতি শস্যবৃক্ষ ও অন্যান্য বৃক্ষ) [দেবতারূপে নির্গত হইল] [তাহার পর সেই পুরুষের] হৃদয়ং (বক্ষের অভ্যন্তর হৃদয়াকাশ) নিরভিদ্যত (নির্গত হইল) হৃদয়াৎ মনঃ (মনন শক্তিযুক্ত মনঃ) [নিরভিদ্যত—উৎপন্ন হইল], [ইহাই অন্তরিন্দ্রিয়] মনসঃ (মনঃ হইতে) চন্দ্রমাঃ (চন্দ্র অর্থাৎ আহ্লাদক তেজঃ পদার্থ—কাম-সঙ্কল্প-অভিলাষ প্রভৃতি বিষয়ের অধিষ্ঠান—নির্গত হইলেন) [অতঃপর] নাভিঃ (নাভিচ্ছিদ্র) নিরভিদ্যত (নির্ভিন্ন হইল) নাভ্যাঃ (নির্ভিন্ন নাভি-ছিদ্র হইতে) অপানঃ (অপানবায়ু—মলদ্বাররূপকরণ নির্ভিন্ন হইল) অপানাৎ (সেই অপান হইতে) মৃত্যুঃ (মৃত্যুদেবতা পালকরূপে প্রকাশ পাইলেন—কথাটি এই, প্রাণ ও অপানের সম্বন্ধচ্ছেদ হইলে মৃত্যু হয় বলিয়া অপানকে মৃত্যুর করণ বলা হইয়াছে) [শেষে] শিশ্নং (জননেন্দ্রিয়দ্বার) নিরভিদ্যত (নির্গত হইল) শিশ্নাৎ (শিশ্নচ্ছিদ্র হইতে) রেতঃ (শুক্রশোণিত-ত্যাগকারী বলিয়া রেতঃ-শব্দবাচ্য জননেন্দ্রিয়) [জন্মিল, পরে] রেতসঃ (সেই ইন্দ্রিয় হইতে) আপঃ (জলদেবতা) [নিরভিদ্যন্ত—উৎপন্ন হইল অর্থাৎ জলাভিমানী দেবতাই তাহার অধিপালক দেবতা তথা হইতে নির্গত হইল] ॥৪॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—পরমেশ্বর সেই পুরুষাকার পিণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া সঙ্কল্পাত্মক তপস্যা করিলেন। তাহার ফলে পিণ্ডের মুখাকার একটি ছিদ্র জন্মিল। যেমন পক্ষীর ডিম্ব হইতে মুখাদি নির্গত হয়। পিণ্ড হইতে বিভক্ত মুখবিবর দ্বারে বাক্-ইন্দ্রিয় এবং তাহার অধিষ্ঠাতা

অগ্নি জন্মিল। এইজন্য বাকের দেবতা অগ্নি। সেইপ্রকার দুই নাসিকা ছিদ্র পিণ্ড হইতে বিভক্ত হইল, তাহা হইতে প্রাণ—ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও বায়ু দেবতা জন্মিলেন। পরে একে একে চক্ষুঃ-কর্ণ প্রভৃতি নির্ভিন্ন হইল। তন্মধ্যে দুইটি চক্ষুশ্ছিদ্র নির্গত হইলে তাহা হইতে দর্শনেন্দ্রিয় ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্যক্ত হইলেন। পরে কর্ণচ্ছিদ্র বা কর্ণশষ্কুলী নির্গত হইল, তাহা হইতে শ্রবণেন্দ্রিয় জন্মিল; শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে দিক্‌দেবতার প্রকাশ হইল। অতঃপর চর্ম্ম অধিষ্ঠান জন্মিল, তাহার ইন্দ্রিয় লোম মতান্তরে ত্বগিন্দ্রিয় ও লোম সেই লোম হইতে ওষধি (ধান্য যবাদি শস্যবৃক্ষ) ও বনস্পতি (কাণ্ড-শাখা-সমন্বিত বৃক্ষরাজি) উৎপন্ন হইল; ইহারা ত্বকের অধিষ্ঠাতা। সেই পিণ্ডের হৃদয়াবকাশ অধিষ্ঠানরূপে অভিব্যক্ত হইল, তাহা হইতে অন্তরিন্দ্রিয় মনের উৎপত্তি, তাহা হইতে মনের পালকদেবতা চন্দ্র উৎপন্ন হইল। পরে নাভিছিদ্র নির্গত হইল, নাভি হইতে অপান অর্থাৎ পায়ুসংজ্ঞক (মলদ্বার) ইন্দ্রিয় জন্মিল, তাহা হইতে মৃত্যুদেবতা জন্মিলেন। সেইপ্রকারে শিশ্ন অর্থাৎ জননস্থান স্ত্রী-পুংসাদি-লিঙ্গ সেই পিণ্ড হইতে নির্গত হইল। তাহা হইতে জননেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি এবং রেতঃত্যাগ করে বলিয়া তাহাকে রেতঃ বলা হয়, রেতঃ (শুক্র বা জননেন্দ্রিয় হইতে অপ্ (জল) দেবতার উৎপত্তি ॥৪॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তমভ্যতপৎ। তং পিণ্ডং পুরুষবিধমুদ্দিশ্য অভ্যতপৎ অভিধ্যানং সংকল্পং কৃতবান্। তস্যাভিতপ্তস্য মুখং নিরভিদ্যত, যথাঽণ্ডম্। তস্যাভিতপ্তস্য পিণ্ডস্য মুখাকারং সুষিরমজায়ত, যথা পক্ষিণোঽণ্ডম্, তথেত্যর্থঃ। মুখাদ্বাগ্বাচোঽগ্নিঃ।

মুখাদধিষ্ঠানাদ্বাগিন্দ্রিয়মুৎপন্নম্। ততো যা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা। এবঞ্চাধিষ্ঠানং করণং দেবতা চ ত্রয়ং ক্রমেণ নির্ভিন্নমিত্যর্থঃ। এবমুত্তরত্রাপি। নাভ্যা অপানঃ। অপানঃ পায্বিন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ। অপানান্মৃত্যুঃ। তস্যাধিষ্ঠানদেবতেত্যর্থঃ। শিশ্নাদ্রেতঃ। রেতশ্‌শব্দেন প্রজননেন্দ্রিয়মুচ্যতে। রেতস আপঃ। অ (অব ?) ভিমানিদেবতৈব তস্যাধিষ্ঠানদেবতেত্যর্থঃ ॥৪॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ লোকস্রষ্টাবতৃপ্তস্য পরমেশ্বরস্য লোকপালকস্রষ্টীচ্ছাং তৎকার্য্যঞ্চ পূর্ব্বশ্রুত্যা বিবৃত্যাথেদানীং সৃষ্টিক্রমং দর্শয়তি তমভ্যতপদিত্যাদিনা—সঃ ইতিশেষঃ, পরমেশ্বরঃ, তম্ পুরুষাকারং পিণ্ডম্ অভ্যতপৎ অভিলক্ষ্য উদ্দিশ্য অতপৎ তপস্যাং কৃতবান্ অভিধ্যানং সঙ্কল্পং বা কৃতবান্ 'যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ' ইতি শ্রুতেঃ। অভিতপ্তস্য ধ্যাতস্য তস্য পিণ্ডস্য মুখং মুখচ্ছিদ্রং নিরভিদ্যত নির্গতমভূৎ মুখাকারং ছিদ্রমজায়তেত্যর্থঃ—এতত্তু বাগিন্দ্রিয়স্যাধিষ্ঠানম্, বাগিন্দ্রিয়ং তস্য শব্দোচ্চারণে করণম্ তৎপরিপালকশ্চ অগ্নিঃ, দৃশ্যতে চ তেজস্বিনএব জনস্য বাগিন্দ্রিয়ং মূর্চ্ছতি বাক্‌চ পরিস্ফুরতীতি। এবমুত্তরত্র যথা ক্রমমধিষ্ঠানং করণমধিষ্ঠাতা চ জ্ঞাতব্যানি। অত্র দৃষ্টান্তঃ যথাণ্ডমিতি যথাবৈ পক্ষিণোহণ্ডং প্রথমং মাতুরুদরান্ নির্গচ্ছতি ততশ্চ সন্তাপিতস্য তস্যাবরণোদ্ভেদাৎ ক্রমেণ মুখাদিকং নির্ভিদ্যতে এবম্ পুরুষবিধস্যাণ্ডস্যেতিভাবঃ তথাচ শ্রীমদ্ ভাগবতবাক্যং—'পিপাসতো জক্ষতশ্চ প্রাঙ্মুখং নিরভিদ্যতে'তি। নিরভিদ্যত বিভক্তমভূদিত্যর্থঃ ইতি বিশ্বনাথঃ। মুখমিতি ব্যষ্টিমুখমেব তন্মুখত্বেনোপদিশ্যতে ইতি শ্রীজীবাঃ। ততশ্চ বিবক্ষোর্মুখতোভূম্নো বহ্নির্ব্বাগ্ ব্যাহৃতং তয়োঃ। তয়োরিতি ইন্দ্রিয়-

দেবতাধীনত্বং বাক্‌কর্ম্মণো দর্শয়তি ইতি স্বামিপাদাঃ। পশ্চাৎ নাসিকে নাসাচ্ছিদ্রে নিরভিদ্যেতাম্ অণ্ডাৎ পৃথগ্‌ভূতে অভবতাম্। তস্য করণং প্রাণবায়ুঃ, অধিষ্ঠাতা বায়ুঃ তথাচ স্মৃতিঃ 'নাসিকে নিরভিদ্যেতাং দোধূয়তি নভস্বতি। তত্র বায়ুর্গন্ধবহোঘ্রাণোনসি জিঘৃক্ষত ইতি। ততশ্চ অভিতপ্তস্য পুরুষস্য অক্ষিণী চক্ষুশ্ছিদ্রে নিরভিদ্যেতাম্, তচ্ছিদ্র-দ্বয়াৎ চক্ষুঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়ং তদধিষ্ঠাতাচ আদিত্যঃ সূর্য্যঃ তথাচ চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়তে'তি পৌরুষী শ্রুতিঃ। এবং বেদান্তসূত্রেঽপি—যথা সমান নামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ। তস্য ভাষ্যম্ মহা-প্রলয়ে বেদান্তবাচ্যাস্তত্তদাকৃতয়শ্চ নিত্যাঃ পদার্থাঃ সশক্তিকে শ্রীহরা-বেকীভাবমাপন্নাস্তিষ্ঠন্তি অথ তস্মিন্ সিসৃক্ষৌ সতি ততোঽভিব্যজ্যন্তে। সূত্রধৃত দর্শনাদিতি পদস্য 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ' 'স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা' ইত্যাদি দর্শনমর্থঃ স্মৃতেশ্চ ইত্যস্য 'ন্যগ্রোধঃ সুমহানল্পে যথা বীজে ব্যবস্থিতঃ। সংযমে বিশ্বমখিলং বীজভূতে তথা ত্বয়ি। নারায়ণপরো দেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্ম্মুখঃ। এতচ্ছ্রুত্যুক্তঃ পিণ্ডীভূতঃ পুরুষএব চতুর্ম্মুখত্বেনাবধারিত' ইতি মন্তব্যম্। কর্ণৌ কর্ণশষ্কুল্যৌ নিরভিদ্যেতাম্ বিভক্তৌঅভূতাম্ কর্ণাবচ্ছিন্নশষ্কুল্যাবেব শ্রোত্রস্যাধি-ষ্ঠানম্, শ্রবণেন্দ্রিয়ং কর্ণাভ্যাং জাতম্, শ্রোত্রাদ্দিশো পালকত্বেন নির্ভিন্নাঃ, তথাচ ভাগবতে 'কর্ণাবস্য বিনির্ভিন্নৌ ধিষ্ণ্যং স্বং বিবিশুর্দিশ-ইতি। অথ ত্বক্ চর্ম্মনির্ভিন্নং স্থূলং চর্ম্ম খলু চর্ম্মোচ্যতে তদুপরিস্থিতং চর্ম্ম ত্বগ্ ইতিভেদঃ। ত্বচো লোমানি বিভক্তানি অত্র ত্বচ্যধিষ্ঠানে ত্বক্ রোমাণি চেন্দ্রিয়দ্বয়ম্' ইতি বিশ্বনাথঃ। লোমভ্য ওষধিবনস্পতয় ইতি 'ওষধ্যঃ ফলপাকান্তাইত্যমরঃ, বনস্পতয়ঃ ইতি যদ্যপি বানস্পত্যঃ ফলৈঃ পুষ্পাত্তৈরপুষ্পাদ্ বনস্পতিরিতি বৃক্ষবিশেষঃ শ্রূয়তে তথাপি অত্র বৃক্ষ-সামান্যপরো ধর্ত্তব্যঃ। দেবতাশ্চ ওষধ্যধিষ্ঠাত্র্যঃ ইত্যেকঃ, দেবতাচ বায়ুরিত্যন্য ইতি ক্রমসন্দর্ভঃ। হৃদয়ং বক্ষসোঽভ্যন্তরাবকাশঃ

নিরভিদ্যত, হৃদয়াদধিষ্ঠানাৎ মনঃ অন্তরিন্দ্রিয়ং নির্ভিন্নং তস্য দেবতা চন্দ্রঃ মনসঃকার্য্যং সঙ্কল্পঃকাম এবচ। মনসঃ কারণাবস্থা ইচ্ছেতি সা পূর্ব্বং নির্ভিন্নেতিবাচ্যম্ ইতি জীবমিশ্রাঃ। মনসঃ পালকশ্চন্দ্রমাঃ উক্তঞ্চ শ্রুত্যন্তরে 'মনশ্চন্দ্রে নিলীয়তে' ইতি। নাভিঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধি-স্থানং শুষিরং ততঃ অপানঃ পায্বিন্দ্রিয়ং, তৎসংযুক্তত্বাদিতি মৃত্যুস্তস্যাধি-ষ্ঠানদেবতা। শিশ্নং জননেন্দ্রিয়ং নিরভিদ্যত অভিব্যক্তং, শিশ্নাদ্রেতঃ রেতোবিসর্গার্থত্বাৎ সহভাবেনোক্তিঃ। রেতসঃ দেবতা আপঃ জলম্ নির্ভিন্নাঃ ॥৪॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডস্য
'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—এইপ্রকারে হিরণ্যগর্ভ পুরুষকে উৎপন্ন করিয়া উহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে পরমাত্মা পরমেশ্বর যখন সঙ্কল্প-রূপ তপঃ করিলেন তখন সেই তপস্যার ফলস্বরূপ হিরণ্যগর্ভ পুরুষের শরীরে সর্ব্বপ্রথম অণ্ডের ন্যায় ফাটিয়া মুখ-ছিদ্র বাহির হইল। মুখ হইতে বাগিন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল এবং বাগিন্দ্রিয় হইতে উহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা অগ্নি উৎপন্ন হইলেন। পুনরায় নাসিকার দুইটি ছিদ্র হইল এবং উহা হইতে প্রাণবায়ু অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রকট হইল এবং প্রাণ হইতে বায়ু দেবতা উৎপন্ন হইলেন। ইহা ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ বর্ণন নহে। অতঃপর ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় এবং উহার দেবতা অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ও নাসিকা হইতে উৎপন্ন, ইহাও বুঝিতে হইবে। এই-প্রকার রসনা-ইন্দ্রিয় উহার দেবতারও পৃথক্ বর্ণন নাই। অতএব মুখ হইতে বাগিন্দ্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে রসনা-ইন্দ্রিয় ও উহার দেবতার উৎপত্তি, ইহাও বুঝিতে হইবে। পুনরায় চক্ষুর দুইটি ছিদ্র প্রকট হয়। তাহা হইতে নেত্রেন্দ্রিয় এবং নেত্রেন্দ্রিয় হইতে উহার দেবতা

সূর্য্য উৎপন্ন হইল। পুনরায় কর্ণের দুইটি ছিদ্র বাহির হইল। উহা হইতে শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয় হইতে উহার দেবতা দিক্‌সমূহ উৎপন্ন হইলেন। উহার পর ত্বক্ উৎপন্ন হইল, ত্বক্ হইতে রোম এবং রোম হইতে ওষধি ও বনস্পতি উৎপন্ন হইল। পরে হৃদয় প্রকট হইল ও হৃদয় হইতে মনঃ এবং মনঃ হইতে উহার অধিষ্ঠাতা চন্দ্রমাঃ উৎপন্ন হইলেন। তারপর নাভি উৎপন্ন হইল, নাভি হইতে অপানবায়ু এবং অপানবায়ু হইতে গুদ-ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মৃত্যু-দেবতা উৎপন্ন হইল। নাভির উৎপত্তির সঙ্গেই গুদের ছিদ্র ও গুদ-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল, ইহা বুঝিতে হইবে। যে অপানবায়ু মল-ত্যাগের হেতু হওয়ার জন্য এবং উহার স্থান নাভি হওয়ার জন্য মৃত্যুরূপে উহার নাম লওয়া হইয়াছে। পরন্তু মৃত্যু অপানের অধিষ্ঠাতা নহে, যাহা গুদ-ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা ; অতএব উপলক্ষণে গুদ-ইন্দ্রিয়ের বর্ণনও ইহার অন্তর্গত মানিতে হইবে। তৎপরে স্ত্রী-পুরুষের লিঙ্গ প্রকট হইল। উহা হইতে বীর্য্য ও উহা হইতে জল উৎপন্ন হইল। এই লিঙ্গ হইতে উপস্থেন্দ্রিয় ও উহার দেবতা প্রজাপতি উৎপন্ন হইল, এই বিষয়ও জানা দরকার।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ষষ্ঠাধ্যায়ে বর্ণিত—"অথ তস্যাভিতপ্তস্য কতিধায়তনানি হ। নিরভিদ্যন্ত দেবানাং তানি মে গদতঃ শৃণু। তস্যাগ্নিরাস্যান্নির্ভিন্নং লোকপালোঽবিশৎ পদম্। বাচা স্বাংশেন কর্ত্তব্যং যয়াসৌ প্রতিপদ্যতে॥…গুদং পুংসো বিনির্ভিন্নং মিত্রো লোকেশ আবিশৎ। পায়ুনাংশেন যেনাসৌ বিসর্গং প্রতিপদ্যতে॥ প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য। (ভাঃ ৩।৬।১১-২০) ॥৪॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥

ঐতরেয়োপনিষৎ

প্রথমাধ্যায়স্য

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

শ্রুতিঃ—তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্ মহত্যর্ণবে প্রাপতংস্তম-
শনায়া-পিপাসাভ্যামন্ববার্জ্জৎ। তা এনমব্রুবন্নায়তনং
নঃ প্রজানীহি, যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—তাঃ (সেই) এতাঃ (এই অগ্নি প্রভৃতি) দেবতাঃ (লোকপালগণ) সৃষ্টাঃ (ঈশ্বরের সঙ্কল্প হইতে লোকপালরূপে সৃষ্ট হইয়া) অস্মিন্ (এই পরিদৃশ্যমান) মহতি (দুস্পার, অনন্ত নিরালম্ব) অর্ণবে (সংসার সাগরে) [যাহার জল অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্মসম্ভূত, যাহাতে তীব্র রোগ, জরা মৃত্যুরূপ ভীষণ জলজন্তুগণ গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদন করিয়া আছে, শান্তির মধ্যে কেবল বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-জনিত ক্ষণিক সুখলেশ যাহাতে বিদ্যমান, যেখানে নরকের মহা হাহাকার চতুর্দ্দিকে উঠিতেছে, যাহা পার হইবার ভেলা একমাত্র শমদমাদি-সহিত ঈশ্বর-শরণাগতি-সম্ভূত তদীয় কৃপা এবং সৎ-সংসর্গ ও বৈরাগ্য যাহার পরপারের তীর, তাদৃশ সংসার সাগরে] প্রাপতন্ (পতিত হইল)। তম্ (সেই প্রথমে উৎপাদিত পুরুষকে) অশনায়াপিপাসাভ্যাং (ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সহিত) অন্ববার্জ্জৎ (পর-মেশ্বর সংযোজিত করিলেন, সেই কারণীভূত পুরুষে অশনায়া ও পিপাসা-দোষ থাকায় তাহার কার্য্যভূত অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদিগেরও সেই দোষ আসিল) [তখন] তাঃ (সেই অগ্নি প্রভৃতি দেবতা

বুভুক্ষা, তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া) এনং (স্রষ্টা পিতামহের নিকট আসিয়া) অব্রুবন্ (বলিলেন—জানাইলেন) [কি জানাইলেন ?] আয়তনং (অধিষ্ঠান—আশ্রয়) নঃ (আমাদিগের) প্রজানীহি (ব্যবস্থা করুন) যস্মিন্ (যে আশ্রয়ে) প্রতিষ্ঠিতাঃ (স্থিতিলাভ করিয়া) [আমরা] অন্নম্ (খাদ্য) অদাম (ভক্ষণ করিব অর্থাৎ অশনায়ার প্রতিবিধান করিব) ॥১॥

অনুবাদ—পরমেশ্বর কর্তৃক লোকপালরূপে সৃষ্ট এইসকল দেবতা শোকদুঃখময় ক্লেশবহুল সংসার-সাগরে পতিত হইয়াছিল। ভগবান্ প্রথমে সৃষ্ট পুরুষাকৃতি পিণ্ডকে অশনায়া ও পিপাসার (ক্ষুধাতৃষ্ণার) সহিত সংযোজিত করিয়াছিলেন, সেজন্য সেই পুরুষ হইতে নির্গত দেবগণও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া সেই পুরুষের নিকট আগমন-করতঃ জানাইলেন যে, আমরা অন্নাভাবে কষ্টবোধ করিতেছি অতএব আমাদিগের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করুন, যেখানে থাকিয়া আমরা অন্ন ভক্ষণ করিব ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্ মহত্যর্ণবে প্রাপতন্। এতা অগ্ন্যাদয়ো দেবতাঃ লোকপালত্বেন সংকল্প্য সৃষ্টাঃ অস্মিন্ মহতি সংসারার্ণবে রাগদ্বেষাদিমহাগ্রাহগ্রস্তে (স্তাঃ ?) পতিতা অভূবন্। তমশনায়াপিপাসাভ্যামন্ববার্জৎ। প্রথমোৎপাদিতং পিণ্ডং অশনায়াপিপাসাভ্যাং সংযোজিতবান্। তস্য কারণভূতস্য অশনায়া-দিদূষিতত্বেন তৎকার্য্যতয়া সৃষ্টা অপি দেবতাঃ অশনায়াদিদূষিতা-অভূবন্ ইতি। তা এনমব্রুবন্ অন্নমদামেতি। তাঃ দেবতাঃ অশনা-য়াপিপাসাভ্যাং পীড্যমানা এনং পিতামহমাগত্য, 'অস্মভ্যমধিষ্ঠানং বিধৎস্ব। তত্র প্রতিষ্ঠিতা অন্নং ভক্ষয়িত্বা অশনায়াং নিবর্ত্তয়িষ্যামঃ' ইতি [অব্রুবন্ ?] ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ঈশ্বরেণ সৃষ্টানামগ্ন্যাদিদেবতানাং গতিমাহ—তা এতা ইত্যাদিনা। তাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ এতাঃ লোকপালত্বেনেশ্বরেণ সৃষ্টা অগ্ন্যাদয়ো দেবতাঃ মহতি অনালম্বে অপারে অনন্তে অর্ণবে সংসারসাগরে প্রাপতন্ পতিতা অভূবন্। সঃ পরমেশ্বরঃ তম্ প্রথমোৎপাদিতং পিণ্ডম্ অশনায়া পিপাসাভ্যাম্ অশনায়া চ পিপাসা চ তাভ্যাম্—অশনং সম্ভো ভোক্তুমিচ্ছা ইতি বুভুক্ষার্থে অশনশব্দাৎ ক্যচ্, নিপাতাৎ ন ঈভাবঃ, ততোঽশনায়ধাতো রপ্রত্যয়ে স্ত্রিয়াং টাপি সিদ্ধম্ 'অশনায়োদন্যধনায়া বুভুক্ষাপিপাসাগর্দ্ধেষ্বে'তি পাণিনীয়-সূত্রেণ ক্যচ্। অশনায়া বুভুক্ষা সা ভোগেচ্ছা অন্নেচ্ছাচ, পিপাসা পাতুমিচ্ছা তাভ্যাং সহ অন্ববার্জ্জৎ সঙ্গমিতবান্ সংযোজিতবানিত্যর্থঃ, সম্ অবপূর্ব্বকাৎ ভৌবাদিকাৎ গত্যর্থকাদৃজ্ ধাতোর্লঙিরূপম্। অগ্ন্যাদি দেবতানাং কারণীভূতো বিরাট্ পুরুষঃ তস্য অশনায়য়া সংযুক্তত্বে তৎকার্য্যাণামগ্ন্যাদীনামপি তদভিভূতত্বং সিদ্ধমিতি কৃত্বাহ—তাঃ সৃষ্টা-দেবতাঃ অশনায়াপিপাসাভিভূতাঃ এনং পুরুষং পিতামহম্ আগত্য অব্রুবন্, কিমিতি ? আহুঃ অস্মভ্যমধিষ্ঠানম্ আশ্রয়ং প্রজানীহি বিধৎস্ব নির্দ্দিশেতিযাবৎ যত্রাধিষ্ঠানে স্থিতা বয়ম্ অন্নমদাম অন্নং ভক্ষয়িত্বা অশনায়াং নিবর্ত্তয়িষ্যামহে ইতি ॥১॥

তত্ত্বকণা—পরমাত্মা দ্বারা সঙ্কল্পানুসারে সৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা এই অগ্ন্যাদি দেবতাসমূহ সমষ্টিবিরাট্ শরীররূপ মহাসমূদ্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ বৃত্তির প্রাপ্তির ইচ্ছারূপ ক্ষুধা ও পিপাসা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অধিষ্ঠান, ইন্দ্রিয় ও দেবতা সকলের উৎপত্তির বীজভূত সমষ্টিবিরাট্ শরীরকেও তাদৃশী ক্ষুধা ও তৃষ্ণার দ্বারা আক্রান্ত করিলেন। তাঁহারা এইরূপ আক্রান্ত হইয়া সমষ্টিবিরাটের অন্তর্য্যামী পুরুষকে বলিলেন—আমাদের পৃথক্ পৃথক্

অধিষ্ঠান বিধান করুন। সেই অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত হইয়া আমরা নিজ নিজ অন্ন ভক্ষণ করিব অর্থাৎ নিজ নিজ বৃত্তি প্রাপ্ত হইব ॥১॥

শ্রুতিঃ—তাভ্যো গামানয়ৎ। তা অব্রুবন্—'ন বৈ নোঽয়মলমি'তি। তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ। তা অব্রুবন্—'ন বৈ নোঽয়মলমি'তি ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—[এবমুক্তঃ স পুরুষঃ—দেবতারা এইরূপ প্রার্থনা করিলে সেই পুরুষ] তাভ্যঃ (সেই সব দেবতাদিগকে) গাম্ (গবাকৃতিবিশিষ্ট একটি পিণ্ড জল হইতে তুলিয়া তাহাতে অবয়ব যোজনা পূর্ব্বক) আনয়ৎ (আনিলেন অর্থাৎ দেখাইলেন, উদ্দেশ্য—ইহাই তোমাদের আয়তন হইবে) তাঃ (তাঁহারা—সেই দেবগণ) অব্রুবন্ (বলিলেন—সেই গবাকৃতি পিণ্ড দেখিয়া অতৃপ্তিবশতঃ বলিলেন) ন বৈ (না, না) অয়ং (এই গবাকৃতি পিণ্ড) নঃ (আমাদিগের অধিষ্ঠান হইবার এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া খাদ্য খাইবার) অলম্ (উপযুক্ত হইবে না, পর্য্যাপ্ত নহে অর্থাৎ ইহাতে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না) [এইরূপে গো প্রত্যাখ্যাত হইবার পর সেই পুরুষ] তাভ্যঃ (তাহাদিগকে) অশ্বম্ (অশ্বাকৃতি-বিশিষ্ট একটি পিণ্ড) আনয়ৎ (আনয়ন করিলেন অর্থাৎ জল হইতে তুলিয়া তাহাতে অবয়ব যোজনাপূর্ব্বক দেখাইলেন; অভিপ্রায়—ইহাকে আশ্রয় করিয়া তোমরা তোমাদের খাদ্য গ্রহণ কর) [কিন্তু] তাঃ (সেই দেবতাগণ) অব্রুবন্ (তাঁহাকে বলিলেন) ন বৈ নঃ অয়মলম্ (না, না, ইহা আমাদের তৃপ্তির কারণ হইবে না অর্থাৎ ইহাকেও আশ্রয় করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিব না, এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলেন) ॥২॥

অনুবাদ—দেবতাদের ঐরূপ নিবেদনের পর ভগবান্ পূর্ব্বের মত জল হইতে গবাকৃতি পিণ্ড তুলিয়া তাহাতে অবয়ব যোজনা করতঃ অধিষ্ঠান-হিসাবে তাঁহাদিগকে দেখাইলেন, তাঁহারা তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন এই গো-জাতি আমাদের যথেষ্ট আয়তন হইবে না, অন্য কিছু আয়তনের ব্যবস্থা করুন। তখন ভগবান্ অশ্ব আনিয়া দেখাইলেন, তাহাতে তাঁহারা অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। উদ্দেশ্য—এই গো-অশ্ব প্রভৃতি পশু ও তির্য্যগ্‌জাতি—ইহারা ইন্দ্রিয়ের ও অধিষ্ঠাতৃদেবতাদিগের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ নহে। এক-মাত্র মনুষ্যই তাহা পারে ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তাভ্যো গামানয়ৎ। গবাকৃতিবিশিষ্টং পিণ্ড-মানীয় অধিষ্ঠানত্বেন প্রদর্শিতবানিত্যর্থঃ। তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি। তাঃ দেবতাঃ অয়ং পিণ্ডোঽস্মাকং ন পর্য্যাপ্ত-ইত্যুক্তবত্যঃ। অথ তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ তা অব্রুবন্ন বৈ নোঽয়মলমিতি। তির্য্যক্ষু গবাশ্বাদিষু ইন্দ্রিয়তদধিষ্ঠাতৃদেবতানাং সম্যক্কার্য্যকরত্বাভাবাদিতি ভাবঃ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তাসামায়তনপ্রার্থনানন্তরম্ ঈশ্বরঃ পুরুষপিণ্ডবৎ-অদ্ভ্যো গাং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়দথ দেবতাভ্য আয়তনত্বেন তমদর্শয়দিত্যা-হ—তাভ্য ইতি তাভ্যঃ দেবতাভ্যঃ গাম্ গবাকৃতিবিশিষ্টং পিণ্ডম্ আনয়ৎ আনীয় দর্শিতবানিত্যর্থঃ। তাঃ দেবতাঃ অব্রুবন্ আয়তন-ভাবায় আনীতং গাং দৃষ্ট্বা অব্রুবন্ ঈশ্বরমূচুঃ কিমিতি ন বৈ ইত্যাদি বৈ সর্ব্বথা নঃ অস্মভ্যম্ অয়ং পিণ্ডঃ অলং ন পর্য্যাপ্তো ভবিতা অস্মাকমনেনাভীষ্টসিদ্ধির্ন ভবিষ্যতীতি। ততঃ স ভগবান্ তাভ্যঃ অশ্ব-মানয়ৎ অদ্ভ্যোঽশ্বং সমুদ্ধৃত্য মূর্চ্ছয়িত্বা তাভ্যো দেবতাভ্যোঽদর্শয়ৎ।

তে তথৈবোচুঃ—ন বৈ নোঽয়মলম্। অয়ং ভাবঃ—ইন্দ্রিয়াণাং তদ্দেবতানাঞ্চ চরিতার্থতা ন ভোজ্যসংগ্রহেণ ন বা বিষয়ভোগেন কিন্তু পরমেশ্বরারাধনেনৈবেতি তচ্চ ভগবদারাধনমভিধ্যানপূর্ব্বকমেব উদয়েৎ এবং সতি তাসামায়তনং ন পশুশরীরং ন বা তির্য্যক্‌শরীরমুপযুজ্যতে তাদৃশবুদ্ধিবৃত্ত্যভাবাদ্ ইতি কৃত্বা তা দেবতাঃ প্রত্যাচখ্যুঃ। অতএবোক্তং বৈষ্ণবাচার্য্যৈঃ 'তির্য্যক্ষু গবাশ্বাদিষু ইন্দ্রিয়-তদধিষ্ঠাতৃদেবতানাং সম্যক্‌কার্য্যকরত্বাভাবাদি'তি ॥২॥

তত্ত্বকণা—দেবতাদিগের প্রার্থনানুসারে সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর পরমাত্মা তাঁহাদিগকে খনিজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজাদি পদার্থ সৃষ্টি করিয়া ক্রমে গোদেহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অর্পণ করিলেন। তাঁহারা তাহা দেখিয়া বলিলেন—ভগবন্! "এই দেহ আমাদিগের সর্ব্বকর্ম্মের উপযোগী নহে"। তখন সেই পুরুষ তাহাদিগকে অশ্বদেহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক অর্পণ করিলেন। তাহাতেও তাঁহারা বলিলেন—ভগবন্! "এই দেহও আমাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মক্ষম হইবে না।" অতএব অন্য দেহ আমাদিগকে প্রদান করুন ॥২॥

শ্রুতিঃ—তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ। তা অব্রুবন্—'সুকৃতং বতে'তি। পুরুষো বাব সুকৃতম্। তা অব্রবীৎ—'যথায়তনং প্রবিশতে'তি ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[ঐরূপে সকল প্রত্যাখ্যান হইলে তখন ভগবান্] তাভ্যঃ (সেই দেবতাদিগের নিকট) পুরুষম্ (পুরুষাকৃতি পিণ্ড—মনুষ্য শরীর) আনয়ৎ (আনিলেন), তাঃ (সেই দেবতাগণ) অব্রুবন্ (পরমেশ্বরকে বলিলেন) বত (হর্ষে) সুকৃতম্ ইতি (এই অধিষ্ঠান উত্তম হইয়াছে অর্থাৎ ইহাকে পাইয়া আমরা চরিতার্থ

হইলাম, অথবা মনুষ্য-শরীরাত্মক এই পুরুষের মধ্যে থাকিলে জীবের সুকৃত কর্ম্ম-সম্পাদনে সমর্থ হইব অতএব ইহা সুকৃত), [যেহেতু] পুরুষো বাব সুকৃতম্ (পুরুষই অর্থাৎ মনুষ্য-শরীরই সমস্ত পুণ্য কর্ম্ম-সাধনের হেতুভূত অতএব সুকৃতস্বরূপ অথবা ইহা পরমেশ্বরের সুন্দর সৃষ্টি) [তখন পরমেশ্বর] তাঃ (সেই দেবতাসমূহকে) অব্রবীৎ (আদেশ করিলেন) যথা আয়তনং (যাহার যেমন কথনাদি ক্রিয়া-যোগ্য অধিষ্ঠান) প্রবিশত ইতি (তাহাতে প্রবেশ করুন) [কথাটি এই—ঈশ্বর ভাবিলেন—ইঁহাদের এই পুরুষায়তন অভিমত, কারণ বিরাট্ পুরুষ হইতেই ইঁহারা উৎপন্ন, সকলেই নিজ কারণীভূত বস্তুতে প্রীত হয়, এই ভাবিয়া বলিলেন—বেশ, আপনারা এইবার নিজ নিজ স্থানে প্রবেশ করুন অর্থাৎ আশ্রয় লাভ করুন] ॥৩॥

অনুবাদ—এইরূপে মনুষ্যভিন্ন অন্য সমস্ত অধিষ্ঠান প্রত্যাখ্যাত হইলে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর তাঁহাদের সম্মুখে পুরুষাকৃতি পিণ্ড অর্থাৎ মনুষ্য-শরীর আনিলেন। তাহা দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া তাঁহারা ভগবান্‌কে বলিলেন, উত্তম হইয়াছে, ইহাই আমাদের যোগ্য অধিষ্ঠান। যেহেতু পুরুষই অর্থাৎ এই মনুষ্যশরীরই সর্ব্বপ্রকার পুণ্যকর্ম্মের অধিকারী হয় এজন্য উহাকে সুকৃত বলা হয়। সেই পরমেশ্বর অভীষ্ট-অধিষ্ঠান-লাভে সন্তুষ্ট অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণকে বলিলেন—আপনারা এইবার নিজ নিজ কার্য্যের উপযুক্ত অধিষ্ঠানে প্রবেশ করুন ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তাভ্যঃ—সুকৃতং বতেতি। স্বযোনিভূতপুরুষং দৃষ্ট্বা সুকৃতং আত্মনে শোভনমিদমধিষ্ঠানং কৃতমিতি দেবতা অব্রুবন্নি-ত্যর্থঃ। পুরুষো বাব সুকৃতম্। সর্ব্বপুণ্যকর্ম্মহেতুত্বাৎ পুরুষস্য

সুকৃতত্বমুপপদ্যত ইতি ভাবঃ। তা অব্রবীদ্‌যথায়তনং প্রবিশতেতি। ঈশ্বর ইতি শেষঃ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তাসু দেবতাসু গবাশ্বাদিভিরতৃপ্তাসু সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ তাসামভিপ্রায়ং বুদ্ধা অধিষ্ঠানায় পুরুষম্ তাসাং স্বকারণীভূতং তাভ্য আনয়ৎ। তাঃ স্বযোনিং পুরুষং দৃষ্ট্বা হৃষ্টাঃ সত্য উচুঃ সুকৃতং বত, বত হর্ষে সু শোভনং পুরুষস্যাধিষ্ঠানত্বেন আনয়নং যৎ তৎ শোভনং কৃতং ভবতা। কথমিতি? উচ্যতে পুরুষোবাব পুরুষএব মনুষ্য-শরীরমেব সুকৃতং শোভনকর্ম্মসম্পাদকত্বাৎ সুকৃতস্বরূপম্, গবাশ্বা-দীনান্তু পুণ্যকর্ম্মকরণাসামর্থ্যাৎ ন সুকৃতত্বম্ অতস্তন্মধ্যে প্রবেশোঽস্মাকং বৈফল্যায়ৈব ইতি মত্বা তা উচুঃ সুকৃতং বতেতি। অথেশ্বরস্তা দেবতাঃ অব্রবীৎ—ইদমাসামিষ্টমিতি বুদ্ধ্বা। অব্রবীৎ আজ্ঞাপয়ামাস, কিমিতি অথেদানীং যূয়ং যথায়তনং যৎ যদ্‌যস্য বাক্যোচ্চারণাদিক্রিয়াযোগ্যম-ধিষ্ঠানং তৎ প্রবিশত আশ্রয়তেত্যর্থঃ ॥৩॥

তত্ত্বকণা—এই প্রকারে যখন গবাশ্বাদি-দেহ দেবতারা প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন পরমেশ্বর মানবদেহ নির্ম্মাণ করতঃ তাঁহাদিগকে অর্পণ করিলেন। দেবতাগণ বলিলেন—"এই দেহ সুচারুরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে"। পুরুষ আজানদেবগণ দ্বারা খনিজাদিক্রমে পর পর উৎকৃষ্ট দেহসমূহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে মানবদেহই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও শেষ নির্ম্মিত দেহ।

জীব সৃষ্টির প্রথম হইতেই কারণশরীর প্রাপ্ত হইলেও মানব-দেহভিন্ন ঐ কারণ-শরীরের বৃত্তিসমূহ বিকাশ প্রাপ্ত হয় না বলিয়াই তাঁহার খনিজাদি পাশব দেহপর্য্যন্ত অপকৃষ্ট। মানবদেহ সর্ব্বকর্ম্মক্ষম বলিয়া ইহাকে সুকৃত বলা হয়। দেবতাগণ পুরুষাকৃতি

মানব শরীর দেখিয়া খুবই প্রসন্ন হইলেন এবং শ্রীভগবানের সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলিয়া বর্ণন করিলেন। এই জন্যই ইহাকে দেবদুর্ল্লভ বলা হয়। শাস্ত্রে বহুস্থানে ইহার মহিমা গীত হইয়াছে, কারণ এই শরীরে জীব পরমাত্মার আজ্ঞানুসারে যথাযোগ্য সাধনকরতঃ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে।

এই দেহ সকল দেবতার সকল বৃত্তির বিকাশের উপযোগী। পরমেশ্বর উৎকৃষ্ট মানবদেহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে নিজ নিজ অধিষ্ঠান আশ্রয়পূর্ব্বক সেই সেই অধিষ্ঠানের প্রতি অনুগ্রহ করিতে অর্থাৎ বৃত্তিবিকাশ সম্পাদন করিতে আদেশ করিলেন।

কেহ কেহ বলেন—বিরাট্ পুরুষের অবিকল পুরুষাকৃতি দেহ দেখিয়া দেবগণ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবগণের উক্তিতে পাই,—

"অহো বতৈষাং কিমকারি শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ॥" (ভাঃ ৫।১৯।২০)

আরও পাই,—

"লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ॥"
(ভাঃ ১১।৯।২৯)

"যদৃচ্ছয়া লোকমিমং প্রাপিতঃ কর্ম্মভির্ভ্রমন্।
স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং তিরশ্চাং পুনরস্য চ॥" (ভাঃ ৭।১৩।২৫)

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"
(ভাঃ ১১।২০।১৭) ॥৩॥

শ্রুতিঃ—অগ্নির্ব্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ, আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাঽক্ষিণী প্রাবিশদ্‌, দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্‌, ওষধিবনস্পতয়োলোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশন্‌। চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ, মৃত্যুরপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশৎ, আপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্‌ ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—['তথাস্তু' বলিয়া ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ পূর্ব্বক দেবতারা নিজ নিজ কর্ম্মস্থান প্রাপ্ত হইলেন] অগ্নিঃ বাক্‌ভূত্বা (অগ্নিদেবতা অর্থাৎ বাগভিমানিনী দেবতা অগ্নি বাক্‌রূপ ধরিয়া) মুখং (মনুষ্যের মুখবিবরে) প্রাবিশৎ (প্রবেশ করিলেন), বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা (প্রাণাভিমানিনী বায়ুদেবতা প্রাণরূপ লইয়া) নাসিকে (দুই নাসিকার ছিদ্রে) প্রাবিশৎ (প্রবিষ্ট হইলেন), আদিত্যঃ (চক্ষুরভিমানিনী দেবতা—সূর্য্য) চক্ষুর্ভূত্বা (নিজ উৎপত্তিস্থান চক্ষুরিন্দ্রিয়রূপে) অক্ষিণী (অক্ষিচ্ছিদ্রদ্বয়ে) প্রাবিশৎ (প্রবেশ করিলেন অর্থাৎ চক্ষুরূপে তথায় রহিলেন) দিশঃ (শ্রবণেন্দ্রিয়াভিমানিনী দিগ্‌দেবতা) শ্রোত্রং ভূত্বা (শ্রবণেন্দ্রিয়রূপিণী হইয়া) কর্ণৌ (দুই কর্ণচ্ছিদ্র-মধ্যে) প্রাবিশন্‌ (প্রবেশ করিলেন) [কথাটি এই, শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ-ভিন্ন অন্য কিছু নহে, দিক্‌ও সেই অবকাশাত্মক আকাশ সুতরাং কার্য্যভূত দিক্‌ কারণীভূত শ্রবণাকাশে স্থিতিলাভ করিলেন], ওষধিবনস্পতয়ঃ (ধান্য-যবাদিবৃক্ষ ও অন্যান্য বৃক্ষ—ইহারা ত্বগিন্দ্রিয়াভিমানিনী দেবতা তাঁহারা) লোমানি ভূত্বা (কারণীভূত লোমাকারে) ত্বচং (ত্বগিন্দ্রিয়েতে) প্রাবিশন্‌ (আশ্রয় করিলেন) চন্দ্রমাঃ (মনোঽভিমানিনী দেবতা চন্দ্র) মনঃ ভূত্বা (মন আকার লইয়া) হৃদয়ং (নিজ অধিষ্ঠান হৃদয়-মধ্যে) প্রাবিশৎ (প্রবেশ করিলেন,) মৃত্যুঃ (মৃত্যু—

অপানাভিমানিনী দেবতা) অপানঃ ভূত্বা (অপানরূপী হইয়া) নাভিং (নাভিদেশে) প্রাবিশৎ (গমন করিলেন), আপঃ (রেতোঽভিমানিনী দেবতা জল) রেতো ভূত্বা (শুক্রাকার হইয়া) শিশ্নং (জননেন্দ্রিয়-মধ্যে) প্রাবিশন্ (প্রবিষ্ট হইলেন) ॥৪॥

অনুবাদ—ঈশ্বরের আদেশ পাইয়া অগ্নি প্রভৃতি অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ যেমন রাজাজ্ঞানুসারে বলাধ্যক্ষ প্রভৃতি রাজপুরুষেরা নগরীমধ্যে নিজ নিজ স্থানে গমন করে, সেইরূপ নিজ নিজ উৎপত্তিক্ষেত্রকে সেই সেই রূপে আশ্রয় করিলেন। তাহা এইপ্রকার—বাগভিমানিনী দেবতা অগ্নি বাক্‌রূপিণী হইয়াই মুখবিবর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, প্রাণাভিমানিনী বায়ুদেবতা প্রাণবায়ুরূপে নাসিকাছিদ্র গ্রহণ করিলেন। চক্ষুর্দেবতা সূর্য্য চক্ষুরূপে অক্ষিচ্ছিদ্র আশ্রয় করিলেন। শ্রবণেন্দ্রিয়াভিমানিনী দিগ্‌দেবতা শ্রবণেন্দ্রিয়াকারে কর্ণচ্ছিদ্রমধ্যে রহিলেন। লোমাভিমানিনী দেবতা ওষধি-বৃক্ষরাজিগণ ত্বগিন্দ্রিয় লোমরূপ ধরিয়া চর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মনোঽভিমানিনী চন্দ্রদেবতা মনের স্বরূপে জীবহৃদয়মধ্যে অবস্থান করিলেন। অপানাভিমানিনী মৃত্যুদেবতা নাভিদেশে প্রবেশ করিলেন। রেতোভিমানিনী জলদেবতা শুক্ররূপে জননেন্দ্রিয়কে গ্রহণ করিলেন ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অগ্নির্ব্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ। বাগভিমানী অগ্নির্ব্বাগেব ভূত্বা—বাগ্‌রূপো ভূত্বা স্বযোনিং মুখং প্রাবিশৎ। এবমুত্তরত্রাপি। বায়ুঃ—প্রাবিশন্। পূর্ব্ববদর্থঃ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—সর্ব্বাসামগ্ন্যাদিদেবতানামীশ্বরাজ্ঞালাভানন্তরং স্বাধিষ্ঠানং প্রতি গতিমাহ—যথা বৈ বলাধিকৃতাঃ পুরুষা রাজ্ঞোঽনুজ্ঞামাপ্য নগর্য্যাং প্রবিশন্তি এবম্ অগ্ন্যাদয়ো যেভ্য উদ্গতাস্তান্যেবাধি-

ষ্ঠানানি প্রাবিশন্ স্ব-স্ব-কার্য্যকরণায়, তদ্‌যথা অগ্নির্ব্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশদিতি অগ্নেঃ শক্তির্হি বাক্, তত্রৈব স প্রবিষ্টঃ এবমুক্তরত্র সর্ব্বত্র। সর্ব্বে দেবাঃ স্বাং স্বাং যোনিং তত্তদ্রূপাণ্যাশ্রিত্য প্রবিবিশুরিতি সন্দর্ভতাৎপর্য্যম্। শ্রুত্যর্থঃ সুস্পষ্টঃ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দেবতাগণ স্ব-স্ব অধিষ্ঠানে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

যিনি যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহাই তাঁহার শরীর। অগ্নি বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, বাগিন্দ্রিয়ই অগ্নির দেহ। বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান মুখ, অতএব অগ্নি বাগিন্দ্রিয়রূপ শরীর ধারণপূর্ব্বক মুখ-বিবরে প্রবেশ করতঃ বক্তব্য বিষয় প্রাপ্ত হইলেন। বায়ু প্রাণরূপ শরীর ধারণ পূর্ব্বক নাসিকাতে প্রবেশ করতঃ আঘ্রেয় গন্ধ প্রাপ্ত হইলেন। আদিত্য চক্ষুরূপ শরীর ধারণ পূর্ব্বক চক্ষুর্গোলকে প্রবেশ-করতঃ দ্রষ্টব্য রূপ প্রাপ্ত হইলেন। দিক্‌সমূহ শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ শরীর ধারণ পূর্ব্বক কর্ণচ্ছিদ্রে প্রবেশকরতঃ শ্রোতব্য শব্দ প্রাপ্ত হইলেন। ওষধি ও বনস্পতিসমূহ লোমকূপরূপ শরীর ধারণপূর্ব্বক চর্ম্মে প্রবেশ করতঃ স্পৃশ্য স্পর্শ প্রাপ্ত হইলেন। চন্দ্রমাঃ মনোরূপ শরীর ধারণ পূর্ব্বক হৃদয়ে প্রবেশকরতঃ মন্তব্যমনন প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ মৃত্যু অপানরূপ শরীর ধারণ পূর্ব্বক নাভিদেশে প্রবেশ করিলেন। অপ্ রেতোরূপ ধারণপূর্ব্বক শিশ্নে প্রবেশ করিলেন।

অন্যান্য দেবতাগণও ঐরূপ স্বীয় স্বীয় শরীর ধারণ পূর্ব্বক নির্দিষ্ট অধিষ্ঠানে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

তস্যাগ্নিরাস্যং নির্ভিন্নং লোকপালোঽবিশৎ পদম্।
বাচা স্বাংশেন বক্তব্যং যয়াসৌ প্রতিপদ্যতে ॥

নির্ভিন্নং তালু বরুণো লোকপালোঽবিশদ্ধরেঃ।
জিহ্বয়াংশেন চ রসান্ যয়াসৌ প্রতিপদ্যতে ॥
নির্ভিন্নে অশ্বিনৌ নাসে বিষ্ণোরাবিশতাং পদম্।
ঘ্রাণেনাংশেন গন্ধস্য প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ ॥
নির্ভিন্নে অক্ষিণী ত্বষ্টা লোকপালোঽবিশদ্বিভোঃ।
চক্ষুষাংশেন রূপাণাং প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ ॥
নির্ভিন্নান্যস্য চর্ম্মাণি লোকপালোঽনিলোঽবিশৎ।
প্রাণেনাংশেন সংস্পর্শং যেনাসৌ প্রতিপদ্যতে ॥
কর্ণাবস্য বিনির্ভিন্নৌ ধিষ্ণ্যং স্বং বিবিশুর্দ্দিশঃ।
শ্রোত্রেণাংশেন শব্দস্য সিদ্ধিং যেন প্রপদ্যতে ॥
ত্বচমস্য বিনির্ভিন্নাং বিবিশুর্ধিষ্ণ্যমোষধীঃ।
অংশেন রোমভিঃ কণ্ডূং যৈরসৌ প্রতিপদ্যতে ॥
মেঢ্রং তস্য বিনির্ভিন্নং স্বধিষ্ণ্যং ক উপাবিশৎ।
রেতসাংশেন যেনাসাবানন্দং প্রতিপদ্যতে ॥
গুদং পুংসো বিনির্ভিন্নং মিত্রো লোকেশ আবিশৎ।
পায়ুনাংশেন যেনাসৌ বিসর্গং প্রতিপদ্যতে ॥
হস্তাবস্য বিনির্ভিন্নাবিন্দ্রঃ স্বঃপতিরাবিশৎ।
বার্ত্তয়াংশেন পুরুষো যয়া বৃত্তিং প্রপদ্যতে ॥
পাদাবস্য বিনির্ভিন্নৌ লোকেশো বিষ্ণুরাবিশৎ।
গত্যা স্বাংশেন পুরুষো যয়া প্রাপ্যং প্রপদ্যতে ॥
বুদ্ধিঞ্চাস্য বিনির্ভিন্নাং বাগীশো ধিষ্ণ্যমাবিশৎ।
বোধেনাংশেন বোদ্ধব্য-প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ ॥
হৃদয়ঞ্চাস্য নির্ভিন্নং চন্দ্রমা ধিষ্ণ্যমাবিশৎ।
মনসাংশেন যেনাসৌ বিক্রিয়াং প্রতিপদ্যতে ॥

(ভাঃ ৩।৬।১২-২৪) ॥৪॥

শ্রুতিঃ—তমশনায়া-পিপাসে অব্রূতামাবাভ্যামভিপ্রজানীহীতি। স তে অব্রবীদেতাস্বেব বাং দেবতাস্বাভজাম্যেতাসু ভাগিন্যৌ করোমীতি। তস্মাদ্ যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ হবির্গৃহ্যতে ভাগিন্যাবেবাস্যামশনায়াপিপাসে ভবতঃ ॥৫॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥

অন্বয়ানুবাদ—[অশনায়া ও পিপাসা অধিষ্ঠানশূন্য হইয়া অর্থাৎ নিজ নিজকে নিরাশ্রয় দেখিয়া আশ্রয় লাভের জন্য পরমেশ্বরকে জানাইলেন—তখন তিনি তাহাদের অভয় দিলেন—] অশনায়া-পিপাসে (ক্ষুধা ও তৃষ্ণা) তম্ (সেই পরমেশ্বরকে) অব্রূতাম্ (বলিলেন—জানাইলেন), [কি বলিলেন ?] আবাভ্যাম্ (আমাদিগের) [অধিষ্ঠানম্] অভিপ্রজানীহি (অধিষ্ঠান ব্যবস্থা করুন, অর্থাৎ আমরা কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিব, সে-বিষয় চিন্তা করুন) [তাঁহারা ঈশ্বরকে এইরূপ নিবেদন করিলেন] সঃ (তিনি) তে (সেই অশনায়া ও পিপাসাকে) অব্রবীৎ (বলিলেন) [কি বলিলেন ? যেহেতু তোমাদিগের চেতনবস্তুকে আশ্রয় না করিলে অন্ন ভোজন সম্ভব নহে, অতএব] এতাস্বেব দেবতাসু (এই অগ্নি প্রভৃতি দেবতাতেই) বাং (তোমাদের দুইটিকে) আভজামি (অংশ গ্রহণ দ্বারা অনুগৃহীত করিব অর্থাৎ ইঁহাদের উদ্দেশে প্রদত্ত হবির অংশ তোমরাও গ্রহণ করিবে) [কিরূপ অনুগ্রহ করিবেন ? যজ্ঞে যে দেবতার উদ্দেশ্যে যে হবিঃ প্রভৃতি দ্রব্য যজমান কর্তৃক আহৃত হইবে—] এতাসু (ইহাদের ভাগে) ভাগিন্যৌ করোমি (ভাগ বিশিষ্ট করিব) [সৃষ্টির আরম্ভে পরমেশ্বর যেহেতু এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন] তস্মাৎ

(সেইহেতু—সেই নির্দ্দেশবশতঃ এখনও) যস্মৈ কস্মৈ চ দেবতায়ৈ (যে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে) হবিঃ (চরু-পুরোডাশ প্রভৃতি হবনীয় দ্রব্য) গৃহ্যতে (গৃহীত হয়—প্রদত্ত হয়) অস্যাম্ এব (এই দেবতাতেই) অশনায়াপিপাসে (অশনায়া ও পিপাসা) ভাগিন্যৌ (ভাগ গ্রহণ-কারিণী) ভবতঃ (হইয়া থাকে)। [কথাটি এই—জীবের ভোগের আকাঙ্ক্ষা ও বিষয়তৃষ্ণাকেই অশনায়া ও পিপাসা বলা হয়, এইরূপে উৎপন্ন তৃষ্ণার নিবৃত্তির জন্য জীব যে কার্য্য করে, তাহাতে সেই সেই ইন্দ্রিয়দেবতা তৃপ্ত হয়, ফলে তৃষ্ণাও শান্তি লাভ করে, অতএব অশনায়া ও পিপাসার দেবতার সহিত অংশ ভাগিত্ব যুক্তিযুক্ত। এইরূপ দেবতাশরীরেও অশনায়া প্রভৃতির তৃপ্তি দেবতাব্যাপারের অধীন জানিবে] ॥৫॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়খণ্ডস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—উক্তপ্রকারে দেবতাগণ নিজ নিজ অধিষ্ঠানে প্রবেশ করিলে অশনায়া ও পিপাসাও অধিষ্ঠান লাভার্থ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইল, হে ভগবন্! আপনি আমাদের আশ্রয়-বিষয়ে চিন্তা করুন। তখন ভগবান্ তাহাদিগকে বলিলেন—বিরাট্ পুরুষ হইতে নির্গত এই অগ্নি প্রভৃতি দেবতারাই তোমাদের আশ্রয়, আমি তোমাদিগকে এই সকল দেবতাদের মধ্যে তাহাদের বৃত্তির ভাগবিশিষ্ট করিতেছি। যেহেতু ভগবান্ সৃষ্টির আদিতে অশনায়া ও পিপাসার এইরূপ অধিষ্ঠান ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সে-কারণ বর্ত্তমান কালেও যে কোন দেবতা অশনায়া ও পিপাসাবিশিষ্ট হইয়া হবিগ্র্হণ করেন অতএব অশনায়া ও পিপাসা হবিগ্র্হণে ভাগী হইয়া থাকে। কথাটি এই—অশনায়া ও পিপাসাবিশিষ্ট হইয়াই দেবতা যাগে হবির্ভাগ গ্রহণ

করেন অতএব তাহাতে তাহাদেরও ভাগ গ্রহণ হইয়া থাকে, ফলে সূচিত হইতেছে—এই ইন্দ্রাদিদেবগণও যেহেতু অশনায়া-পিপাসার অধীন অতএব অমৃতত্ব-পদের অধিকারী তাঁহারা নহেন ॥৫॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তমশনায়াপিপাসে অব্রূতাম্, আবাভ্যামভি-প্রজানীহীতি। এবং লব্ধাধিষ্ঠানাসু দেবতাসু তমীশ্বরং অশনায়া-পিপাসে আবাভ্যামধিষ্ঠানং বিধৎস্বেত্যব্রূতাম্। স তে অব্রবীৎ—ভাগিন্যৌ করোমীতি। এতাস্বেব দেবতাসু বৃত্তিসংবিভাগেন যুবামনু-গৃহ্নামি; এতাস্বেব দেবতাসু যুবাং ভাগবত্যৌ করোমি ইতি ঈশ্বরঃ অশনায়াপিপাসে প্রত্যব্রবীদিত্যর্থঃ। তস্মাদ্যস্যৈ কস্যৈ চ—ভবতঃ। অশনায়াপিপাসাবিশিষ্টায়া (?) ভবতা এব দেবতায়াগবিভাগত্বাৎ (অশনায়াপিপাসাবিশিষ্টায়া এব দেবতায়া ভাগবত্ত্বাৎ ?) তয়োরপি ভাগবত্ত্বমস্তীতি ভাবঃ। ততশ্চেন্দ্রাদীনামপ্যশনায়াদূষিতত্বাৎ তৎ-পদেভ্যোঽপি বিরজ্যেতেতি ভাবঃ ॥৫॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়খণ্ডস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথেদানীমিন্দ্রাদীনামপ্যশনায়াপিপাসাদূষিতত্বাৎ তত্তৎপদেভ্যো বৈরাগ্যোদয়ার্থমশনায়াপিপাসয়োর্গতিমাহ—তমিত্যা-

দিনা। অশনায়াপিপাসে লব্ধাধিষ্ঠানাসু দেবতাসু আত্মানং নিরধিষ্ঠানং মত্বা পরমেশ্বরং নিবেদিতবত্যৌ, কিমিতি? আবাভ্যামভিপ্রজানীহি ইতি আবাভ্যামাবয়োঃ অশনায়াপিপাসয়োঃ, অভিপ্রজানীহি চিন্তয় অধিষ্ঠানং বিধেহীত্যর্থঃ। এবং প্রার্থিতস্তাভ্যামীশ্বরস্তে অশনায়াপিপাসে প্রতি অব্রবীৎ—কিমাহ? বস্তুগতিমনুরুধ্যোচ্যতে এতাস্বেব সৃষ্টাসু দেবতাসু বিষয়ে বাং যুবাং বৃত্তিসংবিভাগেন, আভজামি ভোক্তৃত্বেন অনুগৃহ্লামীতি। শ্রুতিঃ স্বয়মেবাভজামীত্যস্য বিবরণমাহ—এতাসু অগ্ন্যাদিষু দেবতাসু ভাগিন্যৌ ভাগবত্যৌ করোমি অর্থাৎ যস্যা দেবতায়া-যোহবির্ভাগঃ স্যাৎ তস্যাস্তেনৈব ভাগেন যুবামপি ভাগবত্যৌ করোমি, অয়ং ভাবঃ—যুবয়োর্ন স্বতন্ত্রো ভাগঃ, কিন্তু যজ্ঞে দেবতোদ্দেশেন যোহবিরাদিলক্ষণো ভাগো বিধীয়তে তস্যৈব ভাগস্যাংশগ্রাহিণ্যৌ যুবাং ভবথঃ। এতেন দেবানামপ্যশনায়াপিপাসাবত্ত্বং সূচিতম্। তস্মা-দিতি যস্মাৎ সৃষ্টিপ্রারম্ভে ভগবান্ এবং ব্যদধাৎ তস্মাদ্ধেতোঃ অধুনাপি যস্যৈ কস্যৈ চ সর্ব্বস্যৈ ইত্যর্থঃ, স্বর্গাদিপ্রয়োজনসিদ্ধয়ে যজ্ঞে যজমানৈর্যচ্চরুপুরোডাশাদিকং হবির্গৃহ্যতে ভাগিন্যাবেব তস্যাং দেবতায়ামশনায়াপিপাসে ভবত ইতি সমুদিতার্থঃ ॥৫॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়খণ্ডস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা শ্রীভগবান্‌কে বলিলেন—প্রভো! ভগবন্! আপনি সকলের জন্য অধিষ্ঠান—স্থান নিরূপণ করিলেন, এক্ষণে আমাদের জন্য কোন স্থানবিশেষ ব্যবস্থা করিয়া উহাতে আমাদিগকে স্থাপন করুন। এই কথা বলার পর সৃষ্টিকর্ত্তা

পরমেশ্বর অশনায়া ও পিপাসাকে বলিলেন—তোমাদের দুজনের জন্য পৃথক্ স্থানের ব্যবস্থার আবশ্যকতা নাই। তোমাদের দুজনকে আমি দেবতাদিগের ভাগে ভাগ দিতেছি। এই দেবতাদের আহারের সঙ্গে আমি তোমাদিগকে ভাগীদার করিয়া দিতেছি। এইরূপে সমষ্টি-বিরাড়্ দেবতা দেহগত-করণাধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকল ব্যষ্টিবিরাড়্ দেহে নিজ নিজ অধিষ্ঠান লাভ করিলেন।

সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর এইরূপ নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। এইকারণে যে কেহ কোন দেবতাকে দিবার জন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে, ঐ দেবতার ভাগে ক্ষুধা ও পিপাসাও অংশীদার হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐ ইন্দ্রিয়াভিমানিনী দেবতার তৃপ্তির সহিত ক্ষুধা ও পিপাসারও শান্তি হইয়া থাকে।

এইজন্য দেখা যায়—দেবতারাও ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অধীন ॥৫॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

ঐতরেয়োপনিষৎ

প্রথমাধ্যায়স্য

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

শ্রুতিঃ—স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চ। অন্নমেভ্যঃ স্রজা ইতি ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর ভগবান্ জীব-শরীর সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন—] সঃ (সেই পরমেশ্বর) ঈক্ষত—ঐক্ষত (পর্য্যালোচনা করিলেন—চিন্তা করিলেন), [কি চিন্তা করিলেন ?] ইমে নু লোকাশ্চ (এই সকল জগৎ) লোকপালাশ্চ (এবং লোকপালগণকে তো আমি সৃষ্টি করিলাম এবং তাহাদিগকে অশনায়া ও পিপাসার সহিত যোজনা করিলাম কিন্তু ইহাদের খাদ্য কই ? খাদ্য ব্যতিরেকে ইহাদের স্থিতি হইতে পারে না, অতএব) এভ্যঃ (ইহাদের জন্য) অন্নং সৃজৈ ইতি (অন্ন সৃষ্টি করিব) [এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন] ॥১॥

অনুবাদ—লোক ও লোকপাল সৃষ্টির পর সেই পরমেশ্বর ভাবিলেন —এই সকল লোক এবং লোকপালসমূহ তো সৃষ্টি করিলাম, এক্ষণে ইহাদের জন্য অন্ন সৃষ্টি করিব ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স ঈক্ষত—সৃজাইতি। লোকাংশ্চ লোকপালাংশ্চ সৃষ্ট্বা এষামশনায়াবিশিষ্টানামন্নং সৃজানীতি সংকল্পমকরোদিত্যর্থঃ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—লোকান্ লোকপালাংশ্চ সৃষ্ট্বা পরমেশ্বরোঽশনায়াপিপাসাসহিতানামেষামন্নং স্রষ্টুমৈচ্ছদিত্যাহ—সঃ পরমেশ্বরঃ ঈক্ষত—ঐক্ষত পুনরালোচিতবান্ ইমে লোকা ভুবনানি, লোকপালাশ্চ অগ্ন্যা-

দয়ঃ সৃষ্টাঃ অশনায়াপিপাসাভ্যাং যোজিতাশ্চ কিন্তু এষামন্নং স্যাদিতি চিন্তয়িত্বা অন্নং সৃজে ইতি সংকল্পং কৃতবান্ ইতি নির্গলিতার্থঃ ॥১॥

তত্ত্বকণা—লোকসমূহ এবং লোকপালগণের সৃষ্টির পর পরমেশ্বর বিচার করিলেন যে,—ইহাদের সৃষ্টি তো হইল এবং ইহাদের সহিত ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকেও সংযোজিত করা হইল; এক্ষণে ইহাদের ক্ষুধা নির্ব্বাহের নিমিত্ত অন্ন অর্থাৎ ভোগ্য সামগ্রীরও ব্যবস্থা হওয়া দরকার। অতএব ইহাদিগের নিমিত্ত অন্ন সৃষ্টি করিব ॥১॥

শ্রুতিঃ—সোঽপোঽভ্যতপৎ; তাভ্যোঽভিতপ্তাভ্যো মূর্ত্তিরজায়ত। যা বৈ সা মূর্ত্তিরজায়তান্নং বৈ তৎ ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—সঃ (সেই পরমেশ্বর) [অন্ন সৃষ্টির অভিপ্রায়ে] অপঃ (জল উদ্দেশ করিয়া) অভ্যতপৎ (সঙ্কল্পরূপ তপস্যা করিলেন অর্থাৎ ধ্যান করিতে লাগিলেন) অভিতপ্তাভ্যঃ (ইহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হউক, এইরূপ চিন্তা করিলে) তাভ্যঃ (ধ্যাত সেই জল হইতে) মূর্ত্তিঃ (ধারণক্ষম চরাচরাত্মক ঘনাকৃতি মূর্ত্তি) অজায়ত (উৎপন্ন হইল)। যা বৈ সা মূর্ত্তিঃ অজায়ত (সেই যে কঠিন পদার্থ শরীর) অন্নং বৈ তৎ (তাহাই লোক ও লোকপালদিগের অন্ন) ॥২॥

অনুবাদ—তখন পরমেশ্বর অন্ন সৃষ্টির জন্য জলে ধ্যান করিতে লাগিলেন। পরে ধ্যাত সেই জল হইতে একটি কঠিন মূর্ত্তি অন্নরূপে পরিণত হইল। সেই যে মূর্ত্তি জল হইতে উৎপন্ন হইল, তাহাই লোক ও লোকপালদিগের অন্ন ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সোঽপোঽভ্যতপৎ। অপ উদ্দিশ্যাভিধ্যানং কৃতবানিত্যর্থঃ। তাভ্যোঽভি—অন্নং বৈ তৎ। অভিধ্যাতেভ্যস্সঃ।

(অভিধ্যাতাভ্যঃ তাভ্যঃ ?) কঠিনাত্মা অন্নরূপঃ পরিণামোঽজায়তেত্যর্থঃ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী— জলে উপাদানভূতে উপাদেয়স্য অন্নস্য উৎপত্তিপ্রকারমাহ—স ইতি যথা বৈ কুলালো মৃত্তিকায়াং ঘটং সিসৃক্ষুর্ধ্যায়তি তথা সঃ পরমেশ্বরঃ উপাদানভূতাঃ অপঃ জলম্ অভ্যতপৎ ধ্যাতবান্ জায়তামাভ্যোঽন্নমিতি সঙ্কল্পিতবানিত্যর্থঃ। লৌকিকসৃষ্টৌ তাবৎ করচরণাদিব্যাপারো জায়তে পরমাত্মনস্তু অপ্রতিহতয়া ইচ্ছাশক্ত্যা প্রেরিতা প্রকৃতিশক্তিরেব মহদাদিক্রমেণ সৃজতীতি ধ্যেয়ম্। ততস্তাভ্যঃ অভিতপ্তাভ্যঃ ধ্যাতাভ্যঃ অদ্ভ্যঃ জলাৎ মূর্ত্তিঃ কঠিনাত্মা চরাচরলক্ষণা, অজায়তোৎপন্না। যা বৈ ইত্যাদি বৈ অবধারণে, যা সা উপাদানভূতাভ্যোঽদ্ভ্য উৎপন্না মূর্ত্তিঃ তদ্বৈ অন্নম্ বিধেয়প্রাধান্যাৎ ক্লীবম্ ॥২॥

তত্ত্বকণা—পরমেশ্বর অন্ন সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া পূর্ব্বোক্ত অপ্‌ অর্থাৎ উপাদানভূত তরল তত্ত্ব সমূহ হইতে এই মূর্ত্ত চরাচর উৎপাদন করিলেন। এই যে মূর্ত্ত চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইল, তাহাই অন্ন।

পরমাত্মার সংকল্পদ্বারা সংচালিত হইয়া সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত হইতে যে স্থূলরূপ জগৎ উৎপন্ন হইল, তাহাই অন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে ॥২॥

শ্রুতিঃ—তদেনদভি সৃষ্টং পরাঙত্যজিঘাংসৎ, তদ্বাচাঽজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোৎবাচা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনদ্বাচাঽগ্রহৈষ্যদভিব্যাহৃত্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—তৎ (সেই) এনৎ (এই) সৃষ্টং (লোক ও লোকপালদিগের জন্যই উৎপাদিত অন্ন) পরাঙ্‌ (বিমুখ হইয়া

অর্থাৎ আমাকে ভক্ষণ করিবে—এই ভয়ে ভক্ষণোদ্যত বিড়ালকে দেখিয়া মূষিকের মত) অত্যজিঘাংসৎ (ভক্ষকদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল অর্থাৎ পলাইতে আরম্ভ করিল) [সঃ—সেই লোক-লোকপালসমূহাত্মক পিণ্ড] তৎ (সেই অন্নকে) বাচা (বাক্ ব্যাপার দ্বারা) অজিঘৃক্ষৎ (গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিল) [কিন্তু] তৎ (সেই অন্নকে) বাচা (কথন ক্রিয়াদ্বারা) গ্রহীতুং (গ্রহণ করিতে—আয়ত্ত করিতে) ন অশক্নোৎ (সমর্থ হইল না)। সঃ (সেই প্রথমোৎপন্ন শরীরধারী জীব) যৎ হ (যদি) এনদ্ (এই অন্নকে) বাচা অগ্রহৈষ্যৎ (গ্রহণ করিত) [তবে] অন্নম্ অভিব্যাহৃত্য এব (অন্ন শব্দের উচ্চারণ করিয়াই) অত্রপ্স্যৎ (তৃপ্ত হইত, তাহা তো হয় না অতএব বুঝিতে হইবে এই অন্নমূর্ত্তি বাগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে) ॥৩॥

অনুবাদ—সেই পরমাত্ম-সৃষ্ট অন্ন ভাবিল যে, সেই অন্নাদ আমার মৃত্যু, সেজন্য সে অন্নাদ—লোক-লোকপালগণকে দেখিয়া বিমুখ হইল এবং অন্নাদগণকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল কিন্তু সেই পুরুষ বাগ্ ব্যাপারদ্বারা তাহাকে কবলিত করিতে পারিল না। যদি সেই পুরুষ ঐ অন্নকে বাগ্ ব্যাপারদ্বারা কবলিত করিত, তবে লোকে অন্ন শব্দ উচ্চারণ করিয়াই তৃপ্ত হইত, কিন্তু তাহা হয় না। ইহাতে বুঝাইল যে, বাক্ দ্বারা অন্ন গ্রাহ্য নহে ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অশনায়াপিপাসাভিভূত-লোকলোকপালানাং পুরতঃ সৃষ্টমন্নং পরাঙ্ ভোগ্যভূতং—ভক্ষ্যভূতমিতি যাবৎ—অত্যজিঘাংসৎ অতিক্রম্য গন্তুমৈচ্ছৎ, মার্জারাদিবক্ত্রস্থিতমূষিকাদিবৎ পলায়িতুমারভতেত্যর্থঃ। তদ্বাচাঽজিঘৃক্ষৎ পলায়মানমন্নং প্রথমোৎপন্নঃ

লোকলোকপালকার্য্য-কারণসংঘাতলক্ষণঃ পিণ্ডো বাগ্‌ব্যাপারেণ অন্নং (?) গ্রহীতুমৈচ্ছৎ। তন্নাশক্নোদ্বাচা গ্রহীতুম্। স্পষ্টোঽর্থঃ। স যদ্ধৈনদ্বাচাঽগ্রহৈষ্যৎ, অভিব্যাহৃত্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ। যদি বাগ্ব্য-বহারেণৈবান্নং গ্রাহ্যং স্যাৎ, অন্নমিতি বাচা ব্যবহৃত্যৈব সর্ব্বেঽপি তৃপ্তিং প্রাপ্নুয়ুরিত্যর্থঃ। অতোবাগ্‌গ্রহণযোগ্যা (?) ন্নাভাবা [দ্বাচা গ্রহীতুং নাশক্নো (?)] দিত্যর্থঃ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পুরুষব্যতিরেকেণ নান্যঃ কোঽপি ভোক্তা সমস্তি ইতি প্রতিপাদয়িতুময়ং প্রবন্ধঃ—তদেনৎ সৃষ্টমিত্যাদি—এনৎ 'অন্বাদেশে নপুংসকে এনদ্বক্তব্যঃ' ইতি বার্ত্তিকেন নপুংসকস্য এতচ্ছ-ব্দস্য দ্বিতীয়ায়ামেনদাদেশঃ। ইদমিত্যর্থঃ সুপাংসু ইত্যাদিনা প্রথমা তৎ মূর্ত্ত্যন্নং সৃষ্টং কর্ত্তৃভূতং পরাঙ্ পরাক্ অঞ্চতীতি পরাঙ্ পরাক্ বিমুখং সৎ অত্যজিঘাংসৎ অত্তৃনতিক্রম্য গন্তুমৈচ্ছৎ অত্র হন্ হিংসাগ-ত্যোরিতি গত্যর্থকাৎ সনি লঙি তিপ্‌প্রত্যয়ঃ। পলায়িতুমারেভে। তদ্বুদ্ধা সঃ কার্য্যকারণভূতঃ পিণ্ডঃ তদন্নং বাচা বাগ্‌ব্যাপারেণ অজিঘৃক্ষৎ গ্রহীতুমৈচ্ছৎ গ্রহ্‌ধাতোঃ সনি লঙি রূপম্। কিন্তু বাচা বাগিন্দ্রিয়েণ তদ্ গ্রহীতুমধিকর্ত্তুং নাশক্নোৎ সমর্থো নাভবৎ। অসামর্থ্যে যুক্তিমাহ সঃ প্রথমজাতঃ পুরুষঃ যৎ যদি এনৎ অন্নং কর্ম্মভুতং অগ্রহৈষ্যৎ ছান্দসং অগ্রহীষ্যদিত্যেব, 'ক্রিয়াতিপত্তৌ লৃঙ্' যদি বৃষ্টিরভবিষ্যৎ সুভিক্ষম-ভবিষ্যদিতিবৎ। অন্নম্ অভিব্যাহৃত্যৈব অন্নশব্দমুক্ত্বৈব অত্রপ্স্যৎ—অতর্পি-ষ্যদিতি তৃপ্তোঽভবিষ্যদিতি ন তথা জাতোঽতোবাগ্‌ব্যাপারেণ অন্নং ন গ্রাহ্যমিত্যর্থঃ এবমুত্তরত্র জ্ঞেয়ম্। অয়মর্থঃ—যদি বাগ্‌ব্যাপারেণৈবান্নং গ্রাহ্যং স্যাৎ তর্হি অন্নমিতি বাচাব্যবহৃত্যৈব সর্ব্বে ক্ষুধামপনয়েয়ুঃ ॥৩॥

তত্ত্বকণা—পরমেশ্বর লোক ও লোকপালগণের আহার-সম্বন্ধে আবশ্যকতা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যে অন্ন উৎপন্ন করিলেন, সেই অন্ন

যথন বুঝিতে পারিল যে, আমি যাহার খাদ্য, সে আমার বিনাশক। সুতরাং অন্ন ভক্ষিত অর্থাৎ বিনষ্ট হইবার ভয়ে, উহা হইতে বিমুখ হইয়া পলায়নপর হইলে তখন মনুষ্যরূপে উৎপন্ন জীব ঐ অন্নকে বাক্ দ্বারা গ্রহণ করিতে চাহিল। কিন্তু বাগিন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না। যদি ঐ পুরুষ বাকের দ্বারা অন্নকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে অন্ন শব্দের উচ্চারণমাত্রই মনুষ্য তৃপ্ত হইতে পারিত অর্থাৎ অন্নের নাম গ্রহণেই উদর পূর্ণ হইত ; পরন্তু তাহা হয় না ॥৩॥

শ্রুতিঃ—তৎ প্রাণেনাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোৎ প্রাণেন গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনৎ প্রাণেনাগ্রহৈষ্যদভিপ্রাণ্য হৈবান্নম-ত্রপ্স্যৎ ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—[সঃ—সেই পুরুষ, তখন] তৎ (সেই অন্নকে) প্রাণেন (প্রাণেন্দ্রিয়—নাসিকেন্দ্রিয় দ্বারা) অজিঘৃক্ষৎ (ধরিতে চাহিল) [কিন্তু] প্রাণেন (প্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা) তদ্ (সেই অন্নকে) গ্রহীতুম্ (লইতে) ন অশক্নোৎ (সমর্থ হইল না), সঃ (সেই পুরুষ) যদ্ (যদি) হ (নিশ্চয়ে) এনৎ (এই অন্নকে) প্রাণেন (ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা) অগ্রহৈষ্যৎ (গ্রহণ করিত) [তবে] অন্নং অভিপ্রাণ্য এব (প্রাণ শব্দবাচ্য নাসিকাবায়ুর সহিত তাহাকে সংযুক্ত করিয়া অর্থাৎ আঘ্রাণ লইয়াই) অত্রপ্স্যৎ (তৃপ্ত হইত, কিন্তু আঘ্রাণ দ্বারা বুভুক্ষা নিবৃত্তি হয় না) ॥৪॥

অনুবাদ—পরে সেই পুরুষ অশনায়ানিবৃত্তির জন্য প্রাণেন্দ্রিয়-দ্বারা ঐ অন্ন গ্রহণে প্রবৃত্ত হইল ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তৎ প্রাণেন—বিস্পৃজ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ। পূর্ব্ব-বদর্থঃ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—একৈকশ ইন্দ্রিয়াণাং তত্রান্নগ্রহণে প্রবৃত্তিরসামর্থ্যঞ্চ বিবৃণোতি তৎ প্রাণেনেত্যাদিনা প্রাণেন ঘ্রাণেন্দ্রিয়েণ। অভিপ্রাণ্য—ঘ্রাণেন্দ্রিয়েণ সহ সংযুজ্য আঘ্রায়েতি যাবৎ। চতুর্মুখঃ বাগাদ্যভিমানিদেবতা মনুষ্যাদয়শ্চ প্রাণিনঃ সর্ব্বেঽশনায়া-পিপাসা-পরীতা অন্নগ্রহণেঽযতিষত ন চ ইন্দ্রিয়ব্যাপারৈঃ কৃতার্থা অভবন্ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—অনন্তর সেই পুরুষ ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা ঐ অন্নকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন কিন্তু ঘ্রাণ দ্বারা উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যদি ঘ্রাণ দ্বারা ঐ অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে অন্নের ঘ্রাণ লইয়াই পরবর্ত্তী লোক সকল তৃপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় না ॥৪॥

শ্রুতিঃ—তচ্চক্ষুষা অজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোচ্চক্ষুষা গ্রহীতুম্। স
যদ্ধৈনচ্চক্ষুষাঽগ্রহৈষ্যদ্ দৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥
তচ্ছ্রোত্রেণাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোচ্ছ্রোত্রেণ গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনচ্ছ্রোত্রেণাগ্রহৈষ্যচ্ছ্রুত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥
তত্ত্বচাঽজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোৎ ত্বচা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনৎ
ত্বচাঽগ্রহৈষ্যৎ স্পৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥
তন্মনসাঽজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোন্মনসা গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনন্মনসাঽগ্রহৈষ্যদ্ধ্যাত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥
তচ্ছিশ্নেনাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোচ্ছিশ্নেন গ্রহীতুম্। স
যদ্ধৈনচ্ছিশ্নেনাগ্রহৈষ্যদ্ বিসৃজ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥৫-৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[তখন সেই পুরুষ] তৎ (সেই অন্নকে) চক্ষুষা (চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা) অজিঘৃক্ষৎ (গ্রহণ করিতে চাহিল) [কিন্তু] তৎ চক্ষুষা গ্রহীতুম্ নাশক্নোৎ (চক্ষুর্দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করিতে

পারিল না) সঃ (সেই পুরুষ) যৎ (যদি) চক্ষুষা (চক্ষুর্ব্যাপার-দ্বারা) এনৎ (এই অন্নকে) অগ্রৈহেষ্যৎ (গ্রহণ করিতে পারিত) [তবে লোক] অন্নং দৃষ্ট্বা এব হ অত্রপ্‌স্যৎ (অন্ন দেখিয়াই তৃপ্ত হইত) [যদি তাহা চক্ষুর্দ্বারা গ্রহণ করিত তবে লোকে অন্ন দেখিয়াই অশনায়ার তৃপ্তি লাভ করিত] [এইরূপ] শ্রোত্রেণ (শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা) সেই অন্ন গ্রহণ করিতে চাহিল কিন্তু সমর্থ হইল না, [পূর্ব্ববৎ অন্বয়] যদি সমর্থ হইত তবে অন্ন কথাটি শ্রবণ করিয়াই তৃপ্ত হইত। অতঃপর তাহা ত্বচা (ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা) গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিল কিন্তু তাহা দ্বারাও অন্ন গ্রহণ সম্ভব হইল না। [পূর্ব্ববৎ অন্বয়] যদি তাহা হইত তবে অন্নকে স্পর্শ করিলেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত। পরে মনসা (অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা) সেই অন্ন গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইল কিন্তু তাহাতেও বিফলমনোরথ হইল [পূর্ব্ববৎ অন্বয়]। যদি মনঃ দ্বারা গ্রহণ করিত তবে ধ্যাত্বা (ধ্যান করিয়াই) তৃপ্ত হইত। (পূর্ব্ববদন্বয়) অতঃপর শিশ্নেন (জননেন্দ্রিয় দ্বারা) সেই খাদ্য গ্রহণ করিতে চেষ্টা পাইল কিন্তু তাহাতেও অকৃতার্থ হইল [পূর্ব্ববদন্বয়]। কারণ জননেন্দ্রিয়ের কার্য্য রেতঃ উৎসর্গ, তাহা দ্বারা তাহা হইলে তাহাতেই বুভুক্ষার চরিতার্থতা লাভ করিত ॥৫-৯॥

অনুবাদ—অনন্তর পুরুষ চক্ষুর্দ্বারা ঐ অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু চক্ষুর্দ্বারা উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যদি চক্ষুর্দ্বারা ঐ অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে অন্ন দর্শন করিয়াই পরবর্ত্তী লোকসমূহ তৃপ্ত হইতে পারিত। এই প্রকারে, শ্রোত্র, ত্বক্‌, মনঃ ও শিশ্ন দ্বারা ক্রমান্বয়ে অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন কিন্তু তাহা দ্বারা তৃপ্ত হইতে পারিলেন না, যদি পারিতেন তবে পরবর্ত্তী লোকসকলও চক্ষুর্দ্বারা অন্ন দেখিয়া, কর্ণের দ্বারা অন্নের বিষয় শ্রবণ করিয়া, ত্বকের দ্বারা অন্ন স্পর্শ করিয়া,

মনের দ্বারা অন্নের চিন্তা করিয়া এবং শিশ্ন দ্বারা রেতঃস্খলন করিয়া অশনায়া নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হইতেন ও তাহাতেই তৃপ্ত হইতেন কিন্তু তাহা সম্ভব হয় না ॥৫-৯॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ব্যাপারেণ মনসা চান্তরিন্দ্রিয়েণ অন্নং জিঘৃক্ষন্নপি অকৃতার্থঃ, পরিশেষে মুখচ্ছিদ্রেণান্নমজিঘৃক্ষৎ ইতি ॥৫-৯॥

তত্ত্বকণা—অনন্তর সেই পুরুষ চক্ষুর্দ্বারা ঐ অন্নকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন ; কিন্তু চক্ষুর্দ্বারা উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যদি চক্ষুঃ দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন তবে পরবর্ত্তী লোকসকলও অন্নকে কেবল দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হইত। এইপ্রকারে সেই পুরুষ শ্রোত্র দ্বারা, ত্বক্ দ্বারা, মনঃ দ্বারা, অনন্তর শিশ্ন দ্বারা ঐ অন্নকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু উহা গ্রহণে সমর্থ হইলেন না। তিনি যদি ঐসকলের দ্বারা ঐ অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে পরবর্ত্তী লোকসকল ঐভাবে অন্ন গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিত ॥৫-৯॥

**শ্রুতিঃ—তদপানেনাজিঘৃক্ষৎ, তদাবয়ৎ। সৈষোঽন্নস্য গ্রহো-
যদ্বায়ুরন্নায়ুর্ব্বা এষ যদ্বায়ুঃ ॥১০॥**

অন্বয়ানুবাদ—[সঃ—সেই পুরুষ] অপানেন (মুখচ্ছিদ্র দ্বারা, গলের মধ্যে গতিশীল বায়ুর অধোগতি-নিবন্ধন তাহার নাম অপান এবং সেই মুখচ্ছিদ্রের সহিত অপানবায়ুর সম্বন্ধ থাকায় মুখচ্ছিদ্র অপানশব্দবাচ্য, তাহার দ্বারা) তদ্ (সেই অন্ন) অজিঘৃক্ষৎ (গ্রহণ করিতে চাহিলেন) তৎ (সেই অন্নকে) আবয়ৎ (গ্রহণ

করিল অর্থাৎ ভক্ষণ করিল) [তেন—সেই অন্ন ভক্ষণের জন্য] স এষঃ (সেই এই অপানবায়ু) অন্নস্য গ্রহঃ (অন্নের গ্রাহক) যদ্বায়ুঃ (যে বায়ু) অন্নায়ুঃ বৈ (অন্নের উপর জীবন নির্ভরকারী) [এজন্য] এষঃ যদ্বায়ুঃ (এই বায়ু) (অন্নায়ুঃ বলিয়া প্রসিদ্ধ)। [অথবা স এষঃ বায়ুঃ (সেই ইহাই বয়নকারী)—অন্নভক্ষণকারী নামে খ্যাত] ॥১০॥

অনুবাদ—অতঃপর সেই পুরুষ অপান অর্থাৎ মুখচ্ছিদ্র দ্বারা সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। সেই অন্নকে ভক্ষণও করিলেন। সেই এই বায়ু যে অন্নগ্রাহক, এইজন্য এই বায়ু অন্নায়ুঃ অর্থাৎ অন্ন-প্রাণ ॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তদপানেনাজিঘৃক্ষত্তদাবয়ৎ ॥ অপানেনাজিঘৃক্ষৎ। মুখরন্ধ্রগতেন বায়ুনা অজিঘৃক্ষৎ [আবয়ৎ ?] অশিতবানিত্যর্থঃ। স-এষোঽন্নস্য গ্রহো যদ্বায়ুঃ। বায়ুরেবান্নগ্রাহীত্যর্থঃ। অন্নায়ুর্বা এব যদ্বায়ুঃ অন্নমেব বায়ুর্জীবনং (অন্নমেব আয়ুঃ জীবনং ?) যস্য সঃ। অন্নজীবনক ইত্যর্থঃ ॥১০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ অপানস্যান্নগ্রহণমাহ—তদপানেনাজিঘৃক্ষৎ ইতি সঃ পুরুষঃ পরিশেষে অপানেন মুখচ্ছিদ্রেণ, তদ্ অন্নম্ অজিঘৃক্ষৎ গ্রহীতুমৈচ্ছৎ। তদ্ আবয়ৎ অশিতবান্ তেন হেতুনা স এষঃ অপানঃ অন্নস্য গ্রহঃ গ্রাহকো ভবতি। যদ্বায়ুঃ যো বায়ুঃ এষঃ অন্নায়ুঃ বৈ অন্নমেবায়ুর্যস্য তাদৃশঃ। বৈ প্রসিদ্ধঃ। অন্নজীবনকো বায়ুরিত্যর্থঃ ॥১০॥

তত্ত্বকণা—অবশেষে সেই পুরুষ মুখ দ্বার দিয়া অপানবায়ুর সাহায্যে ঐ অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অর্থাৎ অপানবায়ু সংকৃত মুখ দ্বার দিয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিলে

সেই অন্নকে নিজ শরীর-মধ্যে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। অপানবায়ু যাহা বাহির হইতে শরীরের ভিতর প্রশ্বাসরূপে প্রবেশ করে, তাহাই অন্নের গ্রাহক। অতএব এই যে বায়ু, ইনিই অন্নভোক্তা পুরুষের আয়ুষ্কারণ। প্রাণবায়ু-সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে যে, অন্নের দ্বারা বায়ু মনুষ্যের জীবন রক্ষাকারী হওয়ায় সাক্ষাৎ আয়ুঃ। প্রাণাদি পাঁচ ভাগে বিভক্ত মুখ্য প্রাণের এক অংশ। ইহা হইতে প্রসিদ্ধ যে প্রাণই মনুষ্যের জীবন। অন্নরসসহায়তায়ই প্রাণবায়ু শরীরে অবস্থান করিয়া থাকে।

যে বায়ু-সাহায্যে অন্ন গলাধঃকরণ হয়, তাহাই অপান ॥১০॥

শ্রুতিঃ—স ঈক্ষত কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাদিতি ; স ঈক্ষত কতরেণ প্রপদ্যা ইতি। স ঈক্ষত যদি বাচাভিব্যাহৃতম্, যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতম্, যদি চক্ষুষা দৃষ্টম্, যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতম্, যদি ত্বচা স্পৃষ্টম্, যদি মনসা ধ্যাতম্, যদ্যপানে-নাভ্যপানিতম্, যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টমথ কোঽহমিতি ॥১১॥

অন্বয়ানুবাদ—সঃ (সেই পুরুষ) [এইরূপে] ঈক্ষত (সঙ্কল্প করিলেন) কথং (কি প্রকারে) নু (প্রশ্নে) ইদং (এই কার্য্যকারণ-সঙ্ঘাতরূপ কার্য্য) মদৃতে (আমা-ব্যতিরেকে) স্যাৎ ইতি (কেন পরার্থ হইবে অর্থাৎ কার্য্যকারণ-সঙ্ঘাতমাত্রই পরার্থ—অপরের প্রয়োজন সাধক হয় কিন্তু এখানে আমি ভিন্ন আর কে লক্ষ্য আছে? অতএব ইহার মধ্যে আমার সত্তা প্রয়োজন, ইহা) সঃ (সেই পরমপুরুষ) ঈক্ষত (বিবেচনা করিলেন) কতরেণ (এই সঙ্ঘাতের দুইটি পথ আছে চরণাগ্র ও মস্তক, তন্মধ্যে কোন্ পথ দিয়া) প্রপদ্যৈ (এই কার্য্যকারণ-সঙ্ঘাতকে প্রাপ্ত হইব)। সঃ-ঈক্ষত (পরমাত্মা বিচার করিলেন) [আমা ব্যতিরেকে] যদি বাচা

(যদি বাগিন্দ্রিয়) অভিব্যাহৃতং (বাক্য উচ্চারণ করিল) যদি প্রাণেন অভিপ্রাণিতং (যদি ঘ্রাণেন্দ্রিয় আঘ্রাণ লইল) যদি চক্ষুষা দৃষ্টং (যদি চক্ষুরিন্দ্রিয় দর্শন কার্য্য করিল) যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং (যদি শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রবণকার্য্য সম্পাদন করিল) যদি ত্বচা স্পৃষ্টং (যদি ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শ করিল) যদি মনসা ধ্যাতং (ধ্যানের কার্য্য যদি মনঃ নির্ব্বাহ করিল) যদ্যপানেনাভ্যপানিতং (মুখছিদ্র যদি খাদ্য গ্রহণ করিল) যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টং (যদি জননেন্দ্রিয় রেতঃ বিসর্গ করিল) অথ (তবে) কঃ অহম্ (আমি কে ? আমার কে অধীন ?) ইতি (ইহাই ভাবিলেন) ॥১১॥

অনুবাদ—সেই পরমেশ্বর বিচার করিয়া দেখিলেন—এই কার্য্য-করণসমুদায়াত্মক সৃষ্টবস্তু আমাকে ছাড়িয়া কিরূপে থাকিতে পারে ? অতএব উহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ আবশ্যক, কিন্তু এই শরীরের কোন্ অংশ দিয়া আমি তাহাতে প্রবেশ করিব।

পরমাত্মা ভাবিলেন—ইন্দ্রিয়বর্গের কার্য্য স্বাধীন নহে, যেহেতু তাহারা জড়, সকলে মিলিয়া এক অধীশ্বরের ভোগার্থে কার্য্য করিতেছে, সেই ভোক্তা কে ? আত্মা ; ইহাই এই প্রবন্ধের প্রতি-পাদ্য। বাক্-ইন্দ্রিয় নিজের জন্য বাক্য প্রয়োগ করে না, এইরূপ চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্, মনঃ, অপান, জননেন্দ্রিয় কেহই নিজের জন্য ও নিজের চেষ্টায় কোন কাজ করে না, যদি করিত তবে আত্মার অপেক্ষা থাকিত না, সেই আত্মা কে ? ইহাই জ্ঞাতব্য ॥১১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স ঈক্ষত কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাদিতি। এবং লোকলোকপালাদীন্ সৃষ্ট্বা লোকলোকপালসংঘাতস্থিতিম্ অন্ননিমি-ত্তিকাং চ কৃত্বা, 'লোকপালাদ্যধিষ্ঠিতপুরং পুরস্বামিনং মাং বিনা কথং প্রভবেৎ। ন হি রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং পুরং কার্য্যায় প্রভবতী'-

ত্যেবং অচিন্তয়ৎ। স ঈক্ষত যদি বাচাঽভিব্যাহৃতং—অথ কোঽহ-মিতি। যদি মাং বিনৈব বাগাদিভিঃ স্ব-স্ব-কার্য্যং কৃতং স্যাৎ, তদা কস্যাহম্, মে শেষিত্বং (কস্যাহং স্বামী ; শেষিত্বং মে ?) (কঃ স্যামহম্ ; শেষিত্বং মে ?) কথং স্যাদিত্যর্থঃ ॥১১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এবং লোকলোকপালসঙ্ঘাতস্থিতি মন্নিমিত্তকাং নিরূপ্য তত্র ভগবান্ স্ব-প্রবেশপ্রয়োজনং নিরূপয়তি—স ঈক্ষতেতি সঃ পরমাত্মা, ঈক্ষত পর্য্যালোচিতবান্ নু ভোঃ! ইদং কার্য্যকরণ-সঙ্ঘাতরূপং সৃষ্টং বস্তু মদ্ মাং ঋতে বিনা স্যাৎ কথং সার্থকং ভবেৎ সর্ব্বঃ খলু সঙ্ঘাতঃ পরার্থঃ সঙ্ঘাতপরার্থত্বাদিতি কাপিলসূত্রেণ পরপদেনাত্মা সমর্থিতঃ, অত্র কঃ পরঃ স্যাৎ যদর্থমস্য সঙ্ঘাতস্য প্রবৃত্তিঃ যথা পৌরবন্দ্যাদিভিঃ প্রযুজ্যমানং কর্ম্ম স্বাম্যর্থং ভবতি তদ্বৎ পরার্থং চেতনং মামন্তরেণ কথং ভবেদিতি বিচিন্ত্য তৎ সঙ্ঘাতপ্রাপ্তয়ে ঈক্ষিতবান্ কতরেণ কেন মার্গেণ ইদং প্রপদ্যৈ প্রপদ্যেয় ইতি। অথ পরমেশ্বরস্যৈব সর্ব্বাধিকারিত্বং প্রতিপাদয়ন্নাহ—স ঈক্ষতেতি যদি বাচা অভিব্যাহৃতম্ শব্দোচ্চারণং ক্রিয়তে তর্হি অহং কঃ ? অয়ং ভাবঃ—সর্ব্বং খলু ইন্দ্রিয়াদি জড়ম্ স্ব-স্ব-কার্য্য-সম্পাদনে অসমর্থমিত্যেব যদি শব্দেন সূচ্যতে যত্ত্বর্থোঽসম্ভাবনা। নহি চেতনমন্তরেণ বাগাদীনাং ব্যাহরণং সম্ভবতীত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ম্। যদর্থমিদং সংহতানাং বাগা-দীনামভিব্যাহৃত্যাদি সোঽহমিতিভাবঃ। প্রাণেন ঘ্রাণেন্দ্রিয়েণ অভি-প্রাণিতম্—আঘ্রাতম্, অপানেন মুখচ্ছিদ্রেণ অভ্যপানিতং ভুক্তং, বিসৃষ্টং রেত ইতি শেষঃ, অথ তর্হি অহংকঃ কিংস্বরূপঃ এতত্তু সর্ব্বম্ ইন্দ্রিয়-কার্য্যমাত্মকার্য্যং কিম্ ? যথাস্তম্ভকুড্যাদীনাং প্রাসাদাদিসংহতানাং স্বাবয়বৈরসংহতপরার্থত্বং তদ্বৎ অসংহতপরস্যাত্মনোঽর্থে এষাং সংহত্য ব্যাপার ইতি ভাবঃ ॥১১॥

তত্ত্বকণা—অনন্তর সেই পুরুষ ইহাই চিন্তা করিলেন যে, আমার অধ্যক্ষতা ব্যতিরেকে এই শরীর কি প্রকারে অবস্থান করিবে? আরও চিন্তা করিলেন যে, যদি স্বাধীনভাবে বাগিন্দ্রিয়ই বাক্য উচ্চারণ করে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই গন্ধ আঘ্রাণ করে, দর্শনেন্দ্রিয়ই রূপ দর্শন করে, শ্রবণেন্দ্রিয়ই শব্দ শ্রবণ করে, ত্বগিন্দ্রিয়ই স্পর্শ-জ্ঞান লাভ করে, মনই যদি মনন করিতে পারে, মুখই যদি খাদ্য গ্রহণ করে এবং শিশ্ন অর্থাৎ উপস্থই যদি বিসর্গ ক্রিয়া করে, তবে আমি কে? আমার অধীন জীবই বা কে? তাহা তো কেহই জানিতে পারিবে না। অতএব আমি সকলের অধ্যক্ষ হইয়া এই শরীরে অবস্থানের নিমিত্ত পাদাগ্র হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত কোন্ পথ দ্বারা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব? ইহাও চিন্তা করিলেন।

পরমাত্মা ইহাই বিচার করিলেন যে, মনুষ্যরূপ পুরুষ আমার অধ্যক্ষতা ব্যতিরেকে কিপ্রকারে অবস্থান করিবে? যদি জীবাত্মার সহিত পরমাত্মা আমার সহযোগ না থাকে, তবে জীব স্বতন্ত্রভাবে কি প্রকারে ঠিক থাকিবে।

শ্রীগীতাতে পাই,—

"যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥" (গীঃ ১০।৩৯)

দ্বিতীয়তঃ ইহাও পরমাত্মা বিচার করিলেন যে, আমার অধ্যক্ষতা-ব্যতিরেকে জীব যদি সকল কার্য্য নিজ দ্বারা সম্পন্ন করিতে পারে, তবে আমার উপযোগ কোথায়? ভাবার্থ এই যে, অন্তর্য্যামী পরমাত্মার প্রেরণা-ব্যতিরেকে জীবের ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্য করা অসম্ভব। অতএব আমাকে অন্তর্য্যামিরূপে এই শরীর-মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে॥১১॥

শ্রুতিঃ—স এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত। সৈষা বিদৃতির্নাম দ্বাস্তদেতন্নান্দনম্। তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ। অয়মাবসথোঽয়মাবসথোঽয়মাবসথ-ইতি ॥১২॥

অন্বয়ানুবাদ—সঃ (সেই পরমাত্মা) এতমেব সীমানং (জীব শরীরের এই মস্তকসীমা) বিদার্য্য (বিদীর্ণ করিয়া,—মস্তকে ছিদ্র করিয়া) এতয়া (এই ছিদ্ররূপ) দ্বারা (দ্বার দিয়া সেই পথে) প্রাপদ্যত (এই কার্য্যকরণ-সঙ্ঘাতরূপ পুরীমধ্যে জীবাত্মার সহিত প্রবেশ করিলেন)। সা এষা বিদৃতিঃ নাম (সেই এই বিদারণ স্থানই যাহা বিদৃতি নামে প্রসিদ্ধ) দ্বাঃ (তাঁহার জীব-শরীরমধ্যে প্রবেশ দ্বার) তদেতৎ (এই সেই বিদীর্ণ স্থান অর্থাৎ ছিদ্র) নান্দনং (অতি প্রশস্ত, কারণ দেহের অন্যান্য ছিদ্র ঘৃণিত, তদপেক্ষা ইহা উত্তম) [এই দ্বার কেবল পরমেশ্বরেরই উপলব্ধিস্থান—ইহাই তাৎপর্য্য] তস্য (লোক-লোকপালাদি সৃষ্টির পর জীবাত্মার সহিত ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট সেই সৃষ্টিকর্ত্তার) ত্রয়ঃ আবসথাঃ (তিনটি বিশ্রামস্থান) [যথা—জাগ্রদ্দশায় চক্ষুঃ, নিদ্রাকালে অন্তঃকরণ ও সুষুপ্তি-সময়ে হৃদয়াকাশ) ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ (জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—তিনটি স্বপ্ন, যদিও জাগ্রদ্ দশাকে স্বপ্ন বলা যায় না, তাহা হইলেও তাৎকালিক জ্ঞানও স্বপ্নের মত মিথ্যা, এজন্য স্বপ্ননামে আখ্যাত) [সেই আবসথকে (আশ্রয়কে) দেখাইতেছেন] অয়ম্ আবসথঃ (জাগ্রদ্দশায় এই চক্ষুঃ একটি আশ্রয়) অয়ম্ আবসথঃ (এই আর একটি আশ্রয়, নিদ্রাকালে অন্তঃকরণ) অয়ম্ আবসথঃ (এই তৃতীয় আশ্রয় সুষুপ্তিকালে হৃদয়াকাশ) ॥১২॥

অনুবাদ—এইরূপ বিচারের পর সেই পরমেশ্বর ভাবিলেন—'প্রাণ প্রভৃতি আমার ভৃত্য, তাহাদের দ্বার মুখ প্রভৃতি দ্বারা প্রভু আমার

প্রবেশ অসুচিত, এই ভাবিয়া পবিত্র ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিলেন, সেই ছিদ্র পথে তিনি জীবের শরীরে প্রবেশ করিলেন। এই বিদারণ-স্থানই দ্বারপদবাচ্য, ইহা নন্দন নামে খ্যাত; যেহেতু ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, অন্যান্য নবদ্বার ঘৃণিত। জীবের শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট সেই পরমাত্মার তিনটি গৃহ, তিনটি স্বপ্নের ন্যায় আশ্চর্য্যভূত। সেই তিনটি আবসথের মধ্যে জাগ্রদ্দশায় জীবের চক্ষুঃ একটি আবসথ, নিদ্রাকালে অন্তঃকরণ একটি আবসথ ও সুষুপ্তিদশায় আর একটি আবসথ হৃদয়াকাশ ॥১২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত। এবমীক্ষিত্বা মত্তৃত্যভূতপ্রাণবর্গদ্বারভূতমুখাদিনা স্বামিনো মম প্রবেশোঽনুচিত ইতি মত্বা মূর্ধসীমানং বিদার্য্য তদ্দ্বারা, 'অনেন জীবেনাত্মনে' তি শ্রুত্যনুসারাজ্জীবশরীরকতয়া প্রবিবেশেত্যর্থঃ। সৈষা বিদৃতির্নাম দ্বাস্তদেতন্নান্দনম্। তদেতদ্ দ্বারং বিদারিতত্বাৎ বিদৃতিসংজ্ঞকম্। তদেতদ্দ্বারং নান্দনং নন্দনম্। দ্বারান্তরবৎ ন জুগুপ্‌সিতমিত্যর্থঃ স্বার্থে অণ্। তস্য ত্রয় আবসথাঃ ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ অয়মাবসথোঽয়মাবসথোঽয়মাবসথ ইতি। তস্য জীবশরীরকস্যাত্মনঃ ত্রয়ঃ স্বপ্নবদাশ্চর্য্যভূতাঃ আবসথাঃ। কে তে? অয়মাবসথঃ—জাগ্রদ্দশায়াং চক্ষুঃ, স্বপ্নদশায়ামন্তঃকরণম্, সুষুপ্তিদশায়াং হৃদয়াকাশ ইতি ॥১২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ সমীক্ষিতুঃ পরমেশ্বরস্য জীবশরীরমধ্যে জীবেনাত্মনা সহ প্রবেশপ্রকারং কার্য্যঞ্চাহ—স এতমেব সীমানং বিদার্য্যেত্যাদিনা সঃ পরমেশ্বরঃ এতমেব কার্য্যকরণসঙ্ঘাতরূপং পরিচ্ছিন্নজীবশরীরং বিদার্য্য মূর্দ্ধি ছিদ্রং কৃত্বা, নন্বপাণিপাদস্যাশরীরিণঃ কথং ছিদ্রকরণং সম্ভবতি কথং বা বিভোঃ বিদার্য্য তদ্দ্বারা প্রবেশঃ সম্ভবেদিত্যুচ্যতে অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যস্য অচিন্ত্যানন্তশক্তেরিচ্ছাদ্বারা মূর্দ্ধবিদারণম্, তথা অণীয়স্ত্বাদপি তদ্দ্বারা প্রবেশঃ সঙ্গচ্ছতে

তথাচ শ্রুতিঃ 'অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ানি'তি। এতয়া দ্বারা প্রাপদ্যতেতি এতয়া বিদীর্ণয়া ছিদ্রদ্বারা প্রাপদ্যত প্রবিবেশ, নাসৌ প্রবেশঃ অভেদকথনমিতি বাচ্যং ঈশ্বরে ব্রহ্মণি বিরোধাভাবাৎতাত্ত্বিক-এব তত্র প্রবেশঃ তথাচ শ্রুতিঃ 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' ইতি। নম্ন 'জীবেনাত্মনে'তি শ্রুত্যা জীবশরীরকত্বমেব তস্যোক্তং জীবাভেদো বা উক্ত ইতি চেন্ন সহার্থে হপি তৃতীয়া তত্র বিধানাৎ জীবেন আত্মনা সহ পরমেশ্বরস্য তত্র প্রবেশস্য সম্ভবাৎ কিমভেদকল্পনয়েতি-জ্ঞেয়ম্। তত্র জীবশরীরং প্রবিশতঃ প্রবেশদ্বারস্য স্তুত্যর্থমাহ—সৈষা বিদৃ-তির্নামেতি বিদৃতির্বিদীর্ণং ছিদ্রমিত্যর্থঃ কৃদভিহিতোভাবোদ্রব্যবৎ প্রকাশত ইতি ন্যায়াৎ। দ্বাঃ দ্বারম্, নান্দনম্ নন্দনমেব নান্দনম্ প্রজ্ঞাদি-ত্বাৎ স্বার্থে অণ্। প্রশস্তং পূজ্যমিত্যর্থঃ; অন্যেষাং দ্বারাণাং জুগুপ্সিতত্বাৎ। তস্য তত্র প্রবিষ্টস্য পরমেশ্বরস্য ত্রয়ঃ আবসথাঃ প্রকাশক্ষেত্রাণি, ত্রয়ঃ ত্রয়-এবাবসথাঃ স্বপ্নাঃ স্বপ্নবদাশ্চর্য্যভূতাঃ, কে তে? অয়ম্—অনুভূয়মানো-জাগ্রদ্দশায়াং চক্ষুরিতি, অয়মাবসথঃ স্বপ্নদশায়ামন্তঃকরণম্, অয়মাবসথঃ সুষুপ্তিদশায়াং হৃদয়াকাশ ইতি ॥১২॥

তত্ত্বকণা—পরমাত্মা এই মনুষ্য-শরীরের সীমা অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদকরতঃ ঐ দ্বার দিয়া জীবের সহিত মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। কপালত্রয়ের সন্ধিস্থল বিদারণ পূর্ব্বক প্রসিদ্ধ নবদ্বারের অতিরিক্ত ঐ দশম দ্বার দিয়া শরীর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি বিদারণ পূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন বলিয়া ঐ দ্বারের নাম 'বিদৃতি' হইল। এই দ্বার দিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ হয় বলিয়া এই দ্বারকে 'নান্দন'ও বলা হয়। শরীররূপ পুর সৃষ্টি করিয়া জীবাত্মার সহিত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী পরমাত্মার উপলব্ধিস্থান তিনটি। দক্ষিণ অক্ষি, মনঃ ও হৃদয়। এই তিনটি স্থান আবার যথাক্রমে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি অবস্থা বলিয়া প্রতীত হয়।

—

দেহের মধ্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অবস্থানের বিষয়—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" (শ্বে: ৪।৬ এবং মু: ৩।১।১) মন্ত্রেও পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই—"সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ" (ভা: ১১।১১।৬)। শ্রীগীতাতেও পাই—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" (গী: ১৮।৬১) "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো" (গী: ১৫।১৫) শ্রীভগবানের অন্তর্য্যামিত্বের বিষয় বৃহদারণ্যকে "যঃ পৃথিব্যাং" (৩।৭।৩) এবং "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" (শ্বে: ৬।১১)। শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে—"সর্ব্বস্য চ হৃদ্যবস্থিতঃ" (ভা: ৪।৯।৪) ॥১২॥

শ্রুতিঃ—স জাতো ভূতান্যভিব্যৈক্ষৎ কিমিহান্যং'বাবদিষদিতি। স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যদিদমদর্শ-মিতী ৩ ॥১৩॥

অন্বয়ানুবাদ—সঃ (সেই পরমেশ্বর) জাতঃ [সন্] (জাত হইয়া অর্থাৎ জীবের সহিত সেই শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া) ভূতানি (সমস্ত ক্ষিত্যাদি পাঁচটি ভূতকে) অভিব্যৈক্ষৎ (নামরূপবিশিষ্ট করিলেন) ইহ (এই জগতে) কিম্ (যাহা কিছু বস্তু প্রতীয়মান হইতেছে, তৎসমুদয়) অন্যং বা (পরমেশ্বরাধীন ভিন্নের মত) অবদিষৎ (বলিতে ইচ্ছা করিলেন অর্থাৎ সমস্তই ঈশ্বরাধীন হইলেও যে ঈশ্বরের অনধীনের মত প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল), সঃ (সেই জীবাত্মা) এতমেব (এই জীবশরীরে অবস্থিত পুরুষশব্দবাচ্য-বাসুদেবকে) ততমম্ (ব্যাপ্ততম) ব্রহ্ম (নিরতিশয় বৃহদাশ্রয় নারায়ণরূপে) অপশ্যৎ (জানিতে পারিল) [কিরূপে জানিল ? তাহা বলিতেছেন—ইদম্ অদর্শম্ ইতি ৩] ইদম্ (এই ব্রহ্মকে) অদর্শম্ (আমি দেখিয়াছি) ইতি ইহ (ইহা এই, অর্থাৎ এই দৃশ্যমান ব্রহ্মে ইদম্ শব্দ প্রয়োগ হেতু

জীবাত্মা ও ব্রহ্মের ভেদ আছে, ইহা সূচিত হইল, যথা—ব্রহ্ম উপাস্য আর জীব উপাসক, ব্রহ্ম নিয়ন্তা জীব নিয়ম্য—এইরূপে 'তৎ' শব্দবাচ্য ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করায় আমি ইহাঁকে দেখিলাম—এই ভেদ দর্শন করিলাম) ॥১৩॥

অনুবাদ—সেই জীবাত্মার সহিত জীব-শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট অন্তর্যামী পুরুষ ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চ ভূতের অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক দেহের নাম-রূপ ব্যাকৃত করিলেন। এই জগতে যাহা কিছু বস্তু প্রতীয়মান হইতেছে, তৎসমুদয় পরমেশ্বরের অনাশ্রিতের মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সেই জীবাত্মা এই জীবশরীর-মধ্যে স্থিত পরমাত্মাকে ব্যাপ্ততম ব্রহ্মরূপে দর্শন করিলেন। কিরূপ দর্শন করিলেন? তাহা বলিতেছেন,—"ইহা ব্রহ্ম—পরমাত্মার স্বরূপ আমি দেখিলাম, ইহা প্লুতস্বরে প্রকাশিত হইল। যেহেতু সকলের অন্তরতম ব্রহ্মকে 'এই ইনি' এই অপরোক্ষভাবে দর্শন করিয়াছিল ॥১৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স জাতো ভূতান্যভিবৈক্ষৎ (?)। স তস্মিন্ প্রবিষ্টানি সর্ব্বাণি পঞ্চ ভূতানি নামরূপবত্তয়া অকৃতেত্যর্থঃ। [বৈক্ষৎ নামরূপব্যাকরণং] জীবশরীরকঃ সন্ প্রবিষ্টো নামরূপভাগভবদিত্যর্থঃ। কিমিহান্যং বাবদিষদিতি। যৎ কিংচিদ্বস্তুস্তি তৎ সর্ব্বম্, একাত্মতয়া স্থিতঃ অন্যং বাবদিষৎ বাশব্দ ইবার্থে—একাত্মতয়া স্থিতং বস্তু দৃশ্যমিব ভিন্নাত্মকমিব বি (ব?) দিতুমৈচ্ছৎ। অবিবি (ব?) দিষদিত্যস্য অবদিষদিতি ছান্দসং রূপম্। স এতমেব পুরুষং, ব্রহ্মততমমপশ্যদি-দমর্শমিতি—পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ। স জীবঃ এতমেব জীব-শরীরকং পুরুষশব্দিতবাসুদেবং ততমং ব্যাপ্ততমং ব্রহ্ম নিরতিশয়-বৃহত্ত্বাশ্রয়ং অপশ্যৎ। নারায়ণমেব ব্রহ্মভূতং জ্ঞাতবানিত্যর্থঃ। কথং জ্ঞাতবানিত্যত্রাহ ইদমদর্শমিতি। হস্তামলকবদিদমদর্শমিতি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতবানিত্যর্থঃ। অত্র ততমমিত্যত্র একতকারলোপশ্ছাংদসঃ। [ব্রহ্মতততমং ব্রহ্মণা ব্যাপ্তং পুরুষমপশ্যৎ।] অত্র ব্রহ্মণি দৃশ্যমানে ইদং শব্দপ্রয়োগাৎ প্রত্যগ্ব্রহ্মণোর্ভেদার্থ (?) সূচনমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥১৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—স পুরুষঃ জাতঃ সন্ জীবাত্মনা সহ প্রবিষ্টঃ সন্ ভূতানি ক্ষিত্যাদীনি অভিবৈ্যক্ষৎ অভি—অভিলক্ষ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ, অভি-বি উপসর্গদ্বয়পূর্ব্বাৎ ঈক্ষ্ ধাতো র্লঙিরূপম্। অভিবৈ্যক্ষৎ নামরূপভাগভবৎ। কিমিহান্যং বাবদিষদিতি ইহ

জগতি কিম্ যৎ কিঞ্চিদ্বস্তু অস্তি তৎ সর্ব্বং, অন্যং বা ব্রহ্মভিন্নমিব ঈশ্বরপরতন্ত্রমপি স্বতন্ত্রমিব অবদিষৎ অবিবদিষৎ ব্যবহর্ত্তুমৈচ্ছৎ। ছান্দসো দ্বিত্বাভাবঃ। সঃ জীবাত্মা এতং পুরুষং জীবশরীরে প্রবিষ্টং ততমং ততত্তমমিতি একতকারলোপশ্ছান্দসঃ। ব্রহ্মণা ততত্তমম্ অতি-শয়েন ব্যাপ্তং ব্রহ্ম বৃহত্তমম্ অপশ্যৎ। কথম্? ইদং ব্রহ্ম অদর্শমিতি মমাত্মনঃ আশ্রয়ভূতং সথায়মিতিযাবৎ দৃষ্টবানস্মি। ইতি প্লুতি-বিচারণার্থা ॥১৩॥

শ্রুতিঃ—তস্মাদিদন্দ্রো নাম। ইদন্দ্রো হ বৈ নাম। তমিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ, পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ ॥১৪॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—তস্মাৎ (সেইজন্য) ইদন্দ্রোনাম (সেই প্রত্যগাত্মার ইদন্দ্র নাম হইয়াছে যে ইদং অর্থাৎ ব্রহ্মকে, দ্রঃ—দেখিয়াছে তাহাই ইদন্দ্র) ইদন্দ্রং (এই জগৎকে ব্রহ্মব্যাপ্তরূপে দেখিয়াছে এইজন্য সেই পুরুষের নাম 'ইদন্দ্র') তমিদন্দ্রং সন্তং ইন্দ্র ইতি (সেই ইদন্দ্র নাম প্রয়োগ করা উচিত হইলেও ইন্দ্র এই নাম) পরোক্ষেণ (পরোক্ষভাবে) আচক্ষতে (ব্রহ্মবিদ্গণ বলিয়া থাকেন) [কেন এরূপ বলেন? পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ—] হি (যেহেতু) দেবাঃ (দেবগণ) পরোক্ষপ্রিয়া ইব (যেন পরোক্ষোক্তি পছন্দ করেন অর্থাৎ তাঁহারা পূজ্যতম, প্রত্যক্ষ নামগ্রহণে তাঁহাদের অপ্রীতি হয়। এজন্য 'ইদন্দ্র' না বলিয়া সেই প্রত্যগাত্মাকে ইন্দ্র বলিয়া থাকেন। অধ্যায়সমাপ্তি-সূচনার্থ দুইবার উক্তি ॥১৪॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়খণ্ডস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—সেইজন্য 'ইদন্দ্র' নামে প্রসিদ্ধ লোকই ঈশ্বর অভিহিত হইলেন। সেইজন্য ব্রহ্মবিদ্গণ সেই 'ইদন্দ্র'কে পরোক্ষভাবে ইন্দ্র

বলিয়া থাকেন। ইহার কারণ দেবতারা পরোক্ষপ্রিয় অর্থাৎ পরোক্ষ-ভাবে উক্তিই ভালবাসেন। এই অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচক দুইবার উক্তি ॥১৪॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তস্মাৎ ইদং দৃষ্টবানিতি প্রবৃত্তিনিমিত্তবশাদি-দংদ্র ইতি তন্নাম্নি প্রযোক্তব্যে ইন্দ্র ইতি পরোক্ষেণাচক্ষতে। ন তু স্পষ্টমিদংদ্র ইতি। তৎ কুত ইত্যত্রাহ—পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবা-ইতি। দেবানামনতিস্ফুটতয়া কথনমেব প্রিয়ং ভবতি। অতঃ ইন্দ্র-ইত্যেবাচক্ষতে। ন ত্বিদংদ্র ইতি ইত্যর্থঃ ॥১৪॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়খণ্ডস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তস্মাৎ যস্মাৎ ইদং ব্রহ্ম অপরোক্ষভাবেন সর্ব্বান্তরমপশ্যৎ তস্মাদ্ধেতোঃ পরমেশ্বরঃ ইদন্দ্রোনাম নাম্না ইদন্দ্রঃ অস্তি, ইদং দৃষ্টবান্ জীব ইতি, দর্শনকর্ম্মত্বেন দৃষ্টিবিষয়ঃ পরমাত্মা, তদারভ্য স ইদন্দ্রসংজ্ঞঃ ইদং পশ্যতীতি ইদম্ দৃশেঃ কঃ পৃষোদরাদি-ত্বাৎ শকারলোপঃ। কিত্বাদ্‌গুণাভাবশ্চ। ইদন্দ্রঃ নাম প্রসিদ্ধো লোকে ঈশ্বরঃ। তম্ পরমাত্মানং ইদন্দ্রং স্বরূপতঃ ব্যুৎপত্ত্যা চ সন্তং ভবন্তমপি ইন্দ্র ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মবিদঃ কথয়ন্তি, কথমেবং বিকৃতিস্তত্রাহ—পরোক্ষেণ পরোক্ষাভিধানেনেত্যর্থঃ পূজ্যতমস্য ব্রহ্মণঃ প্রত্যক্ষনামগ্রহণস্যাশুচি-তত্বাৎ। তত্র প্রমাণমাহ—পরোক্ষপ্রিয়াঃ পরোক্ষনামগ্রহণরুচয়ো দেবা-ভবন্তি ইব এবার্থে। দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্তিসূচনায় ॥১৪॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়খণ্ডস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—সেই পুরুষ জীবাত্মার সহিত জীব-শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং জীবাত্মা তখন আকাশাদি পাঞ্চভৌতিক জগৎকে অত্যন্ত আশ্চর্য্যরূপে দর্শন করিলেন ও বাক্যে তাহা প্রকাশ করিলেন।

অবিদ্যাবশতঃ প্রথমে অন্য আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মাকে জানিতে পারেন নাই কিন্তু পরে তিনি এই পরমাত্মাকে বৃহৎ ও ব্যাপক দর্শন করিলেন। দর্শন করিয়া আমি এই পরমাত্মাকে দর্শন বা সাক্ষাৎ করিলাম—ইহাই বিদিত অর্থাৎ জ্ঞাত হইলেন।

জীব প্রথমে অবিদ্যাগ্রস্তাবস্থায় তৎহৃদয়েশায়ী পরমাত্মাকে জানিতে না পারিলেও গুরু-কৃপায় সাধনা করিতে করিতে তাঁহাকে জানিতে পারেন ও সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন।

এস্থলে কিন্তু শ্রুতি জীবাত্মার ও পরমাত্মার ভেদ স্পষ্টতঃই বর্ণন করিলেন। জীবহৃদয়ে পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ই অবস্থিত থাকে কিন্তু অবিদ্যাবশতঃ জীব পরমাত্মাকে প্রথমে দেখিতে পায় না পরন্তু ভাগ্যক্রমে সদ্‌গুরুর কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতঃ ভক্তিসাহায্যে হৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তী পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন যে, 'আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ করিলাম'। ইহাতেই কেবলাভেদবাদ নিরাকৃত হইল।

আমি 'এই' দর্শন করিলাম এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিবশতঃ সেই পরমাত্মার 'ইদন্দ্র' একটি নাম। এই 'ইদন্দ্র' নামটি প্রসিদ্ধ। পূজ্যতমের নাম সাক্ষাৎগ্রহণের অভিলাষ না করায় পরোক্ষে 'ইদন্দ্র' অর্থাৎ 'ইন্দ্র' বলা হয়। কারণ দেবতারা পরোক্ষপ্রিয়।

ইদং+দ্রঃ অর্থাৎ ইহাকে আমি দর্শন করিলাম। ব্যুৎপত্তিগত এই অর্থে ইহার প্রসিদ্ধ নাম 'ইদন্দ্র'।

১ম অঃ তৃতীয় খণ্ডের অন্তিম বাক্য দুইবার বর্ণন পূর্ব্বক এই খণ্ডের বা অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচনা করিতেছে॥১৩-১৪॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥

ঐতরেয়োপনিষৎ

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য

প্রথমঃ খণ্ডঃ

বৈরাগ্যার্থং জীবস্য জন্ম-মৃত্যুপ্রবন্ধঃ

অবতরণিকা—ব্রহ্মবিদ্ বামদেব ঋষি মাতৃগর্ভে স্থিতিকালে অনেক জন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ও বাসনাবশে জীবের যে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন ঘটে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া এই অধ্যায়-শেষে বলিয়াছেন,—আমি লৌহ-কারাগারের ন্যায় অভেদ্য শরীর-বন্ধনে থাকিয়া বহুকষ্ট ভোগের পর বৈরাগ্য উদিত হওয়ায় শ্যেন পক্ষীর মত সেই জাল ভেদ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান-বলে তাহা হইতে নির্গত হইয়াছি। তিনি জীবের মাতৃগর্ভে প্রবেশাবধি মুক্তি পর্য্যন্ত যে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে,—

শ্রুতিঃ—পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি, যদেতদ্রেতঃ। তদেতৎ সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃ সম্ভূতমাত্মন্যেবাত্মানং বিভর্ত্তি। তদ্ যদা স্ত্রিয়াং সিঞ্চত্যথৈতজ্জনয়তি। তদস্য প্রথমং জন্ম ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—অয়ং বৈ পুরুষে (এই পুরুষেই অর্থাৎ অবিদ্যা, কামনা, কর্ম্ম ও দেহাভিমান-বশে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়া তাহার ফলে ধূমাদিমার্গে চন্দ্রপ্রাপ্তির পর তথায় ভোগজনক কর্ম্মক্ষয়ান্তে অবশিষ্ট

কর্ম্ম লইয়া বৃষ্ট্যাদিযোগে ইহলোকে শস্যরূপে পরিণামের পর পুরুষাগ্নিতে যে আহুত হইয়াছে, সেইপুরুষে) [আহুতিক্ষেত্র যোষাতে রেতোরূপে পুরুষ কর্ত্তৃক আহুত ঐ সংসারী জীব] আদিতঃ (প্রথমে) গর্ভোভবতি (মাতার উদরে রেতোরূপে প্রবেশ করিয়া গর্ভ হয়) [গর্ভাবস্থায় তাহার রূপ বলিতেছেন—] যদেতদ্রেতঃ (পুরুষে যে এই রেতঃ অর্থাৎ শুক্র থাকে, সেইরূপে) তদ্ এতৎ (এই সেই রেতঃ) [অন্নময় শরীরের] সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যঃ (সমস্ত অঙ্গ হইতে) তেজঃ (সারভূত) সম্ভূতং (পরিনিষ্পন্ন হইয়া রেতঃ) [পুরুষের আত্মা হয় যেহেতু আত্মরূপে স্থিত এইজন্য আত্মা] আত্মানং (সেই আত্মাকে অর্থাৎ রেতোরূপে গর্ভগত আত্মাকে) আত্মন্যেব (নিজ শরীর-মধ্যেই) বিভর্ত্তি (জীব ধারণ করে অর্থাৎ গর্ভগত শুক্র নিজ মধ্যেই আত্মাকে ধারণ করে,—রেতঃ-সংসৃষ্ট হইয়া জীব থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য) তদ্ (সেই শুক্রকে) যদা (যে সময় অর্থাৎ মাতার ঋতুকালে) স্ত্রিয়াং (যোষাগ্নিতে) সিঞ্চতি (পুরুষ আহুতি দেয়) অথ (তখন) এতৎ (এই আত্মার গর্ভভূত রেতকে) জনয়তি (পিতা সজীব করে) তদ্ (সেই রেতঃ, সেইকালে রেতোরূপে পুরুষের দেহ হইতে নির্গমণ) অস্য (এই সংসরণশীল জীবের) প্রথমং জন্ম (প্রথম অভিব্যক্তি) ॥১॥

অনুবাদ—এই সেই জীবাত্মা, যে অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্মবশে যজ্ঞাদি করিয়া মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গিয়াছে এবং তথায় ভোগজনক কর্ম্মক্ষয়ান্তে বৃষ্টি প্রভৃতির সহিত ভূমিতে পড়িয়া অন্নাকারে পরিণতরূপে পুরুষাগ্নিতে আহুত হইয়াছে, সেই পুরুষ প্রথমে রেতোরূপে গর্ভ হয়। এই যে পুরুষের রেতঃ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, ঐ রেতঃ পুরুষভুক্ত অন্নের সার, তাহা পুরুষের দেহের সমস্ত অবয়ব হইতে উদ্ভূত তেজঃস্বরূপ। যখন সেই রেতঃ পুরুষের আত্মা বলিয়া আত্ম-

নামে অভিহিত, রেতোরূপে গর্ভীভূত সেই আত্মাকে পুরুষ নিজ শরীর-মধ্যেই ধারণ করিয়া থাকে। তাহার পর যখন সেই রেতঃকে পুরুষ যোষাগ্নিতে অর্থাৎ ঋতুমতী স্ত্রীতে নিষেক করে, তাহার পরই ঐ আত্মার কারণীভূত রেতঃকে পিতা জীবপিণ্ডরূপে জন্ম দেন। এই রেতোরূপে যোষাগ্নিতে নিষিক্ত রেতঃই পুরুষের প্রথম জন্ম ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—বৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং [জন্মমরণপ্রবন্ধং তদবস্থাশ্চ শ্রুতির্দর্শয়তি ?] পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি, যদেতদ্রেতঃ। অয়ং সংসরন্ পুরুষঃ (যে ? যং ?) প্রথমতো রেতোরূপেণ গতোঽভবৎ। তদেতৎ সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃসংভূতমাত্মন্যেবাত্মানং বিভর্ত্তি। পুরুষস্য সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যঃ সমুৎপন্নং যদ্ বীর্য্যং তদেব রেত ইত্যুচ্যতে (রেত ইত্যুচ্যতে, তদেব ?) স্বাত্মনি জীবং বিভর্ত্তি। রেতঃ-সংসৃষ্টো জীবো বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। এতৎপ্রতিপাদনং তু বৈরাগ্য-হেতুরিতি দ্রষ্টব্যম্। তদ্যদা স্ত্রিয়াং সিঞ্চতি, অথৈতজ্জনয়তি। তাদৃশং রেতঃ যদা পুমান্ স্ত্রিয়াং সিঞ্চতি, তত উত্তরক্ষণে এতদ্ গর্ভরূপং জনয়তি। তদস্য প্রথমং জন্ম। নিষেক এব প্রথমজন্মেত্যর্থঃ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—বৈরাগ্যোদয়ার্থং জীবস্য সৃষ্টিক্রমমাহ—শ্রুতিঃ—পুরুষঃ হ বা অয়ম্—অয়ং সংসরন্, পুরুষঃ জীবঃ হ বৈ প্রসিদ্ধৌ, গর্ভঃ মাতুর্জ্জরায়ুগতোভবতি, কথম্ যদেতদ্ রেতঃ যৎ এতৎ প্রসিদ্ধং রেতঃ পুরুষগতমন্নাদিপরিণামভূতং শুক্রং যদ্ধি পঞ্চাগ্নিবিদ্যোক্ত-রীত্যা পুরুষাগ্নৌহুতমন্নরূপম্। তদ্ এতদ্ রেতঃ পুরুষস্য সর্ব্বেভ্যোঽ-ঙ্গেভ্যোঽবয়বেভ্যঃ সম্ভূতং সমুৎপন্নং তেজঃ, তৎ পুরুষস্যাত্মভূতত্বাৎ আত্মা, তমাত্মানং গর্ভগতম্ আত্মন্যেব স্বশরীর এব বিভর্ত্তি ধারয়তি। তদ্ রেতঃ, যদা যস্মিন্‌কালে স্ত্রিয়াঋতুকালে ইত্যর্থঃ, স্ত্রিয়াং যোষাগ্নৌ সিঞ্চতি জুহোতি নিক্ষিপতীত্যর্থঃ, অথ তত উত্তরক্ষণে এনৎ রেতঃ

কর্ম্ম আত্মনোগর্ভরূপং জনয়তি পিতেতি শেষঃ ; তৎ পুরুষান্নির্গমণং মাতৃরুদরে প্রবেশশ্চ অস্য পুরুষস্য প্রথমং জন্ম ।১।

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমানে শ্রুতি বদ্ধজীবের শরীর-ধারণের বিষয় বলিতেছেন। শ্রুতিতে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপাঠে পাওয়া যায় যে, জীবপুরুষ যজ্ঞাদি কর্ম্মের ফলে চন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক তথা হইতে ফিরিবার কালে জলরূপে পৃথিবীতে অবতরণ করতঃ অন্নদ্বারা পুরুষ দেহে রেতের সহিত রেতোভাবে অবস্থান করে। ঐ রেতঃ পুরুষের অন্নময় দেহের সকল অঙ্গের সারস্বরূপ। মানবপুরুষ স্বাত্মভূত শুক্রকে নিজদেহে ধারণ করে। ঐ রেতঃ যখন আবার স্ত্রীযোনিতে সিঞ্চিত হয়, তখনই গর্ভ উৎপন্ন হয়। জীবের ঐ রেতোরূপে নির্গমণই প্রথম জন্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কর্ম্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে।
স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্ট উদরং পুংসো রেতঃ-কণাশ্রয়ঃ॥"

(ভাঃ ৩।৩১।১) ॥১॥

শ্রুতিঃ—তৎ স্ত্রিয়া আত্মভূয়ং গচ্ছতি, যথা স্বমঙ্গং তথা। তস্মাদেনাং ন হিনস্তি। সাস্যৈতমাত্মানমত্র গতং ভাবয়তি ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—তৎ (সেই রেতঃ, যে স্ত্রীতে পুরুষকর্ত্তৃক নিষিক্ত হইয়াছে) স্ত্রিয়াঃ (সেই স্ত্রীর) যথা স্বম্ অঙ্গং (যেমন তাহার স্বকীয় স্তনাদি অঙ্গকে আত্মা হইতে অব্যতিরিক্তরূপে ভাবে) তথা (সেইরূপ রেতঃ সেই স্ত্রীর) আত্মভূয়ং (আত্মভাব মাতার আত্মার সহিত অভিন্ন ভাব) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়) তস্মাৎ (সেই কারণে

সেই গর্ভস্থ সন্তান পিটকাদির মত অর্থাৎ ঝাঁপির মত) এনাং (এই মাতাকে) ন হিনস্তি (পীড়া দেয় না অর্থাৎ তাহার অনিষ্ট করে না) সা (সেই গর্ভধারিণীও) অস্য (ইহার অর্থাৎ এই গর্ভস্থ সন্তানের পিতার) এতম্ আত্মানং (কুক্ষিগত আত্মাকে) অত্র (কুক্ষি-মধ্যে) গতং (প্রবিষ্ট) ভাবয়তি (চিন্তা করে) ॥২॥

অনুবাদ—পুরুষ-নিষিক্ত শুক্র স্ত্রীগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে সেই স্ত্রীর অন্যান্য অঙ্গের মত নিজ অঙ্গরূপেই ভাবিত হয়। যেহেতু শুক্র মাতার উদরে প্রবিষ্ট সেইজন্য মাতাকে কষ্ট দেয় না, মাতার কোন অনিষ্ট করে না এবং সেই গর্ভধারিণী স্ত্রীও শুক্রনিষেককারী পুরুষের সেই শুক্রকে তাহার আত্মা উদর-মধ্যে প্রবিষ্ট চিন্তা করে ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তৎ স্ত্রিয়া আত্মভূয়ং গচ্ছতি যয়া স্বমঙ্গম্ তথা। গর্ভে নিষিক্তং রেতঃ [তথা] স্ত্রিয়া যথা করচরণা (ণ ?) শিরাদিকমৈক্যং গচ্ছতি তদ্বদেব, তদঙ্গভূতমেব ততো বিভর্ত্তি, তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। (তদঙ্গভূতমেব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। ততো বিভর্ত্তি। ?) তস্মাদেনাং ন হিনস্তি। সাঽস্যৈতমাত্মানমত্র গতং ভাবয়তি। অত্র ইদং (?) (গতং ?) রেতোরূপেণানুপ্রবিষ্টং ভর্ত্তৃরূপমাত্মানং ভাবয়তি বর্দ্ধয়তি। তস্মাৎ সা ন কৈরপি বাধয়িতব্যা, পীড়নীয়া ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ স্ত্রিয়াং নিষিক্তস্য পরিণামমাহ—তৎ স্ত্রিয়া ইতি তৎ নিষিক্তং রেতঃ তৎ পুরুষনিষিক্তং শুক্র-স্ত্রিয়াঃ যস্যাং স্ত্রিয়াং নিষিক্তমভূৎ তস্যাঃ স্ত্রিয়াঃ আত্মভূয়ং আত্মভাবং আত্মাবিলক্ষণতাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি 'ভুবোভাবে ক্যপ্' ইতি ভূধাতোর্ভাবে ক্যপ্ প্রত্যয়ঃ। কথং অন্যস্য শুক্রস্য নিত্যেনাত্মনাসহাব্যতিরেকস্তত্রদৃষ্টান্তমাহ—যথা স্বম্ নার্য্যাঃ স্বকীয়মঙ্গং স্তনাদি অন্যমপি দেহাত্মবুদ্ধ্যা মমেদমিত্যভিমানাস্পদং

ভবতি তথা। তস্মাৎ স্বভেদবুদ্ধিহেতোঃ স গর্ভঃ এনাং গর্ভধারিণীং স্ত্রিয়ং ন হিনস্তি ন বাধতে। সা গর্ভিণী রমণী অস্য রেতঃ-সেকিনঃ পুরুষস্য এতং শুক্রভূতম্ আত্মানং অত্র উদরে গতং প্রবিষ্টং ভাবয়তি সা চিন্তয়তি যৎ মমোদরং প্রবিষ্টং ভর্ত্তুঃ শুক্রং ভর্ত্তুরাত্মা ইতি বিভাব্য যত্নতো রক্ষতীত্যর্থঃ ॥২॥

তত্ত্বকণা—উক্ত স্ত্রীর অর্থাৎ মাতার শরীরে আগত গর্ভ যাহা পিতা কর্ত্তৃক স্থাপিত, উহা স্ত্রীর সহিত আত্মভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যেপ্রকার উহার অন্য অঙ্গ সেইপ্রকার এই গর্ভও তাহার শরীরের এক অঙ্গস্বরূপ দেহভাব প্রাপ্ত হয়। যে কারণে ঐ গর্ভ উদরের মধ্যে থাকিয়া গর্ভিণীকে কোন পীড়া দেয় না অর্থাৎ কোন ভার বোধ করায় না। স্ত্রী নিজ শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট নিজ স্বামীর আত্মরূপ এই গর্ভকে নিজ অঙ্গের মত ভোজনজনিত রসের দ্বারা পুষ্ট বা পোষণ করে এবং অন্য সর্ব্বপ্রকারের আবশ্যক নিয়ম পালন পূর্ব্বক উহাকে রক্ষা করিয়া থাকে ॥২॥

শ্রুতিঃ—সা ভাবয়িত্রী ভাবয়িতব্যা ভবতি, তং স্ত্রী গর্ভং বিভর্ত্তি। সোঽগ্র এব কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধিভাবয়তি। স যৎ কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধিভাবয়ত্যাত্মানমেব তদ্ভাবয়ত্যেষাং লোকানাং সন্তত্যা। এবং সন্ততা হীমে লোকাস্তদস্য দ্বিতীয়ং জন্ম ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—সা ভাবয়িত্রী (সেই স্ত্রী, যে চিন্তা করে যে, আমার স্বামীর আত্মা আমার গর্ভে শুক্ররূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং এই বুদ্ধিতে সে ঐ গর্ভগত ভর্ত্তার আত্মাকে পালন করিতেছে, সেই স্ত্রীও) ভাবয়িতব্যা ভবতি (ভর্ত্তা কর্ত্তৃকও ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি

দ্বারা পোষণীয়, কারণ উপকারিণীর প্রত্যুপকার কর্ত্তব্য) তং (রেতোরূপে উদরমধ্যে প্রবিষ্ট সেই ভর্ত্তাকে) স্ত্রী (স্ত্রী) গর্ভং (গর্ভরূপে) বিভর্ত্তি (ধারণ করে), সঃ (সেই পিতা) অগ্রে এব (জন্মের পূর্ব্বেই) কুমারং (পুত্রকে) অধিভাবয়তি (পুংসবনাদি-সংস্কার দ্বারা সম্ভাবিত করে) [আবার] জন্মনঃ অগ্রে (জন্মিবার পরেও) অধিভাবয়তি (জাতকর্ম্মাদি-সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত করে), সঃ (পিতা) যৎ (যেহেতু) কুমারং (পুত্রকে) জন্মনঃ (জন্মিবার পরে) অধিভাবয়তি (জাতকর্ম্মাদি দ্বারা সংস্কৃত করে) তদ্ (তাহা অর্থাৎ সেই সংস্কার ক্রিয়ানুষ্ঠান) আত্মানমেব (নিজ আত্মাকেই) ভাবয়তি (সম্বর্দ্ধিত করে), [কেন পিতা আত্মাকে পুত্ররূপে উৎপাদন করিয়া সংবর্দ্ধন করে, সেই কারণটি বলিতেছেন] এষাং (এই পরিদৃশ্যমান) লোকানাং (লোকসমূহের) সন্তত্যৈ (অবিচ্ছিন্নতা অর্থাৎ ধারা রক্ষা করিবার জন্য) [যদি পুত্রোৎপাদনাদি না করিত, তবে এই লোকধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত, ইহাই বলিতেছেন এবং সন্ততা হি ইমে লোকাঃ] এবং (এইপ্রকারে) ইমে (এই সব) লোকাঃ (লোক) সন্ততাঃ হি (ধারাবাহিক হইয়া রহিয়াছে) হি (যেহেতু লোকধারা অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে অতএব পুত্রোৎপাদন, তাহার সংবর্দ্ধন প্রভৃতি কর্ত্তব্য) তদস্য (এই পুরুষের সেই মাতার উদর হইতে নির্গমণ তাহার) দ্বিতীয়ং জন্ম (প্রথম জন্ম—পিতার রেতোরূপে মাতার উদর-মধ্যে প্রবেশ, আর তাহা হইতে নির্গমণ দ্বিতীয় জন্ম) [কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন উপনয়ন-সংস্কারাদি তাহার দ্বিতীয় জন্ম ; যেহেতু কথিত আছে, 'মাতুরগ্রেঽধি জননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনমি'তি] ॥৩॥

অনুবাদ—গর্ভস্থিত সন্তানকে ভর্ত্তার আত্মরূপে ভাবনাকারিণী স্ত্রীকে ভর্ত্তৃ প্রভৃতি আত্মীয় ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি দ্বারা পোষণ করিবেন।

যেহেতু উপকারক লোকের প্রত্যুপকার করা বিধেয়। সেই রেতোরূপে নিষিক্ত এবং গর্ভ-মধ্যে প্রবিষ্ট ভর্ত্তাকে স্ত্রী গর্ভরূপে ধারণ করে। সেই পিতা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে পুংসবনাদি-সংস্কারে অধিভাবিত করে এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পরও জাতকর্ম্মাদি-সংস্কার দ্বারা তাহাকে পোষণ করে। পিতা যে সন্তানকে জন্মিবার পর জাতকর্ম্মাদি দ্বারা সংস্কৃত করে, তাহা তাহার আত্মাকেই সংস্কৃত করা হয়, কি জন্য এই পুরুষ নিজেকে পুত্ররূপে উৎপাদন করে ও তাহার বৃদ্ধি সম্পাদন করে, তাহার কারণ ? এই সমস্ত লোকের অবিচ্ছিন্ন ধারা রক্ষার জন্য, এইরূপ হইলে এই সকল লোক অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে। ইহাই পুরুষের দ্বিতীয় জন্ম ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—"সা ভাবয়িত্রী ভাবয়িতব্যা ভবতি। রেতোরূপেণ প্রবিষ্টং ভর্তৃরূপমাত্মানং বর্ধয়ন্তী স্ত্রী ভর্ত্রাদিভির্ভোজ্য-ভক্ষ্যাদিনা পোষয়িতব্যা ভবতি। উপকারকজনমম্নু প্রত্যুপকারস্য কর্তব্যত্বাদিতি ভাবঃ। তং স্ত্রী গর্ভং বিভর্তি। তাদৃশরেতোরূপেণ প্রবিষ্টং ভর্তারং গর্ভরূপং বিভর্তীত্যর্থঃ। সোঽগ্র এব কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধিভাবয়তি। স পিতা অগ্রে প্রাগেব গর্ভম্ এব কুমারম্, উৎপত্তেরূর্ধ্বং [চ ?] জাতকর্ম্মাদিনা, ভাবয়তি পোষয়তি। স যৎ কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধিভাবয়তি, আত্মানমেব তদ্ভাবয়তি। স পিতা জন্মন ঊর্দ্ধং কুমারমগ্রে প্রথমতো জাতকর্ম্মাদিসংস্কারৈর্ভাবয়তীতি যৎ, তৎ স্বার্থ (স্ব ?) সংবর্দ্ধনমেব। স্বস্যৈব রেতোরূপেণ তত্র প্রবিষ্টত্বাৎ। 'পতির্জায়াং প্রবিশতী'-ত্যাদিশ্রবণাৎ। কিমর্থমাত্মানং পুত্ররূপেণ জনয়িত্বা ভাবয়তীত্যত্রাহ এষাং লোকানাং সংতত্যৈ। অবিচ্ছেদার্থমিত্যর্থঃ। যদি হি পুত্রোৎপাদনাদি ন কুর্য্যুঃ, তর্হি ইমে লোকা বিচ্ছিদ্যেরন্। এবং সংততা-হীমে লোকাঃ। এবং পুত্রোৎপাদনকর্ম্ম কুর্ব্বতা ইমে লোকাঃ সংততাঃ

ব্যাপ্তাঃ ভবন্তি। তদস্য দ্বিতীয়ং জন্ম। উপনয়নাদিসংস্কারলক্ষণ (ণং ?) দ্বিতীয়ং জন্মেত্যর্থঃ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—উপকারপ্রত্যুপকারসম্বন্ধেন সম্বন্ধোঽয়ং লোকঃ পূর্ব্বশ্রুতৌ তথোক্তত্বাৎ যথা তস্মাদেনাং ন হিনস্তি, মা হিংস্যাৎ তমাত্মানমত্র গতং ভাবয়তীতি বাক্যদ্বয়েন এতদর্থমত্র ভাবয়িত্র্যাঃ স্ত্রিয়াঃ পোষয়িতব্যত্বমাহ—সা ভাবয়িত্রীত্যাদি—সা রেতোধারিণী স্ত্রী ভাবয়িত্রী 'ভর্ত্তুরাত্মা ময়ি প্রবিষ্ট' ইতি ভাবনাকারিণী ভাবয়িতব্যা ভর্ত্রাদিভির্ভোজ্যভক্ষ্যাদিনা পোষয়িতব্যা ভবতি। উপকারকজন-মনু প্রত্যুপকারস্য কর্ত্তব্যত্বাদিতি। তং স্ত্রী গর্ভং বিভর্ত্তি—সা স্ত্রী গর্ভভূতং ভর্ত্তুরাত্মানং বিভর্ত্তি বহূন্ ক্লেশান্ সহিত্বা পোষয়তি। সঃ রেতঃ-সেচকো ভর্ত্তা অগ্রে এব প্রাগেব কুমারং পুত্ররূপেণ জনিত্বা বর্দ্ধমানং পুংসবনাদিনা সংস্কারেণ অধিভাবয়তি অধিকৃত্য ভাবয়তি পোষয়তি এবং জন্মনোঽগ্রে মাতুরুদরান্নির্গমণানন্তরমপি কুমারম্ অধিভাবয়তি জাতকর্ম্মাদিনা পোষয়তি সংস্করোতীত্যর্থঃ। সঃ পিতা জন্মনঃ অগ্রে জন্মনঃ পরং জাতকর্ম্মাদিনা অধিভাবয়তীতি যৎ তদধিভা-বনং আত্মানমেব স্বকীয়মাত্মানমেব, তদ্ ভাবয়তি, কিমর্থমাত্মানং পুত্র-রূপেণ জনয়িত্বা ভাবয়তীত্যত্রাহ—এষাং লোকানাং সন্তত্যৈ অবিচ্ছে-দায়, যদি হি নাম পুত্রোৎপাদনাদি ন কুর্য্যুস্তর্হি ইমে লোকা বিচ্ছিন্নাঃ স্যুঃ অতো লোকধারায়া অবিচ্ছেদার্থং পুত্রোৎপাদনাদি কর্ত্তব্যমিতি। এবং সন্ততা হীমে লোকাঃ—এবং সতি ইমে লোকাঃ সন্ততা অবিচ্ছিন্না-ভবন্তি। তদস্য উপনয়নাদি-সংস্কারৈঃ সংস্কৃতীকরণং দ্বিতীয়ং জন্ম, অধিভাবনস্য জন্মনঃ পরং নির্দ্দিষ্টত্বাদিতি। বস্তুতস্তু রেতোরূপাপেক্ষয়া দ্বিতীয়ং জন্মেতি সঙ্গচ্ছতে ইতি শাঙ্করাভিপ্রায়ঃ ॥৩॥

তত্ত্বকণা—ভর্ত্তার রেতোরূপ আত্মার রক্ষাকারিণী ও বর্দ্ধয়িত্রী গর্ভিণী ভর্ত্তা ও তদীয় আত্মীয় দ্বারা পালন পোষণ পূর্ব্বক রক্ষণীয়া। সন্তান জন্মিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জননী গর্ভ ধারণ করিয়া থাকেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই গর্ভমধ্যে সিদ্ধ সন্তানকে পুংসবনাদি দ্বারা এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পর জাতকর্ম্মাদি দ্বারা পিতা যথাবিধি সংস্কার করিয়া থাকেন। পিতা যে ভূমিষ্ঠ হইবার পর জাত বালকের সংস্কারাদি করেন, তাহা তাহার নিজেরই সংস্কার করা হয়। কারণ পিতার রেতোরূপ আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। এই পিতা কর্ত্তৃক পুত্রের উৎপাদনাদি দ্বারা সংসারে প্রজাসৃষ্টির ধারা অবিচ্ছিন্ন থাকে। এই শিষ্টাচার পালনের দ্বারা লোকসকল প্রজাপূর্ণ হয়। এইপ্রকারে ভূমিষ্ঠ হওয়াকে দ্বিতীয় জন্ম বলে। আবার উপনয়ন সংস্কারকেও দ্বিতীয় জন্ম বলা হয়।

মনুসংহিতা বলেন,—

"মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-চোদনাৎ॥" (২।২৬০)

"ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্র্যং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম।" (ভাবার্থ-দীপিকা (ভাঃ ১০।২৩।৩৯) ॥৩॥

শ্রুতিঃ—সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে।
অথাস্যায়মিতর আত্মা কৃতকৃত্যঃ। বয়োগতঃ প্রৈতি।
স ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জ্জায়তে। তদস্য তৃতীয়ং
জন্ম ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—সঃ (সেই পুত্র) অস্য (এই পিতার) অয়ম্ (এই) আত্মা (আত্মা) পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ (পুণ্য কর্ম্মসমূহের জন্য) প্রতি-

ধীয়তে (প্রতিনিধি অর্থাৎ পিতার যে করণীয় থাকে, তাহা সম্পাদন করিবার প্রতিভূ) অথ (পুত্র পিতার প্রতিনিধিস্থানীয় এইজন্য) অস্য (এই পুত্রের) ইতরঃ (অপর) অয়ম্ আত্মা (এই পিতৃরূপ আত্মা) কৃত-কৃত্যঃ (কৃতকৃতার্থ হয় অর্থাৎ তাহার কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতিনিধি থাকায় পিতা নিশ্চিন্ত হয়, পিতার কর্ত্তব্য ঋণত্রয় শোধহেতু তাহা হইতে সে মুক্ত হয়) [তাহার পর] বয়োগতঃ (বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে—অর্থাৎ বৃদ্ধ হইলে) প্রৈতি (এই লোক হইতে চলিয়া যায় অর্থাৎ মৃত হয়) সঃ (সেই লোক অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি) ইতঃ (এই লোক হইতে) প্রয়ন্ এব (প্রস্থান করিবার কালেই অর্থাৎ দেহত্যাগ করিবার সময়ই) পুনঃ (আবার) জায়তে (জন্ম গ্রহণ করে অর্থাৎ দেহ ধারণ করে) তৎ (তাহাই অর্থাৎ মৃত্যুর পর দেহধারণই) অস্য (এই সংসারী জীবের) তৃতীয়ং জন্ম (তৃতীয়বার উৎপত্তি) ॥৪॥

অনুবাদ—সেই পিতার এই পুত্ররূপ আত্মা নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সাধনের জন্য প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হয় অর্থাৎ পিতার প্রতিনিধি-স্থানীয় পুত্র পিতার মৃত্যুর পর পিতার করণীয় কর্ম্মসমুদয় করিয়া থাকে। তাহার ফলে পিতা অবশ্যকরণীয় কোন কর্ম্ম না করিতে পারিলেও পুত্রকৃত কর্ম্মদ্বারাই তাহার সেই কর্ম্ম কৃত হইয়া থাকে। এইরূপে পুত্রে ভার দিয়া জীর্ণতা-প্রাপ্ত বৃদ্ধ পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুর পর সেই পিতা আবার জন্মগ্রহণ করে। জীবের ইহাই তৃতীয় জন্ম ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে। অস্য পিতুঃ পুত্ররূপোঽয়মাত্মা পুণ্যকর্ম্মভ্যঃ কর্ত্তব্যেভ্যঃ প্রতিনিধীয়তে। পুত্রঃ প্রতিনিধিস্থানীয়ঃ (প্রতিনিধিঃ তৎস্থানীয়ঃ ?) সন্ অতীতে পিতরি

তৎকর্ত্তব্যং কর্ম্ম সর্ব্বং করোতীত্যর্থঃ। ততশ্চ পিত্রা কস্যচিৎ কর্ম্ম-ণোঽবশ্যকর্ত্তব্যস্যাকরণেঽপি পুত্রকৃতেনৈব তৎ কৃতং ভবতীত্যর্থঃ। সংপত্তিবিদ্যায়াং (বৃহ ৩—৫—১৭) তথোক্তত্বাৎ। অথাস্যায়মিতর-আত্মা কৃতকৃত্যঃ। পুত্রস্য প্রতিনিহিতত্বাদেব, অস্য অয়মাত্মা পিত্রাত্মা কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ। বয়োগতঃ প্রৈতি ; স ইতঃ প্রয়ন্নেব পুন-র্জ্জায়তে। তদস্য তৃতীয়ং জন্ম। এবং পুত্রে নিক্ষিপ্তভারস্য বয়োগতস্য জীর্ণস্য মরণানন্তরং যৎ পুনর্জ্জন্ম, তৎ তৃতীয়ং জন্মেত্যর্থঃ। স্ত্রিয়াং (যাং ?) রেতোরূপেণ প্রবেশনং প্রথমং জন্ম। ততো বহির্নির্গমণং দ্বিতীয়ং জন্ম। তস্যৈব পিতুঃ প্রেত্য পুনর্ভবনং তৃতীয়ং জন্ম। যদ্যপ্যাদ্য-জন্মদ্বয়ং পুত্রগতম্ ; তৃতীয়ং তু পিতৃগতম্—তথাপি পিতাপুত্রয়োরৈ-ক্যাভিপ্রায়েণ তথোক্তিরিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পুত্রঃ খলু পিতুঃ প্রতিনিধির্ভবতি পিতৃকর্ত্তব্য-শেষস্যানুষ্ঠানাদতঃ পুণ্যেঃ কর্ম্মভিস্তস্যোৎপত্তিরিতি মত্বান আহ—সোঽ-স্যেত্যাদি—সঃ পুত্রঃ অয়ম্ পিতুরাত্মভূতঃ অস্য জনকস্য পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্ম-ভ্যঃ শাস্ত্রোক্তধর্ম্ম্যকর্ম্মসমাপ্ত্যর্থং তাদর্থ্যে চতুর্থী। প্রতিধীয়তে প্রতিনি-ধীয়তে প্রতিনিধিস্থানীয়ো ভবতি। অথ অনন্তরং পুত্রে নিবেশ্যাত্মনোভারং তত ইত্যর্থঃ, অস্য পুত্ররূপাত্মনঃ ইতরঃ অন্যঃ পৃথগ্‌ভূতঃ আত্মা পিত্রাত্মা কৃতকৃত্যো ভবতি ঋণত্রয়শোধাদ্বিমুক্তঃ সন্ কৃতার্থো জায়তে। বয়োগতঃ—প্রাপ্তবয়স্কঃ বৃদ্ধঃ সন্ প্রৈতি ইতো লোকাৎ প্রতিষ্ঠতে ম্রিয়ত ইতি যাবৎ। সঃ মরণোন্মুখো জীর্ণঃ পুরুষঃ, ইতঃ অস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্ এব স্ব-পুত্রে ভারং নিক্ষিপ্য মৃত্যুং প্রাপ্নুবন্নেব পুনর্জ্জায়তে পুনঃ আতিবাহিকং শরীরং গৃহ্লাতি তৃণজলৌকা ইব। তৎ প্রেত্য পুনর্ভবনং অস্য পিতুঃ তৃতীয়ং জন্ম। যদ্যপি আদ্যজন্মদ্বয়ং পুত্র-গতম্, তৃতীয়মাস্য গতং তথাপি পিতাপুত্রয়োরেকাত্মত্বান্নৈষ দোষঃ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এই পিতার আত্মস্বরূপ পুত্র যখন কার্য্যোপযোগী হয় তখন পিতা পুত্ররূপ আত্মাকে স্বীয় অনুষ্ঠেয় পুণ্য কর্ম্মসমূহে অর্থাৎ অগ্নিহোত্র, দেবপূজা এবং অতিথি-সেবা-আদি বৈদিক ও লৌকিক যত শুভ কর্ম্ম আছে, তাহাতে প্রতিনিধি করিয়া থাকেন। তিনি এইরূপে পুত্রের উপর সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্মের ভার অর্পণ দ্বারা ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হন অর্থাৎ পিতৃঋণ প্রভৃতি হইতে মুক্ত হন। তারপর যখন নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃ পূর্ণ হয়, তখন (জরাজীর্ণ হইয়া) মরণ প্রাপ্ত হন। এই দেহের ত্যাগের পর পুনরায় কর্ম্মানুসারে দেহান্তর-প্রাপ্তিরূপ জন্মান্তর প্রাপ্ত হন।

ইহা জীবের পুনর্জ্জন্ম। ইহাকেই আবার তৃতীয় জন্ম বলা হয়। এইপ্রকারে জন্মপরম্পরা প্রবাহিত থাকে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানব জন্ম ও মৃত্যু-জনিত মহান্ ক্লেশের কথা বিচার পূর্ব্বক ইহা হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত এই মনুষ্য শরীরে যথোচিত সাধনা না করে, ততক্ষণ এই কষ্টের নিবৃত্তি নাই। অতএব এইজন্য মানবের অবশ্য চেষ্টা করা উচিত। ইহাই এই প্রকরণের উদ্দেশ্য।

এস্থলে যে পুত্রকে পিতার আত্মস্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহা কিন্তু দেহাত্মবুদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়াই। নতুবা আত্মার জন্ম ও মৃত্যু নাই ; ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রতিপাদিত। দেহাত্মবুদ্ধি লইয়াই জীবের জন্ম ও মৃত্যু।

"দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥
ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
যথা তৃণজলূকৈবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ ॥"

(ভাঃ ১০।১।৩৯-৪০)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমনুব্রজন্।
ভুঞ্জান এব কর্ম্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্॥
জীবো হ্যস্যানুগো দেহো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ।
তন্নিরোধোঽস্য মরণমাবির্ভাবস্তু সম্ভবঃ॥"

(ভাঃ ৩।৩১।৪৩-৪৪)

এইজন্যই ভাগবত বলেন,—

"বুদ্ধ্বা জীবগতিং ধীরো মুক্তসঙ্গশ্চরেদিহ।"

(ভাঃ ৩।৩১।৪৬)

এতৎপ্রসঙ্গে, "লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং" (ভাঃ ১১।৯।২৯) "নৃদেহমাদ্যং" —(ভাঃ ১১।২০।১৭) প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য॥৪॥

শ্রুতিঃ—তদুক্তমৃষিণা—'গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা। শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্নধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়মিতি। গর্ভ এব এতচ্ছয়ানো বামদেব-এবমুবাচ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[এইরূপে সংসারী জীব তিন অবস্থায় পড়িয়া জন্ম-মৃত্যু-ধারা ভোগ করিতে থাকে, যখন ভাগ্যক্রমে সদ্গুরুর কৃপায় এবং শাস্ত্রোপদেশে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করে, তখনই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হয়, এই কথাই মন্ত্র বলিয়াছেন, যথা—গর্ভে নু ইত্যাদি] নু (বিচার করিয়া দেখিতেছি) গর্ভে (মাতার উদর-মধ্যে) সন্ (অবস্থানকালে) এষাম্ (এই সমস্ত) দেবানাম্ (বাক্-অগ্নি প্রভৃতি) (অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদিগের) বিশ্বা [বিশ্বানি] (সমস্ত) জনি-মানি (উৎপত্তি অর্থাৎ সদ্ ব্রহ্ম হইতে ভূত প্রভৃতির উৎপত্তিক্রম)

অনু অবেদম্ [অন্ববেদম্] (দর্শন করিয়াছি, জানিয়াছি) শতং (বহু) আয়সীঃ (লৌহময়ীর মত দুর্ভেদ্য) পুরঃ (পুরীগুলি, আমার তাহা হইতে নির্গমণের প্রতিবন্ধক শরীররূপ কারাগুলি) মা [মাং] (আমাকে) অরক্ষন্ (আটকাইয়া রাখিয়াছিল) অথ (পরে সদ্‌গুরুর কৃপাবলে) শ্যেনঃ (শ্যেন পক্ষীর মত) জবসা (জবে—বেগে) নিরদীয়ম্ (নির্গত হইয়াছি—শ্যেনপক্ষী যেমন পিঞ্জরমধ্যে বন্ধন-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরে পাশ কাটিয়া বাহির হইয়া যায়, আমিও সেইরূপ দুর্ভেদ্য সংসারপাশ কাটিয়া বাহির হইয়াছি) গর্ভে এব এতৎশয়ানঃ (মাতার গর্ভে থাকিয়াই) বামদেবঃ (উক্ত মন্ত্রদ্রষ্টা বামদেব মুনি) এবম্ (এইরূপ) উবাচ (বলিয়াছেন) ॥৫॥

অনুবাদ—এ কথা মন্ত্রই বিবৃত করিয়াছেন যে, মাতৃগর্ভে স্থিতি-কালে আমি (গর্ভস্থ জীব) এই বাক্ অগ্নি প্রভৃতির বহু জন্ম দর্শন করিয়াছি, আচার্য্যের উপদেশে এই লৌহনির্ম্মিত পিঞ্জরের মত দুর্ভেদ্য শরীররূপ পাশ হইতে নির্গমণের প্রতিবন্ধক শত শত বন্ধন আমাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে এক্ষণে ঈশ্বরের অনুগ্রহে আচার্য্যের উপদেশে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের প্রভাবে শ্যেনপক্ষী যেমন লৌহকারাতে আবদ্ধ থাকিয়া যন্ত্রণা ভোগের পর সেই পাশ কাটিয়া তথা হইতে বেগে নির্গত হয়, সেইরূপ আমি অচিরাৎ নির্গত হইয়াছি, গর্ভে থাকিয়াই বামদেবমুনি এইরূপ বলিয়াছেন ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তদুক্তমৃষিণা। তদেতদৃষ্ণ ঋষিণা মন্ত্রেণাপ্যুক্ত-মিত্যর্থঃ।

গর্ভে—নিরদীয়মিতি। অহং গর্ভ এব সন্ বর্ত্তমানঃ এষাং দেবানাং বিশ্বা বিশ্বানি, সমস্তানি জনিমানি জননানি, অন্ববেদম্ অন্ব-

ভূবম্। সুশব্দো বিতর্কে। মা মাং আয়সীঃ পুরঃ অয়োবিকারবন্নি-র্গমণপ্রতিবন্ধকানি শরীররূপাণি পুরাণি শতসংখ্যাকানি অরক্ষন্ সংসারকারাগৃহনির্গমণপ্রতিবন্ধকতয়া স্থিতানীত্যর্থঃ। পশ্চাত্তু দেশি-কোপদেশজনিতোপায়জ্ঞানেন, শ্যেনো যথা জবাৎ নির্গচ্ছতি তথা, নির্গতোঽস্মীতি মন্ত্রার্থঃ। গর্ভ এবৈতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ। অনেন প্রকারেণ তদ্ (এতদ্ ?) বাক্যং উবাচেত্যর্থঃ ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—উক্তার্থং মন্ত্রোঽপি ব্রবীতি মন্ত্রবাক্যেন সহৈ-কবাক্যত্বাদিতি—ঋষিণা মন্ত্রেণ, তৎ এতদ্বস্তু, উক্তম্ অনুমোদিতম্। কোঽয়ং মন্ত্র ইত্যুচ্যতে 'গর্ভে,নু সন্' ইত্যাদিঃ। অহং বামদেবঃ, নু বিতর্কে বিচারয়ামীত্যর্থঃ, গর্ভে এব মাতুরুদরে এব, ন তু দ্বিতীয়জন্মনঃ পরম্ অহ্ অবেদম্ ব্যবহিতাশ্চেতি ব্যবহিতেনান্বয়ঃ, অন্ববেদম্ অনুভূতবান্, অত্র গর্ভে স্থিতস্য পুরুষস্যানুশোচনা ভাগবতেঽনুসন্ধেয়া। বা কিমনুভূতানিত্যত-আহ—এষাং দেবানাম্ বাগগ্ন্যাদীনাং বিশ্বা বিশ্বানি 'সুপাংসুলুগাচ,' ইত্যাদিনা জস্ বিভক্তিস্থানে আৎ আদেশঃ। মা মাম্ আয়সীঃ আয়স্যঃ লৌহময্যঃ, আয়সীরিতি ছান্দসো নিষিদ্ধোঽপিপূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। পুরঃ অয়োবিকারপিঞ্জরবৎ নির্গমণপ্রতিবন্ধকানি শরীররূপাণি পুরাণি, অরক্ষন্ ররক্ষুঃ অথ পশ্চাত্তু আচার্য্যোপদেশাৎলব্ধোপায়ঃ নিরদীয়ম্ নিরগচ্ছম্, নিরুপসর্গাৎ দীধাতোর্দৈবাদিকাৎ লঙি। শ্যেনঃ শ্যেনপক্ষী যথা জবসা বেগেন তৎক্ষণাদেব, পৃষোদরাদিত্বাৎসকারাগমঃ তথাচ ঋগ্‌বেদস্য ৪।২৭।১ মন্ত্রভাষ্যে 'শ্যেনভাবং সমাস্থায় গর্ভাদ্ যোগেন নিঃসৃতঃ। ঋষির্গর্ভে শয়ানঃ সন্ ব্রূতে 'গর্ভে নু সন্নি'তি ॥৫॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত চারিটি মন্ত্রে বর্ণিত বাক্যের রহস্য শ্রীবামদেব ঋষি বর্ণন করিতেছেন। আমি গর্ভমধ্যে থাকিয়াই অনেক জন্ম-জন্মান্তর-ভাবনা-পরিপাকবশে এই অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদিগের

জন্মসমূহ বিদিত হইলাম। অর্থাৎ বামদেব ঋষি মাতার গর্ভে থাকা-কালেই বলিয়াছেন—অহো! কি আশ্চর্য্য ও আনন্দের কথা যে, গর্ভে থাকিতে থাকিতেই আমি অন্তঃকরণ ও বাহ্য ইন্দ্রিয়রূপ দেবতাদিগের অনেক জন্মের রহস্য জ্ঞাত হইলাম অর্থাৎ আমি জানিলাম যে, জন্মাদি-এই অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়েরই হইয়া থাকে কিন্তু আত্মার জন্মাদি নাই। এই রহস্য জানাইবার জন্যই প্রথমে আমাকে কতশত লৌহবৎ দুর্ভেদ্য কঠোর শরীররূপী পিঞ্জরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। উহাতে আমার এইরূপ দৃঢ় অহংতা হইয়াছিল যে, উহা হইতে নিষ্কৃতি আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল। এইজন্য আমি সংসার-পাশ হইতে এযাবৎ মুক্ত হইতে পারি নাই।

অনন্তর ভাগ্যক্রমে ভগবৎ-কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তির অনুকূল মনুষ্যশরীর লাভ করিয়া জাল ভেদকরতঃ নির্গত শ্যেনপক্ষীর মত সত্বর নির্গত হইলাম। মাতৃগর্ভে শয়ান অবস্থায়ই বামদেব ঋষি এই কথাগুলি বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"তত্র লব্ধস্মৃতির্দৈবাৎ কর্ম্ম জন্মশতোদ্ভবম্।
স্মরন্ দীর্ঘমনুচ্ছ্বাসং শর্ম্ম কিং নাম বিন্দতে॥
*　　*　　*　　*
নাথমান ঋষির্ভীতঃ সপ্তবধ্রিঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
স্তুবীত তং বিক্লবয়া বাচা যেনোদরেঽর্পিতঃ॥"

জীব উবাচ,—

"তস্যোপসন্নমবিতুং জগদিচ্ছয়াত্ত-
নানাতনোর্ভুবি চলচ্চরণারবিন্দম্।
সোঽহং ব্রজামি শরণং হ্যকুতোভয়ং মে
যেনেদৃশী গতিরদর্শ্যসতোঽনুরূপা॥"

(ভাঃ ৩।৩১।৯-১২) ॥৫॥

শ্রুতিঃ—স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদূর্দ্ধম্ উৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥৬॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—সঃ (সেই বামদেব ঋষি) এবম্ (পূর্ব্ব বর্ণিত আত্মগতি এইরূপে) বিদ্বান্ (অবগত হইয়া) অস্মাৎ (এইপ্রকার) শরীরভেদাৎ (শরীর বিনাশের পর অর্থাৎ মৃত্যুর পর) ঊর্দ্ধম্ (অর্চ্চিরাদি পথাবলম্বনে উপরে) উৎক্রম্য (উঠিয়া) অমুষ্মিন্ (ঐ) স্বর্গে লোকে (বৈকুণ্ঠধামে) সর্ব্বান্ কামান্ (অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি কল্যাণগুণগুলি) আপ্ত্বা (অনুভবকরতঃ) অমৃতঃ (মুক্তিভাজন) সমভবৎ (হইয়াছেন) সমভবৎ (অধ্যায়সমাপ্তি-সূচনার্থ দুইবার উক্তি) ॥৬॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—সেই বামদেব ঋষি এইরূপে জীবাত্মাকে দুর্ভেদ্যপাশে আবদ্ধ জানিয়া এই আশ্রিত শরীরবিনাশের পর অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান-বলে শরীর-নাশের পর দেহ হইতে নির্গত হইয়া অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথাবলম্বনে সেই বৈকুণ্ঠধামে যাইয়া অপহতপাপ্মত্বাদি সকল কল্যাণগুণ অনুভব করতঃ মুক্ত হইয়াছিলেন ।৬।

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স এবং বিদ্বান্—অমৃতঃ সমভবৎ। এবং সংসরন্নেব পূর্ব্বং স্থিতো বামদেবঃ ব্রহ্মবিজ্ঞানবান্ [সংপন্নঃ ?] সন্ অস্মাচ্ছরীরসকাশা (?) (বিনাশা ?) দূর্দ্ধ্বমুৎক্রম্য অর্চ্চিরাদিমার্গেণ ভগবল্লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বা অপহতপাপ্মত্বাদীন্ কল্যাণগুণান্ অনুভবন্ মুক্তোঽভবদিত্যর্থঃ। 'মুখং ব্যাদায় স্বপিতী' তিবৎ আপ্ত্বেতি সর্ব্বকামানুভবস্য অমৃতত্বপ্রাপ্তেশ্চ পৌর্ব্বাপর্য্যমবিবক্ষিতমিতি দ্রষ্টব্যম্। অত্র স এবং বিদ্বানিত্যুক্ত্যা ইতরে সর্ব্বে সংসারঘটীযন্ত্রপরিবর্ত্তমানা-দেহাত্মভ্রমনিমগ্নাঃ পুত্রপৌত্রাদীনপ্যাত্মানং মন্যমানাঃ শোচয়ন্তী (শোচন্তী ?) তি ভাবঃ ॥৬॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ পরমেশ্বরসাক্ষাৎকারস্য ফলমাহ—স এব-মিতি—সঃ যথোক্তো বামদেবঃ, এবং যথোক্তমাত্মানং বিদ্বান্ জানন্ অপহতপাপ্মত্বাদ্যষ্টগুণকং পরমেশ্বরং ধ্যানেন সাক্ষাৎকৃত্যেত্যর্থঃ অস্মাৎ বর্ত্তমানাৎ, অবিদ্যাপরিকল্পিতস্য আয়সবদ্ দুর্ভেদ্যস্য জনন-মরণাদ্যনে-কানর্থশতাবিষ্টস্য শরীরস্য ভেদাৎ বিনাশাৎ ঊর্দ্ধম্ অনন্তরম্ উৎক্রম্য অর্চ্চিরাদিমার্গেণ ভগবল্লোকং গত্বা অমুষ্মিন্ স্বর্গে বৈকুণ্ঠধাম্নি ন তু প্রসিদ্ধে দেবলোকে তস্য ক্ষয়িত্বাৎ সর্ব্বান্ কামান্ অপহতপাপ্মত্বাদি-কল্যাণগুণান্ আপ্ত্বা অনুভূয় অমৃতঃ মরণরহিতঃ জন্মাদেরুপলক্ষণাৎ জননমরণাদিরহিতঃ মুক্ত ইত্যর্থঃ, সমভবৎ অজায়ত স্বরূপেণাবাতিষ্ঠত অত্র আপ্ত্বেতি অমৃতোঽভবদিত্যনয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যং ন বিবক্ষিতং কিন্তু মুখং ব্যাদায় স্বপিতীতিবৎ সমকালীনত্বে তাৎপর্য্যম্। অত্রেদ-

মবধেয়ং স এবং বিদ্বানিত্যুক্ত্যা ইতরে সর্ব্বে জীবাঃ সংসারঘটীযন্ত্রবৎ পরিবর্ত্তমানাঃ দেহাত্মবোধবিভ্রান্তাঃ শোচন্তীতি সূচ্যতে ॥৬॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—এই প্রকারে বদ্ধ জীবের জন্ম-জন্মান্তর-তত্ত্বের অর্থাৎ যতদিন হইতে জীব ভগবদ্বিমুখতাক্রমে শরীর-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ সংসার পরিভ্রমণ করে, ততদিন ইহার জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি হয় না। বদ্ধজীবকে নানাযোনিতে জন্ম লাভ পূর্ব্বক নানাপ্রকারের কষ্ট-ভোগ করিতে হয়। এই রহস্য অবগত হইয়া ভাগ্যক্রমে ভগবৎ কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভকরতঃ বামদেব ঋষি গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্তে শরীর নাশের পর সংসার অতিক্রম করতঃ উর্দ্ধ্বগতি দ্বারা শ্রীভগবানের পরমধামে গমনপূর্ব্বক সর্ব্বথা আপ্তকাম হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

'সমভবৎ' শব্দটি দ্বিতীয়বার উল্লেখের দ্বারা অধ্যায়-সমাপ্তি সূচিত করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তস্মাদহং বিগতবিক্লব উদ্ধরিষ্য-
আত্মানমাশু তমসঃ সুহৃদাত্মনৈব।
ভূয়ো যথা ব্যসনমেতদনেকরন্ধ্রং
মা মে ভবিষ্যদুপসাদিতবিষ্ণুপাদঃ॥" (ভাঃ ৩।৩১।২১) ॥৬॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমখণ্ডের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

ঐতরেয়োপনিষৎ

তৃতীয়াধ্যায়স্য

প্রথমঃ খণ্ডঃ

শ্রুতিঃ—কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে ? কতরঃ স আত্মা—যেন বা রূপং পশ্যতি, যেন বা শব্দং শৃণোতি, যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি, যেন বা বাচং ব্যাকরোতি, যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি ? ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—[বামদেবাদি আচার্য্য-পরম্পরায় উপদিষ্ট শ্রুত্যর্থ-সার অবগত হইয়া মুক্তিকামী ব্রাহ্মণগণ আত্মবিজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া আত্ম-বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কোঽয়মাত্মেতি—যং বয়মুপাস্মহে ইতি] [যং—যে] আত্মা—আত্মানং (পরমাত্ম-স্বরূপকে) বয়ম্ (আমরা) উপাস্মহে (উপাসনা করিব) অয়ং (এই উপাস্য আত্মা—পরমেশ্বর) কঃ (স্বরূপতঃ কে ?) [যদি বল,—শ্রুতি তাহার নির্ণয় করিয়াছেন,—প্রপদাভ্যাং 'প্রাপদ্যত ব্রহ্মেমং পুরুষম্ ?' এই পাদাগ্র হইতে সর্ব্বশরীরব্যাপী আত্মাই ব্রহ্ম। তাহাই সন্দেহস্থল—যেহেতু ঐতরেয়শ্রুতিই আবার বলিতেছেন,—'স এতমেব সীমানং বিদার্য্য এতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত এতমেব পুরুষম্' ইহাতে শরীরাতিরিক্ত আত্মার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, অতএব বিরুদ্ধ এই শ্রুতি দ্বারা আত্মনির্ণয় কিরূপে হইবে ? এইজন্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণ আবার প্রশ্ন করিলেন,—কতরঃ স আত্মা ?] কতরঃ

(এই দুইটি আত্মার মধ্যে কোন্‌টি) স আত্মা (সেই আমাদের উপাস্যভূত আত্মা ?) [ইহার মীমাংসার্থ আবার তাঁহারা বলিলেন, যেন বা পশ্যতি' ইত্যাদি যাহার দ্বারা উপলব্ধি করে, সেই আত্মা, ইহাও কিন্তু যুক্তিযুক্ত হইবে না। এক্ষণে কাহার দ্বারা উপলব্ধি করে, তাহাই দেখাইতেছেন] যেন বা রূপং পশ্যতি (যাহার দ্বারা রূপ দেখে, সেই চক্ষুরিন্দ্রিয়) বা (অথবা) যেন (যাহার দ্বারা) শব্দং শৃণোতি (শব্দ শ্রবণ করে, সেই শ্রবণেন্দ্রিয় আত্মা) বা (অথবা) যেন (যাহা দ্বারা) গন্ধান্‌ (সুরভি-অসুরভি গন্ধ) আজিঘ্রতি (সম্যক্‌ভাবে আঘ্রাণ করে, সেই ঘ্রাণেন্দ্রিয় আত্মা) বা (কিংবা) যেন (যাহা দ্বারা) বাচং (বাক্য অর্থাৎ গো-অশ্ব প্রভৃতি শব্দ) ব্যাকরোতি (উচ্চারণ করে, সেই বাগিন্দ্রিয় আত্মা) বা (অথবা) যেন (যাহা দ্বারা) স্বাদু (কোন্‌টি স্বাদু) অস্বাদু চ (এবং কোন্‌টি অস্বাদু) বিজানাতি (পৃথক্‌ পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধি করে, সেই রসনেন্দ্রিয় আত্মা)। [মীমাংসনীয় বিষয়টি এই যে, এই দেহপিণ্ডে দুইটি বস্তু আমরা উপলব্ধি করিতেছি। একটি উপলব্ধির করণ, অপরটি উপলব্ধির কর্ত্তা, তন্মধ্যে করণগুলি অনেকপ্রকার ভেদে বিভক্ত, যে করণ দ্বারা যে গুণ গৃহীত হয়, অন্য করণ দ্বারা তাহা গৃহীত হয় না, কিন্তু উপলব্ধি কর্ত্তা একই পাওয়া যাইতেছে, যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন করণ দ্বারা অনুভূত পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিষয়গুলিকে একই ব্যক্তি স্মরণ করিতেছে। সেই উপলব্ধিকারক আত্মাও দুইটি—এই পিণ্ডে শ্রুতিদ্বারা প্রাপ্ত হইতেছে তাহাদের মধ্যে কোন্‌টি আমাদের উপাস্য আত্মা ? ইহাই এই সন্দর্ভের তাৎপর্য্য] ॥১॥

অনুবাদ—পূর্ব্ব শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, বামদেব আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া উপাসনা-বলে বৈকুণ্ঠধামে গমন পূর্ব্বক মুক্তির আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া মুক্তিকামী মুনিগণ

আত্ম-সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানার্থ পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন—এই ধ্যেয় বা উপাস্য আত্মা কে? যাঁহাকে আমরা উপাসনা করিব, সেই উপাস্য আত্মা কোনটি? অর্থাৎ এই দেহপিণ্ডের মধ্যে আমরা অনেকগুলি অনুভূতিকর্ত্তা উপলব্ধি করিতেছি, তন্মধ্যে আমি গৌর, আমি কৃষ্ণ, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি যাইতেছি, আমি করিতেছি ইত্যাদি প্রতীতি দেহাত্মবোধে হইতেছে। আবার আমি চক্ষুর্দ্বারা দেখিতেছি, কর্ণদ্বারা শুনিতেছি, নাসিকা দ্বারা গন্ধ লইতেছি, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা নামাত্মক শব্দ উচ্চারণ করিতেছি, রসনা দ্বারা স্বাদু অস্বাদু রস অনুভব করিতেছি—এগুলি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য। অতএব ইন্দ্রিয়ই আত্মা হইতে পারে? কিন্তু প্রতি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য একটি কর্ত্তা উপলব্ধি করে, সে কর্ত্তা কি পরমাত্মা? অথবা জীবাত্মা? কোন্‌টি তন্মধ্যে উপাস্য? ইহাই মর্ম্মার্থ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—কোয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে কতরঃ স আত্মা। পূর্ব্বং ব্রহ্মবিদঃ সর্ব্বে মিলিত্বা অস্মাকমুপাস্যভূত আত্মা কঃ, স কীদৃগ্‌গুণবিশিষ্ট ইতি মীমাংসাঞ্চক্রুরিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—দেহেন্দ্রিয়মনঃ-প্রাণধীজীবপরমাত্মান আত্মশব্দপ্রয়োগবিষয়াঃ। এষাং মধ্যে উপাস্য আত্মা ক ইতি মীমাংসাঞ্চক্রুরিতি। এবং মীমাংসিত্বা জাতনিশ্চয়প্রকারমাহ—যেন বা রূপং পশ্যতি—যেন বা স্বাদু চ অস্বাদু চ বিজানাতি। অনেন চক্ষুশ্‌শ্রোত্রঘ্রাণবাগ্রসনেন্দ্রিয়োপলক্ষিতানি সর্ব্বাণি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি উক্তানি ভবন্তি। যানি বা [যেন বা পশ্যতি] ইন্দ্রিয়াণীতি পর্য্যবসিতোঽর্থঃ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—বামদেবো গর্ভে বাসন্ ইত্যাদ্যচাব্যক্তং জ্ঞেয়ং বিষয়ং জ্ঞাতবান্। এবম্ আত্মানং বিদ্বান্ সঃ অস্মাৎ শরীরবিনাশাৎ পরং পরমেশ্বরলোকং গত্বা মোক্ষানন্দমনুবভূবেতি পূর্ব্বশ্রুত্যা বোধিতং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম বিশেষেণ উপাস্যতাস্পদং মীমাংসিতুং মুমুক্ষবো মুনয়ঃ পর-

পরং পপ্রচ্ছুঃ। কোঽয়মাত্মা ইতি—অয়ম্ মুক্তেরুপায়ীভূতঃ জ্ঞেয় আত্মা কঃ কিংস্বরূপ ইতি প্রশ্নার্থঃ। নন্থ প্রসিদ্ধ এবাহঙ্কারাস্পদমাত্মেতি চেন্ন তত্রাপি বিপ্রতিপত্তিসত্বাদ্ বিশেষাবধারণস্যাবশ্যকত্বাৎ পুনঃ পৃষ্টবন্তঃ বয়মুপাস্মহে যমিতিশেষঃ বয়ম্ যং ব্রহ্মত্বেন ধ্যায়েম স কঃ কিং দেহঃ, ইন্দ্রিয়াণি, মনো বা প্রাণো বা বুদ্ধির্ব্বা জীবোবা পরমাত্মাবেতি সন্দেহ-সত্বাৎ তথাচ কোষঃ 'আত্মা দেহে ধৃতৌ জীবে স্বভাবে পরমাত্মনি' ইতি। তেষু মধ্যে কতরঃ কতম ইত্যর্থঃ উপাস্যঃ আত্মত্বেন ধ্যেয়ঃ। তত্র প্রথমম ইন্দ্রিয়াণাং জ্ঞানহেতুত্বাৎ আত্মত্বসন্দেহে তেষাং পৃথগ্ জ্ঞানকরণত্বাৎ একেনানুভূতস্যান্যেন স্মরণাভাবাৎ নাত্মত্বমিতি। অস্মিন্পিণ্ডে দ্বে বস্তুনী উপলভ্যেতে করণং কর্ত্তাচ তত্র উপলব্ধি-করণানি বহূনি, উপলব্ধা চৈকঃ, তত্র করণানামনেকভেদভিন্নত্বং কার্য্যভেদদ্বারা প্রতিপাদয়তি। যেন বেত্যাদিনা যেন চক্ষুষা পশ্যতি যেন শ্রবণেন্দ্রিয়েণ শৃণোতি, যেন বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়েণ গন্ধান্ সুরভ্যসুরভি-ভেদেন ভিন্নান্ অতোবহুত্বোক্তিঃ। যেন বা বাগিন্দ্রিয়েণ বাচং নামাত্মিকাং বাচং ব্যাকরোতি বিশেষার্থবোধায় উচ্চারয়তি। যেন বা রসনেন্দ্রিয়েণ স্বাদু প্রিয়রসযুক্তং বস্তু অস্বাদু রসহীনম্ অপ্রিয়রসযুক্তঞ্চ বিজানাতি ভেদেন গৃহ্লাতি ॥১॥

তত্ত্বকণা—এই উপনিষদের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়দ্বয়ে দুইটি আত্মার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি আত্মা—পরমাত্মা, যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া ও সজীব পুরুষ প্রকট করিয়া উহার সহযোগ দিবার নিমিত্ত স্বয়ং উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হন। দ্বিতীয় আত্মা—জীবাত্মা, যাহাকে সজীব পুরুষরূপে পরমাত্মা প্রকট করিয়াছেন এবং যে আত্মার জন্ম-জন্মান্তর-পরম্পরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে গর্ভে আসা হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত বর্ণন করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে উপাস্য আত্মা কে? এবং তাঁহার স্বরূপ কিরূপ? তাঁহাকে

কি প্রকারে পাওয়া যায়? এই বিষয় তৃতীয় অধ্যায়ে নির্ণীত হইতেছে।

এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে,—পূর্ব্বোক্ত বামদেব-কথিত উপাস্য-দেব— পরমাত্মার তত্ত্ব জানিবার পিপাসু কতিপয় ব্যক্তি পরস্পর বিচার করিতেছেন—আমরা যাঁহার উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত অর্থাৎ যাঁহার উপাসনা পূর্ব্বক উঁহাকে প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ করিতেছি, সেই আত্মা কে? দ্বিতীয় আত্মন্ শব্দে যাহার সহযোগে মনুষ্য নেত্রের দ্বারা সমস্ত দৃশ্য দেখে, কর্ণের দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা নানাপ্রকার গন্ধ গ্রহণ করে, বাক্ দ্বারা শব্দ উচ্চারণ করে, রসনা দ্বারা স্বাদু ও অস্বাদু বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ আস্বাদ প্রাপ্ত হয়, তিনি কে? প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আত্মা দুইটির মধ্যে কোন্‌টি আমাদের উপাস্য? ॥১॥

শ্রুতিঃ—যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ। সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি। সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—যৎ এতৎ (আর এই যে) হৃদয়ং (হৃদয় অর্থাৎ নিশ্চয়-কারণ বুদ্ধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট) মনশ্চ (এবং এই মন বলিয়া প্রসিদ্ধ) এতৎ (ইহাও অর্থাৎ হৃদয় ও মন ইহারাও উপলব্ধির করণ, উপলব্ধা নহে) [যেহেতু মনঃ ও হৃদয়ের বৃত্তিগুলি সেই উপ-লব্ধিকর্ত্তার উপলব্ধির সাধন। অতএব যে উপলব্ধার উপলব্ধি-সাধন ইহারা হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আমাদের উপাস্য পরমেশ্বর। অতঃপর মনঃ ও হৃদয়ের বৃত্তিগুলির নির্দ্দেশ করিতেছেন] সংজ্ঞানম্

(সংজ্ঞপ্তি অর্থাৎ প্রকাশ) আজ্ঞানং (আজ্ঞপ্তি ঈশ্বরভাব) বিজ্ঞানং (বিশেষরূপে বিভিন্নভাবে জ্ঞান) প্রজ্ঞানং (প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞান) মেধা (ধারণাবতী বুদ্ধি অর্থাৎ মনে রাখিবার শক্তি) দৃষ্টিঃ (ইন্দ্রিয় দ্বারা সমস্ত বিষয়ের উপলব্ধি) ধৃতিঃ (অবসন্ন শরীর ও মনের স্থিরীকরণ) মতিঃ (মনন) মনীষা (অন্যনিরপেক্ষ বুদ্ধি-বিশেষ) জূতিঃ (চিত্তের রোগাদি দুঃখ) স্মৃতিঃ (অনুভূত বস্তুর পুনর্জ্ঞান, মতান্তরে প্রীতি), সঙ্কল্পঃ (শুক্ল না কৃষ্ণ ইত্যাদিরূপ বিকল্পাত্মকজ্ঞান) ক্রতুঃ (অধ্যবসায় বা প্রযত্ন) অসুঃ (প্রাণ—প্রাণনাদি জীবন-ক্রিয়াজনক বৃত্তি) কামঃ (অপ্রাপ্ত-বিষয়ের প্রাপ্তীচ্ছা) বশঃ (স্ত্রী-সঙ্গাদির ইচ্ছা) [এইগুলি অন্তঃকরণের বৃত্তি] সর্ব্বাণি এতানি (এই সমস্তই সংজ্ঞান, আজ্ঞান প্রভৃতি ধর্ম্ম) প্রজ্ঞানস্য (প্রজ্ঞানাত্মক ব্রহ্মের) নামধেয়ানি (রূপভেদ, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ ঐসকল ধর্ম্ম প্রজ্ঞানাত্মক ব্রহ্মের বহিরঙ্গ রূপভেদ) ভবন্তি (হইতেছে) ॥২॥

অনুবাদ—এই যে হৃদয়, এই যে মনঃ, ইহারা যদিও এক অন্তরিন্দ্রিয়, বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহের বিষয়-গ্রহণে ব্যাপার জন্মাইয়া থাকে, তথাপি তাহারা আত্মা নহে, কারণ যে উপলব্ধিকারকের উপলব্ধির জন্য তাহাদের সংজ্ঞান প্রভৃতি বৃত্তি, সেই উপলব্ধা ও উপলব্ধিসাধন বৃত্তিসম্পন্ন বস্তু এক হইতে পারে না, উহারা সেই প্রজ্ঞান ব্রহ্মের বিভিন্ন নামস্বরূপ। তাহারা কে? তাহা বলিতেছেন—যেমন সংজ্ঞান—চেতনাবৃত্তি অর্থাৎ প্রকাশনধর্ম্ম, আজ্ঞান—ঈশ্বরভাব অর্থাৎ প্রেরণা, বিজ্ঞানং—গো-অশ্ব প্রভৃতি ভেদে জ্ঞানের বৈচিত্র্য, প্রজ্ঞান—অবিচার্য্যস্ত অসন্দিগ্ধ বিষয়ক জ্ঞান, মেধা—ধারণাবতী বুদ্ধি। দৃষ্টি—বাহ্যেন্দ্রিয়সাহায্যে বিষয়োপলব্ধি, ধৃতি—অবসন্ন শরীর ও ইন্দ্রিয়ের স্থাপন-ব্যাপার, মতি—মনন, মনীষা—অন্য সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ম্ উদ্ভাবনী শক্তি, জূতি—রোগাদি কষ্টবোধ অথবা প্রীতি, স্মৃতি—অনুভূত বিষয়ের

স্মরণ, সঙ্কল্প—রূপাদির শুক্লপীতাদিরূপে কল্পনা, ক্রতু—অধ্যবসায় বা প্রযত্ন, অসুঃ—প্রাণনাদি ব্যাপার, কাম—তৃষ্ণা, বশ—সঙ্গলিপ্সা—এই সমস্ত অন্তঃকরণবৃত্তিই প্রজ্ঞানব্রহ্মের বহিরঙ্গ নাম ও রূপভেদ। ইহাই মুনিগণ বিচার করিয়া স্থির করিলেন ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চ। অনেনান্তরিন্দ্রিয়মুক্তং ভবতি। হৃদয়ং মন ইত্যবস্থা অন্তরিন্দ্রিয়স্য ভেদঃ (ইতি অন্তরিন্দ্রিয়স্যাবস্থাভেদঃ ?)।

এতৎ সংজ্ঞানমাজ্ঞানং—বশ ইতি। এতে সর্ব্বে ধর্ম্মভূতজ্ঞানাবস্থাবিশেষাঃ। সংজ্ঞানমেকত্বেন জ্ঞানম্। আজ্ঞানমীষজ্‌জ্ঞানম্। বিজ্ঞানং বিভিন্নতয়া জ্ঞানম্। প্রজ্ঞানং প্রকৃষ্টতয়া জ্ঞানম্। মেধা ধারণাবতী বুদ্ধিঃ। দৃষ্টিঃ প্রত্যক্ষম্। ধৃতিঃ নিশ্চয়রূপজ্ঞানবিশেষঃ। মতিঃ মননম্। মনীষা স্বাতন্ত্র্যাত্মকবুদ্ধিবিশেষঃ। জূতিঃ প্রীতিঃ। ক্রতুঃ উপাসনম্। অসুঃ প্রাণঃ। কামঃ অসন্নিহিতবিষয়াকাঙ্‌ক্ষা। বশঃ ইচ্ছা।

সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি। প্রজ্ঞানশব্দিতজ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ, উক্তানি বাহ্যান্তরি (র ?) ন্দ্রিয়প্রাণজ্ঞানানি নামধেয়ানি—তচ্ছরীরাণি ভবন্তীত্যর্থঃ। তস্যৈব রূপভেদাঃ ইতি যাবৎ। যথা নামধেয়ানীমানি প্রতিপত্তিপ্রযোজকতয়া তদেকশেষভূতানি ভবন্তি, তথেত্যর্থঃ। এবমিন্দ্রিয়মনঃ প্রাণধীব্যতিরেকমুপাস্যস্যাত্মনঃ প্রদর্শ্য ব্রহ্মেন্দ্রাদিব্যতিরেকং সাধয়তি ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কস্তর্হি আত্মা ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামুচ্যতে প্রজ্ঞানমেব আত্মা। যে তাবৎ সংজ্ঞানাদয় অন্তঃকরণস্য ধর্ম্মাঃ ফলতস্তে ব্রহ্মণ এব বাহ্যরূপভেদাঃ। ইতি মনসি কৃত্যাহ—যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ম্। কিন্তৎ হৃদয়ম্ ? উচ্যতে—'প্রজানাং রেতো হৃদয়ম্। হৃদয়স্য রেতো মনঃ, মনসা সৃষ্টা আপশ্চ বরুণশ্চ। হৃদয়াত্মনো মনসশ্চন্দ্রমাঃ,

তদেবৈতদ্ হৃদয়ং মনশ্চ একমেব অনেকধা ভবতি। তথাহি যদা হি চক্ষুর্ভূতেন ইন্দ্রিয়েণ সংযুজ্যতে তদা পশ্যতি, শ্রোত্রভূতেন তেন শৃণোতি, ঘ্রাণভূতেন জিঘ্রতি, বাগ্‌ভূতেন বদতি, জিহ্বাভূতেন রসয়তি, স্বকীয়েন বিকল্পনারূপেণ মনসা সঙ্কল্পয়তি, হৃদয়রূপেণাধ্যবস্যতি, তস্মাৎ সর্ব্বকরণবিষয়ব্যাপারকমেকমিদং করণং সর্ব্বোপলব্ধ্যর্থমুপলব্ধুঃ। যস্যোপলব্ধুরুপলব্ধ্যর্থা হৃদয়স্য মনোরূপস্য করণস্য এতা বৃত্তয়ঃ স এব উপলব্ধাস্মাকমুপাস্য আত্মা ভবিতুমর্হতীতি। কাস্তাবৃত্তয় ইত্যুচ্যন্তে—সংজ্ঞানম্ চেতনা, আজ্ঞানমাজ্ঞপ্তিরীশ্বরভাবঃ, বিজ্ঞানম্—বিভিন্নতয়া জ্ঞানম্, প্রজ্ঞানং প্রকৃষ্টতয়া জ্ঞানম্, মেধা—শাস্ত্রার্থধারণাবতী বুদ্ধিঃ 'ধীর্ধারণাবতী মেধা'ইত্যমরঃ। দৃষ্টির্দর্শনম্ ঐন্দ্রিয়িকী বিষয়োপলব্ধিঃ, ধৃতিরবসন্নানাং দেহেন্দ্রিয়াণাং সুস্থিরীকরণম্। মতিঃ যুক্ত্যা মননম্। মনীষা স্বাধীনপ্রজ্ঞাবিশেষঃ, জূতিঃ প্রীতিঃ, স্মৃতিঃ অনুভূতস্য বস্তুনঃ সংস্কারবশেন হৃদি পুনরবভাসঃ। সঙ্কল্পঃ শুক্লাদিভেদেন রূপস্য কল্পনম্। ক্রতুরধ্যবসায়ঃ প্রযত্নোবা, অসুঃ প্রাণনাদিব্যাপারঃ, কামঃ অপ্রাপ্তস্য প্রাপ্তীচ্ছা, বশঃ বশকান্তৌ ইতি স্ত্রীপরিষঙ্গাদ্যভিলাষঃ। এতানি সর্ব্বাণি—সংজ্ঞানাদ্যা অন্তঃকরণবৃত্তয়ঃ প্রজ্ঞানস্য প্রজ্ঞানশব্দেন শব্দিতস্য জ্ঞানরূপস্য ব্রহ্মণঃ নামধেয়ানি বহিরঙ্গ রূপভেদাঃ নামানি বা তথাচ শ্রুতিঃ প্রাণনেন প্রাণোনাম ভবতি ইতি ॥২॥

তত্ত্বকণা—চক্ষুঃ-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বগাদি কেহই আত্মা নহে। হৃদয়, মনঃ, সংজ্ঞা, অজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টি, ধৃতি, মতি, মনীষা, জূতি, স্মৃতি, সঙ্কল্প, ক্রতু, অসু, কাম, অভিলাষ—এই সমুদয়ই প্রজ্ঞানের নাম-মাত্র অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞামাত্র। পরমাত্মার সত্তার বোধ করাইবার লক্ষণ। এই সব দর্শন করিয়া এই সকলের রচয়িতা, সংচালক ও রক্ষকের সর্ব্বব্যাপনী সত্তার জ্ঞান হইয়া থাকে ॥২॥

**শ্রুতিঃ—এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা-
ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি—পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো-
জ্যোতীংষীত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানি,
ইতরাণি চেতরাণি চ অণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদ-
জানিচোদ্ভিজ্জানি চ, অশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎ-
কিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমঞ্চ পতত্রি চ, যচ্চ স্থাবরম্, সর্ব্বং
তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো-
লোকঃ, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥৩॥**

অন্বয়ানুবাদ—এষঃ (এই প্রজ্ঞানরূপ আত্মাই) ব্রহ্ম (অপর ব্রহ্ম, অর্থাৎ সর্ব্বশরীরস্থ প্রাণ—ব্রহ্ম, ইনিই প্রজ্ঞাত্মা ঈশ্বর, ইনি আদি সৃষ্টি-কর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ), এষঃ (এই প্রজ্ঞানাত্মাই) ইন্দ্রঃ (পরমেশ্বর, অথবা দেবরাজ) এষঃ প্রজাপতিঃ (এই প্রজ্ঞানাত্মাই প্রজাপতি—যিনি প্রথমে জন্মিয়াছেন, শরীরধারী বিরাট্পুরুষ যাঁহার মুখাদি নির্ভেদ দ্বারা অগ্নি প্রভৃতি লোকপালগণ জন্মিয়াছে, সেই প্রজাপতি ইনিই) [শুধু তাহাই নহে] এতে (এই অগ্নি প্রভৃতি) সর্ব্বে দেবাঃ (সমস্ত দেবতা—ইঁহারই অঙ্গভূত) ইমানি চ (আর এই সব) পঞ্চ মহাভূতানি (সর্ব্ব শরীরের উপাদান, সৃষ্টির উপকরণ পাঁচটি মহাভূত) যথা পৃথিবী (ক্ষিতি) বায়ুঃ (বায়ু) আকাশঃ (আকাশ বা অবকাশ) আপঃ (জল) জ্যোতীংষি (সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক মণ্ডল)[ইহারা কেহ জীবের অন্ন, কেহ বা অন্নভোজী] কিঞ্চ ইমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণি ইব (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব—কীটাদি তৎসহ বৃহৎ জীব মনুষ্যাদি ইহারাও সেই প্রজ্ঞানাত্মার বহিরঙ্গ নামধেয়) [এখানে 'ইব' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়] ইতরাণি চ (অন্যান্য দুইপ্রকার—যথা যোনিজ ও অযোনিজ) বীজানি (কারণীভূত) [কে তাহারা ?]

অণ্ডজানি চ (কতকগুলি ডিম্ব হইতে নির্গত যেমন পক্ষী, সর্প, মৎস্য প্রভৃতি) জারুজানি চ(জরায়ুজ যেমন মনুষ্য প্রভৃতি), স্বেদজানি চ (পচা জিনিষ হইতে উৎপন্ন যেমন মাছি, মৎকুণ, ছারপোকা প্রভৃতি) উদ্ভিজ্জানি চ (ভূমিভেদ করিয়া উত্থিত যেমন বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি), [ইহারা ক্ষুদ্র জীব, অতঃপর বৃহদাকার জীব কথিত হইতেছে, যথা] অশ্বাঃ গাবঃ, পুরুষাঃ হস্তিনঃ (অশ্ব, গো, মানুষ, হস্তী এবং ব্যাঘ্র, সিংহ, মহিষ প্রভৃতি) [আর অন্য] যৎ কিঞ্চেদং (যাহা কিছু এই দৃশ্যমান বস্তু আছে) প্রাণি চ (প্রাণবান্) জঙ্গমঞ্চ (গতিশীল), পতত্রি চ (পক্ষী প্রভৃতি আকাশে গতিশীল প্রাণী) যচ্চ স্থাবরং (এবং যাহা স্থিতিশীল পর্ব্বতাদি) তৎ সর্ব্বং (সেই সমুদয় বস্তুই) প্রজ্ঞানেত্রং (ব্রহ্মকর্তৃক চালিত—শাসিত) প্রজ্ঞানে (ব্রহ্মে) প্রতিষ্ঠিতং (সৃষ্টি, স্থিতি, লয়কালে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া আছে), প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ (সকল জীব প্রজ্ঞার পরিচালনায় স্থিতিমান্ অথবা প্রজ্ঞা-সাহায্যে প্রজ্ঞাচক্ষুঃ) প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা (সমস্ত জগতের আশ্রয় ব্রহ্ম) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম, যেহেতু তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, এজন্য স্বরূপতঃ ও গুণতঃ বৃহত্তম, সেই পরমেশ্বরই প্রজ্ঞান-শব্দের বাচ্য, তিনিই আমাদের উপাস্য) ॥৩।

অনুবাদ—পূর্ব্ব শ্রুতিতে চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয়গুলি পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া বহু ও এক উপলব্ধিকর্ত্তার অধীন, এজন্য তাহা ব্রহ্ম হইতে পারে না এবং যদিও হৃদয় ও মনের প্রেরণায় সমস্ত ইন্দ্রিয় কার্য্য করে, তাহা হইলেও যে-উপলব্ধার (জ্ঞান-কর্ত্তার) উপলব্ধির জন্য হৃদয়াদি অন্তঃকরণের বৃত্তি, সেই উপলব্ধাই উপাস্য। অন্তঃকরণের সংজ্ঞান প্রভৃতি বৃত্তি প্রজ্ঞানেরই বহিরঙ্গ নামভেদ। কেবল ইহা নহে, এই যে ব্রহ্মা, এই যে ইন্দ্র, এই প্রজাপতি এবং এই সমস্ত দেবতা ইঁহারা সকলেই প্রজ্ঞান-ব্রহ্ম দ্বারা শাসিত, তাঁহার শরীরভূত। এইরূপ পঞ্চমহাভূত—

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি তেজঃ—ইহারাও প্রজ্ঞান-ব্রহ্ম দ্বারা চালিত ও প্রজ্ঞান-ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছে। এইসকল ক্ষুদ্রপ্রাণী ও বৃহৎ প্রাণী ইহাদেরও বীজভূত ব্রহ্ম, যোনিজ ও অযোনিজ-ভেদে ইহারা দ্বিবিধ, তন্মধ্যে যোনিজ প্রাণী দ্বিবিধ এক অণ্ডজ সর্প প্রভৃতি, অপর জরায়ুজ যেমন মনুষ্য প্রভৃতি। অযোনিজ প্রাণী আবার দুই প্রকার যথা স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। জরায়ুজ প্রাণী যেমন অশ্ব, গো, মনুষ্য, হস্তী প্রভৃতি। আর এই যে প্রাণবৎ জীব ইহারা গতিশীল ও স্থিতিশীল। গতিশীলও দুই প্রকার পাদচারী ও পক্ষচারী, আর যে স্থাবর বৃক্ষ-লতাপর্ব্বতাদি উক্ত সমুদয়ই প্রজ্ঞানেত্র অর্থাৎ প্রজ্ঞান-ব্রহ্ম দ্বারা পরিচালিত, প্রজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। এই ভুবন ইহাও ব্রহ্মকর্ত্তৃক চালিত, প্রজ্ঞানব্রহ্মই তাহাদের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়। প্রজ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এষ—এতে সর্ব্বে দেবাঃ। ব্রহ্মাত্মা অপি দেবস্তন্নামধেয়ানি, তচ্ছরীরভূতা ইত্যর্থঃ। ইতশ্চ জীবানামুপাস্যাত্মব্যতিরেক উক্তো ভবতি। ভূতভৌতিকশরীরব্যতিরেকং সাধয়তি ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানীতি। তান্যেব দর্শয়তি পৃথিবী বায়ুরাকাশ-আপো জ্যোতীংষীতি। নির্দ্দিষ্টানি পঞ্চ মহাভূতানীত্যন্বয়ঃ। এতানী-মানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানি। ক্ষুদ্রৈরল্পকৈর্মিশ্রাণি। ইবশব্দোঽ-নর্থকঃ। তৎ দ্বেধা দর্শয়তি ইতরাণি চেতরাণি চ। তান্যেব অণ্ডজানি পক্ষ্যাদীনি; জারুজানি জরায়ুজানি, মনুষ্যাদীনীত্যর্থঃ। স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চ। স্বেদজানি যূকাদীনি; উদ্ভিজ্জানি বৃক্ষাদীনি। অশ্বা-গাবঃ পুরুষা হস্তিনঃ, যৎকিংচেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরং সর্ব্বং তৎ। যচ্চ গবাশ্বপুরুষহস্তিপতত্র্যাত্মকং জঙ্গমং প্রাণি-জাতম্, যচ্চ স্থাবরম্, তৎ সর্ব্বং চ। প্রজ্ঞানেত্রং, প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতম্। প্রজ্ঞৈব নেত্রমস্যেতি প্রজ্ঞানেত্রম্। নীয়তে অনেনেতি নেত্রম্

অন্তর্য্যামীত্যর্থঃ। প্রজ্ঞানে ব্রহ্মণি উৎপত্তিস্থিতিলয়কালেষু প্রতিষ্ঠিতম্। প্রজ্ঞানাশ্রয়মিত্যর্থঃ। প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা। সর্ব্বস্য জগত ইতি শেষঃ। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। অতঃ প্রজ্ঞানমেব ব্রহ্ম। তস্য সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বেন স্বরূপতো গুণতশ্চ নিরতিশয়বৃহত্ত্বস্য প্রজ্ঞান এব সত্ত্বাৎ ইতি ভাবঃ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পূর্ব্বশ্রুত্যা সর্ব্বেষাং প্রজ্ঞান-নামধেয়ত্বমুক্তম্ অত্র শ্রুতৌ তদেব বিব্রিয়তে—এষঃ প্রজ্ঞানরূপ আত্মা ব্রহ্ম অপরং ব্রহ্ম তচ্চ সর্ব্বশরীরস্থঃ প্রাণঃ, প্রজ্ঞাত্মা, অন্তঃকরণোপাধিষনুপ্রবিষ্টো জলভেদগত-সূর্য্যপ্রতিবিম্ববদ্ হিরণ্যগর্ভঃ প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্মা। এষঃ ইন্দ্রঃ দেবরাজঃ, এষঃ প্রজাপতিরাদিসৃষ্টঃ পুরুষঃ এষ এব ইদমুপলক্ষণম্ যেঽপ্যেতেঽগ্ন্যাদয়ঃ দেবাঃ ইমেঽপি সর্ব্বে প্রজ্ঞানেত্রাঃ প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতা ইত্যন্তরেণান্বয়ঃ। এবমগ্রেঽপি। ইমানি চ জীবদেহোপাদানভূতানি পঞ্চ-মহাভূতানি গন্ধাদিপঞ্চতন্মাত্রকার্য্যাণি তানি যথা পৃথিবী গন্ধবতী, বায়ুঃ স্পর্শগুণকঃ, আকাশঃ শব্দগুণকঃ, আপঃ জলম্ রসগুণ-কম্, জ্যোতীংষি সূর্য্যাদীনি তেজাংসি রূপগুণকানি, এতানি অপি প্রজ্ঞানেত্রাণি, প্রজ্ঞায়াং প্রতিষ্ঠিতানি, ইমানি চ ক্ষুদ্রমি-শ্রাণীব ভূতানীতি শেষঃ, অত্র ইব শব্দো নিরর্থকঃ, ক্ষুদ্রমিশ্রাণি ক্ষুদ্রৈঃ কীটপতঙ্গাদিভিঃ প্রাণিভিঃ মিশ্রাণি সহিতানি বীজানি ইতরাণি চ ইতরাণি চ ইতি দ্বিধাভূতানি তত্র কানিচিৎ প্রাণিজাতানি, অপরাণি অপ্রাণিজাতানি। প্রাণিজাতান্যপি অণ্ডজজরায়ুজভেদেন পুনর্দ্বিধা তানি যথা অণ্ডজানি পক্ষ্যাদীনি, জারুজানি জরায়ুজাতানি মনুষ্যা-দীনি অশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিন এতা জরায়ুজানাং বিবৃতয়ঃ। যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি প্রাণবৎ জঙ্গমং গতিশীলং যথা মহিষশিবাশ্বাদিকং এতদপি জরায়ুজম্। পতত্রি চ আকাশে উৎপতনশীলম্ এতদণ্ডজস্য বিবরণম্। যচ্চ স্থাবরং স্থিতিশীলং প্রাণবৎ বৃক্ষাদিকম্ সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং

নীয়তে প্রাপ্যতে অনেনেতি নেত্রম্ প্রজ্ঞা নেত্রমস্য ইতি অন্তর্যাম্যধীন-ইত্যর্থঃ, প্রজ্ঞানে ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠিতম্ উৎপত্তি-স্থিতি-লয়কালেষু প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানাশ্রিতমিত্যর্থঃ। এবং লোকঃ ভুবনং 'লোকস্তু ভুবনে জনে' ইত্যমরঃ প্রজ্ঞানেত্রঃ প্রজ্ঞানেন ব্রহ্মণা পরিচালিতো ভবতি। প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা সর্ব্বস্য জগত ইতি শেষঃ। প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ। কিমিদং প্রজ্ঞানং নামেত্যুচ্যতে প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম পরমেশ্বর ইতি ॥৩॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিমন্ত্রে এইপ্রকার বিচার পূর্ব্বক ইহাই নিশ্চয় করিতেছেন যে, সকলের উৎপাদক সর্ব্বপ্রকার শক্তি-প্রদানকারী এবং সকলকে রক্ষাকারী স্বচ্ছ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাই উপাস্য দেব।

এই প্রজ্ঞানই ব্রহ্মা, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি। এই সকল অগ্ন্যাদি দেবতা, ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ নামক পঞ্চ মহাভূত, এই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মিশ্র ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিসমূহ, এই স্থাবর ও জঙ্গম-ভেদে দ্বিবিধ বীজভূত প্রাণী। এই অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রাণিসমূহ, এই গো, অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্য প্রভৃতি, এই জঙ্গম পক্ষ্যাদি ও স্থাবর তরুলতাদি প্রাণী, এই সমুদয়ই একমাত্র প্রজ্ঞারূপ পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন, তৎকর্ত্তৃক রক্ষিত ও অন্তে তাঁহাতেই লীন হইয়া থাকে। প্রজ্ঞাস্বরূপ ব্রহ্মই লোক-সকলের স্থিতিহেতু। এই প্রজ্ঞাস্বরূপ ব্রহ্মই সকলের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ চরম আশ্রয়। এইজন্য বলা হয়—এই প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।

নারায়ণোপনিষদে পাই,—

"ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ শিবশ্চ নারায়ণঃ" ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অহং ব্রহ্মা চ শর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্।
আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ ॥" (ভাঃ ৪।৭।৫০)

শ্রীগীতাতে পাই,—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥" (গীঃ ১০।৮) ॥৩॥

শ্রুতিঃ—স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাঽস্মাল্লোকাদুৎক্রম্য অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বা অমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ওঁ ॥৪॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥

অন্বয়ানুবাদ—সঃ (সেই বামদেব এবং অন্যও) এতেন (এই ব্যাখ্যাত) প্রজ্ঞেন (জ্ঞানাত্মক) আত্মনা (পরমাত্মার উপাসনায়, যাঁহার উপাসনায় পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মবিদ্‌গণ অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই প্রজ্ঞানাত্মক ব্রহ্মের উপাসনায়) অস্মাৎ লোকাৎ (মৃত্যুর পর এই লোক হইতে) উৎক্রম্য (অর্চ্চিরাদিমার্গে বৈকুণ্ঠধামে যাইয়া) অমুষ্মিন্ (ঐ) স্বর্গে লোকে (পরমানন্দধামে) সর্ব্বান্ (সমস্ত অপহতপাপ্মত্ব-প্রভৃতি গুণ) আপ্ত্বা (লাভ করিয়া) অমৃতঃ (মুক্তিভাজন) সমভবৎ (হইয়াছেন) গ্রন্থসমাপ্তি সূচক দ্বিরুক্তি ॥৪॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ॥

অনুবাদ—সেই বামদেব অথবা সেই ব্রহ্মবিদ্ এই প্রজ্ঞান ব্রহ্মকে উপাসনা করিয়া তাঁহার করুণায় এই লোক হইতে ঊর্দ্ধে গমন করিয়া বৈকুণ্ঠধামে শ্রীহরির লোক লাভকরতঃ মুক্ত হইয়াছিলেন। ওঁ তৎ সৎ ॥৪॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স এতেনৈব প্রজ্ঞেনাত্মনা অস্মাল্লোকাদুৎক্রম্য অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বা অমৃতস্সমভবৎ সমভবদিত্যেতৎ। স এবংবিৎ অস্মাল্লোকাদর্চ্চিরাদিমার্গেণ ভগবল্লোকং গত্বা প্রজ্ঞেন ব্রহ্মণা সহ 'সোশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা' ইত্যুক্ত-রীত্যা সর্ব্বান্ কল্যাণগুণান্ অনুভবন্ আবির্ভূতত্র (ব্রা ?) হ্মস্বরূপো ভবতীত্যর্থঃ ॥৪॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডস্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—প্রজ্ঞানব্রহ্মোপাসনায়াঃ ফলমাহ—স এতে-নেতি—সঃ বামদেবোঽন্যো বা ব্রহ্মবিৎ, এতেন সর্ব্বাশ্রয়ভূতেন সর্ব্বপরি-চালকেন প্রজ্ঞেন জ্ঞানস্বরূপেণাত্মনা যথা পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽমুনা প্রজ্ঞেন ব্রহ্মণা অমৃতা অভূবংস্তথা তদুপাসনয়া অস্মাৎলোকাৎ প্রেত্য উৎক্রম্য অর্চ্চিরাদিমার্গেণ উর্দ্ধং গত্বা অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে বৈকুণ্ঠধাম্নি সর্ব্বান্ কামান্ আপ্ত্বা অনুভূয় অমৃতঃ সমভবৎ মুক্তো বভূব। ইতি গ্রন্থসমাপ্তি-সূচনার্থা দ্বিরুক্তিঃ ॥৪॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—বামদেব ঋষিপ্রমুখ যে কোন আত্মজ্ঞ ব্যক্তি এই-প্রকার প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা পূর্ব্বক এই লোক হইতে উৎক্রান্ত হইয়া পরমানন্দময় পরমধামে গমন করেন, তিনি প্রজ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত দিব্য অলৌকিক ভোগরূপ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করেন অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু চিরতরে অতীত হন।

'সমভবৎ' শব্দের দ্বিরুক্তি এই উপনিষদের সমাপ্তি সূচনার্থ বুঝিতে হইবে ॥৪॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের
'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—ঐতরেয়োপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অথ শান্তিসূক্তপাঠঃ—

ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা। মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্। আবিরাবীর্ম এধি। বেদস্য ম আণীস্থঃ। শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ। অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্সন্দধামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্ অবতু বক্তারম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা······।

ক্ষেমায় যঃ করুণয়া ক্ষিতিনির্জরাণাং ভূমাবুদক্ষয়ত ভাষ্যসুধামুদারঃ।
বামাগমাধ্বগবদাবদতূলবাতো রামানুজঃ স মুনিরাদ্রিয়তাং মদুক্তিম্।

ইতি শ্রীমত্তাতাচার্য্যচরণারবিন্দচঞ্চরীকস্য বাৎস্যানন্তার্য্যপাদসেবাসমধিগতশারীরক-
মীমাংসাভাষ্যহৃদয়স্য পরকালমুনিপাদসেবাসমধিগতপারমহংস্যস্য
শ্রীরঙ্গরামানুজমুনেঃ কৃতিষু ঐতরেয়োপনিষৎ প্রকাশিকা সংপূর্ণা ॥৪॥

॥ শুভমস্তু ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—মঙ্গলাদ্যানি মঙ্গলান্তানি মঙ্গলমধ্যানি প্রথন্তে। ইত্যাদি শ্রুত্যনুসারেণ উপনিষদোঽন্তেঽপি শান্তিসূক্তপাঠো বিধেয় ইতি কৃত্বা শান্তিসূক্তমিদং পঠিতম্। ব্যাখ্যাতমেতৎ প্রাগেব।

অনুবাদ—যে গ্রন্থের আদিতে, মধ্যেতে ও অন্তে মঙ্গলাচরণ কৃত হয়, তাদৃশ গ্রন্থগুলি প্রথিত হয় এবং আয়ুষ্মৎপুরুষ করিয়া থাকে, এজন্য এই শান্তিসূক্ত পুনশ্চ পঠিত হইল। ইহার বিস্তৃত অনুবাদ প্রথমেই প্রদত্ত হইয়াছে। ওঁ তৎ সৎ—

উপনিষদিতরায়াঃ সূনুনা ব্রহ্মতত্ত্ব-
মধিগময়িতুকামেনাত্তবিত্তেন দৃষ্টা।
কথমিহ বিবরীতুং তত্ত্বজাতস্য লোকে
গুরুপদমধুলুব্ধো যত্নমাতিষ্ঠদেষঃ ॥

গোবিন্দসেবনপরঃ সকলোঽপি লোকো-
মুক্তিং গতস্তদিহ কিঞ্চন ন চিত্রমস্তি।
ক্ষীণা রসায়নভুজো ভুবি পুষ্টিমাপু-
রজ্ঞা অহো বিজয়তে খলু বস্তুশক্তিঃ ॥

সত্যং ন বেদ্মি কথঞ্চোঽপ্যহমাত্মতত্ত্বং
বিষ্ণোঃ কৃপাক্ষিবলতঃ সফলঃ শ্রমোঽস্তু।
তেজোহি ভানু-বিততং হরতি প্রমোষং
কৃষ্ণঃ করোত্বিহ মমাপি মতিপ্রকাশম্ ॥

বৈষ্ণবদাসানুদাসঃ
শ্রীভক্তিশ্রীরূপসিদ্ধান্তী।

সমাপ্তেয়মৈতরেয়োপনিষৎ ॥